সেকালের সংবাদপত্রে কলকাতা

প্রথম খণ্ড

সমাচার দর্পণ

১৮১৮—১৮২২

হরিপদ ভৌমিক
সংকলিত

ভূমিকাঃ নিশীথরঞ্জন রায়

পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ
৩০ অক্টোবর ১৯৮৭

প্রচ্ছদ
অমিয় ভট্টাচার্য

প্রকাশক ও মুদ্রাকর
স্বপনকুমার সাউ
লোকনাথ প্রিন্টার্স
২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৬

প্রবীণ কলকাতা-গবেষক

শ্রীরাধারমণ মিত্র

বহুমানভাজনেষু

সূচী

ভূমিকা

১৩৩৯ বঙ্গাব্দে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং সম্পাদিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'র প্রথম খণ্ড আত্মপ্রকাশ করেছিল। চার বৎসরের মধ্যেই এই আদি সংস্করণটি নিঃশেষিত হয়ে যায়। এ থেকেই প্রমাণিত হয় এ ধরনের সঙ্কলনের প্রয়োজন কতো বেশি ছিল। বঙ্গাব্দ ১৩৪০ দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম প্রকাশনা কাল। 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকা থেকে এই দু'টি খণ্ডে শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম ও বিবিধ—এই পাঁচটি শিরোনামায় ১৮১৮ থেকে ১৮৪০ সাল পর্যন্ত তথ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রয়োজনবোধে উদ্ধৃত তথ্যের বিস্তারিত ভাষ্যও দেওয়া হয়েছে। আকর সূত্র হিসাবে এই দু'টি গ্রন্থের মূল্য সর্বজনস্বীকৃত। সাধারণ জ্ঞানার্থী এবং গবেষক উভয় শ্রেণীই এই গ্রন্থমালার দ্বারা প্রভূত উপকৃত হয়েছেন। উনিশ শতকের বাঙ্গলার সমাজ অথবা সংস্কৃতির চিত্ররূপ যাঁরা গবেষণার মাধ্যমে বাঙ্গলা অথবা ইংরেজি যে ভাষাতেই হোক উপস্থাপিত করেছেন, তাঁদের পাদটীকার অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে ব্রজেন্দ্রনাথের পরিবেশিত তথ্যের উদ্ধৃতি। 'সংবাদপত্র সেকালের কথা'র লেখকের কাছে এঁদের ঋণ অপরিশোধ্য। দুষ্প্রাপ্য সূত্র থেকে বিষয়ানুগ তথ্য সংগ্রহ করে এই দু'টি গ্রন্থের মাধ্যমে তার সঙ্কলন, সম্পাদনা এবং প্রকাশনা ব্রজেন্দ্রনাথকে পথিকৃতের মর্যাদায় চিহ্নিত করেছে।

পরবর্তীকালে ইতিহাস-গবেষক এবং সমাজবিজ্ঞানী বিনয় ঘোষ বিভিন্ন সাময়িক পত্র থেকে তথ্য সঙ্কলন করে ৫ খণ্ডের একটি গ্রন্থমালায় পরিবেশন করেছেন। ১৯৬২ থেকে ১৯৬৭ সালের মধ্যে তিনি সংগ্রহ করেছেন 'সংবাদ প্রভাকর', 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা,' 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর,' 'সম্বাদ ভাস্কর,' 'সর্বশুভকরী পত্রিকা', 'বিদ্যাদর্শন' এবং 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা থেকে দুষ্প্রাপ্য অথচ প্রয়োজনীয় বহু তথ্য। 'বাংলার সামাজিক জীবনে আলোকসম্পাত করতে পারে' এ জাতের সংবাদ সংকলনের যে-কাজ তিনি করেছেন ব্রজেন্দ্রনাথের অনুসরণে, তা বিদ্বজ্জনসমাজে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতিলাভ করেছে।

সঙ্কলন বিষয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ একটি সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করেছেন। যে পাঁচটি অধ্যায়ে তিনি উদ্ধৃতিসমূহের সমাবেশ ঘটিয়েছেন তাতে সংবাদমাত্রকেই তিনি তাঁর সঙ্কলনের অন্তর্ভুক্ত করেননি। আমাদের বৃহত্তর সমাজ ও সংস্কৃতি-জীবনে যে-সকল তথ্য গুরুত্বপূর্ণ বলে তাঁর মনে হয়েছে তাই তিনি বাছাই করে নিয়েছেন। এর ফলে বহু তথ্য তিনি বর্জন করেছেন। তথ্যসংগ্রহের

সাত

পথিকৃতের পক্ষে এ ধরনের নির্বাচন পদ্ধতি বেছে নেওয়ার অসঙ্গতি কিছু নেই। কিন্তু গবেষণার ক্ষেত্র প্রশস্ততর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে একদা যা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয়েছিল তাও গুরুত্বের অধিকারী বলে গণ্য হতে পারে। এরকমটি না হলে গবেষণা একটি স্থির বিন্দুতেই আবদ্ধ হয়ে যেতো অথবা গবেষকদের কাছে একই তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তের পুনর্মূল্যায়ণ ছাড়া অন্য পথ খোলা থাকতো না।

এ প্রসঙ্গে আরও একটি কথা মনে রাখা জরুরী প্রয়োজন। পুরানো পত্র-পত্রিকা যে-সব বেসরকারী সংস্থার মালিকানায় রয়েছে এদের কারোরই সংরক্ষণ-উপযোগী সামান্যতম ব্যবস্থাও নেই। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে পুরানো কাগজ-পত্র ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়বে—এ আশঙ্কা অমূলক নয়। ইতিমধ্যেই তালিকাভুক্ত বহু মৌলিক আকর-সূত্র অব্যবহার্য হয়ে পড়েছে—এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক অভিজ্ঞতা। শুধু বেসরকারী সংস্থাই নয়, সরকারী অথবা সরকারের অনুদানভোগী প্রতিষ্ঠানের সংরক্ষণ ব্যবস্থাও সামান্যতম প্রয়োজন-ভিত্তিক অথবা আশানুরূপ নয়। এর ফলে পুরানো পত্র-পত্রিকা কোন সংগ্রহ-শালার তালিকাভুক্ত হলেও গবেষকদের পক্ষে সেগুলি বাস্তব ক্ষেত্রে ব্যবহার-যোগ্যর পর্যায়ে পড়ে না। অনেক ক্ষেত্রে এইসব নথিপত্রের যা দুরবস্থা এবং যার কোন প্রতিলিপি সরকারী অন্য কোন দপ্তরে অথবা সংগ্রহশালার খুঁজে পাওয়া যাবে না সেগুলি চিরকালের জন্য নাগালের বাইরে চলে গেল—এ পরিণতি আর কোনও দেশে ঘটেছে—এরকমটি ভাবতে পারি না। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জামের সাহায্যে তার অনুলিপি তৈরি করাও কার্যত অসম্ভব। প্রথমে এদের ব্যবহার-অযোগ্যতা এবং পরিশেষে অবলুপ্তির ভয়াবহ পরিণতির প্রতি আমরা এখনও পোষণ করে চলেছি এক নির্বিকার ঔদাসীন্য। তালিকা-ভুক্তির পর্বই শেষ পর্ব নয়—এ সহজ কথাটি আমরা ভুলে যাই। মাইক্রোফিল্ম, কিংবা মাইক্রোফিস্ ইত্যাদি প্রতিলিপি প্রস্তুতিকরণের ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে ব্যয়সাপেক্ষ। এ অবস্থায় পত্র-পত্রিকায় পরিবেশিত মূল্যবান তথ্যকে অবশ্যম্ভাবী বিনষ্টির হাত থেকে অন্ততঃ আংশিকভাবে রক্ষা করার প্রয়াসের যে-সূচনা ব্রজেন্দ্রনাথ, বিনয় ঘোষ করেছিলেন তারই ধারা অনুসরণ করে হরিপদ ভৌমিক সেই প্রচেষ্টাকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেলেন বর্তমান সঙ্কলন গ্রন্থমালার মাধ্যমে। এ ধরনের প্রয়াস নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য।

শ্রীমান হরিপদ বেছে নিয়েছেন বিভিন্ন সময়ে বাংলা ভাষায় লেখা অধুনালুপ্ত এবং দুষ্প্রাপ্য পত্র-পত্রিকা থেকে কলকাতা বিষয়ক ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহের গুরু দায়িত্ব। এইসব পত্র-পত্রিকার কতকগুলি মাসিক, কিছু পাক্ষিক, কিছু সপ্তাহান্তিক, কিছুবা দৈনিক ; চরিত্রের দিক থেকে কিছু ধর্মীয়(যেমন তত্ত্ববোধিনী, ধর্মতত্ত্ব, তত্ত্বকৌমুদী) কিছু সামাজিক, কিছুবা সাধারণ বিষয়ক। এদের প্রকাশনাস্থানের ঠিকানা যেমন ভিন্ন, তেমনি যে-সব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এই সব পত্র-পত্রিকার পরিকল্পনা, পরিচালনা এবং সম্পাদনার জন্য দায়ী ছিলেন তাঁদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতা। ১৮১৮ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত বাংলা ভাষায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার কোনটিই সঙ্কলক বর্জন করেননি। এই কারণে তাঁর পরীক্ষার ক্ষেত্র যেমন সুপরিসর, পরিবেশিত সংবাদের মধ্যেও তেমনই বৈচিত্র্য।

পত্র-পত্রিকার সংবাদ শীর্ষক উৎস থেকেই সঙ্কলক শুধুমাত্র তথ্যসংগ্রহ করেননি ; তিনি তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত করেছেন বিজ্ঞাপন, নিলাম-ইস্তাহার, সাধারণ বিজ্ঞাপন, সরকারী বিজ্ঞপ্তির দিকেও। এর ফলে তাঁর সংগ্রহের ভাণ্ডারে যেমন একদিকে সঞ্চিত হয়েছে কলকাতা-সম্পর্কিত যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, অন্যদিকে তেমনই আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় সংক্রান্ত সংবাদ। দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার আদি যুগে ক্রোড়পত্র সংযোজিত হতো না। পরে বহু পত্র-পত্রিকায় বিশেষ উপলক্ষ যেমন পূজা অথবা শারদোৎসব নিয়ে নিয়মিতভাবে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করে। একই সময়ে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বিজ্ঞাপনদাতাদের দাবি মেটাতে এবং নিজেদের আর্থিক সঙ্গতি বাড়াতে পত্রপত্রিকায় বিশেষ বিজ্ঞাপন ক্রোড়পত্রেরও সংযোজন লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান গ্রন্থমালার সঙ্কলক তাঁর তীব্র সতর্ক দৃষ্টি প্রসারিত করেছেন সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন এবং ক্রোড়পত্রের ক্ষেত্রেও। এই দু'টি সূত্র ব্যবহৃত না হলে বহু প্রয়োজনীয় তথ্য আমাদের জানাশোনার নাগালের বাইরে থেকে যেতো।

সংবাদপত্র ও পত্রিকা থেকে যে ধরনের উপকরণ এই সঙ্কলনে স্থানলাভ করেছে তার আলোচনা প্রসঙ্গে আরও একটি কথা প্রাসঙ্গিক বলে মনে করি। সংবাদপত্র প্রথম প্রকাশনার পর থেকে কয়েক বৎসর পর্যন্ত শুধু সংবাদ পরিবেশনের উপরেই গুরুত্ব আরোপ কথা হতো। তখন পরিবেশিত সংবাদ জনমতে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করতো তা নির্ধারণের কোন উপায় ছিল না। কিন্তু ১৮৩৫ সালের পর থেকে পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায় জনগণ তাঁদের মতামত

চিঠির আকারে জানাবার সুযোগ পেতেন। ফলে সংবাদদাতা এবং সংবাদ-গ্রহীতার মধ্যে গড়ে ওঠে গভীর যোগসূত্র। জনমতের নির্ধারক এইসব চিঠিপত্রের গুরুত্ব সঙ্গত কারণেই অনস্বীকার্য। সঙ্কলক কলকাতা-বিষয়ক উপকরণ-ভাণ্ডারটিকে অনেকখানি সমৃদ্ধ করে তুলেছেন এইসব চিঠিপত্রের উদ্ধৃতির সাহায্যে।

সংবাদপত্র জগতের বাইরেও সঙ্কলক প্রসারিত করেছেন তাঁর দূর সন্ধানী দৃষ্টি। 'সেকালের সংবাদপত্রে কলকাতা' সঙ্কলনের পর 'পুরানো পঞ্জিকায় কলকাতা' সঙ্কলিত হবে। পুরাতন পঞ্জিকা আজ দুষ্প্রাপ্য। অথচ পঞ্জিকার প্রকাশনা কাল থেকেই প্রতি বাৎসরিক সংখ্যায় পরিবেশিত হতো সর্বসাধারণের জ্ঞাতব্য কিছু কিছু তথ্য, এ ছাড়া বিজ্ঞাপন। আরও পরে পঞ্জিকায় ডিরেক্টরী (Directory) নামে একটি নূতন অংশ সংযোজিত হয়। বিজ্ঞাপনের মাত্রাও বৃদ্ধি পায়। পুরানো পঞ্জিকা যদিবা পাওয়া যায়, ডিরেক্টরী অংশটি সংগ্রহ-কর্তারা অতিরিক্ত বোঝা বহনের অনিচ্ছায় বর্জন করেছেন—এরকম অভিজ্ঞতা পুরাতন বস্তু সংগ্রহকারীদের অনেকেরই অভিজ্ঞতা। শ্রীভৌমিক পঞ্জিকা, বিজ্ঞাপন এবং ডিরেক্টরী এই তিনটি বিষয়কেই উপাদানের সূত্র হিসাবে গ্রহণ করেছেন। পুরানো পঞ্জিকায় কি ধরনের তথ্য সন্নিবেশিত হতো তার দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করা যায় যে প্রতি বৎসর পঞ্জিকা-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত থাকতো স্কুল কলেজের পাঠ্যক্রম, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক-শিক্ষিকা, এমনকি করণিকদের নামের তালিকা। বিশিষ্ট আইন ব্যবসায়ী, চিকিৎসাজীবী প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের নাম ও ঠিকানাও নিয়মিতভাবে পঞ্জিকার অঙ্গীভূত ছিল। কলকাতার সমাজজীবনের উপর আলোকপাত করে এমনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যই শুধু নয়, কৌতূহলোদ্দীপক বহু সংবাদও উদ্ধার করা হয়েছে, যেমন হয়েছে এই সঙ্কলন-গ্রন্থমালায়। জনজীবনের একটি নিবিড় পরিচয় উন্মোচনের কৃতিত্ব সঙ্কলকের প্রাপ্য।

শহর কলকাতার বিভিন্ন পাড়ায় বহু বনেদী পরিবারের ব্যক্তিগত অথচ ঐতিহাসিক চিঠিপত্র, বংশপঞ্জী, দলিল-দস্তাবেজ বহুকাল অনাদৃত এবং অবহেলিত অবস্থায় ছিল। এগুলি সঙ্কলিত হবে 'দলিল-দস্তাবেজে কলকাতা' সঙ্কলনে। শ্রীভৌমিক বহু শ্রম ও অধ্যবসায়ের বিনিময়ে এগুলি উদ্ধার করে কলকাতার ইতিহাসের উপকরণের দৈন্যের মাত্রা অনেকখানি লাঘব করেছেন। অবহেলিত অথচ মূল্যবান কলকাতা-পরিচয় সম্পর্কিত তথ্যাদির মূল্যায়ণ করে আগামী

দিনের গবেষকরা কলিকাতার ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করে তুলবেন এটি অবশ্যই আশা করা যেতে পারে।

১৮১৮ সাল থেকে পরবর্তী আট দশকের সময় সীমা নিয়ে সঙ্কলন রচনার যে-পরিকল্পনা শ্রীভৌমিক গ্রহণ করেছেন তা স্বভাবতই বহু খণ্ড বিশিষ্ট গ্রন্থমালার মাধ্যমেই একমাত্র পরিবেশিত হতে পারে। বর্তমান পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৮১৮ সাল থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত পত্রপত্রিকা, পঞ্জিকা, ডিরেক্টরী, সাধারণ বিজ্ঞাপন, সরকারী বিজ্ঞপ্তি, বিশেষ বিজ্ঞাপন, নিলাম ইস্তাহার, পারিবারিক চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ ইত্যাদি থেকে সঙ্কলিত কলকাতা-বিষয়ক যাবতীয় তথ্য পরপর বেশ কয়েকটি খণ্ডে প্রকাশিতব্য। প্রতিটি খণ্ডের মূল্য যাতে সাধারণ আগ্রহী পাঠকের ক্রয়ক্ষমতার সীমা অতিক্রম না করে তার প্রতি লক্ষ্য রেখেই খণ্ডে খণ্ডে এই বৃহদায়তন গ্রন্থমালাটি প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

পরিশেষে, পুনরুক্তির ঝুঁকি নিয়েও আমার বক্তব্য বর্তমান গ্রন্থমালার সঙ্কলক এতাবৎকাল আচরিত বর্জন নীতি অথবা নির্বাচিত তথ্যসংগ্রহে আস্থাশীল নন। কলকাতা-সংক্রান্ত কোন তথ্যকেই তিনি অপাঙ্‌ক্তেয় বলে চিহ্নিত করতে সম্মত নন। এই কারণে অনেকখানি অধ্যবসায় এবং দুঃসাহস সম্বল করে তিনি সামগ্রিক তথ্য-উপস্থাপনার মতো মহতী প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়েছেন। তাঁর এই সাধু প্রয়াস সর্বাংশে অভিনন্দনযোগ্য। ইতিমধ্যে লেখক হিসাবে হরিপদ ভৌমিক পুরানো আমলের কলকাতা-বিষয়ক গবেষণামূলক তথ্যভিত্তিক বহু প্রবন্ধ রচনা করেছেন। এইসব প্রবন্ধ সংশ্লিষ্ট মহলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিন্তু শুধু প্রবন্ধকার এই তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়। প্রবন্ধ এবং গ্রন্থরচনার উপযোগী উপকরণগুলিকে গবেষক-সাধারণের দরবারে পৌছে দেবার মতো উদার মানসিকতারও তিনি অধিকারী—এই সঙ্কলন দ্বারা এই সত্যটিকেই তিনি প্রতিষ্ঠিত করলেন। কলকাতা সম্পর্কে নানা কারণে দেশবিদেশ নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের আগ্রহ ও কুতূহল অদম্য। সেই আগ্রহ পরিতৃপ্তির উপায় হিসাবে তিনি বেছে নিয়েছেন এমনই এক শ্রম এবং অধ্যবসায়সাপেক্ষ বৃহৎ কর্মসূচী যার ফলে শুধু অবলুপ্তির নিশ্চিত পরিণাম থেকে কলিকাতা সংক্রান্ত মূল্যবান উপাদানই রক্ষিত হবে না, শহর কলকাতাকে নিয়ে ভবিষ্যৎ গবেষণার ক্ষেত্রও প্রশস্ততর হবে।

আমাদের দেশের গবেষকরা নিজেরাই একাধারে উপাদান আবিষ্কৃতি এবং উপাদানভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব পালন করে এসেছেন। এ কথা

আমরা জানি যে উপাদান সংগ্রহের বিষয়টি অত্যন্ত জটিল, দুরূহ এবং অনাবশ্যক কালক্ষয়ী। এর ফলে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে বিলম্ব অনতিক্রম্য। এটি আমাদের গবেষণার ক্ষেত্রে একটি প্রবল অন্তরায়। অনেক সময় সামগ্রিক উপাদানের অভাবে গবেষকরা যে ধরনের সিদ্ধান্তে পৌছতে বাধ্য হন তা লক্ষ্য করে এ রকম মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে আমরা প্রথম ধাপটিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে দ্বিতীয় ধাপটিতে পৌছে যাবার চেষ্টা করছি। এতে গবেষণার গতি ব্যাহত হলে বিস্ময়বোধের কারণ নেই। শ্রীমান হরিপদ ভৌমিক যে গম্ভীর নিষ্ঠা নিয়ে উপাদান সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যে বিপুল শ্রম ও অধ্যবসায়সাধ্য কর্মসূচী গ্রহণ করলেন তার ফলে গবেষণার গতি ত্বরান্বিত হবে এবং গবেষণার মান উন্নীত হবে বলে আশা করা যায়। প্রচুর মাত্রায় আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও উপাদানের সহজলভ্যতার অভাবে লক্ষ্যে পৌছনো সম্ভব হচ্ছে না—এ অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতার হাত থেকে আমরা পরিত্রাণ পাবো, গবেষণার দিগন্ত উজ্জ্বলতর হবে—এমনি প্রত্যাশা নিয়ে শ্রীমান হরিপদর কর্মযজ্ঞের সফল উদ্‌যাপন কামনা করি। কলকাতার যথাসম্ভব সামগ্রিক ইতিহাস রচনায় আগ্রহীমাত্রেই তাঁর এই প্রচেষ্টার ফলে প্রত্যাশিত মাত্রায় লাভবান হবেন—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

নিশীথরঞ্জন রায়

সংকলকের নিবেদন

কলকাতার অতীত সম্পর্কে মানুষের আগ্রহ দিন দিন বাড়ছে। প্রায় তিনশ বছরের প্রাচীন এই শহর একদা সাহেবপাড়া ও দেশিপাড়ায় বিভক্ত ছিল। এপর্যন্ত ইংরেজি ও বাংলায় কলকাতার যে-ইতিহাস লেখা হয়েছে তা প্রধানত সাহেবটোলা বা হোয়াইট টাউনের ইতিবৃত্ত। সাহেবরা তুলনায় অনেক বেশি ইতিহাস-সচেতন ছিলেন এবং নিজেদের তৈরি এই শহর সম্পর্কে একধরনের মমতাও তাঁদের ছিল, ফলে সাহেবপাড়ার ইতিহাসের উপকরণ তুলনায় সহজলভ্য। কিন্তু কলকাতার ইতিহাস শুধু সাহেবপাড়ার ইতিহাস নয়; নেটিভ টাউন (ব্ল্যাক টাউন) বা দেশিপাড়ার ইতিহাসেরও প্রয়োজন আছে কলকাতার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখতে গেলে।

প্রথম বাংলা সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ' বেরোয় ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে। প্রথম ইংরেজি কাগজ অবশ্য বেরোয় তারও ৩৮ বছর আগে কিন্তু সেখানে দেশিপাড়ার বিবরণ বিশেষ পাওয়া যায় না। বর্তমান গ্রন্থমালায় আমরা বাংলা সংবাদ-পত্র থেকে কলকাতা সম্পর্কিত সংবাদ কয়েক খণ্ডে সংকলনের পরিকল্পনা নিয়েছি। প্রথম খণ্ডে থাকছে 'সমাচার দর্পণে' ১৮১৮ থেকে ১৮২২ পর্যন্ত প্রকাশিত কলকাতা সম্পর্কিত যাবতীয় সংবাদ, বিজ্ঞাপন, সরকারী ইস্তাহার, নিলাম নোটিশ প্রভৃতি। কলকাতার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনায় এগুলি অপরিহার্য উপাদান।

'সমাচার দর্পণ'-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দের ২৩ মে, বাংলা ১০ জ্যৈষ্ঠ ১২২৫ শনিবারে। প্রথম প্রকাশের মাস দেড়েক পরে ৪ জুলাই তারিখ থেকে 'সমাচার দর্পণ' নামের নীচে নিম্নলিখিত শ্লোকটি লেখা থাকত :

'দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যাবিচক্ষণাঃ।
বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে॥'

পত্রিকাটি ছিল সাপ্তাহিক, প্রতি শনিবার প্রকাশিত হত। কি ধরনের সংবাদ এতে প্রকাশিত হবে, পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর প্রধান জে. সি. মার্শম্যান তা জানিয়েছেন। ঐ বিষয়গুলি হল :

১. এতদ্দেশের জজ ও কলেক্তর সাহেবেরদের ও অন্য রাজকর্ম্মাধ্যক্ষেরদের নিয়োগ,

২. শ্রীশ্রী যুত বড় সাহেব যে ২ নূতন আয়িন ও হুকুম প্রভৃতি প্রকাশ করিবেন,

৩. ইংলণ্ড ও ইউরোপের অন্য ২ প্রদেশ হইতে যে ২ নূতন সমাচার আইসে এবং এই দেশের নানা সমাচার।

৪. বাণিজ্যাদির নূতন বিবরণ।

৫. লোকেরদের জন্ম ও বিবাহ ও মরণ প্রভৃতি ক্রিয়া।

৬. ইউরোপ দেশীয় লোক কর্তৃক যে ২ নূতন সৃষ্টি হইয়াছে সেই সকল পুস্তক হইতে ছাপান যাইবে এবং যে ২ নূতন পুস্তক মাসে ২ ইংলণ্ড হইতে আইসে সেই সকল পুস্তকে যে ২ নূতন শিল্প ও কল প্রভৃতির বিবরণ থাকে তাহাও ছাপান যাইবে।

৭. এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস ও বিদ্যা ও জ্ঞানবান লোক ও পুস্তক প্রভৃতি বিবরণ।

দীর্ঘ এগারো বছর বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হওয়ার পর, পত্রিকাটিকে দ্বিভাষিক করা হয়। ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দের ১১ জুলাই তারিখ থেকে একই কাগজে ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষাতেই সংবাদ ছাপা হত এবং ১৮৪১ খ্রীস্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর তারিখে শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

১৮৪২ খ্রীস্টাব্দে দ্বিভাষিক 'সমাচার দর্পণ' দ্বিতীয় দফায় আত্মপ্রকাশ করে। এই দফার কাগজ বছরখানেক চলেছিল বলে অনুমান করা হয়। ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে নবপর্যায়ে 'সমাচার দর্পণ' ১ ভলেম, ১ সংখ্যারূপে প্রকাশিত হয় এবং দেড় বছর চলার পর বন্ধ হয়ে যায় 'সংবাদ প্রভাকরে'র ভাষায় (১২ এপ্রিল ১৮৫৩) 'শ্রীরামপুরে গঙ্গার জলে প্রাণ ত্যাগ করে'। এরপর আর 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হয়নি।

ইতিহাস রচনার অপরিহার্য উপকরণ সংবাদপত্র। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে সংবাদপত্র থেকে নির্বাচিত সংবাদের সংকলন করেন 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' গ্রন্থে। দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৩৪০, বঙ্গাব্দে এই ধারায় পরবর্তীকালে বিনয় ঘোষ প্রকাশ করেন সাময়িকপত্রে সমাজচিত্র' (৫ খণ্ড) গ্রন্থমালা।

গত শতকের বাংলাদেশের সমাজচিত্র রচনার উপকরণ হিসেবে এগুলির মূল্য অপরিসীম, কিন্তু ব্যাপক ও বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির ফলে এমন অনেক উপকরণ বর্জন করা হয়েছে কলকাতার ইতিহাস রচনায় যার গুরুত্ব অনেকখানি। আমরা সেই দিকে দৃষ্টি রেখে কোনরূপ নির্বাচনের মধ্যে যাইনি, নির্বিচারে গ্রহণ করেছি কলকাতা সম্পর্কিত যাবতীয় সংবাদাদি। এবং এমনকি ভিন্ন সংবাদের

মধ্যে যেখানে কলকাতা প্রসঙ্গ আছে সেগুলিও গৃহীত হয়েছে।

মূল সংবাদের শিরোনাম থেকে বিষয়সূচি তৈরি করা হয়েছে। সংগৃহীত যাবতীয় সংবাদ ৯টি বিষয়সূচিতে ভাগ করা হয়েছে: ১. আইন-আদালত ২. চিকিৎসা-জনস্বাস্থ্য ৩. ধর্ম ৪. ব্যবসা-বাণিজ্য ৫. ব্যক্তি ৬. বিবিধ ৭. রাস্তাঘাট-পরিবহণ ৮. শিক্ষা ও সাহিত্য ৯. সরকারী।

মূলের বানান অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে। ভুল বানান সংশোধন করা হয়েছে তৃতীয় বন্ধনীর [ ] সাহায্যে। দুষ্প্রাপ্য পত্রিকার কিছু কিছু অংশ ছিন্ন হওয়ায় সেগুলিকে * চিহ্ন দেওয়া হয়েছে। ছিন্ন অংশে কোন কোন ক্ষেত্রে অনুমানিক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তৃতীয় বন্ধনীর [ ] মধ্যে।

মূলের সঙ্গে মিলিয়ে সতর্কভাবে প্রুফ সংশোধন করা, হলেও কয়েকটি ছাপার ভুল থেকে গেছে। ২৪ পৃষ্ঠায় 'কলিকাতায় জাহাজ আমদানী' শিরোনামের তৃতীয় লাইনে ! চিহ্নের জায়গায় । চিহ্ন হবে। ২৫ পৃষ্ঠায় 'শাহ আলম বাদশাহের পুত্রবধূর মৃত্যু' সংবাদে [ ] বন্ধনীর মধ্যে 'বিল্ল'র জায়গায় 'কিল্লা' হবে। ৭৮ পৃষ্ঠায় স্কুল বুক সোসাইটির জায়গায় 'সোসইটি' হবে। ১০৩ পৃষ্ঠায় 'মশলার ইস্তাহার'-এর ৫ম লাইনে 'সাহেবের' জায়গায় 'সাহবেবের' ছাপা হয়েছে। এবং ১২৪ পৃষ্ঠায় ১ম লাইনে কমিন সাহেবের নামের পাশে একবারের জায়গায় দু'বার 'শ্রীযুত' ছাপা হয়েছে।

১৮১৯ খ্রীস্টাব্দের ২৪ এপ্রিল তারিখে 'সমাচার দর্পণে'মুদ্রিত 'কলিকাতার বিবরণ' বাংলাভাষায় কলকাতার প্রথম মুদ্রিত ইতিহাস। আমরা ঐ তারিখের প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভ অক্ষুণ্ণ রেখে ৩য় ৪র্থ পৃষ্ঠা থেকে 'কলিকাতার বিবরণ' তুলে এনে পরবর্তী দুই স্তম্ভে সাজিয়েছি। এভাবেই তৈরি হয়েছে মুখপত্রের প্রতিলিপি। আমাদের উদ্দেশ্য দুটি: ১. কলিকাতার প্রথম বিবরণ মূল হরফে একালের পাঠকের সামনে নিয়ে আসা, এবং ২. সমাচার দর্পণ যে হরফে ছাপা হত তার নমুনা দেখনো।

'সেকালের সংবাদপত্রে কলকাতার কথা' শিরোনামে এই সংবাদ সংকলন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় 'পুরশ্রী' পত্রিকায় ৩য় বর্ষ ১৭শ সংখ্যা (১০ জানুয়ারি ১৯৮১) থেকে ৫ম বর্ষ ১৩শ সংখ্যা (১১ ডিসেম্বর ১৯৮২) পর্যন্ত। এর মধ্যে ৪র্থ বর্ষের ১৬শ সংখ্যা, ৫ম বর্ষের ৮ম ও ১১শ, ১২শ সংখ্যায় কলকাতার কথা ছাপা হয়নি।

প্রায় এক যুগ আগে আমার শ্রদ্ধেয় পিতৃদেব শ্রীচিত্তরঞ্জন ভৌমিকের নির্দেশে

ও উৎসাহে এই গ্রন্থের পরিকল্পনা গ্রহণ করি। এতদিন পরে গ্রন্থাকারে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হচ্ছে। এই শুভলগ্নে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি তৎকালীন 'পুরশ্রী'র সম্পাদক শ্রীসমরেশ চট্টোপাধ্যায় ও সহযোগী সম্পাদক শ্রীনিমাই চট্টোপাধ্যায়ের আনুকূল্যের কথা। শ্রদ্ধেয় শ্রীনিশীথরঞ্জন রায় এই গ্রন্থের পরিকল্পনা শুনে সাগ্রহে একটি ভূমিকা রচনা করে দিয়েছেন। তাঁর এবং শ্রীনিখিল সরকারের (শ্রীপান্থ) পরামর্শে গ্রন্থের নাম সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।

'সমাচার দর্পণ'-এর (১৮১৮-১৮২২) একটি জীর্ণ কপি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগারে রয়েছে। এই ফাইলটি ব্যবহার করতে দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও কর্মী শ্রীশঙ্করলাল ভট্টাচার্যের সাহায্য পেয়েছি। এই গ্রন্থ প্রকাশে পুস্তক বিপণির শ্রীঅনুপকুমার মাহিন্দার, অধ্যাপক ড. স্বপন বসু, ডাক্তার শ্রীদেবাশিস বসু, শ্রীঅশোক উপাধ্যায় নানাভাবে সাহায্য করেছেন।

লোকনাথ প্রিন্টার্সের শ্রীস্বপনকুমার সাউ এবং দি সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কসের শ্রীপুলিনচন্দ্র বেরা এগিয়ে না এলে এই গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হত না কোনদিনই। প্রেসের অন্য কর্মীরা হাসিমুখে অজস্র অত্যাচার সহ্য করেছেন। সকলকেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

হরিপদ ভৌমিক

সংবাদ শিরোনাম অনুসারে বিষয়-সূচী

আইন-আদালত

চিকিৎসা-জনস্বাস্থ্য

ধর্ম

ব্যবসা-বানিজ্য

একুশ

ব্যক্তি

বিবিধ

রাস্তাঘাট-পরিবহণ

শিক্ষা-সাহিত্য

সরকারী

সমাচার দর্পণ
১৮১৮-১৮২২

মান্দরাজ।

কলিকাতাতে যে রূপ এক নূতন গির্জ্জা ঘর হইয়াছে তেমনি মান্দরাজে এক ঘর হইয়াছে।

—শনিবার ২৩ মে ১৮১৮/১০ জ্যৈষ্ঠ ১২২৫

বাদশাহের জন্মদিন।

আগামি বৃহস্পতি বারে ইংগ্লণ্ডীয়র বাদশাহের জন্মদিন হইবেক সে দিবসে প্রাতঃকালে কিল্লাতে যত সেনা আছে তাহারা বাহির আসিয়া কাবাজ করিবেক ও রাত্রিতে বড় সাহেবের ঘরে নাচ ও মহা ভোজ হবেক।

—শনিবার ৩০ মে ১৮১৮/১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২২৫

কোম্পানির শেষ কর্জের ইস্তাহার।

শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুর গত এফরেল মাসে প্রকাশ করিয়া ছিলেন যে যে কোন ব্যক্তি ত্রেজুরিতে টাকা আনিবে তাহার সুদ শতকরা দশ টাকা শন ১৮১৯ শালে ৩০ জুন পর্য্যন্ত পাইবেক। ২৯ মে শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুর ইস্তাহার দিয়াছেন যে কলিকাতার ত্রেজুরিতে এবং কাশীর এ দিগে কোম্পানীর যে ২ ত্রেজুরি আছে সে সকল মধ্যে ১২ জুলাইর পর আর টাকা লওয়া যাইবেক না।

—শনিবার ৬ জুন ১৮১৮/২৫ জ্যৈষ্ঠ ১২২৫

টাকা আমদানী।

পরিমিটের কুঠী হইতে সমাচার জানা গিয়াছে যে ১ মে অবধি ৩১ মে পর্য্যন্ত কলিকাতার মধ্যে নানা মহাজন প্রভৃতির আট চল্লিশ লক্ষ পঁচানব্বই হাজার ছয় শত পয়ত্রিশ টাকা আমদানী হইয়াছে।

—শনিবার ৬ জুন ১৮১৮/২৫ জ্যৈষ্ঠ ১২২৫

শ্রীযুতের আগমন।

শেষ সমাচার দ্বারা জানা গেল শ্রীযুত গবর্নর জেনেরাল বাহাদুর গোরকপুরে আছেন অনুমান হয় জুলাই মাস প্রথমে কলিকাতা পঁহুছিবেন।

—শনিবার ৬ জুন ১৮১৮/২৫ জ্যৈষ্ঠ ১২২৫

খরিদী গোলাম।

কলিকাতাতে এই সমাচার আসিয়াছে যে কোম্পানীর যুদ্ধের জাহাজ নাটিলস্ বাণিজ্যের পিতরি নামে জাহাজকে কএদ রাখিয়াছে যেহেতুক সে জাহাজে চড়ন্দার মোগলের দুই স্ত্রীলোক ও এক ছোকরা খরিদী ছিল। যখন মোগলেরা দেখিল খরিদীরদিগকে কএদ করিয়াছে তখন অস্ত্রাদি লইয়া যুদ্ধার্থে বাহির হইল পরে তাহার দিগের সকল সমেত কএদ করিয়া বোম্বাই চালান করিয়াছে।

ইংগ্লণ্ডের ব্যবস্থা এই আছে যে যে জাহাজে খরিদী লোক থাকে সে জাহাজকে কোন যুদ্ধের জাহাজ দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ কএদ করিতে পারে যেহেতুক খরিদী লোকদ্বারা বাণিজ্য ইংগ্লণ্ডীয়ের দিগের অতি নিষিদ্ধ যদি কেহ গোলাম খরিদ করিয়া লইয়া ইংগ্লণ্ডে যে দণ্ডে যায় সেই দণ্ডে সেই পলে গোলাম খালাস পায় তাহার মুনিবের কোন আজ্ঞা তাহার উপর চলে না।

—শনিবার ৬ জুন ১৮১৮/২৫ জ্যৈষ্ঠ ১২২৫

জাহাজের আমদানি।

গত সোমবারে মযরা জাহাজ কাংহর্নব্রো কলিকাতা পঁহুছিল ২৪ দিজম্বরে লণ্ডন ছাড়িয়াছিল সে জাহাজে কেবল দুই শত চিঠি আইল।

—শনিবার ১৩ জুন ১৮১৮/৩২ জ্যৈষ্ঠ ১২২৫

নাগপুরের রাজা।

পূর্ব্বে সমাচার দর্পণে [৩০ মে ১৮১৮] লেখা গিয়াছে যে নাগপুরের রাজা শ্রীযুত আপা সাহেবকে নাগপুর হইতে প্রয়াগের কিল্লাতে রাখিতে শ্রীযুতের হুকুম ছিল তাহাতে ৩ মে নাগপুর ছাড়িয়া তিন চারিদিনের পর রাত্রিকালে কোম্পানির সিফাহিরদিগের সহিত সাজস করিয়া সিফাহির পোশাক পরিয়া আট জনকে ঘুষ দিয়া তাহারদিগকে সঙ্গে লইয়া সে আপা সাহেব পলাইয়াছেন।

গত সপ্তাহে কলিকাতা মধ্যে এই জনরব হইয়াছিল যে তিনি ইংগ্রণ্ডীয়েরদের হস্তগত হইয়াছিলেন কিন্তু সে কথার স্থৈর্য নাই তাহার সঙ্গে যে সিফাহি গিয়াছিল তাহার মধ্যে এক জন ধরা গিয়াছে এবং আমরা শুনিয়াছি শ্রীযুত এক ইস্তাহার দিয়াছেন যে ব্যক্তি তাহাকে ইংগ্রণ্ডীয়ের হস্তে দাখিল করিবেক সে ব্যক্তি দুই লক্ষ টাকা ইলাম পাইবেক এবং দশ হাজার টাকার জাঁইগীর পাইবেক।

—শনিবার ১৩ জুন ১৮১৮/৩২ জ্যৈষ্ঠ ১২২৫

কলিকাতা।

লালদিঘীর শোভার কারণ পুরাণা কুটীতে যে পুরাতন গড় ছিল তাহা ভাঙ্গা যাইতেছে তাহার গাঁথনি দেখিয়া বোধ হয় যে এখান হইতে পূর্ব্ব কালের গাঁথনি বড় শক্ত সে গড় ১৬৯৬ শালে গাঁথা গিয়াছিল।

—শনিবার ১৩ জুন ১৮১৮/৩২ জ্যৈষ্ঠ ১২২৫

সুপ্রীম কোর্ট।

১৫ জুন সোমবার সুপ্রীম কোর্টের এই বৎসরের তৃতীয় মিছল খোলা গেল এবং মহাজুড়ি নিযুক্ত হইল শ্রীযুত প্রধান জজসাহেব বাহাদুর সর এড্‌বর্ড ইষ্ট সাহেব ঐ মহাজুড়ির নিকট এই মিছলের যে ২ মকদ্দমা উপস্থিত হইবেক সে মকদ্দমার স্থূল বৃত্তান্ত তাহার দিগকে জ্ঞাত করাইলেন। প্রথম সপ্তাহ মধ্যে যে ২ মকদ্দমা হইল সে সকল ক্ষুদ্র বিষয় তথাপি সমাচার দর্পণে তাহার কিছু বৃত্তান্ত লিখি।

মিছল খোলা গেলে মঙ্গল বারে শ্রীরাম কিশোর গোয়ালা এক গৃহস্থের বাটীতে বস্ত্রাদি চুরি করিয়া ধরা পড়িয়া আদালতে সদোষী হইল। ঐ তারিখে পিরআলী এমামবক্সের ঘর হইতে চারি শত টাকা ও চারি থান মোহর ও দুই খান ডালর ও গহেনা চুরি বাবুদে ধরা পড়িয়া আদালতে সদোষী হইল।

বৃহস্পতিবার। তিন জন চিনা * হইতে দশ মন চালু চুরি করিয়া * ছালাতে ছিদ্র ছিল তাহার দ্বারা * চালু পথে পড়িয়াছিল পরে সেই * দ্বারা তাহারা ধরা পড়িল দুইজন সদোষী * * জন নির্দ্দোষী হইল। সেই দিন * * বেহারা আপন মুনিবের ঘর হইতে ছয় হাজার টাকা চুরি করা মকদ্দমাতে সদোষী হইল। শনিবার। আলাদী ও বক্সু ও গোলাম হৈদর কোম্পানির

পরমিটের ঘরে বাক্স হইতে কতক জিনিস চুরি করিয়াছিল তাহাতে তাহারা ধরা পড়িয়া আদালতে সদোষী হইল।

—শনিবার ২৭ জুন ১৮১৮/১৪ আষাঢ় ১২২৫

কোম্পানির ইস্তাহার।

৮ জুলাইতে সাড়ে দশ ঘণ্টার সময় কোম্পানির রপ্ত গুদামে পুরানা কিল্লাতে দুই শত মন জায়ফল পহেলা রকম ও জৈত্রী এক শত মন পহেলা রকম বিক্রয় হইবেক।

—শনিবার ৪ জুলাই ১৮১৮/২১ আষাঢ় ১২২৫

সুপ্রীম কোর্ট।

গত ২৪ জুন বুধবার তিন জন চিনার মকদ্দমা হইল তাহার বিবরণ। ফরিয়াদি চিনা তেরেটী বাজারে জিনিষ খরিদ করিতে যাইতেছিল ইহাতে ঐ তিন জনের মধ্যে এক জন আসিয়া তাহার নিকটে টাকা চাহিল সে টাকা দিল না পরে এক ছোরা লইয়া তাহার মাথায় আঘাত করিল। এ সময় আর দুইজনও আসিয়া তিন জন একত্র হইয়া এমত মারিল যে সে চৌদ্দ রোজ ঘরে পড়িয়া রহিল। পরে মকদ্দমা নালিষ হইলে সাবুদ হইয়া তিন জন দোষী হইল।

কলিকাতাতে এখন শেষে চিনারা বড় দৌরাত্ম্য করিতেছে প্রায় সর্ব্বদা বিরোধ ও কাটাকাটী করে তাহার কারণ এই যে চিনার মধ্যে কলিকাতায় দুই দল আছে যাহারা চিনার কাণ্টোন নগর হইতে আসিয়া কলিকাতাতে বসতি করিয়াছে তাহারা প্রথম আইসে। পরে মাকাও হইতে যাহারা আসিয়াছে তাহারদিগের প্রতি কাণ্টোনিয়ারা কহে তোরা এখানে কি কারণ আসিয়াছিস ইহাতেই সর্ব্বদা কাটাকাটি করে।

২৫ বৃহস্পতিবার নয় জন জাহাজের খালাসীর মকদ্দমা হইল তাহার বিবরণ তাহারা জন পাল্মের নামে জাহাজের খালাসী ছিল ঐ জাহাজ গত বৎসরে ইংগ্লণ্ড হইতে কলিকাতা আইল পথের মধ্যে কাপ্‌তেন যে হুকুম দিল তাহা না মানিয়া কাপ্‌তেনের সহিত যুদ্ধ করিল। কাপ্‌তেন ঐ নয় জনের মধ্যে সরদার তিন জনকে কয়েদ করিল কএক দিন পর তাহারা খালাস পাইয়া ঐ কাপ্‌তেনকে কএদ করিল এবং আপনি জাহাজের হিসাব রাখিয়া জাহাজ

চালাইতে লাগিল। এক দিন তাহারা আমোদ করিয়া জাহাজের নীচের তালায় একতা হইয়া মদ্যপান ও গান করিতে মত্ত হইল। এই সময় কাপ্তেন সে তালার চাবি বন্দ করিল পরে কলিকাতায় আসিয়া কাপ্তেনকে কএদ করণের মকদ্দমা হইল। তাহাতে তাহারা দুষ্ট কল্পনাতে কাপ্তেনকে কএদ করিয়াছিল এমত সাবুদ না হওয়াতে তাহারা নির্দোষী হইয়া খালাস হইল। * * * *

—শনিবার ৪ জুলাই ১৮১৮/২১ আষাঢ় ১২২৫

সুপ্রীম কোর্ট।

গত শুক্র ও শনিবারে শ্রীকাশীনাথ মজুমদার ও শ্রীআনন্দ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীদেবীযোগী ইহারদের মকদ্দমা হইল তাহার বিবরণ এই। ঐ তিন জন পূর্ব্বে হাসীলদপ্তরে চাকর ছিল আড়াই বৎসর হইল হাসীলদপ্তরের মোক্তিয়ারের এক হুকুম হইল যে কলিকাতার মধ্যে বস্ত্র বিক্রয়ের পূর্ব্বে তাহার হাসীল দিয়া বস্ত্রে মোহর করিয়া লইবেক ইহার পূর্ব্বে কেবল গাঁইটবন্দীতে মোহর হইত সে সময়ে কএক মহাজনেরা চেতলাহইতে আসিয়া হাসীল দিয়া বস্ত্রে মোহর করিবার দরখাস্ত করিলেক। চেতলা যাইয়া সেই বস্ত্রের উপরে মোহর করিতে ঐ তিন জনের প্রতি হুকুম হইল। ঐ তিন জন তথাতে যাইয়া সেই হাসীলী বস্ত্রের মোহর কারণ আপনারা পুনর্ব্বার টাকা লইয়া বস্ত্রে মোহর করিল। সেই মকদ্দমাতে নবকৃষ্ণ নামে একজন সাবুদ দিল যে পীতাম্বর সাধু খাঁকে ও তাঁহার পিতা ভবানীচরণ সাধু খাঁকে আর ঐ তিনজনকে এমত পরামর্শ করিতে আমি দেখিলাম যে চেতলা ও অন্য ২ স্থানে যেখানে মোহর করিতে হবে সেখানে আপনারদিগের কারণ শতকরা পাঁচ টাকা লইয়া মোহর করিব। এবং আমি আরও দেখিলাম চেতলাতে কোন ২ লোকের স্থানে টাকা লইয়া মোহর ছাপিয়াছে। এইমত উভয় পক্ষের কথা শুনা গেলে সাক্ষী দ্বারা সাবুদ হইয়া ঐ তিন জন দোষী হইল। * * *

—শনিবার ১১ জুলাই ১৮১৮/২৮ আষাঢ় ১২২৫

টাকার আমদানী।

১ জুন অবধি ৩০ জুন পর্য্যন্ত কলিকাতার মধ্যে একত্রিশ লক্ষ ছেয়ানব্বই হাজার আট শত তিন টাকা আমদানী হইয়াছে।

—শনিবার ১১ জুলাই ১৮১৮/২৮ আষাঢ় ১২২৫

ইস্তাহার।

শ্রীপীতাম্বর শর্ম্মনঃ।

এতদ্দেশীয় অনেক ২ বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্যাকরণাদি শাস্ত্র অপাঠ হেতু পত্রাদি লিখনকালীন শুদ্ধাশুদ্ধ বিবেচনা করিয়া লিখিতে অশক্ত একারণ এ অকিঞ্চন ভগবান অমর সিংহকৃত অভিধান আকারাদি * মে অর্থাৎ ইংরাজী ডেক্সিয়ান-নারীর * ভাষায় বিবরিয়া দন্ত্য ওষ্ঠ্য বকারের ভেদ করিয়া মেদিনী রভসাদি নানা অভিধানের অনেক অর্থ দিয়া নানার্থ এরূপ ৪৯২ পৃষ্ঠ এক গ্রন্থ কেতাব করিয়া উত্তম অক্ষরে ছাপাইয়াছে তাহার চারি শত বিক্রয় হইয়াছে শেষ একশত আছে* তঙ্কা মূল্যে যাহার লইবার বাঞ্ছা* তবে মোং উত্তরপাড়ার শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে অথবা মোং কলিকাতার শ্রীযুত দেওয়ান রামমোহন রায় মহাশয়ের সৈসোয়িটী অর্থাৎ আত্মীয় সভাতে চেষ্টা করিলে পাইবেন নিবেদন মিতি।

—শনিবার ২৫ জুলাই ১৮১৮/১১ শ্রাবণ ১২২৫

খুন।

১২ জুলাই রামহরি ছুতার *অনেক কর্জ শোধ করিতে না পারিয়া বিবেকী হইয়া পটোলডাঙ্গা হাড়কাটা গলিতে গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে।

—শনিবার ২৫ জুলাই ৮১৮/১১ শ্রাবণ ১২২৫

শ্রীশ্রীযুতের আগমন।

২৩ জুলাই বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীযুত কলিকাতায় পহুঁছিলেন * * * শ্রীশ্রীযুত পহুঁছিবা মাত্র কিল্লাতে তোপ হইল এবং শ্রীশ্রীযুতের সহিত সাক্ষাৎ করিতে কলিকাতার যাবদিয় কোম্পানির চাকর ইংগ্লণ্ডীয় লোকেরা চান্দপালের ঘাট পর্য্যন্ত আইল। শ্রীশ্রীযুত যে ২ কীর্ত্তি করিয়া আসিয়াছেন সে প্রশংসা পথের অতীত রাজ্যের অন্যায় দূর করিয়া ন্যায় সংস্থাপন করিয়াছেন। মধ্যম হিন্দুস্থান পিণ্ডারিরদের দ্বারা প্রায় নষ্ট হইতেছিল এখন শ্রীশ্রীযুতের বন্দোবস্ত দ্বারা সে দেশীয় লোকেরদের সুখ পাইবার প্রত্যাশা হইয়াছে। যেমন এতদ্দেশস্থ প্রজারা ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকারে পরম সুখে আছে তেমন সে দেশীয় লোকেরাও পরম সুখে কালক্ষেপ করিবে এমন অনুমান হয়।……

—শনিবার ২৫ জুলাই ১৮১৮/১১ শ্রাবণ ১২২৫

শ্রীশ্রীযুত।

গত বৃহস্পতি বারে দশ ঘণ্টার সময় শ্রীশ্রীযুত আপন ঘরে কলিকাতাস্থ লোকেরদের হইতে আপন প্রশংসাপত্র শুনিয়াছেন এবং কোম্পানির যত চাকর তাহারা সে সময়ে সেখানে গিয়াছিল।

—শনিবার ১ আগস্ত ১৮১৮/১৮ শ্রাবণ ১২২৫

দরবার।

গত বুধবার উনত্রিশা তারিখের দশ ঘণ্টার সময় শ্রীশ্রীযুত আপন ঘরে দরবার খুলিলেন তাহাতে তাবৎ ভাগ্যবান ইংগ্লণ্ডীয় লোক তথাতে গিয়া সাক্ষাৎ করিল ও সেলাম করিল।

—শনিবার ১ আগস্ত ১৮১৮/১৮ শ্রাবণ ১২২৫

মরণ।

২৭ জুলাই সোমবার কলিকাতাতে কালাচান্দ নামে একজন মজুর শ্রীযুত ক্রিষ্টি সাহেবের ঘরে এক পিপা লইয়া যাইতে ছিল সেই সময় ঐ পিপা আপন মস্তক হইতে পড়িলে কর্ণের উপর স্থান ফাটিয়া আধ ঘণ্টার মধ্যে সে মরিল।

২ আগস্ত রবিবার পটোলডাঙ্গা বিশু নামে এক হিন্দুর স্ত্রী এই মতে মরিল ঐ দিন সন্ধ্যা সময়ে তাঁহার আত্মীয়েরা তাহাকে খুজিয়া পাইল না। তাহাতে একজন কহিল যে হইতে পারে যে পুষ্করিণীতে ডুবিয়া মরিয়াছে তাহাতে একজন ডুবরু পুষ্করিণীর মধ্যে ডুবিয়া তাহাকে মৃত পাইল।

—শনিবার ৮ আগস্ত ১৮১৮/২৫ শ্রাবণ ১২২৫

কালেজের ইস্তাহাম।

আগামি শনিবার ১৫ আগস্ত কলিকাতার কালেজের ইস্তাহাম হইবেক যাহারা এই ইস্তাহামের পর কালেজ হইতে বাহির হইবে তাহারা সেই সময়ে ধারানুসারে পারসী ও বাঙ্গালা ও হিন্দুস্থানীয় ভাষাতে পরস্পর বিচার করিবে। এবং সে সময়ে কোম্পানির চাকরেরা ও তাবৎ পণ্ডিত ও মৌলবি প্রভৃতি সকলে শ্রীশ্রীযুতের নিকটে একত্র হইবে ঐ বিচারে যে ব্যক্তি ভাল রূপে জানা যাইবে তাহারা উপযুক্ত সময়ে উত্তম কর্ম্ম পাইবে।

—শনিবার ৮ আগস্ত ১৮১৮/২৫ শ্রাবণ ১২২৫

শ্রীযুত যুবরাজের জন্ম দিন।

আগামি বুধবার ১২ আগস্ত ইংগ্লণ্ডের যুবরাজের জন্মদিন অতএব সেই রাত্রে শ্রীশ্রীযুতের ঘরে নাচ ও খানা হইবে ও কলিকাতার তাবৎ কোম্পানির চাকর সেইখানে নিমন্ত্রণে আসিবেন।

—শনিবার ৮ আগস্ত ১৮১৮/২৫ শ্রাবণ ১২২৫

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

৪ আগস্ত শ্রীযুত মেস্তর সি টি সিলী সাহেব কলিকাতার কোর্ট আপীলের তৃতীয় জজ হইয়াছেন।

—শনিবার ১৫ আগস্ত ১৮১৮/৩২ শ্রাবণ ১২২৫

শ্রীশ্রীযুত।

শ্রীশ্রীযুত বড়সাহেবের নিকটে কলিকাতাস্থ লোকেরদের স্বাক্ষর এক প্রশংসা পত্র যেমন দেওয়া গিয়াছিল সেইমত মুরশেদাবাদস্থ ইংগ্লণ্ডীয়েরা এক প্রশংসা পত্র প্রস্তুত করিয়া শ্রীশ্রীযুতের নিকটে গত শনিবারে দাখিল করিয়াছে।

—শনিবার ২২ আগস্ত ১৮১৮/৬ ভাদ্র ১২২৫

খুন।

৯ আগস্ত রবিবারে বনমালি মিত্রের গলিতে অন্ন নামে এক স্ত্রী গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে।

ঐ তারিখে এক মৃত চীনীয় লোকের বিষয়ে ইস্তাহাম হইল তাহার পূর্ব্ব দিনে সে দুই প্রহরের সময়ে আপন দরবাজার সম্মুখে কলুটোলায় দাঁড়াইয়াছিল সে সময়ে কুড়ি জন চীন দেশীয় আসিয়া তাহাকে ঘুষা মারিতে লাগিল পরে এক লোহার অস্ত্র পেটে মারিল তাহাতে তখনি মরিল। তাহাদের মধ্যে পাঁচ জন ধরা গিয়াছে মিছিল খুলিলে তাহারদিগের মোকদ্দমা হইবেক।

—শনিবার ২২ আগস্ত ১৮১৮/৬ ভাদ্র ১২২৫

কলেজ।

গত শনিবারে ১৫ আগস্ত শ্রীশ্রীযুতের বাটীতে কলেজের ইস্তাহাম হইয়াছে সে সময়ে সুপ্রীমকোর্টের শ্রীশ্রীযুত জজ সাহেবেরা ও শ্রীযুত সুপ্রীম কৌসলেরা

ও অন্য ২ সাহেবেরা একত্র হইলেন পরে বাঙ্গলা ও হিন্দুস্থানী ও পারসী ভাষায় পরস্পর উত্তর প্রত্যুত্তর হইল এবং শ্রীযুত মারিষ সাহেব সংস্কৃত ভাষাতে এক প্রস্তাব করিলেন।

—শনিবার ২২ আগস্ত ১৮১৮, ৬ ভাদ্র ১২২৫

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

৭ আগস্ত ১৮১৮ সালে শ্রীযুত লেপতেনান্ত ব্রাইস সাহেব কলেজে শ্রীযুত পারসী ও আরবী শিক্ষক সাহেবের পেস্কার হইয়াছেন।

—শনিবার ২২ আগস্ত ১৮১৮/৬ ভাদ্র ১১২৫

কলিকাতাস্থ বাঙ্গালি ভাগ্যবান লোকেরদের শ্রীশ্রীযুতের নিকট প্রশংসাপত্র।

গত শনিবারে কলেজের ইস্তাহাম সমাপ্ত হইলে কলিকাতাস্থ বাঙ্গালি লোকেরা শ্রীশ্রীযুতের নিকট আসিয়া প্রশংসা পত্র শুনাইল ও শ্রীশ্রীযুত তাহার প্রত্যুত্তর করিলেন সে পত্র ও তাহার প্রত্যুত্তর পত্রের সমাচার আগামি শনিবারে জ্ঞাত করিব।

গত সপ্তাহে শ্রীশ্রীযুত এদেশীয় পাঠশালাতে শিক্ষার্থ গ্রন্থকারক সংপ্রদায়কে এক সহস্র টাকা পারিতোষিক দিয়াছেন।

—শনিবার ২২ আগস্ত ১৮১৮/৬ ভাদ্র ১২২৫

শ্রীশ্রীযুতের নিকট বাঙ্গালি লোকের নিবেদন পত্র।

মহামহিমার্ণব অখণ্ড দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ শালি শ্রী ল শ্রী নবাব গবরনর জানেরেল মারক্‌ইস্ আফ, হেষ্টিংস বাহাদুর প্রবল প্রচণ্ডতরপ্রতাপেষু।

শ্রীমদ্ধর্ম্মাবতারের আরব্ধ অত্যুৎকট দুঃসাধ্য কঠিন ২ কর্ম্ম সুসিদ্ধ করণপূর্ব্বক রাজধানীতে প্রত্যাগমন করণে আমরা কলিকাতা নগর নিবাসী লোক সকলে এতদ্দেশস্থ ইয়োরোপীয় লোকেরদিগের সহিত একবাক্য হইয়া প্রশংসাপত্র লিখিতেছি এবং পূর্ব্ব কএক মাসে যে ২ কর্ম্মেতে ধর্ম্মাবতারের বুদ্ধি মন্ত্রণার আশ্চর্য্য কৌশল সুপ্রকাশ হইয়াছে তদ্ব্যাখ্যা করণ ব্যতিরেক সংপ্রতি দুর্জ্জন পিণ্ডারিগণের দৌরাত্ম্য পথ রুদ্ধ করণে আমারদিগের নানাদিগ্দেশীয় লোক সকলের যে মহদুপকার হইয়াছে তন্নিমিত্ত স্তুতি করিতেছি এ প্রদেশস্থ সমস্ত লোকে

বৃটিশাধিপত্য জনিতোপকার সকলাপেক্ষ্য এতৎ কর্ম্মে পরমোপকৃত হইয়াছে শ্রীমানের অনুগ্রহ প্রকাশাধীন আমারদিগের বোধ হইল যে সহস্র ২ লোকেরদিগকে এই মহত্নৎপাত হইতে পরিত্রাণ করণ ধর্ম্মাবতারের আনন্দজনক ও চিরস্মরণীয় কীর্ত্তিকর হইয়াছে এমত দেদীপ্যমান শৌর্য্য বীর্য্যের কোন কার্য্যে এতাদৃশ হয় নাহি আর অধিক কালক্ষেপ করাণ আমারদিগের কর্ত্তব্য নহে কিন্তু যাবৎ আমরা সকলে সম্মিলিত হইয়া শ্রীমানের রাজ ব্যাপারের প্রশংসাবাদ করিতেছি ও করিব তাবৎ পরমেশ্বরের স্থানে প্রার্থনা এই যে তিনি সর্ব্বদা শ্রীযুত ধর্ম্মাবতারের মনোভিলাষ সম্পূর্ণ করুন্ ও ধর্ম্মাবতারেতে আমারদিগের যে শ্রদ্ধা ভক্তি হইয়াছে তাহা গ্রাহ্য হউক এবং আমরা ধর্ম্মাবতারের ভক্ত ও ন্যূন ভৃত্যগণের মধ্যে গণনীয় হই ইতি।

শ্রীশ্রীযুতের প্রত্যুত্তর পত্র।

আমি তোমাদের লিখিত* পত্র পাইয়া অন্তকরণে** তাহাতে দৃষ্টি করিলাম যেহেতুক তোমরা সে যুদ্ধের বৃত্তান্ত যথার্থরূপে জ্ঞাত হইয়াছ তাহাতে আমার অতি সন্তোষ হইল ঈশ্বর জানেন যে প্রজা লোকেরদের মঙ্গল বিনা আমারদের রাজ্য বাড়াইতে আমারদের বাঞ্ছা ছিল না এবং তোমরা সকলে জ্ঞাত আছ যে অনেক দিবসাবধি পিণ্ডারিরা আমারদের প্রজারদের উপরে ক্লেশ ও যন্ত্রণা দিয়াছে। আমারদের উদ্যোগদ্বারা যদি তাহারদের বিনাশ না হইত তবে ঐ দুরাত্মারা মন্দ চেষ্টা দ্বারা পুনর্ব্বার দৌরাত্ম্য করিতে প্রস্তুত হইত। যাহারা আমারদের উপরে প্রথম বিপক্ষতা করিল তাহারদের ব্যতিরেক গত যুদ্ধে অন্য লোকের কোন ক্লেশ হয় নাই। এবং যে কএক অতিবড় রাজ্যে অনেক বৎসরাবধি এই পিণ্ডারিরা লুট করিয়া যাহারদিগকে নষ্ট করিয়াছে সেই ২ রাজ্যে সে লোকেরা আমারদের সৈন্যদ্বারা এখন অক্লেশে বাস করিতেছে আমারদের উদ্যোগের এমত ফল যে নিত্য হয় এই চেষ্টা আমারদের সর্ব্বদা আছে। এতদ্দেশীয় ও ইংগ্লণ্ডীয় লোকেরদের মধ্যে আমি কিছু বিশেষ জ্ঞান করিব না এবং আমি জানি যে যে অনুসারে আমি তোমারদের সুখ ও তোমারদের সুখাবস্থিতি চেষ্টা করি সে অনুসারে আপন দেশে আমার সম্ভ্রম বৃদ্ধি হইবে।

—শনিবার ২৯ আগস্ত ১৮১৮/১৪ ভাদ্র ১২২৫

কুষ্ঠি লোকের কারণ চিকিৎসালয়।

আমরা শুনিয়াছি ঐ রূপ এক চিকিৎসালয় মোং কলিকাতায় প্রস্তুত হইবে তাহাতে কলিকাতাস্থ ভাগ্যবান লোকেরা সম্মত হইয়া টাকা দিয়াছে এবং ইহাও শুনা আছে যে কোন এক ভাগ্যবান এই বিষয়ে অনেক অনেক টাকা ও ভূমি দিয়াছে। ইহার বিস্তারিত আগামি সপ্তাহেতে ছাপান যাইবে।

—শনিবার ২৯ আগস্ত ১৮১৮/১৪ ভাদ্র ১২২৫

কুষ্ঠি লোকেরদের কারণ চিকিৎসালয়।

আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম যে এক চিকিৎসালয় কুষ্ঠি লোকের নিমিত্ত কলিকাতায় প্রস্তুত হইয়াছে। ১৮১৮ সালে ২২ আগস্ত সাধারণ ঘরে এই বিষয় এক সম্প্রদায় নিযুক্ত হইল।

এই নিবন্ধের নাম এই কুষ্ঠি লোকের নিমিত্ত কলিকাতায় চিকিৎসালয়। তাহাতে কর্ম্ম এই হইবে কুষ্ঠি লোকেরদের তত্ত্বাবধারণ ও তাহারদের রোগ প্রতীকারের কারণ ঔষধাদি প্রস্তুত করণ এবং এতদ্দেশে কোন নগরে যদি এমত চিকিৎসালয় হইয়া থাকে তবে তাহার উপকার করণ। এই নিবন্ধের নানা কর্ম্ম চব্বিশ জন অধ্যক্ষের দ্বারা করা যাইবে তাহারদের মধ্যে একভাগ এতদ্দেশীয় লোক। শ্রীযুতবাবু কালীশঙ্কর ঘোষাল এই কর্ম্মে পাঁচ হাজার টাকা ও বার বিঘা ভূমি দিয়াছেন অতএব যাবজ্জীবন তিনি এ বিষয়ের এক অধ্যক্ষ থাকিবেন। যে ২ লোকেরা এ বৎসর ও আগামী বৎসর এ নিবন্ধের অধ্যক্ষ হইবে তাহারা এই ২।

শ্রীযুত কলিকাতার প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ সাহেব *
শ্রীযুত জোসেফ বারেটো সাহেব।
শ্রীযুত ডাক্তার রাবিসেন সাহেব।
শ্রীযুত সামন সাহেব।
শ্রীযুত পালমর সাহেব।
শ্রীযুত কলিকাতার দ্বিতীয় ধর্ম্মাধ্যক্ষ সাহেব *
শ্রীযুত কলবিন সাহেব।
শ্রীযুত সেরের সাহেব।
শ্রীযুত লার্কিন্স সাহেব।
শ্রীযুত ডাক্তর জামেসন সাহেব।

শ্রীযুত লসিংতন সাহেব।

শ্রীযুত ব্রৈটমান সাহেব।

শ্রীযুত দিস্বজা সাহেব।

শ্রীযুত পাং পার্সেন সাহেব।

শ্রীযুত পাং তামসেন সাহেব।

শ্রীযুত ত্রোবর সাহেব।

শ্রীযুত রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীযুত কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এতদ্ভিন্ন পাঁচ জন এতদ্দেশীয় লোক এ বিষয়ের অধ্যক্ষ হইবে।

এই বিষয়ে শ্রীযুত রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম দুই শত টাকা দিয়াছেন ও প্রতি বৎসর পঞ্চাশ টাকা করিয়া দিবেন এবং শ্রীযুত কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও ঐ নিয়মে টাকা দিয়াছেন ও দিবেন।

অতএব এই উত্তম কর্ম্ম কেবল পরোপকারার্থক ও কর্ম্মের আনুকূল্য করিলে উত্তম হয় যেহেতুক অনন্যগতিক অনাথ নির্ধন মহাব্যাধিগ্রস্ত লোকের আহার প্রদান ও রোগ প্রতীকারার্থ ঔষধ প্রদান করা এ নিবন্ধের মুখ্য কর্ম্ম। শ্রীযুত বাবু কালীশঙ্কর ঘোষাল প্রভৃতিরা যেরূপ একর্ম্মে সাহায্য করিয়াছেন সে রূপ সাহায্য যদি অন্য ২ ধার্ম্মিক লোকেরা করেন তবে এ নিবন্ধের বাহুল্য প্রযুক্ত সহস্র ২ দুঃখি রোগগ্রস্ত লোকেরদের মহোপকার হয়।

—শনিবার ৫ সেপ্তম্বর ১৮১৮/২১ ভাদ্র ১২২৫

কোম্পানির কাগজ।

৯ সেপ্তম্বর বুধবার সন ১৮১৮ সালে। কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ খরিদ করিতে হইলে শতকরা ছয় টাকা আট আনা ডিষকৌণ্ট। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা ৭ টাকার ডিষকৌণ্ট।

—শনিবার ১২ সেপ্তম্বর ১৮১৮/২৮ ভাদ্র ১২২৫

কোম্পানি হইতে কর্জ্জ।

কথক দিন হইল শুনা গিয়াছে কলিকাতাস্থ ইংগ্লণ্ডীয় মহাজনেরা কোম্পানির নিকটে নগদ টাকা কর্জ চাহিয়াছে এখন নিশ্চয় জানা গেল যে কোম্পানির

কাগজ বন্ধক রাখিয়া কোম্পানির নিকটে নগদ পোনর লক্ষ টাকা কর্জ করিয়াছে।

—শনিবার ১২ সেপ্তম্বর ১৮১৮/২৮ ভাদ্র ১২২৫

ওলাউঠা।

অনেক চিকিৎসকেরা ওলাউঠার কারণ অনুসন্ধান করে তাহাতে কেহ কোনপ্রকার ও আর কেহ কোনপ্রকার কারণ কহে অতএব যত চিকিৎসক তত কারণ এই প্রযুক্ত তাহারদিগকে উপহাস করিয়া গত রবিবারের সমাচার পত্রেতে এক দরখাস্ত ছাপান গিয়াছে সে ইংগ্রণ্ডীয় ভাষাতে বাঙ্গালি লোকের লিখনের মত দরখাস্ত। তাহার বিষয় এই কোন ব্যক্তি দরখাস্ত করিতেছে। যে সকল বাঙ্গালিরা বিবেচনা করিয়া স্থির করিয়াছে যে লালবাজারের নূতন গির্জাঘরের উপরে যে মুরগ আছে সেই কেবল ওলাউঠার কারণ। যেহেতুক সে মুরগ যে দিকে আপন মুখ ফিরায় সেই দিকের লোক মরে। এবং সে মুরগ প্রাতঃকালে বড় সাহেবের ঘরের দিকে মুখ করিয়া থাকে বিকালে বড় বাজারের দিকে মুখ করিয়া থাকে। আমার তিন জন আত্মীয় লোক মুরগ দেখিবার কারণ কয়লা-ঘাটে গেল। সেখানে দেখিল যে মুরগ তাহারদের দিকে মুখ করিয়া আছে তাহাতে তাহারা ভীত হইয়া তথা হইতে পলাইয়া খিদিরপুরে গেল সেখানেও মুরগ মুখ ফিরাইল পরে তথা হইতে বৈঠকখানাতে পলাইয়া গেল। সেখানেও তাহারদের দিকে মুখ ফিরাইল পরে তিন জনের মধ্যে দুই জন বৃদ্ধ ছিল। সেই দুই জন আর দৌড়িয়া পলাইতে পারিল না অতএব ওলাওঠা হইয়া সেখানেই মরিল। তৃতীয় জন যুবা ছিল। এইপ্রযুক্ত পলাইয়া রক্ষা পাইল। অতএব সেই মুরগকে যদি হরিণবাটীতে কএদ করা যায় তবে ওলাউঠা রোগ নিবৃত্ত হয় ইতি।-

—শনিবার ১২ সেপ্তম্বর ১৮১৮/২৮ ভাদ্র ১২২৫

দেন্মার্ক।

এই সপ্তাহে এক জাহাজ দেন্মার্ক হইতে মোং কলিকাতায় পহুঁছিয়াছে সে জাহাজ সাড়ে চারি মাস দেন্মার্ক ছাড়িয়াছে তাহাতে যে সমাচার আসিয়াছে আগামি সপ্তাহে ছাপান যাইবে।

—শনিবার ১২ সেপ্তম্বর ১৮১৮/২৮ ভদ্র ১২২৫

সিটন সাহেবের মৃত্যু।

সিটন সাহেবের সহিত প্রায় কলিকাতাস্থ লোকেরদের আলাপ ছিল এতএব তাহার মৃত্যু সম্বাদে অবশ্য তাঁহারা শোকাম্বিত হইবেন তিনি কলিকাতা হইতে ইংগ্লণ্ডে যাইতেছিলেন তথা না পহুঁছিতে পথে তাহার মৃত্যু হইল।

—শনিবার ১৯ সেপ্তম্বর ১৮১৮/৪ আশ্বিন ১২২৫

দেন্মার্ক।

গত সপ্তাহে দেন্মার্ক হইতে এক জাহাজ মোং কলিকাতাতে পহুঁছিয়াছে তাহার দ্বারা দেন্মার্কের অনেক সমাচার পাওয়া গেল তাহার মধ্যে শ্রীরামপুর শহর যে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধীন হইবে এমন কোন সমাচার নাই অতএব আমরা বুঝি যে যে জনরব হইয়ছিল সে মিথ্যা যেহেতুক যদি সে সত্য হইত তবে এ জাহাজে অবশ্য সে সমাচারের কিঞ্চিৎও আসিত আর ত্রাণ কাবারের যিনি বড় সাহেব হইয়াছেন তিনি এক যুদ্ধ জাহাজে আসিতেছেন তাহার পহুঁছিবার কিছু বিলম্ব নাই এবং ভারতবর্ষের বাণিজ্যের কারণ তাহারদের যে কোম্পানি ছিল সে কোম্পানির যে ক্ষতি পূর্ব্বে এখানে হইয়াছিল ক্রমে ২ তাহারদের সে ক্ষতি মিটিতেছে এবং তাহারা এক বাণিজ্যের জাহাজ প্রস্তুত করিয়া এ ভারতবর্ষে পাঠাইতেছে।

—শনিবার ১৯ সেপ্তম্বর ১৮১৮/৪ আশ্বিন ১২২৫

জাহাজের আমদানী।

ইংগ্লণ্ডীয় কোম্পানির তিন জাহাজ ২৮ মে ইংগ্লণ্ড ছাড়িয়া এই সপ্তাহে মোং কলিকাতা পহুঁছিয়াছে এই তিন জাহাজ তিন মাস বিশ দিনে পঁহুছিয়াছে। তাহাতে কোন আবশ্যক বৃত্তান্ত নাই কেবল এই নিশ্চয় জানা গেল যে মহাসভাস্থেরা অধিক মশাহরা না দিলেও বাদশাহের তৃতীয় পুত্র অবশ্য বিবাহ করিবেন। এবং আরো জানা গেল যে গত বৎসরের যুদ্ধ সমাচার ইংগ্লণ্ডে পঁহুছিয়াছে এবং তথাকার লোকেরা যুদ্ধের শেষ সমাচার শুনিতে চেষ্টা করিতেছে।

—শনিবার ১৯ সেপ্তম্বর ১৮১৮/৪ আশ্বিন ১২২৫

শ্রীশ্রীযুতের ইস্তাহার।

৪ সেপ্তম্বরে শ্রীশ্রীযুত ইস্তাহার দিয়াছেন কলিকাতার কোম্পানির টেক-শালের বড় সাহেবের প্রতি আজ্ঞা দেওয়া গিয়াছে যে যদি কোন ব্যক্তি কোম্পানির টেকশালে পাঁচ হাজার ডালর দেয় তবে সে ব্যক্তি পোনর দিনের পর সেই ডালরের টাকা এই হিসাবে পাইতে পারে। এক শত ডালরের কারণ দুই শত চৌদ্দ বানারসী সিক্কা টাকা ও এক শত ডালরের কারণ ফরক্কাবাদী শিক্কা দুই শত আঠার টাকা বার আনা।

—শনিবার ১৯ সেপ্তম্বর ১৮১৮/৪ আশ্বিন ১২২৫

মরণ।

গোপীমোহন বাবু এতদ্দেশের মধ্যে অতিখ্যাত এবং সম্পত্তিতে ও সন্ততিতে অখণ্ড ভাগ্যবান ও শিষ্ট ও অনুগত প্রতিপালক ও গুণজ্ঞ ও গুণবান ও প্রিয়ম্বদ ছিলেন তিনি নানা সুখবিলাসে ও সৎকর্ম্মেতে ও পরোপকারেতে এতাবৎ কালক্ষেপণ করিয়া ১২২৫ সালের ১ আশ্বিন বুধবার ইহলোক পরিত্যাগপূর্ব্বক পর লোক প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং আপন সন্তানেরদের প্রতিপালনার্থে আশী লক্ষ টাকা রাখিয়া ও চিরজীবনী কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়া আপনি স্বকর্ম্মানুযায়ি ফল-ভোগী হইয়াছেন।

—শনিবার ১৯ সেপ্তম্বর ১৮১৮/৪ আশ্বিন ১২২৫

কলিকাতার নূতন খবরের কাগজ।

এই সপ্তাহের মধ্যে মোং কলিকাতায় এক নূতন খবরের কাগজ উপস্থিত হইয়াছে সে প্রতি সপ্তাহে দুইবার ছাপা হইবেক এবং যাহারা বরোবর ঐ কাগজ লইবেন তাহারা মাস ২ ছয় টাকা করিয়া দিবেন এবং যাহারা বরোবর না লইবেন তাঁহারা যে মাসে লইবেন সে মাসের কারণ আট টাকা লাগিবেক।

—শনিবার ২৬ সেপ্তম্বর ১৮১৮/১১ আশ্বিন ১২২৫

শ্রীযুত সর উলিয়ম বরস।

ঐ সাহেব বিংশ বৎসর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে ছিলেন। শেষে কএক বৎসর সুপ্রীম কোর্টে তৃতীয় বিচারকর্ত্তা হইয়াছিলেন যখন তিনি ইংগ্লণ্ডে গেলেন তখন কলিকাতাস্থ বাঙ্গালি লোকেরা তাঁহার নামে এক প্রশংসাপত্র লিখিয়া অনেকের

সহী দিয়াছিল এবং তাঁহার ছবি করিবার খরচ কারণ টাকাতেও সহী দিয়াছিল সেই ছবি এখন ইংগ্লণ্ডে প্রস্তুত হইতেছে। শ্রীযুত সর উলিয়ম বরস সাহেব বাঙ্গালি লোকেরদের নিকটে এক পত্র লিখিয়াছেন যে আমি তোমারদের প্রশংসাপত্রের প্রত্যুত্তর পত্র তোমারদিগকে লিখিয়াছিলাম এখন শুনিলাম যে তাহা তোমারদের নিকটে পঁহুছে নাই ইহাতে অন্তঃকরণে বড় খেদ হইল।

—শনিবার ২৬ সেপ্তম্বর ১৮১৮/১১ আশ্বিন ১২০৫

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

শ্রীযুত জর্জ জন সিদ্দন্স সাহেব কলিকাতায় পরমিটের মোক্তিয়ার সাহেবের * পেস্কার।

—শনিবার ২৬ সেপ্তম্বর ১৮১৮/১১ আশ্বিন ১২২৫

সীসস্ত্রিস্ জাহাজ।

১৫ তারিখে ঐ জাহাজ মোং কলিকাতায় আসিতে গঙ্গা নদীতে না আসিয়া বিস্মৃতি ক্রমে রূপনারায়ণ নদীতে গেল এবং পাঁচ ক্রোশপর্য্যন্ত গিয়া চড়াতে ঠেকিয়া তিন দিন পর্য্যন্ত রহিল পরে তমোলোকের আরবীন সাহেব আসিয়া ঐ জাহাজের বোঝাই নামাইয়া জাহাজ পাতল করিয়া অনেক জলে আনাইল ও তাহাতে জাহাজ রক্ষা পাইল।

—শনিবার ২৬ সেপ্তম্বর ১৮১৮/১১ আশ্বিন ১২২৫

কোম্পানির কাগজ।

১ অক্তুবর বৃহস্পতিবার সন ১৮১৮ সালে। কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা ছয় টাকা বার আনা ডিষকৌণ্ট। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা সাত টাকা চারি আনা ডিষকৌণ্ট।

—শনিবার ৩ অক্তুবর সন ১৮১৮/১৮ আশ্বিন ১২২৫

নূতন কেতাব।

ইংরেজী বর্ণমালা অর্থ উচ্চারণ সমেত প্রথম বর্ণাবধি সাত বর্ণপর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় তর্জমা হইয়া মোং কলিকাতায় ছাপা হইয়াছে তাহাতে পড়িবার কারণ পাঠ ও গণিত ও নামতা ও ব্যাকরণ ও লিখিবার আদর্শ ও পত্রধারা ও আর্জি

ও খত ও টাঁনামা ও হিতোপদেশ প্রভৃতি আছে এই কেতাব পড়িলে ইংরেজী-বিদ্যা সহজে হইতে পারে এই কেতাব চামড়াবদ্ধ জেল্দ করা ইহার মূল্য ফি কেতাব ৩ টাকা। যে মহাশয়ের লইবার বাসনা হইবে তিনি মোং কলিকাতায় শ্রীগঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের আপীসে কিম্বা মোং শ্রীরামপুরের কাছারি বাটীর নিকটে শ্রী জান দেরোজারু সাহেবের বাটীতে তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।

—শনিবার ৩ অক্তুবর সন ১৮১৮/১৮ আশ্বিন ১২২৫

কলিকাতাতে জাহাজ আমদানী।

পোর্ত্তুগীশের আলেক্সান্দ্র নামে এক জাহাজ কাপতান কাস্ত্রো সাহেব ১১ জুন পর্ণম্বর নামে স্থান ছাড়িয়া ২০ সেপ্তম্বর পঁহুছিয়াছে।

জান টোবিন নামে জাহাজ কাপতান কীনান সাহেব লিবরপুল শহর হইতে ২১ সেপ্তম্বর পঁহুছিয়াছে।

হিফ্‌পলীতা নামে জাহাজ কাপতান হিল সাহেব ২৩ মে জিব্রালতর ছাড়িয়া ২১ সেপ্তম্বর পঁহুছিয়াছে।

উলিয়াম পিতরি নামে জাহাজ কাপতাপ * * * মোহনা ছাড়িয়া ২২ সেপ্তম্বর পঁহুছিয়াছে।

সুসন নামে জাহাজ কাপতান উল্কীসন সাহেব বেং কুনিন হইতে ২২ সেপ্তম্বর পঁহুছিয়াছে।

দেরিওবেগী নামে আরবীয় জাহাজের কাপতান নাখোদা সাহেব ১৭ আগস্ত মোকা নামে স্থান ছাড়িয়া ২২ সেপ্তম্বর পঁহুছিয়াছে।

সর্ব্বর্ন নামে জাহাজ কাপতান বৌমন সাহেব ১২ মে লিবরপুল ছাড়িয়া ২৪ সেপ্তম্বর পঁহুছিয়াছে।

ব্রুব্রিতন নামে জাহাজ কাপতান হানি সাহেব ২৮ মে লিবরপুল ছাড়িয়া ২৫ সেপ্তম্বর পঁহুছিয়াছে।

নর্থাম্‌তন নামে জাহাজ কাপতান তারবত সাহেব ৩ মে লণ্ডন শহর ছাড়িয়া ২৬ সেপ্তম্বর পঁহুছিয়াছে।

আতিয়ত রোহমান নামে তুরকীয় এক জাহাজ কাপতান আজি সিং সাহেব ৬ আগস্ত জুদ্দা নামে স্থান ছাড়িয়া ২৬ সেপ্তম্বর পঁহুছিয়াছে।

লার্ড কীথ নামে এক কোম্পানির জাহাজ কাপতান ক্রীমান সাহেব ১৬ মে লণ্ডন শহর ছাড়িয়া ২৮ সেপ্তম্বর পঁহুছিয়াছে।

কোল্‌দস্ত্রীম নামে জাহাজ কাপতান কাক্সওয়েল সাহেব ৭ মে ইংগ্লন্দ ছাড়িয়া ২৮ সেপ্তম্বর পঁহুছিয়াছে।

লীল পোর্ত্তুগীশ নামে পোর্ত্তুগীশীয় এক জাহাজ ২ মে লিসবন ছাড়িয়া ২৮ * * * পঁহুছিয়াছে।

* নামে আমেরিকীয় এক [জাহাজ] কাপতান নাশ ২০ মে বস্তন হইতে ২৮ সেপ্তম্বর পঁহুছিয়াছে।

* বক্স নামে জাহাজ ১২ সেপ্তম্বর * ছাড়িয়া ২৮ তারিখে পঁহুছি [য়াছে]।

* নামে জাহাজ কাপতান আস * সাহেব বেঙ্কুলন হইতেন ২৮ সেপ্তম্বর * * পঁহুছিয়াছে।

* নামে জাহাজ কাপতান দিকি [সাহেব] ২১ আগস্ত পিনাঙ্গ ছাড়িয়া ২৮ * পঁহুছিয়াছে।

* নামে জাহাজ কাপতান ওয়া * সাহেব ২১ আগষ্ট পারসীর * ছাড়িয়া ২৮ সেপ্তম্বর পঁহুছি [য়াছে]।

* নামে জাহাজ কাপতান ফর * * মে ইংগ্লণ্ড দেশ ছাড়িয়া পঁহু [ছিয়াছে]।

—শনিবার ৩ অক্তুবর ১৮১৮/১৮ আশ্বিন ১২২৫

বেঙ্কুলিন।

* রাফলস সাহেব বেঙ্কুলিনের * মঙ্গলবার মোং কলিকাতায় [পঁহুছিয়াছে]।

—শনিবার ৩ অক্তুবর ১৮১৮/১৮ আশ্বিন ১২২৫

মাহিনা।

শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সিবিল ও মারীণ চাকর লোকেরদের দরমাহা ও মসহারা ১৬ অক্তুবর দেওয়া যাইবে।

—শনিবার ৩ অক্তুবর ১৮১৮/১৮ আশ্বিন ১২২৫

বানারস ও ফরাক্কাবাদের টাকা।

কলিকাতার টেকশালের অধ্যক্ষ এই হু[কু]ম পাইয়াছেন যে তিনি কোন লোকের অনুমতি পাইয়া স্পানিস ডালর হইতে বানারস কিম্বা ফরক্কাবাদী টাকা করিতে পারিবেন। যাহার বাসনা হয় সে পাঁচ হাজার ডালর কিম্বা ততোধিক দিলে এক টেকশালের টিকীট পাইবে যে পোনর দিন পরে টেকশালের

অধ্যক্ষ সেই পাচ হাজার ডালরের পরিমান বানারস কিম্বা ফরক্কাবাদের টাকা দিবেন অর্থাৎ এক শত ডালরের কারণ দুই শত চৌদ্দ বানারস টাকা কিম্বা দুই শত আঠার টাকা বার আনা ফরক্কাবাদী টাকা দিবেন। সেইরূপ যে কেহ দশ হাজার টাকার উপযুক্ত হুন* টেকশাল ঘরে লইয়া যাইবে তাহারা ফি শত দুই টাকা বাদ দিয়া বানারস কিম্বা ফরক্কাবাদের টাকা পাইবে।

—শনিবার ৩ অক্টুবর ১৮১৮ / ১৮ আশ্বিন ১২২৫

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

শ্রীযুত কাপতেন এডবার্ড এস এলেস সাহেব ২৮ সেপ্তম্বর মারীন পেমেষ্টর ও নেবেল ষ্টোরকিপর হইয়াছেন।

—শনিবার ৩ অক্টুবর ১৮১৮/১৮ আশ্বিন ১২২৫

হিন্দুস্থানীয় মহাজন ও গোমস্তা।

ব্রজবল্লভ দাস ও গোকুল দাস	গোমস্তা মন্নুসা
বিতাল দাস ও রাম দাস	গোং দিনদয়াল
বুট সিংহ ও বাহাদুর সিংহ	
দেবীদাস ও বালমুকুন্দ	
গোপাল দাস ও মনোহর দাস	গোং মতিচঁদ
গোপাল দাস ও হরেকৃষ্ণ দাস	গোং মতিচঁদ
গোপাল দাস ও মতিচঁদ	গোং লক্ষ্মণ দাস
হরেকৃষ্ণ দাস	গোং বিণিদাস
ইচোরর্ম ও হরপ্রসাদ	গোং হরপ্রসাদ
জগৎ সেট	গোং ধনিরাম ধোবা
কানচঁদ ও গনেশ দাস	গোং ভবানী দাস
কান দাস	গোং রাধাকৃষ্ণ
লাখ রাজ ও হরভজন লাল	গোং গোলাপ চঁদ
লজা রাম ও ঠাকুর দাস	
লখুমল ও কাশীনাথ	গোং কাশীনাথ
মহারাজ স্বরূপচন্দ্র ও অভরচন্দ্র সেট	গোং হরপ্রসাদ

মতিচঁাদ ঘনশ্যাম দাস	গোং চতুর দাস
মথুরা দাস ও ব্রজরবান দাস	গোং যমুনা দাস
মতিচঁাদ	গোং রাম বকস
মধুবন দাস হরিদাস ও বৃন্দাবন দাস	
মনোহর দাস ও মহেশ দাস	
উদয়করণ দাস ও ব্রজভূকন দাস	গোং হরজীবন দাস
রঘুনাথ ও হনুমন্ত দাস	গোং রাম নারায়ণ
পিদরি	গোং মদন মোহন
রাধিকা দাস ও লচমন দাস	গোং বুলাকী দাস
বিভেন ও সদাসুখ	
টেকচঁাদ শিবচরণ লাল	গোং শ্রীচঁাদ
অরুণজী ও নাথজী	গোং গোবিন্দ চঁাদ
অবীর চঁাদ ও অযোধ্যাপ্রসাদ	
অবীর চাঁদ শিবরাম দাস	গোং মৈচঁাদ

বড়বাজারের মহাজন ও গোমস্তা।

আনন্দচন্দ্র পাল ও শুবলচাঁদ পাল	গোং মদন রায়
চিন্তামনি পাউই ও রাধামোহন দত্ত	গোং মথুরামোহন ও রাজকৃষ্ণ
চুনিলাল বড়াল	গোং নিতাই-চরণ নন্দি
গোপীকৃষ্ণ পাল	গোং নীলমনি সেন ও রাজকৃষ্ণ সেন
গঙ্গাগোবিন্দ শীল ও হরগোবিন্দ	গোং উদল চরণ দে
গঙ্গাপ্রসাদ ঘোষ	গোং রাধাচরণ পাল ও রামমোহন পাল
গঙ্গাপ্রসাদ পাইন	গোং রাধাকৃষ্ণ দত্ত ও নবকিশোর মণ্ডল
হলধর আড়ী	গোং রামমোহন চঁাদ
জগমোহন শীল ও আনন্দমোহন শীল	গোং রামমোহন চঁাদ
রুরাময় পাল ও রাজীব লোচন পাল	গোং শিবচন্দ্র
কৃষ্ণকিঙ্কর	গোং তারাচাঁদ দে ও মাধবচন্দ্র দে
কানাইয়া লাল বড়াল	গোং অবীচরণ দে ও গোবিন্দচরণ শী
পঞ্চানন শীল ও গোবিন্দ শীল	

—শনিবার ৩ অক্টুবর ১৮১৮/১৮ আশ্বিন ১২২৫

জাহাজ রপ্তানী।

[কো]ম্পানির যে ২ রপ্তানী জাহাজ এ [ই] কলিকাতাতে আছে সেই সকল [জাহাজ] এই ২ সমায় বিদায় পাইবে [এ]জেণ্ট ও মার্চৈওনেস আফ ইলায় [নবে] ম্বর ইংগণ্ড যাইতে বিদায় পাইবে। * হেষ্টিংস ও এসিয়া ও জানেরেল * ডিসেম্বর মাসের শেষে ইংগণ্ডে [যাইবে]।

—শনিবার ১০ অক্তুবর ১৮১৮/ ২৫ আশ্বিন ১২২৫

কলিকাতায় জাহাজ আমদানি।

উডব্রিজ জাহাজ কাপতেন মুনিংসমস্কাট হইতে ৩ অক্তুবর পঁহুছিল এবং সেই দিনে এসিয়া ফিলিক্স জাহাজ কাপতেন কালা বোম্বাই হইতে আইল।

ফ্রেণ্ডশিপ জাহাজ কাপতেন ব্লাক আইল্ আফ ফ্রান্স হইতে ৩ অক্তুবর পঁহুছে এবং সেই দিনে আরবীয় এক জাহাজ ফাথেলবাড়ী কাপতেন সলেমন মস্কট হইতে আইল।

শলমন শাহ আরবীয় জাহাজ কাপতান সৈদ আহমেদ জানিবার হইতে ৪ অক্তুবর পঁহুছিয়াছে।

হাইদ্রোসি জাহাজ কাপতান নাকদা কানানোর হইতে ৪ অক্তুবর পঁহুছিয়াছে।

পোর্ত্তুগীশীয় জাহাজ মারকুইশ আফ আঙ্গিগা কাপতান ডিগ্লিবা লিসবন হইতে ৬ অক্তুবর পঁহুছিয়াছে আমেরিকন রাপিত জাহাজ কাপতান কীন নিউয়র্ক হইতে ৬ অক্তুবর পঁহুছিল।

মগিরবক্স আরবীয় জাহাজ কাপতান হামতিম্ব নাগোর হইতে ৬ অক্তুবর পঁহুছিয়াছে।

—শনিবার ১০ অক্তুবর ১৮১৮/২৫ আশ্বিন ১২২৫

সেবিংবেঙ্ক অর্থাৎ সঞ্চিত ধনের কুটী।

এমন সমাচার পাওয়া যাইতেছে যে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর লণ্ডন শহরের মধ্যে গরিব লেখকেরদের ও মুটিয়ারদের কারণ এমন এক কুটী স্থাপন করিয়াছেন। এই সকল গরীব চাকর সপ্তাহে ২ আপনারদের মাহিনা হইতে যে কিছু পয়সা বাঁচাইতে পারে তাহারা তাহা সেই কুটীতে রাখিবে। দুই তিন বৎসর পর্য্যন্ত এরূপ সঞ্চয় করিলে বিবাহ কিম্বা পীড়িত এমন কোন সময়

এই সকল গরীব লোক সেই সকল সঞ্চিত টাকা সুদ শুদ্ধ পাইবে এবং ইহাতে তাহারদের অতিশয় উপকার হইবে। এই বিষয় শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের বিস্তার প্রসংশা হইয়াছে কেননা ইহাতে গরিব চাকর লোকের বিস্তর ফল জন্মে যেহেতুক যে চাকর লোক এমন করে তাহারা বিস্তর কর্ম্মশীল হয় ও অপব্যয় ত্যাগ করে।

এমন কুটী যদি কলিকাতা শহরের মধ্যে ও এ দেশের সকল বড় ২ নগরেতে স্থাপন হইত তবে গরিব হিন্দু ও মুসলমানেরদের অনেক দুঃখ দূর হইত এখন এই সকল লোক কিছু সঞ্চয় না করিয়া বরং কর্জ লইয়া আপনারদের সকল পয়সা আগে খাইয়া ফেলে এবং ইহাতে প্রায় সকল লোক মহাজনেদের বশ হয় ও ইহাতে কত মিথ্যা কথা ও প্রবঞ্চনা ও চুরি ও আলস্য ও মিথ্যা ব্যয় ইহার পরিসীমা নাই অতএব যদি কলিকাতার কয়েক বড় মানুষ এমন সঞ্চিত কুঠী স্থাপন করে তবে তাহারা পরোপকারে অতিশয় সুখ্যাতি পাইতে পারে। এবং কলিকাতা শহরের মধ্যে এমন কুঠী স্থাপন হইলে অন্য২ শহরে অবশ্য হইবে।

—শনিবার ১০ অক্তুবর ১৮১৮/২৫আশ্বিন ১২২৫

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

শ্রীযুত মেং জি আই মারিশ সাহেব সদরদেওয়ানি আদালত ও নেজামত আদালতের রেজষ্টর সাহেবের পেস্কার।

—শনিবার ১০ অক্তুবর ১৮১৮/২৫ আশ্বিন ১২২৫

করণরের বিচার।

* অক্তুবর নেটীব হাসপিতালের মধ্যে * নামে এক চীনের মৃত শরীর দেখি[য়া] ইংগ্লণ্ড রাজ্যশাসনের মত বিচার হইল [ঐ] ব্যক্তি কিরূপে খুন হইল কেননা [ঐ] রাত্রেতে তাহার মাথা ভাঙ্গা গেল [তা]হাতে হাসপিতাল ঘরে তাহার [মৃত্যু] হইল। বিচারের সময় এই ২ প্রমাণ [পাওয়া] গেল যে সেই রাত্রে কতক পোর্ত্তু [গীশীয়] নাবিকেরা কলুটোলার রাস্তার * অনেক রাহাগির লোকের সঙ্গে * করিতে ছিল এই দেখিয়া কতক * লোক লাঠী লইয়া এই সকল পোর্ত্তু [গীশীয়] নাবিকেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে * এই ব্যক্তিকে তাহার মধ্যে [দেখা] গেল তখন তাহার হাতে এক * বাঁস ছিল ও সেই বাঁসের * সে একবর্ছির লোহা লাগাইয়া [পোর্ত্তুগীশীয়] নাবিকেরদের সহিত

বড় * *। এই সকল কথা শুনিয়া যে * জুড়িওয়ালা এই বিচারের উপরে * তাহারা এই নিষ্পত্তি করিল যে এই * খুন ঝগড়ার মধ্যে হইল কিন্তু * ইহার কিছু ঠিকানা নাই।

[এই] প্রকার বিবরণ শুনিয়া এ দেশস্থ [লোকেরা] বুঝিতে পারিবে যে ইংগ্লণ্ডের [শাসন] অতিশয় দয়াযুক্ত কেননা * কোন অতি ক্ষুদ্র লোকের কিছু * হয় তবে পুলিসের ঘরে ইহার * [বি] চার হইতে পারিবে আর এমন * ক্ষুদ্র লোক যদি খুন হয় কিন্তু খুনকর্ত্তার কিছু ঠিকানা নাই তথাপিও একজন বিচারকর্ত্তা আর বার জন সহকারির সহিত বিস্তর বিচার না করিয়া সে ব্যক্তির শরীর কবর দিতে দেয় না।

—শনিবার ১৭ অক্তুবর ১৮১৮/২ কার্ত্তিক ১২২৫

দুর্গোৎসব।

গত সপ্তাহে এই উৎসব হইয়াছে। কলিকাতার অনেক ভাগ্যবান লোক বিস্তর টাকা ব্যয় করিয়া যথেষ্ট আমোদ করিয়াছে। কিন্তু আমরা শুনিতেছি যে এক ঘরে কোন ইংগ্লণ্ডীয় লোক বড় ঝগড়া উৎপন্ন করিয়াছিল তাহাতে কলিকাতার ইংগ্‌রাজি সমাচারপত্রে তাহারদিগকে অনেক লজ্জা দেওয়া গিয়াছে।

—শনিবার ১৭ অক্তুবর ১৮১৮/২ কার্ত্তিক ১২২৫

কলিকাতায় জাহাজ আমদানী।

প্রিন্সস সার্লট জাহাজ কাপতান কীন লিবারপুল হইতে ৬ অক্তুবর পহুঁছে।

আফ্রীকান ফ্রান্সীয় জাহাজ কাপতান গোএজেনক মার্সেল্‌স হইতে ৬ অক্তুবর পহুঁছে।

ফয়জের করিম আরবীয় জাহাজ কাপতান নাকোদা যুদ্দা হইতে ঐ তারিখে পহুঁছে।

পাতীসলাম জাহাজ কাপতান নাকোদা মালবার হইতে ১১ অক্তুবর পহুঁছে।

—শনিবার ১৭ অক্তুবর ১৮১৮/২ কার্ত্তিক ১২২৫

কোম্পানির কাগজ।

২১ অক্তুবর বুধবার সন ১৮১৮ সালে। কোম্পানির শতকরা ছয় টাকা

সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা সাত টাকা বার আনা ডিষকৌণ্ট। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা আট টাকা বার আনা ডিষকৌণ্ট।

—শনিবার ২৪ অক্তুবর ১৮১৮/৯ কার্ত্তিক ১২২৫

গোপীমোহন বাবুর শ্রাদ্ধ।

সন ১২২৫ শালে ১১ আশ্বিন শনিবার এই শ্রাদ্ধে তাহার পুত্রেরা অনেক দান করিয়াছেন। ছয় স্বর্ন ষোড়শ ও ছেয়ানব্বই রূপার ষোড়শ ও এক আট চালা পরিপূর্ণ পিত্তলের বাসন উৎসর্গ করিয়াছেন আর এক পাকা বাড়ি মায় সরঞ্জাম এক গৃহস্থের সম্বৎসরের উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্য শুদ্ধা দান করিয়াছেন। এবং মহাদানে এক হাতি ও ঘোড়া ও পালকী ও নৌকা প্রভৃতি অনেক দিয়াছেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা অনেকে নিমন্ত্রণ পত্র ও সিধা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার প্রধান বিদায় একশত টাকা ও এক রূপার ঘড়া দিয়াছেন এবং কাঙ্গালী ও অনাহুত লোক সকলে অনুমান দুই লক্ষ হইবেক এক শত ছয়টা বাড়ি পূর্ণ হইয়াছিল তাহারদের প্রত্যেক জনকে আপনারা থাকিয়া আট আনা করিয়া দিয়াছেন তাহাতে কেহ বঞ্চিৎ হয় নাই এত সমারোহেতে যে কেহ বঞ্চিৎ না হইয়া সকলেই পাইয়াছে ইহাতে করিয়া যথেষ্ট সুখ্যাতি হইয়াছে। এই শ্রাদ্ধে অনুমান সর্ব্বশুদ্ধা তিন লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

—শনিবার ২৪ অক্তুবর ১৮১৮/৯ কার্ত্তিক ১২২৫

কলিকাতায় জাহাজ আমদানী।

কদ্রি আরবীয় জাহাজ কাপতান নাকোদা মস্কেট হইতে ১৫ অক্তুবর পঁহুছে। চার্লসবিন্স কাপ্তান জাকসেন লণ্ডন হইতে ১৬ অক্তুবর পঁহুছে। আমেরিকান ব্রিগার্চর কাপ্তান কাফিন বস্তন হইতে ঐ তারিখে পঁহুছে! নেয়ার্কস কোম্পানির জাহাজ কাপ্তান কোর্ট আর্চি পিলাগো হইতে ১৭ অক্তুবর পঁহুছে। মালবার গ্রিগ কদ্রি কাপ্তান নাকোদা কানানোর হইতে ঐ তারিখে পঁহুছে। ইলৈজা জাহাজ কাপ্তান নেরার আইল আফ শ্রান্স হইতে ১১ অক্তুবর পঁহুছে। মোহোলার জাহাজ কাপ্তান লীগুসে পিনাঙ্গ হইতে ১৯ অক্তুবর পঁহুছে। মিণ্টো কোম্পানির জাহাজ কাপ্তান ক্রিড্ডীল আর্চি পিলাডোর হইতে ঐ তারিখে পঁহুছে। হৈপিরিয়ন কাপ্তান সালওএ লণ্ডন হইতে ২০ অক্তুবর পঁহুছে।

ক্রিষ্টোফর জাহাজ কাপ্তান রোকরবী ঐল আফ ফ্রান্স হইতে ঐ তারিখে পঁহুছে। হোপ জাহাজ কাপ্তান পেন্ পিনাঙ্গ হইতে ঐ তারিখে পঁহুছে। ইণ্ডুস জাহাজ কাপ্তান ও এল্‌স নিউবরি পোর্ট হইতে ঐ তারিখে পঁহুছে।

—শনিবার ২৪ অক্তুবর ১৮১৮/৯ কার্ত্তিক ১২২৫

সুপ্রিম কোর্ট।

২৯ অক্তুবর বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টেতে আপনারদের দেশস্থ লোকের খুনের নিমিত্ত পাঁচ জন চীনীয় লোকের উপরে অদালত করা গিয়াছিল। তাহাতে তিন জনের দোষ নিশ্চয় করা গেল ও তাহারদের ফাঁসি দিতে শ্রীযুত প্রধান বিচারকর্ত্তা সাহেব আজ্ঞা করিলেন। কিন্তু আর দুই জন নির্দোষী হইয়া মুক্ত হইল। ৩০ অক্তুবর শুক্রবার আবরাহাম লান নামে একজন অস্ত্রাধক্ষ্য বাঙ্গালা দেশস্থ এক লোকের খুনের জন্য বিচারিত হইল। কিন্তু সে খুনের প্রমান পাওয়া গেল না।

—শনিবার ৭ নবেম্বর ১৮১৮/২৩ কার্ত্তিক ১২২৫

কলিকাতা।

১ নবেম্বর রবিবার কোন ভাগ্যবান লোক আপন গাড়িতে চড়িয়া বেড়াইতে গিয়াছিলেন তাঁহার গাড়ির উপর একজন গোরা লোক সারথি ছিল এ গাড়ির পশ্চাৎ একজন সহীস ছিল। যখন গাড়ি যোড়াসাঁকোতে পহুঁছিল তখন বৃদ্ধা এক স্ত্রী সেই গাড়ির সম্মুখে পড়িল। পশ্চাৎ হইতে সহীস সাবধান করিলেক কিন্তু সে বধির ছিল [শুনিতে পায় নাই]* তাহার মথার উপর দিয়া চলিয়া [যায়] তাহাতে তাহার মাথা প্রায় ভাঙ্গিয়া [যায়]। পরে পুলিসে খবর হইলে *র আসিয়া ঐ সারথি ও সহীস [দুই] জনকে কয়েদ করিয়াছে তাঁহার [পর] কিছু জানা যায় নাই।

—শনিবার ৭ নবেম্বর ১৮১৮/২৩ কার্ত্তিক ১২২৫

শাহ আলম বাদশাহের পুত্র বধুর [মৃত্যু]।

সোমবার ২ নবেম্বর কলিকাতা [বিল্ল] হইতে সত্তর বার তোপ হইল * মিনিট অন্তর এক ২ তোপ। শা [হ আল]মের জ্যেষ্ঠ পুত্র মিরজা জাহা * বিধবা স্ত্রী কুতলক সুলতান বেগ**মের নিমিত্ত ইংগ্লণ্ডের ব্যবহার * কর্ম্ম করা গিয়াছে সেই বেগমের [বয়স] সত্তরি বৎসর ছিল।

—শনিবার ৭ নবেম্বর ১৮১৮/২৩ কার্ত্তিক ১২২৫

গাঙ্গাসাগর উপদ্বীপ।

যাহারা গঙ্গাসাগর উপদ্বীপে বসতি করাইবার উদ্যোগ করিতেছে তাহারা কলিকাতার এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয়ের ঘরে গত বুধবারে একত্র হইল এবং দশজন সাহেব ও দুই এতদ্দেশীয় লোককে সেই কর্ম্ম সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত করিল সেই ২ সাহেব লোকেরদের নাম এই।

শ্রীযুত কমদোর হেএস সাহেব।
ও শ্রীযুত চার্লস্ ত্রোএর সাহেব।
ও শ্রীযুত জন ফুলার্তন সাহেব।
ও শ্রীযুত জেম্স কিদ্ সাহেব।
ও শ্রীযুত উলিএম রিচার্দসন সাহেব।
ও শ্রীযুত এল এ দেবিদসন সাহেব।
ও শ্রীযুত জন হন্তের সাহেব।
ও শ্রীযুত জোসেফ বারেট্টো সাহেব।
ও শ্রীযুত রবর্ট মাক্লিনতক সাহেব।
ও শ্রীযুত হরিমোহর ঠাকুর।
ও শ্রীযুত রামদুলাল দে।

—শনিবার ১৪ নবেম্বর ১৮১৮/৩০ কার্ত্তিক ১২২৫

নূতন খাল।

কুলপীর নীচে এক খাল সমুদ্র পর্যন্ত যায় সেই খালের গোড়া অবধি কলিকাতা পর্য্যন্ত একটা নূতন খাল কাটিবার নিমিত্ত পরামর্শ হইতেছে যদি এই মত খাল কাটা যায় তবে তাহাতে এই উপকার হইবে যে সমুদ্র হইতে যে সকল দ্রব্য কলিকাতাতে আমদানি রপ্তানি হয় তাহা নির্ভয়ে অনায়াসে ঐ খাল দিয়া কলিকাতায় আসিতে ও যাইতে পারে।

অন্য এক খালও কাটিবার কারণ কথা হইতেছে অবর্ষ সময় উত্তর ও পশ্চিম হইতে যত দ্রব্য কলিকাতায় আইসে তাহারা ইছামতী নদী দিয়া শিবনিবাস পর্য্যন্ত আইসে ও সেখান হইতে হরধামের খাল দিয়া গঙ্গায় আইসে কিন্তু গঙ্গায় আসিবার সময় নিত্য দক্ষিণে বাতাস পায়। এবং গঙ্গায় পহুঁছিলে জোয়ার ভাটা পায় ইহাতে অনেক গহরি হয় ও অনেক নৌকার ক্ষতি হয়

যদি হরধামের খাল অবধি কলিকাতার পূর্ব্বপর্য্যন্ত একটা খাল কাটা যায় তবে এতদ্দেশীয় বাণিজ্য অবিলম্বে নির্ব্বিঘ্নে রাজধানীতে পহুঁছে। হরধাম অবধি কলিকাতার পূর্ব্বপর্য্যন্ত পাঁচিশ ক্রোশ হইবে এবং যদি যমুনা নদীর সহিত সম্মিলিত করা যায় তবে কেবল কুড়ি ক্রোশ কাটিতে হয় যদি ইছামতী হইতে কাটা যায় তবে পোনর ক্রোশ কাটিতে হয়।

এই খাল কাটিলে কলিকাতার লোকেরা অনায়াসে ভাল জল পাইবে ও জাহাজের লোকেরা যে জল লইবার কারণ নৌকা পাঠাইত তাহারাও ঐ খাল হইতে ভাল জল পাইবে।

অনুমান হয় যে এই খাল কাটিতে এই ব্যয় হইবে যদি খাল কুড়ি ক্রোশ লম্বা হয় এবং যদি খালের গোড়া ষাটি হাত চৌড়া ও খালের মুখ কুড়ি হাত চৌড়া করে ও পৌনে পোনের হাত গহেরা হয় তবে খাল কাটিবার খরচ পাঁচ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার টাকা লাগিবে। জমীর মূল্য এই যদি চৌড়াতে একশ[ত] চল্লিশ হাত জমী লওয়া যায় তবে তাহার সকল জমীর মূল্য পঞ্চাশ হাজার টাকা হয় এই হিসাবে ফি বিঘা জমীর মূল্য দশ টাকা করিয়া ধরা গিয়াছে এবং কলিকাতার নিকটে যে জমী তাহার কারণ কুড়ি হাজার টাকা ধরা গিয়াছে। তৈনতীর এই খরচ যদি তিন বৎসর লাগে ও পাঁচ শত টাকা করিয়া মাসে ধরা যায় তবে আটার হাজার টাকা হয় সর্ব্ব শুদ্ধা ছয় লক্ষ আঠার হাজার টাকা। যদি ইহার উপর বাজে খরচের নিমিত্ত আর কিছু ধরিয়া দেয় তবে সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা হয় যদি খালের উপর নৌকার হাসিল লওয়া যায় তবে অনুমান প্রতি বৎসর পয়ষট্টি হাজার টাকা উৎপন্ন হইতে পারে ইহাতে আসল ব্যয় টাকার সকল- সুদ পোষাইতে পারে। কলিকাতার পূর্ব্বে টালির খাল দিয়া যে নৌকা যায় তাহার হাঁসিলে প্রতি বৎসর পয়ষট্টি হাজার টাকা উৎপন্ন হয় অতএব এই খাল হইতে অবশ্য ইহার অধিক হাঁসিল হইতে পারিবেক এবং টালির খালে যে উপকার হইতেছে তাহা হইতে দশ গুণ উপকার এই খালে হইবেক।

—শনিবার ১৪ নবেম্বর ১৮১৮/৩০ কার্ত্তিক ১২২৫

সুপ্রিম কোর্ট।

সুপ্রিম কোর্টের শেষ মিছিলের সময় যখন কর্ম্ম সমাপন করিয়া গ্রান্‌ড্‌ জুড়ি বিদায় পাইল তখন তাহারা শ্রীযুত জজ সাহেবের নিকট পুলিসের বিষয় এক

দরখাস্ত দিল তাহাতে এই লেখা আছে যে কলিকাতার যেমত দৌলত এবং লোক ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইতেছে তাহাহইতে দুষ্কর্ম বৃদ্ধি অধিক হইতেছে। দ্বিতীয় গত বর্ষাকালে কলিকাতার রাস্তা ও নরদমা সকল এমন গলিজ ছিল যে তাহার দুর্গন্ধেতে অনেক লোকের রোগ হইয়াছিল। অতএব পুলিসের সাহেবেরা অন্য ২ কর্ম্মে থাকিয়া এই কর্ম্ম করিতে প্রকৃত অবকাশ পায় না। অতএব তাহারা এই দরখাস্ত দেয় যে জজ সাহেব শ্রীশ্রীযুতকে এই সকল বিষয় জ্ঞাত করান যে তিনি ইহার কোন উপায় করিয়া দেন।'

—শনিবার ১৪ নবেম্বর ১৮১৮/৩০ কার্ত্তিক ১২২৫

চান্দনী চকের বাজার।

অদ্য দশ ঘণ্টার সময়ে চান্দনী চকের বাজার এক বৎসরের কারণ ইজারা দেওয়া যাইবে।

—শনিবার ২১ নবেম্বর ১৮১৮/৭ আগ্রহায়ণ ১২২৫

ওলাউঠা।

শুনা গিয়াছে ওলাউঠা রোগ পুনর্ব্বার কলিকাতার মধ্যে ক্রমে ২ বৃদ্ধি হইতেছে এ সপ্তাহের প্রথম দিন পঁয়ত্রিশ জন লোক মরে তাহার পর দিবসে চল্লিশ জন মরে তাহার পর জানা যায় নাই অনুমানে বুঝিতে পারি ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া থাকিবেক।

—শনিবার ২১ নবেম্বর ১৮১৮/৭ আগ্রহায়ণ ১২২৫

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

শ্রীযুত মেং জর্জ পৌনি তামসেন সাহেব কলিকাতার চতুর্দ্দিকস্থ দেশের অদালতের রেজষ্টর।

—শনিবার ২৮ নবেম্বর ১৮১৮/১৪ আগ্রহায়ণ ১২২৫

জাহাজ আমদানী।

১৫ বুধবারে ফ্রান্স দেশ হইতে ফরাশীশেরদের এক জাহাজ ২৩ জুলাই আপন দেশ ছাড়িয়া মোং কলিকাতায় পঁহুছিয়াছে।

—শনিবার ২৮ নবেম্বর ১৮১৮/১৪ আগ্রহায়ণ ১২২৫

হুণ্ডকলামে।

কয়েক দিন হইল বাঙ্গাল বাঙ্কে হস্তকলম কৃত এক নোট এই রূপে পাওয়া গেল। কলিকাতার মধ্যে এক বাণিজ্যের কুঠীওয়ালাদের হিন্দুস্থান বাঙ্কে টাকা দাখিল করিবার প্রয়োজন ছিল এবং তাহার মধ্যে কতক নগদ টাকা ও কিছু নোট দাখিল করিল তাহার মধ্যে এই জাল নোট ছিল। কিছুদিন পরে ঐ নোট টাকার কারণ হিন্দুস্থান বাঙ্ক হইতে বাঙ্গাল বাঙ্কে গেল। পরে তথাকার একজন কেরানী ঐ নোট দেখিয়া কহিল যে এই নম্বরের একখানা নোট আমারদের স্থানে আছে এইরূপে ঐ জাল নোট ধরা পড়িলে পুলিসহইতে লোক আসিয়া হিন্দুস্থান বাঙ্কে এই বিষয় তজবীজ করিল যে এই নোট কোথা হইতে আইল। যে ব্যক্তি ঐ নোট দাখিল করিয়াছিল হিন্দুস্থান বাঙ্কের সরকার তাহার নাম লিখিয়া লয় নাই। কিন্তু ঐ সরকার কিঞ্চিৎ কাল ভাবিয়া অনুমানের দ্বারা সে ব্যক্তির নাম মনে করিয়া কহিলে পরে সে ব্যক্তিকে পুলিসে লইয়া গিয়া তাহার তজবীজ হইল কিন্তু যে ব্যক্তি ঐ কর্ম্ম করিয়াছে তাহার নিশ্চয় অদ্যাপি হয় নাই। যখন কোন জন অন্য জন হইতে নোট লয় তখন তাহার নাম ঐ নোটের পৃষ্ঠে লিখিয়া লইতে হয় যেহেতুক যদি কোন উপসর্গ উপস্থিত হয় তবে হস্তকলম লোক ধরা পড়ে।

—শনিবার ১২ দিজেম্বর ১৮১৮/২৮ আগ্রহায়ণ ১২২৫

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

শ্রীযুত মেং জে টি সেক্সপীর সাহেব কলিকাতা কোঠ ও ঢাকা কোঠ ও মুরশেদাবাদ কোঠ ও পাটনা কোঠ এই চারি কোঠের প্রতিজেলার পুলিসের কর্ম্মের মোক্তিয়ার হইয়াছেন।

শ্রীযুত মেং সি বারবেল সাহেব কলিকাতা ও চব্বিশ পরগনা ভিন্ন কলিকাতার চতুর্দ্দিকস্থ প্রদেশের জজ ও আলিপুরের জেলখানার মোক্তিয়ার।

—শনিবার ১২ দিজেম্বর ১৮১৮.২৮ আগ্রহায়ণ ১২২৫

শ্রীযুত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার।

সুপ্রিমকোর্টের পণ্ডিত শ্রীযুত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত বিচারক সাহেবেরদের নিকট চারি মাসের বিদায় লইয়া কাশী তীর্থদর্শনার্থ যাত্রা করিয়াছেন।

—শনিবার ১২ দিজেম্বর ১৮১৮/২৮ আগ্রহায়ণ ১২২৫

চুরি।

কয়েক দিন হইল কলিকাতার মধ্যে এক মজুর এই প্রকারে এক সাহেবের পালকীহইতে টাকা চুরি করিতে ধরা পড়িল। ঐ সাহেব দুই তিন হাজার টাকার নোট পালকীতে বাক্সের মধ্যে রাখিয়াছিল ও লালবাজারের এক ঘরে সাহেব গেলে পালকী দরবাজাতে রহিল ও বেহারা লোক পালকীর কিঞ্চিৎ দূরে বসিয়া রহিয়াছিল। একজন মজুর একটা ঝূড়ী লইয়া পালকীর নিকটে আসিয়া পালকীর দ্বার খুলিয়া ঐ বাক্স আপন ঝূড়ীতে রাখিল তৎক্ষণাৎ বেহারারা শব্দ শুনিতে পাইয়া উঠিল। পরে ঐ মজুর আপন ঝূড়ী ও বাক্স ফেলিয়া পলাইল। বেহারারা দৌড়িয়া তাহাকে ধরিয়া পুলিসে চালান করিল।

এই প্রকার অন্য একজন সাহেব আপন পালকীর মধ্যহইতে কিছু জিনিস হারাইয়াছিল অনুমান হয় যে সে এইরূপে হারাইয়া থাকিবেক।

—শনিবার ১৯ দিজেম্বর ১৮১৮/৬ পৌষ ১২২৫

মরণ।

গত মঙ্গলবারে মেং আলেক্সান্দ্র কলবিন সাহেব মরিয়াছেন তাহার বয়ঃক্রম চৌষট্টি বৎসর হইয়াছিল তিনি কলিকাতার মধ্যে অনেকদিন বাস করিয়াছিলেন এবং তিনি ইংগ্লণ্ডীয় মহাজনেরদের মধ্যে সৌজন্যে অতিখ্যাত ও সকলে তাহার গুণ এমত জ্ঞাত আছেন যে আমরা লিখিলে কলিকাতাস্থ লোকেরদের আর জ্ঞানবৃদ্ধি হইবে না।

—শনিবার ১৯ দিজেম্বর ১৮১৮/৬ পৌষ ১২২৫

সুপ্রিম কোর্ট।

শ্রীযুত তেমপ্লর সাহেব কলিকাতার সারিফ ইস্তাহার দিয়াছেন যে ১৮১৯ সালের ৭ জানুআরিতে আগামি বৎসরের ফৌজদারি অদালতের প্রথম মিছিল খোলা যাইবে।

—শনিবার ১৯ দিজেম্বর ১৮১৮/৬ পৌষ ১২২৫

বাঙ্ক আফ বাঙ্গাল।

সকল লোক অবগত হইবে বাঙ্ক আফ বাঙ্গালের ডাইরেক্তর সাহেবান সর্ব্ববাদি সম্মতে ১০ দিজেম্বর ১৮১৮ সাল তারিখের বৈঠকে যে ২ অনুমতি

করিয়াছেন তাহা নীচে লিখা যাইতেছে যে সকল ঝুটা নোটজালের অক্ষরওয়ালা কাগজে তৈয়ার হইয়াছে তাহা বাঙ্ক আফ বাঙ্গালের নোটের মত বোধ হয় এবং ঐ প্রকার নোট সকল আপন বহীতে যথার্থরূপে জমা-খরচ করিয়া থাকে যদ্যপি তাহারদিগের পক্ষে ক্ষতি হয় এমত জানা যায় সে সকল নোটের টাকা বাঙ্ক আফ বাঙ্গাল হইতে দেওয়া যাইবে।

বাঙ্ক আফ বাঙ্গালের ডাইরেক্তর সাহেবানেরা তাবৎ ঝুটা নোটের টাকা দিবেক কিন্তু ঝুটা নোট করণওয়ালা প্রকাশ হইলে তাহার উপর ডাইরেক্তর সাহেবান ফৈরাদি হইয়া তজবীজ করিবেন পরে টাকা দেওয়া যাইবেক।

ডাইরেক্তর সাহেবান স্থির করিলেন যে এই সকল হুকুম তাবৎ লোকেরদের জানিবার নিমিত্ত প্রকাশ করা যাইতেছে। ডাইরেক্তর সাহেবানের হুকুম প্রমাণে প্রকাশ হইল। তাং ১১ দিজেম্বর ১৮১৮।

—শনিবার ১৯ দিজেম্বর ১৮১৮/৬ পৌষ ১২২৫

চা।

গত শনিবারেতে আসিয়াটিক সম্প্রদায়ান্তর্গত লোকেরা চৌরঙ্গিতে ঐ সম্প্রদায়ের ঘরে কর্ম্ম করিতে একত্র হইল সে সময়ে শ্রীযুত ডাক্তর বালিক সাহেবের এক পত্র পড়া গেল তাহাতে তিনি লিখেন যে নেপালের রাজধানী নগর কাটমণ্ডুতে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের উকীল শ্রীযুত গার্দনর সাহেব আছেন তিনি এই সমাচার প্রেরণ করিয়াছেন যে কাটমণ্ডুতে চায়ের অতি সুন্দর এক বৃক্ষ আছে সে বৃক্ষ সাত হাত উচ্চ এবং সেপ্তম্বর মাস অবধি নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত তাহাতে অতিসুন্দর ফল জন্মে সে বৃক্ষ যখন ছোট ছিল তখন চীন দেশ হইতে আসিয়াছিল এখন এক ব্যক্তি কাশ্মীরীর বাগিচাতে আছে এবং শ্রীযুত গার্দনের সাহেব তাহার ডাল কাটিয়া রোপণ করিয়াছিল কিন্তু চারা হইয়া মরিয়া গেল জ্ঞান হয় যে চা বৃক্ষ হিন্দুস্থানের উত্তর ভাগে পর্ব্বতীয় স্থানে জন্মিতে পারে। যদি এমত হয় তবে এদেশের অত্যন্ত উপকার হইবেক যেহেতুক চীন দেশ হইতে ইউরোপের নানা লোক বৎসর ২ অনেক ২ টাকার চা ক্রয় করে এবং এই বাণিজ্যদ্বারা চীনের বাদশাহ জ্ঞান করে যে পৃথিবীর আর কোন স্থানে চা জন্মে না ইহাতে তাহার অহঙ্কারের শেষ নাই ও ইউরোপের নানা জাতীয় লোক চায়ের বাণিজ্যের কারণ চীন দেশে নিত্য যায় তাহারদের সহিত ঐ বাদশাহ এমত অহঙ্কার ব্যবহার করে যে তাহা সহ্যতা করা যায় না। দুই শত বৎসর হইল

ইংগ্লণ্ড দেশে কোন ব্যক্তি চা খাইত না এখন ক্রমে ২ এমত ব্যবহার হইয়াছে যে অতিদুঃখী লোকও চা ব্যতিরেকে আহার করিতে পারে না।

—শনিবার ১৯ দিজেম্বর ১৮১৮/৬ পৌষ ১২২৫

শ্রীযুত সীরমান বর্দ সাহেব।

ঢাকার শ্রীযুত বর্দ সাহেব ইংগ্লণ্ডে যাত্রা করিয়াছেন তিনি এদেশ বামান্ন বৎসর পর্য্যন্ত কোম্পানির চাকরি করিতেছেন ও একাদি ক্রমে চব্বিশ বৎসর পর্য্যন্ত কেবল ঢাকার কোর্ট আপীলের মুখ্য জজ ছিলেন যখন তিনি ঢাকা হইতে কলিকাতা আসিবার জন্য নৌকারোহণ করিলেন তখন ঢাকার আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকল লোক সেলাম ও সাক্ষাৎ করিবার কারণ নৌকা পর্য্যন্ত আসিয়াছিল এবং ঢাকর লোকেরা ঐ সাহেবের এক প্রশংসাপত্র লিখিয়া সকলে সহী দিয়া কলিকাতায় ঐ সাহেবের নিকট পাঠাইয়াছে।

—শনিবার ১৯ দিজেম্বর ১৮১৮/৬ পৌষ ১২২৫

খুন।

গত শনিবারে মতিউল্লা চৌকীদার এই প্রকারে মারা পড়িল। সে এক দণ্ড রাত্রি থাকিতে কলিকাতার চুনা গলিতে চৌকী দিতেছিল। সে সময়ে দুই জন আরব আসিয়া তাহাকে তফাৎ যাইতে কহিল। চৌকীদার তাহা শুনিল না। পরে একজন আরব আসিয়া তাহাকে ধরিয়া মৃত্তিকাতে ফেলিল। পরে চৌকীদার উঠিয়া সে দুই জনকে কহিল যে তোমরা থানায় চলহ। ইহাতে কালঙ্গী নামে একজন আরব আপন ছুরী বাহির করিয়া তাহার পেটে মারিল। তাহাতে সে মরিল। সে দুইজন তৎক্ষণাৎ কয়েদ হইল। আগামি মিসিলে তাহারদের অদালত হইবেক।

—শনিবার ২৬ দিজেম্বর ১৮১৮/১৩ পৌষ ১২২৫

মরণ।

কয়েক দিন হইল এক আরমানী আপন পরিজন সঙ্গে করিয়া নৌকাযোগে কলিকাতায় আসিতেছিল কলিকাতার নিকটে নৌকা উলটিয়া তাহার পরিজন ও আর অনেক লোক সমেত মারা পড়িল তাহারদের মধ্যে কেবল তিন জন লোক রক্ষা পাইয়াছে।

—শনিবার ২৬ দিজেম্বর ১৮১৮/১৩ পৌষ ১২২৫

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

শ্রীযুত ফ্রান্সিস মাকনাতেন সাহেব রপ্তানি গুদামের মোক্তিয়ারের দ্বিতীয় আসিষ্টেণ্ড।

—শনিবার ২৬ দিজেম্বর ১৮১৮/১৩ পৌষ ১২২৫

কলিকাতার সেরিফ।

পামর সাহেবের কুঠীর অন্তর্গত শ্রীযুত মেতলাণ্ড সাহেব আগামী বৎসরের সেরিফীর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন এবং শ্রীযুত ক্রএত্রর সাহেব তাহার পেস্কার কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন।

—শনিবার ২৬ দিজেম্বর ১৮১৮/১৩ পৌষ ১২২৫

সহমরণ।

কলিকাতার শ্রীযুত রামমোহনরায় সহমরণেব বিষয়ে এক কেতাব করিয়া সর্ব্বত্র প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে অনেক লিখিয়াছে কিন্তু স্থূল এই লিখিয়াছে যে সহমরণের বিষয় যথার্থ বিচার করিলে শাস্ত্রে কিছু পাওয়া যায় না।

—শনিবার ২৬ দিজেম্বর ১৮১৮/১৩ পৌষ ১২২৫

যাত্রা।

শ্রীযুত হারিন্টিন সাহেব সদর দেওয়ানী অদালতের প্রধান বিচারকর্ত্তা অনেকদিন অবধি ঐ অদালতের যথার্থ বিচার করিয়াছেন এখন তিনি সে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করিবেন শুনা যাইতেছে ১৫ পোনরই জানুআরি তারিখে কলিকাতা হইতে জাহাজে আরোহণ করিবেন সে জাহাজে প্রধান কৌসলের অন্তর্গত শ্রীযুত চার্লস রিকেৎস সাহেব ইংগ্লণ্ডে যাইবেন শ্রীযুত জন আদাম সাহেব সেই পদাভিষিক্ত হইবেন।

—শনিবার ২৬ দিজেম্বর ১৮১৮/১৩ পৌষ ১২২৫

টাকার আমদানী।

বাক্স জাহাজ পূর্ব্ব দেশ হইতে পঁহুছিয়াছে তাহাতে কোম্পানির কারণ চারি লক্ষ ডালর আসিয়াছে এবং ইণ্ডিয়ান জাহাজে কলিকাতার নানা বাণিজ্যের কারণ অনেক ডালর আসিয়াছে।

—শনিবার ২ জানুআরি ১৮১৯/২০ পৌষ ১২২৫

শ্রীশ্রীযুত বাজিরাও পেশোয়া।

১২ নবেম্বরের পত্র মথুরাহইতে পঁহুছিয়াছে তাহাতে জানা গেল ইংগ্লণ্ডীয় উকীল শ্রীযুত মেতকাফ সাহেব ১৯ নবেম্বরে দিল্লী ছাড়িয়া কলিকাতা আসিবেন এবং শ্রীযুত সর দেবিদ অক্তরলোনি সাহেব তৎপদাভিষিক্ত হইবেন শ্রীযুত বাজিরাও ১৯ অক্তবর তারিখে মোং মথুরাতে পঁহুছিয়াছেন সেখান হইতে কানপুরের নিকট মোং বাতুড়ে যাইবেন যে সৈন্য তাঁহার সহিত মথুরায় আসিয়াছিল তাহারা ফিরিয়া রাজপুথনাতে গিয়াছে কিন্তু চৌদ্দ শত ঘোড়-সোয়ার তাহার হামরাও বাতুড়ে যাইবে।

—শনিবার ২ জানুআরি ১৮১৯/২০ পৌষ ১২২৫

ব্যাঘ্র।

কয়েকদিন হইল কলিকাতার দমদমার নিকটস্থ গৌরীপুর নামে গ্রামে এই প্রকারে এক ব্যাঘ্র মারা গিয়াছে সে ব্যাঘ্র সুন্দর বন ছাড়িয়া গুড়িটোলা ও বাগমারি ও বেলগাছী এই তিন গ্রাম বেড়িয়া গৌরীপুর গ্রামে একজন স্ত্রী লোককে ধরিয়া খাইল। পরে একজন দুঃখি লোকের ঘরে প্রবেশ করিল। সে ব্যক্তি ভয় পাইয়া ঘরের বাহির হইয়া ঘরের দ্বার রোধ করিয়া দমদমাতে সমাচার দিল সেখানকার সাহেব লোকেরা আপন চাকর ও অস্ত্র শস্ত্র লইয়া গৌরীপুরে গিয়া গুলি মারিয়া তাহাকে হত করিল। অনুমান হয় যে সে ব্যাঘ্র গঙ্গাসাগর হইতে আসিয়াছিল। যদি গঙ্গাসাগরের বন কাটাইয়া ব্যাঘ্র দূর করিয়া সেখানে মানুষেরদের বসতি হয় এবং সেই ব্যাঘ্র এ দেশে আসিয়া মনুষ্যেরদিগকে দূর করিয়া বসতি করে তবে কেবল ব্যাঘ্র ও মনুষ্যেরদের স্থান পরীবর্ত্ত মাত্র।

—শনিবার ২ জানুআরি ১৮১৯/২০ পৌষ .২২৫

টাকশাল।

টাকশালে টাকা প্রস্তুত কারণ ১৪ দিজেম্বর তারিখে শ্রীশ্রীযুত এক ব্যবস্থা আজ্ঞা করিয়াছেন সে ব্যবস্থা জানুআরির প্রথম তারিখঅবধি কার্য্যে আসিবেক। কলিকাতাতে যে সিক্কা টাকা প্রস্তুত হইবেক পুরানা টাকাতে যে ওজনে রূপা থাকিত সেই ওজনে ঐ টাকাতেও রূপা থাকিবেক। কিন্তু যে ওজনে সোনাতে মোহর হইতে তাহার কিঞ্চিৎ ন্যূন ওজনে মোহর হইবেক এবং ঊনিশ সন টাকার

ও মোহরের যে মূল্য চলন ছিল এই নূতন টাকার ও নূতন মোহরের সেই মূল্য চলন হইবেক। এবং যদি কোম্পানির এতদ্দেশীয় কোন চাকর এই নূতন টাকা ও নূতন মোহর লইতে কোন ওজর করে তবে তাহারদের প্রাচীন আয়িন অনুসারে দণ্ড হইবে। যদি কোন ব্যক্তি টাকা করিবার কারণ রূপা টাকশালে পাঠায় তবে শতকরা মিহনৎ আনা দুই টাকা দিতে হইবে এবং যদি সেই রূপা সিকী কিম্বা আদলি করিতে চাহে তবে শতকরা তিন টাকা দিতে হইবেক। এবং লাগাদ সন ১৮১৮ পর্য্যন্ত যে টাকা উৎপন্ন হইয়াছে সে টাকা যদি সন ১৮১৯ সালের নূতন টাকা করিতে চাহে তবে শতকরা এক টাকা দিতে হইবেক শ্রীশ্রীযুতের এই সকল আজ্ঞা শ্রীযুত ডবলিউ বি বেলি সাহেবদ্বারা প্রকাশ হইল।

—শনিবার ২ জানুআরি ১৮১৯/২০ পৌষ ১২২৫

দিল্লী।

ইংগ্রণ্ডীয়েরদের উকীল শ্রীযুত মেংকাফ সাহেব দিল্লী ছাড়িয়া মোং কলিকাতা আসিতেছেন এবং শ্রীযুত সর দেবিদ আক্তরলোনী সাহেব তৎকর্ম্মাভিষিক্ত হইয়াছেন পূর্ব্বকালে জয়পুরের সকল কর্ম্ম অন্য দ্বারা হইত কিন্তু শ্রীশ্রীযুত আজ্ঞা করিয়াছেন যে সর দেবিদ আক্তরলোনী দিল্লীতে ওকালতি কর্ম্ম করিবেন ও জয়পুরের বন্দোবস্ত প্রভৃতি তদারক করিবেন এবং এক ভাগ সৈন্যের সেনাপতি থাকিবেন এই তিন কর্ম্ম তাঁহার অধীন হইল।

—শনিবার ৯ জানুআরি ১৮১৯/২৭ পৌষ ১২২৫

আফীম।

২০ দিজেম্বর তারিখে মোং কলিকাতায় শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের চৌদ্দ শত চৌহত্তর সিন্দুক আফীম সাতাইশ লক্ষ আটষষ্টি হাজার এক শত পঞ্চাশ টাকাতে বিক্রয় হইয়াছে।

—শনিবার ৯ জানুআরি ১৮১৯/২৭ পৌষ ১২২৫

বাঙ্গাল বাঙ্ক।

শ্রীযুত বাঙ্গাল বাঙ্কের অধ্যক্ষেরা ৭ জানুআরিতে ইস্তাহার দিয়াছেন যে গত ছয় মাস শতকরা সাড়ে বার টাকার হিসাবে সুদ দেওয়া যাইবে অর্থাৎ ছয় মাসের প্রত্যেকভাগের সুদ ছয় শত পচিশ টাকা শ্রীযুত অধ্যক্ষেরাও

ইস্তাহার দিয়াছেন যে ২১ জানুআরি বৃহস্পতিবার ঐ বাঙ্কের অন্তর্গত লোকেরা বাঙ্কঘরে একত্র হয় ও সেই সময়ে ঐ বাঙ্কের বিষয় নানা কথা তাহারদিগকে কহা যাইবে।

—শনিবার ৯ জানুআরি ১৮১৯/২৭ পৌষ ১২২৫

যুদ্ধোদ্যোগের জনরব।

উত্তমাশা অন্তরীপ অর্থাৎ কোপহইতে যে জাহাজ মোং কলিকাতায় পঁহুছিয়াছে তাহারদ্বারা জনবর হইয়াছে যে ইংগ্লণ্ডীয় লোকেরদের সহিত আমেরিকীয় লোকেরদের যুদ্ধোদ্যোগ হইতেছে এবং ইংগ্লণ্ডীয় উজীর সকল যুদ্ধ জাহাজ প্রস্তুত করিতেছেন কিন্তু ইহা স্থির নহে জনরব মাত্র।

—শনিবার ৯ জানুআরি ১৮১৯/২৭ পৌষ ১২২৫

পুলোপিনাঙ্গ।

যেমত কলিকাতাস্থ লোকেরা গত যুদ্ধের পর শ্রীশ্রীযুতের এক প্রশংসাপত্র লিখিল সেমত পুলোপিনাঙ্গস্থ লোকেরা শ্রীশ্রীযুতের এক প্রশংসাপত্র লিখিয়া কলিকাতায় পাঠাইয়াছেন শ্রীশ্রীযুত ও তাহার প্রতুত্তরপত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।

—শনিবার ৯ জানুআরি ১৮১৯/২৭ পৌষ ১২২৫

শৃগাল।

কএক দিবস হইল কলিকাতার মধ্যে গঙ্গাতালাওতে এক স্ত্রী লোক আপন দুই শিশু বালক কোলে করিয়া শুইয়া ছিল। রাত্রিকালে এক শৃগাল আসিয়া তাহার দশ মাসের এক বালককে লইয়া গেল। ঐ স্ত্রী লোক উঠিয়া দেখিল যে আপন বালক নাই। প্রাতঃকালে এক নরদামাতে সে বালককে মৃত পাইল।

—শনিবার ৯ জানুয়ারি ১৮১৯/২৭ পৌষ ১২২৫

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে।

১০০০ এক হাজার রিম পাটনাই কাগজ সরবরাহ কারণ কনত্রাকটর দরখাস্ত যে কেহ করিবেক দরখাস্তের খামে মোহর করিয়া ও শীরনামায় কাগজের দরখাস্ত এমত লিখিয়া লাগাইদ ২০ জানুআরি আগন্ত পর্য্যন্ত ষ্টেম্প

আফিসে মোক্তিয়ারকার স্থপরেনটেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট দরখাস্ত দাখিল করিতে হইবেক মাফিক তপশীল।

১ দফা কাগজের রকম নমুনা মাফিক দিতে হইবেক ঐ নমুনা মোকাম আলীপুরে ষ্টেম্প আফিসে দরখাস্ত করিলে দেখিতে পাইবেক।

২ দফা একবারি লিখন সহী করণের পর অর্দ্ধেক ৫০০ পাঁচ শত রিমের আমদানি আরম্ভ পাঁচ দিবসের মধ্যে করিতে হইবেক বাঁকি অর্দ্ধেক ৫০০ পাঁচ শত রিম দাঁড়ামত তিন মাস অন্তে দাখিল করিতে হইবেক।

৩ দফা দরখাস্তের সহিত ১ একবারি লিখন এক মাতবর লোকের দস্তখাতে দাখিল করিতে হইবেক কারণ ঐ মাতবর লোক কবুল রাখেন যদ্যপি কনন্ত্রাকটর অন্যমত করে কিম্বা কর্ম্মের খতরা করে ঐ মাতবর লোক দায়িক হইবেক।

৪ দফা কনন্ত্রাকটর তৃতীয় অংশের এক অংশ টাকা একরারনামা দস্তখত হইলে কনন্ত্রাকটরকে দেওয়া যাইবেক আর বাঁকি তৃতীয় অংশের দুই অংশ টাকা কনন্ত্রাকট বেবাক সরবরাহ হইলে দেওয়া যাইবেক।

৫ দফা স্থপরেনটেণ্ডের সাহেব যে সকল কাগজ নমুনায় ও মাপে নীরস মালুম করিবেন তাহা ফিরাইয়া দিবেন হুকুম বোর্ডরিবিনিউ।

—শনিবার ৯ জানুআরি ১৮১৯,'২৭ পৌষ ১২২৫

রাজকর্ম্মের নিয়োগ।

...শ্রীযুত দোরিন সাহেব কলিকাতার সদরদেওয়ানি ও নিজামত অদালতের রেজেষ্টর।...

শ্রীযুত উল্যম উলেন সাহেব কলিকাতার কোর্ট আপীলের রেজেষ্টর।

৮ জানুআরি শ্রীযুত জন ত্রত্তর সাহেব কলিকাতার লাটরির অধ্যক্ষ।

—শনিবার ১৬ জানুআরি ১৮১৯/৪ মাঘ ১২২৫

ইংগ্লণ্ডীয়েবদের অধিকৃত নানাদেশের বিচারস্থান।

এই হিন্দুস্থান ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধীন হওয়াতে বিচারস্থান এই কএকটা নিরূপিত হইয়াছে ইহার কারণ এই যে সকল লোক নিকটে বিচারস্থান পায় যেহেতুক প্রজা লোকেরদের পরস্পর দৌরাত্ম্য হইলে তন্নিবারণার্থ বিস্তর দূর যাইতে না হয়। বাঙ্গালার মধ্যে তিন স্থানে কোর্ট আপীল আছে কলিকাতা ও ঢাকা ও মুরশেদাবাদ। আর পশ্চিমেও তিন স্থান আছে।

পাটনা ও বানারস ও বরেলি। এই ছয় কোর্টের অধীন তাবৎ হিন্দুস্থানের বিচারস্থান এই ২ প্রকারে বিভক্ত আছে।

কলিকাতার অন্তঃপাতী নয় বিচারস্থান। বৰ্দ্ধমান ও কটক ও নবদ্বীপ ও হুগলী ও যশোহর ও জঙ্গলমহল ও মেদনিপুর ও কলিকাতার নিকটবৰ্ত্তি প্রদেশ ও চব্বিশ পরগণা।......

—শনিবার ১৬ জানুআরি ১৮১৯/৪ মাঘ ১২২৫

হাসীল দপ্তরখানা।

কলিকাতার পুরানা কিল্লার যে অবশিষ্ট ছিল তাহা এখন ভাঙ্গা গিয়াছে এবং সেই স্থানে একটা নূতন হাসীল দপ্তরখানা প্রস্তুত হইবেক তাহারপ্রথম পাথর পত্তন করিবার সম্ভ্রম কাহার হইবে তাহার নিশ্চয় হয় নাই যেহেতুক ইউরোপীয়েরদের এমত ব্যবহার আছে যে যখন বড় গৃহাদি নির্ম্মাণ হয় তখন যে ব্যক্তি সম্ভ্রান্ত তিনি প্রথম এক ইষ্টক কিম্বা এক প্রস্তর গাঁথেন। ঐ প্রস্তর এই মাসের মধ্যে গাঁথা যাইবে এই ঘর হইলে শহরের অত্যন্ত উপকার হইবে। যে শহরে যাবৎ ভারতবর্ষের বাণিজ্যের বস্তু একত্র হয় এমত মহা শহরে যে ইহার পূর্ব্বে ইহার উপযুক্ত ঘর না ছিল ইহাতে শহরের অতি অসম্ভ্রম যেহেতুক কলিকাতার ঐশ্বর্য্যের মূল বাণিজ্য।

—শনিবার ১৬ জানুআরি ১৮১৯/৪ মাঘ ১২২৫

গৃহদাহ।

গত শনিবার রাত্রিযোগে বিবিরাসের ঘাটে শ্রীযুত ব্রাইটমান সাহেবের তুলা কসিবার কলে অগ্নি লাগিয়া সমুদায় দগ্ধ হইল কিন্তু শ্রীযুত হগ সাহেবের উদ্যোগে সে অগ্নি চতুর্দ্দিকস্থ ঘরে লাগিতে পারিল না। কলিকাতার মধ্যে যে ঘরের উপরে বিমা নাই এ আশ্চর্য্য ইংগ্লণ্ড দেশে সর্ব্বত্র ঘরের উপরে বিমা আছে। বিমা হইলে যদি কোন ঘর দাহ হয় তবে সে ঘরের টাকা বিমাওয়ালা অবশ্য দেয় ইহাতে বাণিজ্যের অতিশয় উপকার হয় যেহেতুক এমত না হইলে লক্ষ ২ টাকার দ্রব্য অস্থির রূপে থাকিত কলিকাতার বাণিজ্য দিনে ২ বৃদ্ধি হইতেছে এবং আমদানি জিনিসের গুদাম সেইমত বাড়িতেছে অতএব ঘরের উপরে যদি বিমার এক নিবন্ধ স্থির হয় তবে শহরের বড় উপকার হয়।

—শনিবার ১৬ জানুআরি ১৮১৯/৪ মাঘ ১২২৫

বিবাহ।

আমরা শুনিয়াছি যে এই মাসের মধ্যে শ্রীযুত বাবু গোপাল মল্লিকের পুত্রের বিবাহ হইবেক তাহাতে যেমত ২ আড়ম্বর শুনা যাইতেছে ইহাতে অনুভব হয় যে এমত বিবাহ কলিকাতায় কখন হয় নাই কিন্তু সম্পন্ন হইলে বুঝা যাবেক। এবং তাহার বিশেষ ২ বিবরণ ছাপান যাইবেক।

—শনিবার ১৬ জানুআরি ১৮১৯/৪ মাঘ ১২২৫

শ্রীশ্রীমতী ইংগ্লণ্ডের রাণী।

আগামি সোমবারে শ্রীশ্রীমতী ইংগ্লণ্ডের রাণীর জন্মদিন তৎপ্রযুক্ত সেই দিনে বাদশাহের চাকর ও কোম্পানির চাকর লোকেরা ও ভাগ্যবান ইংগ্লণ্ডীয়েরা মোং কলিকাতায় শ্রীশ্রীযুতের বাটীতে ভোজন ও নাচ প্রভৃতি আনন্দ কর্ম্ম করিবেন।

—শনিবার ১৬ জানুআরি ১৮১৯/৪ মাঘ ১২২৫

সুপ্রীম কোর্ট।

গত সপ্তাহে সুপ্রীমকোর্টে এই বৎসরের প্রথম মিছিল খোলা গিয়াছে ও গ্রান্দজুরি কর্ম্ম চলাইতে বসিল এই মিছিলে কোন আবশ্যক মোকদ্দমা নাই কেবল দুই জন আরব লোকেরদের খুনের বিষয় মোকদ্দমা হইবেক।

—শনিবার ১৬ জানুআরি ১৮১৯/৪ মাঘ ১২২৫

কলবিন সাহেব।

গত বৃহস্পতিবারে শ্রীযুত কলিকাতাস্থ ইংগ্লণ্ডীয় বাণিজ্যকর্ত্তারা একশ্চেঞ্জ গৃহে একত্র হইলেন যে কলবিন সাহেবের সম্ভ্রমের কারণ কলিকাতার মধ্যে কোন চিহ্ন থাকে এই নিমিত্ত ঐ সাহেব লোকেরা নিশ্চয় করিলেন যে কলিকাতার বড় গ্রিজাতে কলবিন সাহেবের নামে এক পাথর রাখা যায় এবং কলিকাতার ধর্ম্মাধ্যক্ষকে যাচ্ঞা করা যায় যে তিনি ঐ বড় গ্রিজাতে পাথর রাখিতে অনুমতি দেন।

—শনিবার ২৩ জানুআরি ২৮১৯/১১ মাঘ ১২২৫

হেষ্টিংস সাহেবের মরণ।

ইংগ্লণ্ডের সমাচার পাওয়া গিয়াছে যে উআরেন হেষ্টিংস সহেব ২২ আগস্ত তারিখে ছেয়াশী বৎসরবয়স্ক হইয়া মরিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বে এই দেশের বড়

সাহেব ছিলেন তিনি এ দেশে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকার দৃঢ় করিয়াছেন ও তাহার অধিকার কালে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকার অতিশয় বর্দ্ধিষ্ণু হইয়াছে এবং তিনি মুরশেদাবাদের নবাব মুবারকদৌলার ষোল লক্ষ টাকা মশাহরা স্থির করিয়া দিয়া মোং মুরশেদাবাদ হইতে রাজকীয় যাবৎ ব্যাপার কলিকাতায় আনেন ও দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পরাক্রম বৃদ্ধি করান ও রাজা চেৎসিংহের সহিত যুদ্ধ করিয়া কাশী অধিকার করেন এবং দেওয়ান নন্দকুমার রায়ের অপরাধ প্রযুক্ত তাঁহাকে ফাঁসি দেন ইত্যাদি কীর্ত্তি পরম্পরা মাত্র তাঁহার অবশিষ্ট রহিল।...

—শনিবার ২৩ জানুআরি ১৮১৯/১১ মাঘ ১২২৫

শ্রীযুত রিকেৎস্ সাহেব।

সুপ্রীম কৌসলের অন্তর্গত শ্রীযুত রিকেৎস সাহেবের ইংগ্লণ্ডে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে গত শনিবার রাত্রিতে কলিকাতার বাণিজ্যকারি সাহেবের তৌন হলে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া ভোজন করাইলেন ও সেখানে দেড় শত সাহেব লোক একত্র ভোজন করিলেন ও নানা প্রকার আমোদ করিলেন গত মঙ্গলবার শ্রীযুত রিকেৎস সাহেব কলিকাতা হইতে প্রস্থান করিলেন ও তাহার পদানুসারে মোং কলিকাতার গড়ে তোপ হইল।

—শনিবার ২৩ জানুআরি ১৮১৯/১১ মাঘ ১২২৫

কলিকাতার জাহাজ।

১ জানুআরিতে কলিকাতায় নানা জাতীয় লোকেরদের একশত একচল্লিশ জাহাজ ছিল তাহারদের মধ্যে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের তিন জাহাজ ও ইংগ্লণ্ডীয় অন্য লোকের পচিশ ও এতদ্দেশে গঠিত হইয়া ভাড়া যাইতে প্রস্তুত উনপঞ্চাশ ও এতদ্দেশে গঠিত যাহার ভাড়া না হইয়াছে এমত একঈশ ও আমেরিকীয়েরদের আট ও ফ্রান্সীয়েরদের ছয় ও স্পানিয়ারদের এক ও পোর্ত্তুগীশেরদের চারি ও দিনেমারেরদের এক ও আরবেরদের তেঈশ।

—শনিবার ২৩ জানুআরি ১৮১৯/১১ মাঘ ১২২৫

বিবাহ।

কএক দিবস হইল কলিকাতার মধ্যে এক বড় বিবাহ হইয়াছে তাহার বিষয় আমরা শুনিয়াছি যে সে অতিসমারোহ ও অনেক প্রকার রোশনাই

হইয়াছিল এবং কলিকাতাস্থ ও তাহার চতুর্দিকস্থ তামসিক লোকেরা দেখিয়া আপন ২ মনোরথ পূর্ণ করিয়াছে। ও তাহাতে মজলিস নাচ প্রভৃতি অতি সুন্দর হইয়াছিল। ঐ বিবাহের পূর্ব্বে শূনা গিয়াছিল যে বর কর্ত্তার কোনহ অন্তরঙ্গ লোক পরামর্শ দিয়াছিলেন যে রোশনাই প্রভৃতিতে ব্যয় অল্প করা যায় এবং যে দুঃখি ব্রাহ্মনেরা অধিক ধনব্যতিরেকে বিবাহ করিতে পারে না ধনব্যয় করিয়া তাহারদের বিবাহ দিলে অতিভালো হয়। বরকর্ত্তা তাহা করিলেন না। যদি এই মত করিয়া আপন পুত্রের বিবাহ দিতেন তবে অতি সুন্দর হইত যেহেতুক অনেক লোকের উপকার হইত যাহারা বহুধন ব্যতিরেকে বিবাহ করিতে পারে না তাহারদের এত ধনোপার্জন কোথা হয় এইপ্রযুক্ত অনেকের বিবাহ হয় না যদ্যপি কাহারো হয় তথাপি তাহারা অতিকষ্টে ভূম্যাদি বন্ধক দিয়া ঋণ দ্বারা বিবাহ নিষ্পন্ন হয় পরে ঐ ঋণদ্বারা অশেষ ক্লেশ হয়। যদ্যপি এমন দুই তিন শত লোককে ডাকিয়া তাহারদের বিবাহ দেওয়া যাইত তবে এ দেশের অনেক উপকার হইত। যদি বর কর্ত্তা সুখ্যাতি চাহিতেন তবে এমত কর্ম্ম করিলে তাঁহার নাম ও ঐ বিবাহের নাম অক্ষয় হইত যেহেতুক রোশনাইর গন্ধ যেমন আকাশে বিস্তরক্ষণ থাকে না তেমন লোকেরদের মনেও বিস্তরক্ষণ থাকে না যদি ঐ মত দুঃখি ব্রাহ্মনেরদের বিবাহ দেওয়া যাইত তবে তাহারদের বংশ যাবৎ থাকিত তাবৎ ঐ কর্ম্মের সুগন্ধ থাকিত।

এই কথা লিখিবার পরে সমাচার পাওয়া গেল যে ঐ বিবাহে কলিকাতার ছোট অদালত জেলের কএদি অনেক দুঃখি লোকেরদিগকে আপন ধন দানদ্বারা মুক্ত করিয়াছেন এ অতি উত্তম কর্ম্ম এই কর্ম্মের ফল উত্তম ও বহুকাল পর্য্যন্ত থাকিবে।

—শনিবার ৩০ জানুআরি ১৮১৯।১৮ মাঘ ১২২৫

ষ্টাম্প কাগজ।

আমরা শুনিয়াছি যে শ্রীশ্রীযুত সুপ্রীম কৌশলের সাহেবেরা বাসনা করিয়াছেন যে কলিকাতার মধ্যে সকল আপীসে সকল কর্ম্মে ষ্টাম্প কাগজে লিখা পড়া হয় ও সুপ্রীম কোর্টের দরখাস্ত প্রভৃতি ষ্টাম্প কাগজে হয়।

—শনিবার ৩০ জানুআরি ১৮১৯।১৮ মাঘ ১২২৫

সুপ্রীম অর্থাৎ প্রধান কৌসিল।

সুপ্রীম কৌসিলের অন্তর্গত শ্রীযুত রিকেত্‌স সাহেব ইংগ্লণ্ডে গিয়াছে তাহার পদে ২৯ জানুআরি শুক্রবার শ্রীযুত জন আদাম সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন এবং সেই সময়ে সেই কর্ম্মের সম্ভ্রমার্থে কিল্লাতে তোপ হইয়াছে ও সেই দিনে শ্রীযুত আদাম সাহেবের যে তুই কর্ম্ম পূর্ব্বে ছিল সেই কর্ম্মে এই তুই সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন শ্রীযুত বেলি সাহেব ও শ্রীযুত মেৎকাফ সাহেব।

—শনিবার ৬ ফেব্রুআরি ১৮১৯।২৫ মাঘ ১২২৫

শ্রীযুত রামগোপাল মল্লিকের পুত্রের বিবাহ।

ঐ বিবাহেতে অনেক কাঙ্গালি লোক জমায়ত হইয়াছিল তাহারদের বিদায়ের সময়ে এক বাটীতে তাহারদিগকে পূরিতে তুই জন কাঙ্গালি মরিয়াছে আর এক জন আঘাতী হইয়াছে।

—শনিবার ৬ ফেব্রুআরি ১৮১৯।২৫ মাঘ ১২২৫

মরণ।

মোকাম কলিকাতার বাগবাজারের তুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবু শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিষয় কর্ম্মদ্বারা অনেকের উপকার করিয়াছেন ও আশ্রিত অনেক লোকেরদিগের প্রতিপালন করিয়াছেন এবং আপনিও ঐহিক সুখভোগ যথেষ্ট করিয়াছেন সম্প্রতি ১ ফেব্রুআরি ২০ মাঘ সোমবার প্রাতঃকালে তিনি ছত্রিশ বৎসর বয়স্কহইয়া পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহার কারণ অনেকে খেদ করিতেছে।

—শনিবার ৬ ফেব্রুআরি ১৮১৯/২৫ মাঘ ১২২৫

[বাণিজ্য।]

১ জানুআরি অবধি ৩১ পর্য্যন্ত মোং কলিকাতাহইতে অন্য ২ দেশে এই সকল বাণিজ্যের জিনিস গিয়াছে।

তুলা	৫৮১৪ গাঁটি।
চিনি	৫০৫৭৬ মোন।
নীল	১৬৪৪৭ ঐ।
সোরা	৮১১৫ ঐ।
আদা	৯৪১৬ ঐ।

—শনিবার ৬ ফেব্রুআরি ১৮১৯/২৫ মাঘ ১২২৫

জাহাজ।

ফেব্রুআরি মাসের ১ তারিখে এক শত চারি জাহাজ গঙ্গাতে ছিল।

—শনিবার ৬ ফেব্রুআরি ১৮১৯/২৫ মাঘ ১২২৫

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

শ্রীযুত দবলিউ বি বেলি সাহেব প্রধান সেক্রটারি। শ্রীযুত সি টি মেৎকাফ সাহেব গুপ্ত ও রাজকর্ম্মীয় দপ্তরের সেক্রটারি। ..

শ্রীযুত সি টি মেৎকাফ সাহেব শ্রীশ্রীযুক্তের নিজ সেক্রটারি।

শ্রীযুত করনল কেসমেন্ত সাহেব যুদ্ধ দপ্তরের সেক্রটারি।

—শনিবার ৬ ফেব্রুআরি ১৮১৯/২৫ মাঘ ১২২৫

ইস্তাহার।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে।

১৫ ফেব্রুআরি সোমবার এগার ঘড়ীর সময় কোম্পানির পুরানা কুটীর মধ্যে খাতাবাটীতে মোং বান্ধা আমদানী মসলা জাহাজ মেনডেরেণ আইসে তাহা নিলামে বিক্রয় হইবেক নীচে দফাওয়ারি লিখিত মত জানিবা।

জায়ফল ৩০০ মণ কুঠী।

দফে দোসরা রকম ১০০।

২ দফা একটাকা বায়না ও আমানত ফি শত ১০ টাকার হিসাবে ফি লাটের জুমলা টাকার উপর দিতে হইবেক নিলামের সময় মাতবরি কারণ তাহাতে কোন কসুরি করে তবে ঐ লাট পুনরায় বিক্রয় হইবেক বিক্রয় করিতে কোন নোকসান হয় তাহা প্রথম খরিদারকে দিতে হইবেক মুনফা হইলে কোম্পানির হইবেক।

৩ দফা ইস্তক নিলামের তারিখ লাগাইদ এক মাহার মধ্যে মশলা খরিদের বেবাক টাকা দিয়া মাল খালাষ করিয়া লইয়া যাইবেক যদি এই মাফিক না করে তবে আমানত এবং বায়নার টাকা কোম্পানিতে গুনাহগার হইবেক এবং মসলা নগদ টাকায় পুনরায় বিক্রয় হইবেক বিক্রয় করিতে যে নোকসান হইবেক এবং বাজে খরচ হইবেক তাহা প্রথম খরিদারকে দিতে হইবেক মুনফা হইলে কোম্পানীর হইবেক।

৪ দফা পুনরায় সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যদ্যপি কেহ ঐ নিলামের জিনিষ রপ্তানি কারণ খরিদ করে তবে ঐ খরিদার নিলামের তারিখ ইস্তক এক

যাহার মধ্যে সারটীফিকিটের দরখাস্ত করিলে তাহাকে সারটীফিকিট দেওয়া যাইবেক।

৫ দফা মসলার নমুনা খাতাবাটীতে আসিয়া দেখিবে হুকুম বোর্ড আফ ট্রেড একসপোরট ওএর হৌস। দী ২৫ জানের ১৮১৯।

—শনিবার ৬ ফেব্রুআরি ১৮১৯/২৫ মাঘ ১২২৫

মাথা ভাঙ্গা খাল।

এ বৎসর মাথা ভাঙ্গা খালের মোহনা প্রায় শুষ্ক হইয়াছে তৎপ্রযুক্ত ভারী বোঝাই নৌকা তাহার উপরে কোন মতে গমনাগমন করিতে পারে না সেখানকার চড়াতে অনেক বোঝাই নৌকা আটক হইয়া রহিয়াছে এবং ছোট ২ নৌকাতে জিনিস বাহির করিতেছে তাহাতে জিনিসের অপচয় যথেষ্ট খরচ ও অধিক ও কাল বিলম্ব ও হইতেছে। ইংগ্লণ্ডীয় গোরা সৈন্য গাজীপুরহইতে কলিকাতা আসিতেছিল তাহারা এক মাসপর্য্যন্ত সেখানে বদ্ধ আছে।

—শনিবার ১৪ ফেব্রুআরি ১৮১৯/৩ ফাল্গুন ১২২৫

নূতন হাসীল দপ্তরখানা।

কল্য চারি ঘণ্টার সময়ে কলিকাতার তাবৎ ইংগ্লণ্ডীয়েরা একশেঞ্জ ঘরে একত্র হইয়া সারি ২ হইয়া চলিয়া পুরানা কুঠী পর্য্যন্ত গেলেন এবং সেইখানে নূতন হাসীলদপ্তরের ঘরের প্রথম ইষ্টক তাঁহারা গাঁথিলেন এই নূতন হাসীলদপ্তরখানা কলিকাতার ঐশ্বর্য্য সদৃশ হইবেক।

—শনিবার ১৪ ফেব্রুআরি ১৮১৯/৩ ফাল্গুন ১২২৫

নূতন সম্প্রদায়।

গত দুই তিন বৎসরের মধ্যে অনেক ইংগ্লণ্ডীয় লোক এদেশে আসিয়াছে ও তাহারদিগের এখানে আসিয়া কর্ম্ম পাওয়া বড় কঠিন হইয়াছে এই কারণ অনেক লোক দুঃখ পাইতেছে তন্নিমিত্তে কলিকাতাস্থ ভাগ্যবান ইংগ্লণ্ডীয়েরা একটা নিবন্ধ করিতে স্থির করিয়াছে তাহার দ্বারা যাহারা এদেশে অসিয়া কর্ম্ম পাইতে পারে না তাহারা স্বদেশে যাইয়া কর্ম্ম পাইতে পারিবেক স্বদেশে যাওনের যে খরচ তাহা এখান হইতে পায় এমত কল্প করিয়াছে।

—শনিবার ২০ ফেব্রুআরি ১৮১৯/১০ ফাল্গুন ১২২৫

উড়ে বেহারা।

হিসাব করিয়া নিশ্চয় জানা গিয়াছে যে উড়ে বেহারারা প্রতিবৎসর কলিকাতা হইতে তিন লক্ষ টাকা আপন দেশে লইয়া যায় ও তাহার কিঞ্চিৎ ও ফিরিয়া আনে না।

—শনিবার ২৭ ফেব্রুআরি ১৮১৯/১৭ ফাল্গুন ১২২৫

কলিকাতাস্কুল সোসাইটি।

আমরা শুনিয়াছি যে কলিকাতাস্কুল সোসাইটি সকল বাঙ্গালা পাঠশালার উপকারার্থে চেষ্টা করিতেছেন এবং কলিকাতা শহরের মধ্যে যেখানে যত ২ পাঠশালা আছে তাহার তদারকাদি সকল শ্রীযুত গৌরমোহন পণ্ডিত করিবেন ও গুরু মহাশয়েরা আপনারদিগের নাম ও জাতি ও শিষ্যসংখ্যা ও শিষ্যেরদিগের পাঠ ঐ পণ্ডিতের নিকট লিখাইবে। বোধ হয় যাদৃশ তাহারদের সাধ্য তদনুরূপ অভিধান ও গণিত এবং আর ২ প্রকার পুস্তক সকল দ্বারা ঐ পণ্ডিত গুরু মহাশয়েরদিগের সাহায্য করিবেন।

—শনিবার ১৩ মার্চ ১৮১৯/১ চৈত্র ১২২৫

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

…শ্রীযুত এচ এম পার্কর সাহেব নিমক ও আফীম দপ্তরের সেক্রটারির প্রথম পেস্কার।

—শনিবার ১৩ মার্চ ১৮১৯/১ চৈত্র ১২২৫

স্বয়ং মৃত্যু।

গত বুধ বারে মোং কলিকাতার শিমলেতে গোলকদত্তের বাটীর নিকটে রামরত্ন শীল নামে এক তাঁতী বিশ বৎসর বয়স্ক আপন ঘরের বাঁশে দড়ী বান্ধিয়া আপনি আপনাকে ফাঁসী দিল। তাহার বিষয়ে এই শুনা গেল যে পূর্ব্বে তাহার কোন প্রকার দোষ দেখা যায় নাই ও আপন জ্ঞাতি ও কুটুম্বেরদের সহিত কখনও বিরোধ করিত না। অতএব তাহার মরণের কারণ কিছুই জানা যায় নাই। সে আপনি একা এক ঘরে রাত্রে শুইয়া ছিল পর দিন প্রাতঃকালে ঐ রূপে মরা দেখা গেল।

—শনিবার ২০ মার্চ ১৮১৯/৮ চৈত্র ১২২৫

জাহাজ আমদানী।

গত সপ্তাহে বাদশাহের এক জাহাজ মোং কলিকাতায় পঁহুছিয়াছে কিন্তু তাহার পরে যে জাহাজ ইংগ্লণ্ড ছাড়িয়া ছিল সে জাহাজ এই জাহাজের পূর্ব্ব আসিয়াছে অতএব এই জাহাজে কোন নূতন সমাচার নাই।

—শনিবার ২০ মার্চ ১৮১৯/৮ চৈত্র ১২২৫

নূতন পুস্তক।

শ্রীযুত রামমোহন রায় অথর্ব্ব বেদের মণ্ডূকোপনিষদ ও শঙ্করাচার্য্য কৃত তাহার টীকা বাঙ্গালা ভাষাতে তর্জমা করিয়া ছাপাইয়াছেন।

—শনিবার ২৭ মার্চ ১৮১৯/১৫ চৈত্র ১২২৫

মাথাভাঙ্গা।

মাথাভাঙ্গা খাল এখন প্রায় শুষ্ক হইয়াছে ভারি বোঝাই নৌকা আসিবার কোন পথ নাই। গত সপ্তাহে পশ্চিম দেশহইতে কথক তুলা আসিয়া মোং কলিকাতায় পঁহুছিয়াছে কিন্তু সে ক্ষুদ্র ২ নৌকাদ্বারা দুই তিন গাঁটি করিয়া অতি কষ্টে আসিয়াছে সকল মহাজন এই প্রকারে আনিতে পারিবে না। অনুমান হয় যে পর্য্যন্ত খাল না খোলা যায় তাবৎ কোন জিনিস এতদ্দেশে আসিতে পারিবে না।

—শনিবার ২৭ মার্চ ১৮১৯/১৫ চৈত্র ১২২৫

সহমরণ।

শহর কলিকাতায় এক ব্রাহ্মণ মরিয়াছেন অল্পবয়স্কা তাহার স্ত্রী সহগমন করিয়াছে আমরা শুনিয়াছি যে দুই দিনপর্য্যন্ত আপত মৃত স্বামীকে রাখিয়া তৃতীয় দিন সহগমন করিয়াছে এত বিলম্বে সহগমন করিতে পূর্ব্বে শুনি নাই। তাহার কারণ এই স্ত্রীর বয়স বিবেচনা করাতে এত কাল বিলম্ব হইল। কথক বৎসর হইল শ্রীশ্রীযুত নানাদেশীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতেরদের নিকটে হিন্দু শাস্ত্রানুসারে সহগমন বিষয়ে যথার্থ ব্যবস্থা লইয়া আজ্ঞা দিয়াছেন যে ষোড়ষবর্ষ-ন্যূন বয়স্কা কিম্বা গর্ভবতী কিম্বা যাহার অতিশিশু বালক থাকে সে স্ত্রী সহগমন করিতে পাইবেক না।

এবং হিন্দুশাস্ত্রে ইহাও কহে যে সহমরণাদিরূপ কর্ম্মে নির্ব্বাণ মুক্তি হইতে

পারে না কিন্তু সুখ ভোগমাত্র হয়। অতএব হিন্দুশাস্ত্রের মতে নির্ব্বাণসাধন কর্ম্মেরি প্রশংসা করিয়াছেন।

অধিক সহমরণ বাঙ্গালা দেশে হয় পশ্চিম দেশে তাহার চতুর্থাংশও হয় না এবং বাঙ্গালার মধ্যেও কলিকাতার কোর্ট আপীলের অধীন জিলাতে অধিক হয় আরো হিন্দুস্থানে যত সহমরণ হয় তাহার সাত অংশের একাংশ কেবল জিলা হুগলিতে হয়।

—শনিবার ২৭ মার্চ ১৮১৯/১৫ চৈত্র ১২২৫

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে।

জিলা বর্দ্ধমানের মারিয়ৎ সাহেব মরিয়াছেন তাহার নীলের কুঠী ও বাসাঘর উইলের একসেকিটর সাহেবেরদের হুকুম অনুসারে আগামি বৃহস্পতিবারে ৮ এফরেল তারিখে দুই প্রহরের সময়ে শ্রীযুত তালা সাহেবের নিলাম ঘরে বিক্রয় হইবেক।

প্রথম লাঠ।

জিলা বর্দ্ধমানে এই ২ নীলের কুঠী ও তাহার সরঞ্জাম ও তাহার লহনা বাকী নীচের লিখত মতে।

গোবিন্দপুরের কুঠী ও তাহার লহনা বাকী দুই হাজার আট শত পঞ্চাশ টাকা।

দোকরলগঞ্জের কুঠী ও তাহার লহনা বাকী এক হাজার ছয় শত অষ্টাশী টাকা।

চানকের কুঠী ও তাহার লহনা বাকী দুই হাজার চারি শত তিন টাকা।

কানাইনাথ সালের কুঠী।—

বেলগাছিয়ার কুঠী।—

চাঁচাই কুঠী।

গোপীনাথপুরের কুঠী।

এই চারি কুঠীর লহনা বাকী ছয় হাজার সাত শত টাকা।

—শনিবার ৩ এফরেল ১৮১৯/২২ চৈত্র ১২২৫

জাহার হানি।

গত শনিবার মোং কলিকাতায় সমাচর পঁহুছিল যে গঙ্গাসাগর উপদ্বীপের

নিকট এক চড়াতে বাঁধিয়া এক জাহাজ গত বুধবার রাত্রে ডুবিয়া গিয়াছে সেই-দিন প্রাতঃকালে সেখানে লঙ্গর করিয়াছিল কিন্তু স্রোতে লঙ্গল উঠাইয়া ছিল। সেই জাহাজের কাপতান ও আর ২ লোক সে জাহাজ ছাড়িবামাত্র জাহাজ ডুবিল। এই জাহাজ ইংগ্লণ্ড হইতে মোং কলিকাতাতে আসিতেছিল তাহার মধ্যে অনেক চড়ন্দার ছিল তাহারদের সর্ব্বস্ব ডুবিয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে কেবল একজন পোর্ত্তুগীশ নাবিক মারা পড়িয়াছে যখন অন্য সকল লোক জাহাজ ছাড়িল তখন সে কদাচ জহাজ ছাড়িল না।

—শনিবাব ৩ এফরেল ১৮১৯/২২ চৈত্র ১২২৫

বসন্ত রোগ।

এ দেশে এই বৎসর অতিশয় বসন্ত রোগ বৃদ্ধি হইয়া অনেক লোক মরিতেছে যে লোকের টীকা না হইয়াছে এমত অনেক লোক মরিতেছে সেই ভয়ে যে ২ লোকের টীকা না ছিল তাহারদেরও টীকা দিতেছে। আমরা শুনিয়াছি যে গত বৎসর ওলাউঠা রোগ নিবারণার্থ কলিকাতাস্থ ইংগ্লণ্ডীয়েরা নানাবিধ ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছিলেন সেই মত বসন্ত রোগেরও উপায় চেষ্টা করিতেছেন। এই হিন্দুস্থানের মধ্যে আশী নব্বই বৎসর বয়স্ক লোকেরদের হস্তে টীকার চিহ্ন দেখা যায় এবং চন্দ্রপত্তনে অর্থাৎ মান্দরাজে হিন্দুরদের মতাবলম্বী এক গ্রন্থ দেখা গিয়াছে তাহাতেও টীকার বিষয়ে চিকিৎসা লিখিয়াছে ইহাতে অনুমান হয় যে এই চিকিৎসা অনেক কালপর্য্যন্ত এই হিন্দুস্থানের মধ্যে চলিত আছে। ইংগ্লণ্ড দেশে জেনর সাহেব প্রথম এই চিকিৎসা প্রকাশ করিলেন তাহাতে ইংগ্লণ্ডীয় মহাসভা বুঝিলেন যে ইহাতে পৃথিবীর লোকের অতিশয় উপকার হইবেক এই কারণ তাহাকে দেড় লক্ষ টাকা পারিতোষিক দিলেন।

—শনিবার ৩ এফরেল ১৮১৯/২২ চৈত্র ১২২৫

পুস্তক ছাপান।

এদেশের এই এক মঙ্গলের চিহ্ন যে নানাপ্রকার পুস্তক ছাপা হইতেছে যেহেতুক এই ছাপা পুস্তকের গমন স্রোতের ন্যায় যেমন ক্ষুদ্র নদী নির্গতা হইয়া ক্রমে ২ বৃদ্ধি পাইয়া সর্ব্ব দেশে ব্যাপ্তা হইয়া সেই দেশকে উর্ব্বরা করে সেই মত ছাপার পুস্তক ক্রমে ২ সকল প্রদেশ ব্যাপ্ত হইয়া সকল লোকের বোধগম্য হওয়াতে তাহারদের মন উচ্চাভিলাষি করে পূর্ব্বকালে বর্দ্ধিষ্ণু লোকের ঘরেতে ও তালপত্রে

অক্ষর মিলা ভার ছিল ছাপার আরম্ভ হওয়া অবধি ক্ষুদ্র ২ লোকের ঘরেতেও অধিক পুস্তক সঞ্চার হইয়াছে।

এই ক্ষণে মোং কলিকাতার শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব এক নূতন অভিধান করিয়া ছাপা করিতেছেন। আমরা শুনিয়াছি যে চারি বৎসর আরম্ভ হইয়াছে অদ্যাপি অর্দ্ধ হয় নাই। ইহাতে অনুমান করি যে এমত অভিধান পূর্ব্বে হয় নাই এ অভিধান প্রস্তুত হইলেই তাহার গুণ সকলে জানিতে পারিবেন।

এবং কবিকঙ্কণ চক্রবর্ত্তিকৃত ভাষা চণ্ডী গান পুস্তক নানা প্রকার লিপি দোষেতে নষ্টপ্রায় হইয়াছিল তৎপ্রযুক্ত শ্রীযুত জয়গোপল তর্কালঙ্কার বহু দেশীয় বহুবিধ পুস্তক একত্র করিয়া বিবেচনাপূর্ব্বক গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া ছাপা করিতেছেন অনুমান হয় যে লাগাদ শ্রাবণ ভাদ্র সমাপ্ত হইতে পারে।

—শনিবার ৩ এফরেল ১৮১৯/২২ চৈত্র ১২২৫

টেক্স।

ফোর্ট উলিয়ম বাঙ্গালার মধ্যে কলিকাতার টেক্সের কোয়াটরলি শেসন গত শনিবার ২৭ মার্চ সন ১৮১৯ টৌন হাল ঘরে হইয়াছিল।

ঐ সেসনে এই মত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে এক্ষনে কলিকাতার ঘর ও বাটী ও জমীর উপর এই মত টেক্স হইল তাহাতে বৎসরের উৎপন্ন ধরিয়া তাহাতে শতকরা পাঁচ টাকা করিয়া নুতন দর লওয়া যাইবে ইহা স্পষ্ট করিয়া সকলকে জানান যাইতেছে যে যদ্যপি কেহ ইহাতে কোন আপত্তি করে তাহারদিগের উচিত যে তাহারা দরখাস্ত আগত ৩০ আপরেল পর্য্যন্ত ইহার কেলার্ক সাহেবের নিকট করিবেন তবে তাহার বিবেচনা করা যাইবেক ৮ আপরেল অবাধি পুলিশ আফিসেতে প্রতিদিবস ঐ বিষয়ের কর্ম্ম হইবেক যে পর্য্যন্ত সমুদয় রক্ষা না হয়। তাহার পর পুনরার ১০ জুন বৃহস্পতিবার টৌন হাল ঘরে আর এক সেসন অর্থাৎ সভা মোকরর হইয়া এ বিষয়ের বিবেচনা করিয়া যে মোতাবক টেক্স নির্দ্দিষ্ট করিবেন তাহাই বহাল থাকিবেক এবং সকলকে জানাইতেছেন যে ঘর বাটী ও জমীর মালিকেরদিগের কর্ত্তব্য যে যখন তাহারদিগের ঘর বাটী আদি খালি থাকে অথবা ভাড়া কমি হয় তাহারা প্রকৃত সমাচার কালেক্তর সাহেবকে দেয় কিন্তু কালেক্তর কিম্বা এসসর সাহেবের এমত ক্ষমতা নাই যে ঐ অদালত হইতে যে হিসাবে টেক্স মোকরর হইবেক তথা কমী করিতে ও ফিরিয়া দিতে পারিবেন ও সে সকল দরখাস্ত কেবল সেসিয়ানে শুনাইবেক এবং ঘর ও বাটী ও জমীর

মালিকেরদিগের জানান যাইতেছে যে তাহারদিগের ঘর বাটী ও জমীর নম্বর ও ঠিকানার ও মাসড়া ভাড়া পায় ও যত ভাড়ায় দিয়া থাকে তাহা প্রকৃত করিয়া অবিলম্বে এসেসর সাহেবের নিকট পাঠায় ইতি।

ঐ অদালতের হুকুম প্রমাণ।

কেলার্ক আবপীসআফিস।

২৭ মার্চ সন ১৮১৯।

—৩ এফরেল ১৮১৯/২২ চৈত্র ১২২৫

বাণিজ্যের দ্রব্যের রপ্তানি।

গত তিন মাসের মধ্যে মোং কলিকাতা হইতে বাণিজ্যের এই ২ দ্রব্য ইংগ্লণ্ড দেশে ও ফ্রান্স দেশে ও আমেরিকা দেশে এবং অন্য ২ দেশে গিয়াছে।

তুলা	১২৬৩৬ গাঁটি
চিনি	৭৬৬৪৮ মোণ
নীল	৩৪২৬৮ ঐ
সোরা	৫৭৪২৫ ঐ
আর্দ্রক	২৬১২২ ঐ
রেশম	১৫০০ ঐ
চালু	২৮৭৮৬২ বোরা
কাপড়	১২৪৬৪৬১ থান

—শনিবার ১০ এফরেল ১৮১৯/২৯ চৈত্র ১২২৫

একশ্চেঞ্জ ঘর।

আমরা শুনিতেছি যে কলিকাতায় নূতন একশ্চেঞ্জ ঘর গাঁথিবার পাণ্ডুলেখ প্রস্তুত হইয়াছে অনুমান হয় যে তাহাতে দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় হইবেক এবং সেই একশ্চেঞ্জ ঘরে ডাকঘর হইবেক। ইহাতে বাণিজ্য কর্ম্মের অতিশয় উপকার হইবেক।

—শনিবার ১০ এফরেল ১৮১৯/২৯ চৈত্র ১২২৫

বাণিজ্য।

গত সপ্তাহে যে তাতার নামে এক জাহাজ মোং কলিকাতায় আইল তাহার দ্বারা সমাচার আসিয়াছে যে ইংগ্লণ্ড দেশে এতদ্দেশীয় দ্রব্য এত জমিয়াছে যে তাহাতে সেখানে সেই ২ দ্রব্যের মূল্য ন্যূন হইয়াছে।

—শনিবার ১৭ এফরেল ১৮১৯/৬ বৈশাখ ১২২৬

গঙ্গাসাগর।

সমুদ্রের তীরে গঙ্গাসাগরের দক্ষিণ দিক পরিষ্কৃত হওনের বিস্তর বিলম্ব নাই তাহা হইলে কলিকাতাস্থ সাহেব লোকেরদের বাসনা আছে যে অসুস্থ লোকেরা গঙ্গাসাগরে গিয়া সমুদ্রের বায়ু সেবন করিয়া সুস্থ হয় এই কারণ সেখানে একটা ঘর গ্রথিত হয়। সেখানে যাইবার কারণ এমন এক উপায় হইবেক যে তাহাতে অতিশীঘ্র ও নির্ভাবনায় গঙ্গাসাগরে পহুছান যাইবেক।

—শনিবার ১৭ এফরেল ১৮১৯/৬ বৈশাখ ১২২৬

মঙ্গল বাদ্য।

কল্যকার ইংগ্লণ্ডীয় সমাচার পত্রে এক ব্যক্তি এক পত্র ছাপিয়াছে তাহাতে এই লিখে যে কলিকাতায় বাঙ্গালি লোকেরা প্রায় মধ্যে ২ বিবাহাদিতে রাস্তায় অনেক প্রকার বাদ্যোদ্যম রাত্রিতে করে তাহাতে নিকটস্থ ইংগ্লণ্ডীয় লোকেরদের নিদ্রা না হওয়াতে তাহারদের ব্যামোহ হয় এবং যাহারা অসুস্থ তাহারদের অতিশয় ব্যামোহ হয়। অতএব এই অসুখগ্রস্ত হইয়া সেই ব্যক্তি এই পত্র ছাপিয়াছে।

ইহাতে আমারদের পরামর্শে এই আইসে যে বাঙ্গালি লোকেরা আপনারদের সুখের সময়ে অন্য লোককে ব্যামোহ দিতে কখন ইচ্ছুক নহেন অতএব এই উপযুক্ত হয় যে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের বাড়ীর নিকটে তাদৃশ বাদ্যাদি না করিয়া আপনারদের পল্লীতে করিলে আপনারদের আমোদ ভঙ্গ হয় না অন্যেরও সুখভঙ্গ হয় না ইহাতে হানি কি।

—শনিবার ১৭ এফরেল ১৮১৯/৬ বৈশাখ ১২২৬

চড়ক।

গত সংক্রান্তির দিনে মোং কলিকাতায় এমত এক প্রকার নূতন চড়ক হইয়াছিল যে তাহা শুনিলে শিষ্ট লোকেরা কর্ণে হাত দেয়। এক জন হিন্দু সহীস ও আর এক জন স্ত্রী দুই জন একত্র হইয়া এক কালে চড়কে ঘুড়িয়াছিল। তাহারদের অন্তঃকরণে লজ্জা কখনও প্রবেশ করিতে পারেন নাই যেহেতুক অনুমান ত্রিশ হাজার লোকের সাক্ষাৎকারে জগৎ প্রদীপ সূর্য্য জাজ্বল্যমান থাকিতেও এই দুষ্কর্ম্ম করিল।

—শনিবার ২৪ এফরেল ১৮১৯/১৩ বৈশাখ ১২২৬

বাণিজ্যের বাঙ্ক।

১মে তারিখে মোং কলিকাতায় শ্রীযুত মাকিন্তস কোম্পানির ঘরে এক নূতন বাঙ্ক স্থাপন হইবে তাহার নাম বাণিজ্যবাঙ্ক সেখানে সকল প্রকার বাঙ্কের কর্ম্ম করা যাইবে। এই ২ সাহেব লোকেরা ঐ বাঙ্কের অধ্যক্ষ।

শ্রীযুত জোসেফ বারেট্টো সাহেব।

শ্রীযুত জন উল্যমসন ফুলতন সাহেব।

শ্রীযুত ই মাকিন্তস সাহেব।

শ্রীযুত ছোট জোসেফ বারেট্টো সাহেব।

শ্রীযুত জন মেলবিল সাহেব।

শ্রীযুত লুইস বারেট্টো সাহেব।

শ্রীযুত জন দেক্রূশ সাহেব।

শ্রীযুত ব্রাইতমান সাহেব।

শ্রীযুত জেমস্ কালদর সাহেব।

শ্রীযুত বাবু সূর্য্যকুমার ঠাকুর।

শ্রীযুত মাকিন্তস কোম্পানী এই বাঙ্কের সেক্রটারি ও কর্ম্মাকারী। এই বাঙ্কের বৃত্তান্ত যাহারা জানিতে চাহেন তাঁহারা ঐ সাহেব লোকেরদের নিকটে গেলে ইহার তথ্য বিবরণ জানিতে পাইবেন। এই বাঙ্কের এই ২ টাকার বাঙ্ক নোট বাহির হইবেক। ৫০০০। ১০০০। ৫০০। ২৫০। ১৬০। ১০০। ৮০। ৫০ ২০। ১৬। ১০। ৮। ৫ এই বাঙ্কনোটে সম্প্রতি শ্রীযুত বারেট্টো সাহেব ও শ্রীযুত ফুলতন সাহেব ও শ্রীযুত বাবু সূর্য্যকুমার ঠাকুর এই তিন জনের সহী থাকিবেক।

—শনিবার ২৪ এফরেল ১৮১৯/১৩ বৈশাখ ১২২৬

লবণের ইস্তাহার দেওয়া গিয়াছে।

সন ১৮১৯ সালের ইস্তক ১১ মে মতাবক বাঙ্গালা সন ১২২৬ সালের ৩০ বৈশাখ রোজ মঙ্গলবার এবং তাহারপর যাবৎ সকল লবণ বিক্রয় হয় সদর কলিকাতায় একশ্চেঞ্জ ঘরে নিলামে বিক্রয় হইবেক ১২০০০০০ মওয়াজি বার লক্ষ মোন লবণ শ্রীযুত ঈঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের। তাহার তফশীল নীচে লিখা যাইতেছে লবণের মকররি নিরিখের দরে নিলামে ধরা যাইবেক ফি লাট ১০০০ এক হাজারের হইবেক ওজন ৮২ বিরাশী সিক্কা ফি লাট এক টাকা বায়না দিয়া খরিদারানেরা সওদা পাকা করিবেক ও যে মোকামে লবণ নিলামে বিক্রয় হইবেক ও সেখান হইতে খরিদারান লোকেরা লবণ চালান করিবেক সে সকল মোকামাতের তফশীলের ইস্তাহারনামা সদর লবণ দপ্তরে লটকান গেল তাহাতে লেখা আছে খুকী খরিদারান লোকের যে লবণ নিলামে বিক্রয় হইবেক তাহার নিয়মিত তফশীল।

নাম	লবণ
হিজলি	২৮০০০০
তমলোক	২৫০০০০
২৪ পরগণা	২৩০০০০
ভুলয়া	১৬০০০০
চট্টগ্রাম	৪০০০০
কটক পাঙ্গা	১০০০০০
কটক করকচ	৩০৪৮২
মান্দরাজ	
পরিমিট	১০০৪৮৮
মক্কাই	৭৩৪২
সন্দীপ	১৫৮৮
ক্রোকী পাঙ্গা	১০০
	১২০০০০০

—শনিবার ২৪ এফরেল ১৮১৯/১৩ বৈশাখ ১২২৬

বাণিজ্য।

এই বৎসরের ১ জানুআরি অবধি ৭ এপ্রিলপর্য্যন্ত অর্থাৎ তিন মাস সাত দিনে এই ২ জিনিস এই ২ হিসাবে কলিকাতাতে হিন্দুস্থানের নানা প্রদেশ হইতে আমদানী হইয়াছে।

তুলা ৪২৯২৬ মন। নীল ২৩৭৭০ মন। চিনি ৫৭৪০৫ মন। সোরা ৩৭৯৩১ মন। আদরক ৮৬৯৯ মন। রেশম ১৬২০ মন। সুপারি ৭৯৫৪ মন। এবং এগার লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার সাত শত থান কাপড়।

সমুদ্র পথে জাহাজে এই ২ জিনিস আমদানী হইয়াছে। লৌহ ১৩৪৩৫ মন। শিশা ১৮২৫ মন। ইস্পাত ২৩৭৪ মন। তাম্বা ২৯৯৯৯ মন। রাঙ ৫৫৮৯ মন। দস্তা ২৯৬২৪ মন। মরিচ ১৭৪৪০ মন। জৈত্রী ১১০ মন। লবঙ্গ ১৮৭৬ মন। সুপারি ৮৩১০ মন। ও ৯৪৬৭৩ জায়ফল মন।

—শনিবার ২৪ এফরেল ১৮১৯।১৩ বৈশাখ ১২২৬

কলিকাতার বিবরণ।

এক শত আটাইশ বৎসর হইল যখন আওরঙ্গজেব বাদশাহের সহিত ইংগ্লণ্ডীয় বাণিজ্যের কুঠীর সাহেবেরদের সৌহৃদ্য হইল তখন চার্নক সাহেব ইংগ্লণ্ডীয়েরদের পক্ষে অধ্যক্ষ ছিলেন তখন হুগলিতে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের বসতি ছিল সেই পূর্ব্বোক্ত সনে চার্নক সাহেব প্রথম মোং কলিকাতায় গিয়া ইংগ্লণ্ডীয়েরদের বসতির বীজ-রোপন করিলেন এবং মোং চানকে প্রথম ঐ চার্নক সাহেব আপনার বসতির কারণ এক বাঙ্গালা করিলেন তদবধি তাহার নাম চানক হইল। চার্নক সাহেব কলিকাতায় বসতি করিলে দুই বৎসর পরে আপনি মরিলেন। তাহার চারি বৎসর পরে কলিকাতার পুরাণা কিল্লা গাঁথা গেল তাহাকেই এখন পুরাণা কুঠী বলে।

সতর শত সাঁইত্রিশ সনে ১১ অক্তুবরে এক মহাঝড় হইল ও ঝড় কালীন বৃহৎ ভূমিকম্প হইল। সে সময়ে কলিকাতার দুই শত পাকা ঘর পড়িয়া গেল এবং কলিকাতার বড় গ্রিজা ঘরের চূড়া ভাঙ্গিয়া ভূমিতে পড়িল ও জাহাজ ও নৌকা প্রভৃতি বিশ ছাজার [হাজার] মারা পড়িল এবং ইংগ্লণ্ডীয়েরদের নয় জাহাজের মধ্যে আট জাহাজ মারা পড়িল ওলন্দেজেরদের চারি জাহাজের মধ্যে তিন জাহাজ নষ্ট হইল। আর অতিশয় ভারি বোঝাই নৌকা ঐ সময়ে অর্দ্ধ ক্রোশপর্য্যন্ত ভূমিতে উঠিল তিন লক্ষ লোক মারা পড়িল।

ইহার পরে বিশ বৎসর গত হইলে সতর শত সাতান্ন সালে নবাব সিরাজদ্দৌলা দুরাচার অন্যায়সিন্ধু কলিকাতায় আসিয়া অনেক জন ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে এক অতি ক্ষুদ্র কুঠরীতে বদ্ধ করিয়া সমুদায় রাত্রি সেখানে রাখিল তাহাতে বায়ুর গমন রোধ প্রযুক্ত অল্প জন ব্যতিরিক্ত আর সকলে সেই রাত্রিতে মরিলেন। সেই উপপ্লবেতে কলিকাতার ক্ষুদ্র ২ ঘর ও বাটী ও কাগজ পত্র অনেক নষ্ট হইল।

তারপর লর্ড ক্লীব সাহেব মোং মান্দরাজ হইতে সাত শত গোরা ও বারো শত সিপাহী আনিয়া মোং কলিকাতায় পহুঁছিলেন তখন নবাব সিরাজদ্দৌলা মুরশেদাবাদে ফিরিয়া গিয়া ছিল। নবাব সিরাজদ্দৌলার সৈন্যের সেনাপতি মীর জাফরালী খাঁ লর্ড ক্লীব সাহেবকে পূর্ব্বে লিখিয়াছিল যে তুমি মোং কাটোয়াতে আসিবা আমি সেই খানে তোমার সহিত মিলিব। এই লিখনানুসারে লর্ড ক্লীব সাহেব মোং কাটোয়াতে গিয়া পুনর্ব্বার মীর জাফরালী খাঁর পত্র পাইলেন তাহাতে মীর জাফর এই লিখিয়াছেন যে তোমার সহিত যে আমার মিলিবার কথা ছিল তাহা এখানে প্রকাশ হওয়াতে যাইতে পারিলাম না। ইহা শুনিয়া বড় সাহেব কলিকাতা না আসিয়া মোং পলাশীতে গিয়া থাকলেন ঐ পলাশীতে নবাব সিরাজদ্দৌলার সহিত ইংগ্লণ্ডীয়েরদের মহাযুদ্ধ হওয়াতে সিরাজদ্দৌলা পলাইলে ইংগ্লণ্ডীয়েরা মীর জাফরালী খাঁকে বাঙ্গালার নবাবি দিলেন কিছু দিন পরে পুনর্ব্বার কলিকাতা শহর গাঁথিতে আরম্ভ হইল। সে বাষট্টি বৎসর হইল। এই বাষট্টি বৎসরের মধ্যে কলিকাতা শহর কত বড় হইয়াছে তাহা লিখা ভার এতৎকালীন কলিকাতা দেখিয়া পূর্ব্বকালীন কলিকাতা মনে ভাবিলে বিস্ময় বোধ হয় তখন যে স্থানে ছয় হাজার টাকার ইমারত পাওয়া ভার ছিল এখন সেই স্থানে অনুমান তিন কোটি টাকার অধিকের পাকা ঘর দেখা যাইতেছে অন্য ২ ধন সম্পত্তি প্রভৃতির বিষয় কত লিখিব।

—শনিবার ২৪ এফরেল ১৮১৯/১৩ বৈশাখ ১২২৬

কলিকাতা সন ১৮১৯ সালে তারিখ ২৬ এপ্রিল।

খবর দেওয়া যাইতেছে। সন হালের ১ মে তারিখ হইতে মোং মাকিন্তস কোম্পানি সাহেবানের বাটীতে কমরস্যল বাঙ্ক নামে এক বাঙ্ক হয় রকমের সরাফি কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে খোলা যাইবেক তাহার মালিক এইক্ষণে যে ২ বখরাদার হইতেছেন তাঁহারদিগের নাম প্রত্যেকে লিখা যাইতেছে যে মেং জোসেফ বারেট্টো

ও তাহার পুত্রপ্রভৃতি ও মেং মাকিন্তস কোম্পানি ও জন মেলবিল এবং বাবু গোপীমোহন ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত বাবু সূর্য্যকুমার ঠাকুর।

মেং মাকিন্তস কোম্পানি সাহেবান ঐ কমরস্তল বাঙ্কের সরবরাহকার ও কর্ম্মকর্ত্তা হইলেন অতএব ঐ বাঙ্ক সংক্রান্ত কার্য্যের যে কোন প্রার্থনা ঐ মেং মাকিন্তস কোম্পানির নিকট দাখিল করিবেন।

প্রমিসির নোট অন দিমান্দ অর্থাৎ বে মিআদিদস্তুর মত কমরস্তল বাঙ্ক হইতে দেওয়া যাইবেক নোটের রকম ফি কেতা ৫০০০।১০০০।৫০০।২৫০।১৬০। ১০০।৮০।৫০।২০।১৬।১০।৮।৫ টাকার হইবেক এই সকল নোটে এইক্ষণে মেং জোসেফ বারেট্টো সাহেব অথবা জন উইল্যম ফুলতন সাহেব দস্তখত করিবেন এবং শ্রীযুত বাবু সূর্য্যকুমার ঠাকুর খাজাঞ্চী বলিয়া দস্তখত করিবেন। ইতি।

—শনিবার ১ মে ১৮১৯/২০ বৈশাখ ১২২৬

ওলাউঠা।

কলিকাতায় ও আশীরগড়ে ও মান্দরাজে ও বোম্বইতে ও লঙ্কাতে ওলাউঠা প্রাদুর্ভাব পুনর্ব্বার হইয়াছে তাহাতে ইংগ্রণ্ডীয়েরা অনেক মরিতেছে।

—শনিবার ১ মে ১৮১৯/২০ বৈশাখ ১২২৬

বাঙ্গালায় ইংগ্লণ্ডীয়েরদের আসিবার কথা।

অনুমান সন ১৬৫০ সালে ইংগ্রণ্ডীয় কোম্পানির চাকরেরা আসিয়া মোং হুগলীতে এক কুঠী করিয়া সে বৎসরে নানা প্রকার দ্রব্য ক্রয় করে ও ক্রমে ২ কোম্পানির বাণিজ্য এমত বাড়িল যে তাহারা ১৬৮১ সালে উনিশ লক্ষ টাকার দ্রব্য ক্রয় করিল। পূর্ব্বে বাঙ্গালার বাণিজ্যের কুঠী মান্দরাজের অন্তঃপাতী ছিল ঐ সনে বাঙ্গালার বাণিজ্যের কুঠী তাহা হইতে পৃথক হইয়া এক সদর হইল। কিন্তু ইহার পর এতদ্দেশীয় রাজকীয় লোকেরদের দ্বারা বাণিজ্য ব্যাঘাত হইতে লাগিল যেহেতুক কোম্পানির বড় ২ কুঠী ও গুদাম দেখিয়া এতদ্দেশীয় রাজারদের লোভ জন্মিল এবং মধ্যে ২ অনেক টাকা চাহিতে লাগিল তাহা যখন কোম্পানি না দিলেন তখন তাহারা এই বাঙ্গালা দেশের বাণিজ্য সর্ব্বত্র বন্দ করিল। এই কালে হুগলিতে ইংগ্রণ্ডীয় কৌসিল বিবেচনা করিলেন যে আপনারদের সম্পত্তি রক্ষা করিবার উপযুক্ত স্থান হুগলি নহে এই নিমিত্তে হুগলির দক্ষিণে কলিকাতার নিকটে ছোটানতি নামে এক ক্ষুদ্র গ্রামে গিয়া কুঠী করিয়া বসতি করিতে

লাগিলেন পরে এখানকার নবাব সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিলেন যে ছোটানতি গ্রামে আপনারদের কারণ ক্ষুদ্র কিল্লা করেন ও সেই স্থানের অদালত আপনারদের অধীন থাকে। তাহাতে নবাব সাহেব সম্মত হইলেন না। কিন্তু এই সময়ে এখানকার রাজারা নবাব সাহেবের প্রতিকূল উদ্যোগ করিল তখন নবাব সাহেব ঢাকায় থাকেন তিনি সৈন্য সংগ্রহ করিতে ২ রাজারা রাজমহল ও মুরশেদাবাদ ও হুগলি ও তাহার মধ্যবর্ত্তি দেশ অধিকার করিতে লাগিল। এই সময়ে ইংগ্লণ্ডীয়েরা ও ওলেন্দেজেরা ও ফরাশিসেরা নবাব সাহেবের পক্ষ হইলেন। তাহাতে নবাব সাহেব তাহারদের পূর্ব্ব দরখাস্ত মঞ্জুর করিলেন ও তাহারদের আপন ২ স্থানে কিল্লা করিতে আজ্ঞা দিলেন। এই উপপ্লবের সমাচার মহারাজধানী দিল্লী পঁহুছিলে আওরঙ্গজেব আলমগীর বাদশাহ বাঙ্গালার বিবাদভঞ্জনার্থে আপন পৌত্র আজম শাহকে এখানে পাঠাইলেন। তিনিও এখানে পঁহুছিয়া ইংগ্লণ্ডীয়েরদের প্রতি সেই রূপ আজ্ঞা দিলেন ও ছোটানতী ও গোবিন্দপুর ও কলিকাতা এই তিন গ্রাম ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে দিলেন পরে সন ১৭০০ সালে ইংগ্লণ্ডীয়েরা এক কিল্লা গাঁথিলেন ও তাহার নাম ফোর্তউল্যাম রাখিলেন যেহেতুক তৎকালে ইংগ্লণ্ডীয় বাদশাহের নাম উল্যাম ছিল। ইহার পর কোম্পানি আপন সৈন্য দ্বিগুণ করিলেন এবং বালেশ্বর ও কাশীমবাজার ও ঢাকাতে পুনর্ব্বার কুঠী বসাইলেন।

ইহার শেষ আগামী সপ্তাহে লিখা যাইবে।

—শনিবার ১মে ১৮১৯ / ২০ বৈশাখ ১২২৬

হস্ত কলম।

গত সপ্তাহে মোং কলিকাতায় আলেক্সান্দ্র কোম্পানির কুঠীতে সেই কুঠীর চাকর কোন ব্যক্তি শ্রীযুত মার্সমন সাহেবের সহীর মত সহী করিয়া পাঁচ শত টাকার এক দ্রাফ দাখিল করিয়া টাকা লইয়াছে পরে সে ধরা পড়িয়াছে। কলিকাতার মধ্যে অনেক লোক এই প্রকার করিতে ২ হস্তকলমীয় বিদ্যাপারগত হইয়াছে।

—শনিবার ৮ মে ১৮১৯/২৭ বৈশাখ ১২২৬

বাজেজমী।

বাজে জমীর বিষয়ে অনেক প্রবঞ্চনা হইতেছে ইহা আমরা শুনিতেছি যাহার শনন্দে এক বিঘা লিখিত আছে তাহারা আট দশ বিঘা অধিকার করিয়া ভোগ করিতেছে অন্য ২ স্থানে পূর্ব্বকালে যে ভূমির রাজস্ব শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের নিকটে দাখিল হইত তাহা এখন ব্রহ্মত্র ও দেবত্র ও মহত্রাণ ও ফকিরাণ ও চেরাগী ইত্যাদি বাবেতে কোম্পানিবাহাদুরের সে রাজস্ব ন্যূন হইতেছে যেহেতুক গ্রামের মণ্ডল প্রভৃতিরদের সহিত সাহিত্য করিয়া সাবেক ব্রহ্মত্রাদি বলিয়া ও মিথ্যা সাক্ষির দ্বারা সাবুদ করিয়া দখল করে। বাজারে মিথ্যা সাক্ষির অভাব নাই কিন্তু তাহার দাম স্থান বিশেষে নানা প্রকার কোন ২ স্থানে টাকায় মিথ্যা সাক্ষী দশ জন ও কোন স্থানে টাকায় ষোলজন। এই বিষয়ে সাক্ষিরদের লাভ আছে ও কৃষকেরা অল্প মূল্যে ঐ ভূমি পায় ইহাতে কেবল কোম্পানির হানি হয়।

আমরা শুনিতেছি যে শ্রীশ্রীযুত আজ্ঞা করিয়াছেন যে সাবেক রাজারা কোন ২ জমী দিয়াছেন ও কোন ২ জমী বা প্রতারণাতে দেওয়া গিয়াছে ইহা জানিবার কারণ শকলের সনন্দ দেখিতে হইবেক।

পূর্ব্বকালে পরমিট পঞ্চত্বরা ও নিমক ও আফীম এই তিন বিষয় রেবেন্যুবোর্দ অর্থাৎ খাজনাদপ্তরের অন্তঃপাতী ছিল এখন শ্রীশ্রীযুত আজ্ঞা করিয়াছেন যে ঐ তিন কর্ম খাজনাদপ্তরহইতে পৃথক হইয়া আর এক স্বতন্ত্র দপ্তর হইবেক তাহার কারণ এই যে খাজনাদপ্তরের সাহেবদের উপরে যে ভারি ও বড় কর্ম্ম পড়িবে তাহা তাহারা নিশ্চিতরূপে করিতে পারেন। এই নিমিত্তি মোং কলিকাতায় পরমিট পঞ্চত্বরা ও নিমক ও আফীমের কারণ নূতন এক দপ্তরখানা হইয়াছে। ঐ তিন কর্ম্মের যাবদ্বিষয় ঐ দপ্তরখানাতে হইবেক এবং ঐ তিন বিষয়ে যে নালিষপ্রভৃতি করিতে হয় তাহা সেই নূতন দপ্তরের মালিক সাহেবেরদের নিকটে করিবেক।

—শনিবার ৮ মে ১৮১৯/২৭ বৈশাখ ১২২৬

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

২৩ এপ্রিল

শ্রীযুত সামুএল স্বিন্তন সাহেব পরমিট পঞ্চত্বরা ও নিমক ও আফীমের নূতন দপ্তরের প্রধান অধ্যক্ষ।

শ্রীযুত জে পি লার্কিন্স সাহেব ঐ দপ্তরের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ।

শ্রীযুত হেনরি সারজন্ত সাহেব ঐ দপ্তরের সেক্রটারি।

শ্রীযুত এইচ এম পার্কর সাহেব ঐ দপ্তরের সেক্রটারির প্রথম পেস্কার এবং শালিখাতে নিমক গোলার তদারককারী।

শ্রীযুত জন কিং সাহেব চব্বিশপরগনার পূর্ব্ব দিগের নিমকের অধ্যক্ষ।

শ্রীযুত আর সি প্লৌদন সাহেব চব্বিশপরগনার পশ্চিম দিগের নিমকের অধ্যক্ষ।...

—শনিবার ৮ মে ১৮১৯/২৭ বৈশাখ ১২২৬

পূজা।

২৮ বৈশাখ ৯ মে রবিবারে বৈশাখী পূর্ণিমাতে মোং উলাগ্রামে উলাই চণ্ডী তলানামে একস্থানে বার্ষিক চণ্ডীপূজা হইবেক। এবং ঐ দিনে ঐ গ্রামের তিন পাড়ায় বারএয়ারি তিন পূজা হইবেক। দক্ষিণ পাড়ায় মহিষমর্দ্দিনী পূজা ও মধ্য পাড়ায় বিন্ধ্যবাসিনী পূজা ও উত্তর পাড়ায় গনেশজননী পূজা। ইহাতে ঐ তিন পাড়ার লোকেরা পরস্পর জিগীষাপ্রযুক্ত আপন ২ পাড়ার পূজার ঘটা করিতে সাধ্যপর্য্যন্ত কেহই কসুর করে না তৎপ্রযুক্ত সমারোহ অতিশয় হয়। নিকটস্থ ও দূরস্থ অনেক লোক তামাসা দেখিতে আইসে এবং কলিকাতা প্রভৃতি স্থানহইতে অনেক দোকানি পসারি আসিয়া সেখানে ক্রয় বিক্রয় করে ও অনেক ২ ভাগ্যবান লোকেরদের সমাগম হয় এবং গান ও বাদ্য ও আর ২ প্রকার তামাসা অনেক হয়। তিন চারি দিনপর্য্যন্ত সমান লোকযাত্রা থাকে। অনেক ২ স্থানে বারএয়ারি পূজা হইয়া থাকে কিন্তু এক্ষণে উলার তুল্য কোথাও হয় না।

—শনিবার ৮ মে ১৮১৯/২৭ বৈশাখ ১২২৬

নূতন টাকা।

এই সনে যে নূতন টাকা টাকশালে প্রস্তুত হইয়াছে কলিকাতাস্থ দুষ্ট লোকেরা সেই টাকার চতুর্দিক কিনারা উখা দিয়া ঘষিয়া লইযা পুরানা কল টাকার মত ছোট করে ইহাতে কেবল তাহারদের লাভ হয় ও আর সকল লোকের ক্ষতি হয়। আমরা শুনিতেছি যে এই কারণ শ্রীশ্রীযুত একটা নূতন মোহরের কারণ ইংলণ্ডে পত্র পাঠাইয়াছেন।

—শনিবার ৮ মে ১৮১৯/২৭ বৈশাখ ১২২৬

ইংগ্লণ্ডীয়াধিকারের শেষ কথা।

১৭০০ সালের সময়ে তাবৎ হিন্দুস্থানীয় লোকেরা আওরঙ্গজেব বাদশাহের বার্দ্ধক্য দেখিয়া ভীত হইল। পরে ১৭০৭ সালে আওরঙ্গজেব মরিলে হিন্দুস্থানে অনেক দিনপর্য্যন্ত এমত যুদ্ধ হইল যে হিন্দুস্থানীয় লোকেরদের দিবা- রাত্রি কিরূপে গেল তাহা তাহারা জানিতে পারিল না। পরে আওরঙ্গজেবের পুত্র মহম্মদ বাহাদুর শাহ সিংহাসনে বসিয়া ১৭১২ সালে মরিলেন ও পুনর্ব্বার যুদ্ধারম্ভ হইল। এই সকল উপপ্লবেতে দিল্লীর বাদশাহের পরাক্রমের অতিশয় হানি হইল তাহাতে প্রত্যেক প্রদেশের নবাবেরদের পরাক্রম বৃদ্ধি হইল। সে কালে বাঙ্গালার নবাব জাফর খাঁ ছিল সে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের বাণিজ্যের উপরে নানাপ্রকার দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল। সেই দৌরাত্ম্য নিবারণার্থ ইংগ্লণ্ডীয়েরা আপনারদের পক্ষীয় জনেক উকীল দিল্লীতে পাঠাইলেন এবং তিন লক্ষ টাকা উপঢৌকন পাঠাইলেন। তৎকালে দিল্লীর দরবারে নানা অসামঞ্জস্য ছিল তৎপ্রযুক্ত ইংগ্লণ্ডীয় উকীল সেখানে অনেক দুঃখ ভোগ করিল কিন্তু সেই সময়ে দিল্লীর বাদশাহ ফররুখ সিয়রের পীড়া হইল তাহাতে ইংগ্লণ্ডীয় উকীলের সহবর্ত্তী ইংগ্লণ্ডীয় চিকিৎসক সে পীড়া শান্তি করিল। ইহাতে বাদশাহ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া ইংগ্লণ্ডীয়েরদের প্রতি অনুকুল হইলেন এবং ১৭১৭ সালে ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে এই বিষয়ে আপন দস্তখতী পরবানা দিলেন যে বাঙ্গালার মধ্যে কোম্পানির এলাকাদার যত লোক তাহাদিগকে কোম্পানির ইচ্ছা মতে কোম্পানির হাতে সমর্পন করা যাইবেক এবং আমদানির কি রপ্তানির যে জিনিষের উপরে কোম্পানির দস্তখত থাকিবেক সেই সকল জিনিস হাসীল বিনা হিন্দুস্থানের মধ্যে চলিতে পারিবেক এবং কলিকাতার চতুর্দিক্‌স্থ সাঁইত্রিশ গ্রামপর্য্যন্ত ইংগ্লণ্ডীয়েরা চাহিলে কিনিতে পারিবেন। এখন একশত দুই বৎসর হইল ইংগ্লণ্ডীয়েরা এই পরবানা দিল্লীর বাদশাহ হইতে পাইয়া ছিলেন।

কিন্তু ইংগ্লণ্ডীয়েরা যাহার নিকটে কলিকাতার নিকটস্থ গ্রাম কিনিতে উদ্যত হইতেন বাঙ্গালার নবাব জাফর খাঁ ইংগ্লণ্ডীয়েরদের বিরুদ্ধ কারী হইয়া তাহাকে বারণ করিত এবং বেমাসুলে জিনিসের বাণিজ্যেতে অনেক ২ প্রকার ব্যাঘাত করিতে লাগিল। ঐ নবাবের মরণের পর তাহার জামাতা সুজাদ্দৌলাও আপন শ্বশুরের মত করিতে লাগিল।

১৭৪১ সালে আলীউদ্দিন মহাবজ্জঙ্গ তাতার দেশীয় এক ব্যক্তি বাঙ্গালার

নবাবি আপন পরাক্রমে লইল এবং পনর বসৎর [বৎসর] পর্য্যন্ত নিষ্কণ্টকে এই বাঙ্গালা রাজ্য ভোগ করিল।

সন ১৭৫৬ সালে নবাব মহাবজ্জঙ্গের ভ্রাতৃষ্পুত্র সিরাজদ্দৌলা নবাব হইল সে অতিযুবা ও ইন্দ্রিয়ের অধীন সে নবাবি পাইবামাত্র ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিভ [সহিত] বিরোধ আরম্ভ করিল সে বিরোধের কারণ কেহ কহে এই যে বৈদ্য রাজা রাজবল্লভ সিরাজদ্দৌলার নিকট কৃতাপরাধ হইয়া মোং কলিকাতায় ইংগ্লণ্ডীয়েরদের শরণাপন্ন হইয়াছিল। ইংগ্লণ্ডীয়েরাও তাহাকে আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃত কারণ এই ইংগ্লণ্ডীয়েরদের বাণিজ্যেতে অধিক লাভ দেখিয়া ঐ নবাবের অধিক লোভ হইয়াছিল। এই সময়ে ইংগ্লণ্ডীয়েরা কলিকাতার চতুর্দিগে একটা জলময় গড় করিতে উদ্যত হইলেন। ইহা শুনিয়া নবাব সিরাজদ্দৌলা তাহা বারণ করিয়া পাঠাইলেন। তাহাতে ইংগ্লণ্ডীয়েরা নবাবের সাক্ষাৎকারে জানাইলেন যে ইউরোপে ফরাশিষেরদের সহিত আমারদের যুদ্ধ হইতেছে অতএব এখানেও কিল্লা প্রস্তুত রাখা কর্ত্তব্য। এই রূপ কথাতে নবাব অত্যন্ত জাতক্রোধ হইয়া মোং কাশীমবাজারের ইংগ্লণ্ডীয়েরদের কুঠী লুট করিয়া কলিকাতা পর্য্যন্ত আইল। তখন ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সৈন্য অত্যল্প ছিল এ কারণ নবাব কলিকাতায় আসিয়া ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত তিনদিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিল। শেষে নবাব ঐ কিল্লা লইল এবং একশত ছচল্লিশ জন ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে আড়ে দিগে আটার হাত এক কুঠরীতে গ্রীষ্ম কালে রাখিল। পরদিন প্রাতঃকালে দেখা গেল তাহাদের মধ্যে ২৩ জন জীবৎ আছে আর অবশিষ্ট সকলে মরিয়াছে।

ইত্যবসরে লার্ড ক্লীব লাহেব [সাহেব] মোং মান্দরাজহইতে আসিয়া পঁহুছিল ইহার পর নানা প্রকার উদ্যোগ করিয়া ও আমীরচন্দ্র নামে একঅন [একজন] ভাগ্যবান লোকের দ্বারা মীরজাফরালী খাঁর সহিত বন্দোবস্ত করিয়া মোং পলাশিতে যুদ্ধ করিয়া সিরাজদ্দৌলাকে মারিয়া আপনারা সুস্থির হইয়া মীরজাফরকে নবাব করিলেস [করিলেন]। মীরজাফর নবাবি পাইলে তিন মাস পরে ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে আপনার স্বীকৃত টাকা দিতে বিলম্ব করিতে লাগিল কিন্তু লার্ড ক্লীব সাহেব নবাবের সহিত কঠোর ব্যবহার করিলেন তাহাতে নবাব জাফর খাঁ অন্তঃকরণে রুষ্ট হইলেন তাহাতে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের পক্ষপাতী মহাজন লোকেরদের উপর পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল।

শেষ কথা আগামি সপ্তাহে লিখা যাবেক।

—শনিবার ৮ মে ১৮১৯/২৭ বৈশাখ ১২২৬

হিন্দুস্থান বাঙ্ক।

১১মে ১৮১৯।

পচিশ ২ টাকা করিয়া পঁচহত্তর টাকার মিথ্যা তিন নোট হিন্দুস্থানবাঙ্কের নোট বলিয়া ঐ বাঙ্কে টাকা লইবার কারণ কোন ব্যক্তি আনিয়াছে। এই কারণ ঐ বাঙ্কের অধ্যক্ষেরা আপন বাঙ্কের যে ২ স্বতন্ত্র চিহ্ন আছে যাহার দ্বারা সকল লোক সত্য কিম্বা মিথ্যা নোট জানিতে পারে সেই ২ চিহ্ন পুনর্ব্বার লোকেরদিগকে জানাইতেছেন।

হিন্দুস্থানবাঙ্কের প্রত্যেক প্রকৃত নোটে এই ২ জলের দাগ আছে যদি আলো ও চক্ষু এই উভয়ের মধ্যে ঐ নোট রাখিয়া কেহ দেখে তবে ঐ জলের দাগ সে অনায়াসে দেখিতে পায়। নোটের কিনারে চারি দিকে জলের চেউর [ঢেউর] মত লতার দাগ আছে ও ইংরেজীতে বড় অক্ষরে হিন্দুস্থান বাঙ্ক এই কথা ঐ কাগজের মধ্যে দেখা যায় এবং ঐ রূপ ইংরেজী অক্ষরের উপরে হিন্দুস্থানবাঙ্ক এই কথা বাঙ্গালা অক্ষরে ও নাগর অক্ষরে দেখা যায়। এবং তাহার নীচে পারসী অক্ষরে সেই কথা আছে। যে তিন মিথ্যা নোট প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে জলের কোন দাগ ছিল না এবং ঐ নোট শ্রীযুত এ জে মেকান সাহেবের নামে মিথ্যা যে সহী করিয়াছিল সে সহী প্রকৃত করিতে পারে নাই তাহাহইতে অনেক বৈলক্ষণ্য ছিল।

ঐ বাঙ্কের অধ্যক্ষেরা আরো ইস্তাহার দিতেছেন যে বাঙ্গাল বাঙ্কের যে মত ধারা আছে সেই ধারানুসারে হিন্দুস্থান বাঙ্কের যে জল চিহ্ন তাহা যদি কোন মিথ্যা নোটের উপরে থাকে তবে যে ব্যক্তি সেই নোট আনে বাঙ্ক আপন নোকসান করিয়াও তাহাকে সেই নোটের টাকা অবশ্য দিবে যদি সেই ব্যক্তি আপন হিসাবের কেতাবের মধ্যে সেই মিথ্যা নোটের নম্বর ও টাকা ও যাহার নিকটে পাইয়া থাকে তাহার নাম এমত দেখাইতে পারে যে পূর্ব্বে ঐ নোট যাহার স্থানে ছিল তাহা প্রকাশ হয়। কিন্তু যদি তজবীজে প্রকাশ হয় যে ঐ ব্যক্তি ঐ মিথ্যা নোট করিয়াছে কিম্বা তাহা জ্ঞাত ছিল তবে ঐ মিথ্যা নোটের টাকা সে কদাচ পাইবেক না। আরো যে কোন মিথ্যা নোটে জলের দাগ থাকে কি না থাকে সেই রূপ নোট যদি কোন ব্যক্তি মিথ্যা না জানিয়া টাকা লইবার কারণ বাঙ্কে আনে তবে মিথ্যাত্ব প্রকাশ হইলে সেই ব্যক্তি ঐ মিথ্যা নোটকারী ব্যক্তিকে দেখাইয়া সে বিষয় অদালতে সাবুদ করিতে পারিলে সে ব্যক্তি তাহার টাকা পাইবেক। এই তিন মিথ্যা নোটকর্ত্তারদিগকে ধরিবার

নিমিত্ত বাঙ্কের অধ্যক্ষেরা সকল লোকের নিকটে জ্ঞাত করাইতেছেন। যে ব্যক্তি ঐ মিথ্যা নোটকারিরদের এমত সন্ধান করিয়া দিতে পারে যে তাহারা ধরা পড়ে ও অদালতে সাবুদ হয় কিম্বা এই তিন নোটের কোন এক নোটের সন্ধান দিতে পারে কিম্বা বাজারের যে আর কোন মিথ্যা নোট চলিতেছে তাহার বিষয়ে সাবুদের উপযুক্ত সন্ধান দিতে পারে তবে সে জন হাজার টাকা বখশীশ পাইবেক কিন্তু যদি মিথ্যা নোটকারীরদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি এই ২ রূপ সন্ধান দেয় সে কদাচ পাইবেক না। সাবুদ হইবামাত্র হাজার টাকা বখশীশ দেওয়া যাইবেক।

—শনিবার ১৫ মে ১৮১৯/৩ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬

আশীর গড়।

আশীর গড়ের মধ্যে এই ২ জিনিস ইংগ্রণ্ডীয়েরা পাইয়াছেন পোনেরটা পিতলের কামান ও এক শত চারি লৌহার কামান ঐ লৌহার কামানের মধ্যে একটা এই মত বড় যে কলিকাতার কিল্লার মধ্যে তাহার মত বড় কামান নাই কিন্তু সে অকর্ম্মণ্য তাহার দ্বারা বিপক্ষ লোকেরদের হানি হয় না কিন্তু যাহারা সে কামান ছোড়ে তাহারদের প্রায় সর্ব্বনাশ হয়।……

—শনিবার ১৫ মে ১৮১৯/৩ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬

ত্র্যম্বকজীদাংলিয়া।

শ্রীশ্রীযুত বাজিরাও পেশোয়া মহারাজ বাহাদুরের এক সেনাপতি শ্রীযুত ত্র্যম্বকজীদাংলিয়া গতবৎসর ইংগ্রণ্ডীয়েরদের সহিত অনেক যুদ্ধ করিয়াছিলেন কিন্তু শেষে যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছিলেন পরে ইংগ্রণ্ডীয়েরা তাহাকে কএদ করিয়া জাহাজ দ্বারা মোং কলিকাতাতে আনিয়া রাখিয়াছেন ও তাহার মশাহারা স্থির করিয়া দিয়াছেন। শ্রীযুত বাজিরাও পেশোয়া কানপুরের নিকট এক স্থানে আছেন।

—শনিবার ১৫ মে ১৮১৯/৩ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬

শ্রীশ্রীযুত।

মহারাষ্ট্রেরদের সহিত গত যুদ্ধে শ্রীযুত সর তামস হিসলপ সাহেব মোং ময়দাপুরে হোলকারেরদিগকে পরাভূত করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত শ্রীশ্রীযুত

ইংগ্লণ্ডের যুবরাজ ঐ হিসলপ সাহেবের সম্ভ্রমার্থ তাহার এক নূতন খেতাব দিয়াছেন ঐ খেতাব পাইবার নিমিত্ত ঐ সাহেব মান্দরাজহইতে কলিকাতা আসিয়াছিলেন এবং গত বুধবারে কলিকাতাস্থ ভাগ্যবান লোকেরা বড় সাহেবের ঘরে একত্র হইলেন সেই সময়ে শ্রীশ্রীযুত আপনার খেতাবের পোশাকেতে ভূষিত হইয়া সেখানে আইলেন ও সকল লোকের সাক্ষাৎকারে ঐ হিসলপ সাহেব এক হাঁটু ভূমিতে গাড়িলেন শ্রীশ্রীযুত তাহার খেতাবের চিহ্ন তাহার গলে দিলেন ইত্যবসরে কিল্লাতে তোপ হইল।

—শনিবার ১৫ মে ১৮১৯/৩ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬

ডাকাতি।

এই এক বৎসরের মধ্যে কলিতার [কলিকাতার] চতুর্দ্দিকে ডাকাতি প্রায় মধ্যে ২ হয় এমত শুনিতে পাইতেছি এমত রাত্রি প্রায় নাই যে তাহাতে ডাকাতি না হয় কিন্তু এমত থাকিবে না পূর্ব্বে এই অঞ্চলে এমত চোর ডাকাতির ভয় ছিল যে পথিক লোক পাঁচ সাত জন একত্র না হইয়া পথে চলিতে পারিত না এবং মোং কৃষ্ণনগর জিলাতে অনেক ডাকাতি জমা হইয়াছিল তাহারদের সরদার বিশ্বনাথ বাবু নামে এক দুরন্ত ডাকাতি ছিল তাহার হুকুমে দিনে ও রাত্রি ডাকাতি হইত অনেক দিবস হইল তাহার ফাঁসি হইয়াছে। এই অঞ্চলে এমত অনেক লোক আছে যে তাহারা পূর্ব্বে দস্যুবৃত্তি দ্বারা ধন সঞ্চয় করিয়া এখন ভাগ্যবান হইয়া ভালো মানুষ হইয়াছে।

—শনিবার ১৫ মে ১৮১৯/৩ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬

ইংগ্লণ্ডীয়াধিকারীর শেষ কথা।

পলাশির যুদ্ধের সময়ে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের কলিকাতার চতুর্দ্দিকৃস্থ কতক গ্রাম ভিন্ন বাঙ্গালার মধ্যে এক বিঘা ভূমিও ছিল না। ১৭৫৯ সালে শাহ আলম বাদশাহ সসৈন্যে বাঙ্গালায় আইলেন এবং নবাব মীরজাফরকে উদস্ত করিতে বাসনা করিলেন কিন্তু নবাব মীর জাফর ও লার্ড ক্লীব সাহেব এই দুই জন সৈন্য লইয়া গয়ার নিকটস্থ কর্ম্মনাশা নদীপর্য্যন্ত গেলেন। শাহ আলম তাহারদের সহিত যুদ্ধ না করিয়া পশ্চিমে গেলেন। ১৭৬০ সালে মহারাষ্ট্রের বরগীরা জিলা বর্দ্ধমানে আসিয়া ঐ জিলা লুট করিল এবং ঐ বৎসরে শাহ আলম বাদশাহ হইয়া মোং দিল্লীতে সিংহাসনে বসিলেন পরে পুনর্ব্বার সুবে বেহারে সসৈন্যে

আইলেন তখন নবাব মীর জাফরের জ্যেষ্ঠ পুত্র মীরন আপন সৈন্য ও ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য লইয়া পাটনার নিকট গিয়া শাহ আলমের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিল। শাহ আলম সেখান হইতে আসিয়া বর্দ্ধমানের পশ্চিমে বন ভূমিতে বরগীদের সহিত মিলিলেন পরে নবাবের সৈন্য ও ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য সেখানেও বাদশাহকে আক্রমণ করিলে তিনি তথা হইতে গিয়া মোং পাটনা শহর চতুর্দিকে ঘেরিলেন কিন্তু তাহাতে কিছু করিতে না পারিয়া দিল্লী প্রস্থান করিলেন। পূর্ব্বে পুরণিয়ার রাজা সেই সময়ে শাহ আলম বাদশাহের সঙ্গে মিলিয়াছিল তৎপ্রযুক্ত মীরন এ রাজাকে মারিতে পূরণীয়া পর্য্যন্ত গেল তাহাতে ঐ রাজা পর্ব্বতে পলাইল। মীরন ফিরিয়া স্বস্থানে আসিতেছিল পথে বজ্রাঘাতে তাহার মৃত্যু হইল।

ঐ ১৭৬০ সালে লার্ড ক্লীব সাহেব ইংগ্লণ্ডে প্রস্থান করিলেন এবং ঐ সালের আগস্ত মাসে বানসিট্টার্ত সাহেব বাঙ্গালার বড় সাহেব হইয়া আইলেন সেপ্তম্বর মাসে বানসিট্টার্ত সাহেব নবাব মীরজাফরের দুষ্টতা জানিয়া তাহার পরীবর্ত্তে তাহার জামাতা কাশমলী খাঁকে নবাব করিতে বাসনা করিয়া তাহাকে কলিকাতায় আনাইলেন। ও তাহার বিষয় এই স্থির বন্দোবস্ত করিলেন যে কাশমলী খাঁ মীর জাফরের নামেমাত্র দেওয়ান হইবেন কিন্তু পরাক্রম সকল পাইবেন এবং বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম এই তিন জিলা ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে তিনি দিবেন। এই বন্দোবস্ত করিয়া কাশমলী খাঁ ও বানসিট্টার্ত সাহেব মোং মুরশেদাবাদে গেল ও মীর জাফরকে বড় সাহেব কহিলেন যে তোমার দেওয়ান কাশমলী খাঁ থাকিবেন। ইহাতে মীর জাফর কোন প্রকারে সম্মত হইলেন না তথাপি ইংগ্লণ্ডীয়েরদের বাসনাতে কাশমলী খাঁ বাঙ্গালার নবাবী পাইলেন ও মীর জাফর মুরশেদাবাদে থাকিতে না চাহিয়া সেই দিন প্রস্থান করিয়া মোং কলিকাতায় আসিয়া বসতি করিলেন। ইহাতে কাশমলী খাঁ প্রথম রুষ্ট হইল যেহেতুক দুষ্ট কাশমলী খাঁ ইচ্ছা করিয়াছিল যে আপন বৃদ্ধ শ্বশুর মীর জাফরের মস্তকচ্ছেদন করে।

১৭৬১ সালে শাহ আলম আলীগৌহর বাদশাহ পুনর্ব্বার সুবে বেহারে আইলেন এবং ইংগ্লণ্ডীয়েরা তাহাকে যুদ্ধে হস্তগত করিলেন কিন্তু প্রকৃত সম্ভ্রম রূপে তাঁহাকে রাখিলেন। ঐ বাদশাহ ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে কহিলেন যে যদি তোমরা আমার পক্ষে আইস তবে বাঙ্গালার দেওয়ানী তোমারদিগকে আমি দি। তাহাতে ইংগ্লণ্ডীয়েরা সম্মত হইলেন না যেহেতুক কাশমলী খাঁর সহিত

তাহারদের বন্দোবস্ত ছিল অতএব নূতন বন্দোবস্ত করিলে তাহার সহিত নিমক হারামী ব্যবহার হয়। পরে শাহআলম আপন সলতন সমেত দিল্লী প্রস্থান করিলেন।

—শনিবার ১৫ মে ১৮১৯/৩ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬

আমেরিকা দেশে শীঘ্রগামী।

আমেরিকা দেশের মধ্যে অত্যুত্তম রাস্তা আছে ও গাড়ির দ্বারা সকল লোক ও ডাকওয়ালা গমনাগমন করে। পাঁচ মাস হইল আমেরিকার রাজধানী নগর হইতে অন্য এক নগরে যাইতে গাড়ীর দ্বারা ডাক বিশ ঘণ্টার মধ্যে এক শত বিশ ক্রোশ গিয়াছে মোং কলিকতা হইতে যত দূর মালদহ এত দূর বিশ ঘণ্টায় পহুঁছিল এমত বেগগামিতা কখনও শুনি নাই।

—শনিবার ২২ মে ১৮১৯/১০ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬

অপমৃত্যু।

গত সপ্তাহে মোং কলিকাতায় বাগবাজারের উত্তর রাস্তাতে সন্ধ্যারকালে এক সাঁড় যাইতেছিল এবং এক ব্যক্তিও সেই রাস্তায় আসিতেছিল সাঁড় নিকটবর্ত্তী হইয়া ছাড়াইয়া ঐ ব্যক্তির পশ্চাতে গেলে ঐ ব্যক্তি নির্ভয় হইয়া যাইতেছে ইত্যবকাশে ঐ সাঁড় ফিরিয়া আসিয়া তাহার উর স্থলে শৃঙ্গাঘাত করিয়া বিদীর্ণ করিল তাহাতে ঐ ব্যক্তি তখনি মরিল।

—শনিবার ২২ মে ১৮১৯/১০ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬

অপমৃত্যু।

গত সপ্তাহে মোং কলিকাতার জোড়াসাঁকোতে এক সহিস বাগডোর ধরিয়া রাস্তাতে এক ঘোড়া ফিরাইতেছিল সেই ঘোড়ার পশ্চাতে লোক আসিতেছিল ইহার মধ্যে দৈবাৎ সেই ঘোড়া অতিশয় বিক্রম করিয়া পশ্চাতের দুই পা ঝাড়িল তাহাতে এক ব্যক্তির চলে লাগিয়া তখনি পড়িয়া মরিল সহীস সুবোধ তখনি ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া পলাইল কিন্তু কাহার ঘোড়া তাহা নিশ্চয় হইল না।

—শনিবার ২২ মে ১৮১৯/১০ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬

অপমৃত্যু।

১৮ মে মঙ্গলবার মোং কলিকাতার সিমুলিয়াতে এক বনিকের স্ত্রী একটা পাথরের বাটীর কারণ বিরোধ করিয়া গলায় দড়ি দিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

—শনিবার ২২ মে ১৮১৯/১০ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬

বেদান্ত মত।

৯ মে রবিবার শ্রীযুত রাধাচরণ মজুমদারের পুত্র শ্রীকৃষ্ণমোহন ও শ্রীব্রজমোহন মজুমদারের ঘরে শ্রীযুত রামমোহন রায় প্রভৃতি সকল বৈদান্তিকেরা একত্র হইলেন এবং পরস্পর আপনারদের মতের বিবেচনা করিলেন। আমরা শুনিয়াছি যে সেই সভাতে জাতির প্রতি বিধি কিম্বা নিষেধ বিষয়ে বিচার হইল ও খাদ্যের প্রতি যে নিষেধ আছে তাহারও বিষয়ে বিচার হইল। এবং যুবতি স্ত্রীর স্বামি মরনানন্তর সহমরণ না করিয়া কেবল ব্রহ্মচর্য্যে কালক্ষেপ কর্ত্তব্য এই বিষয়েও অনেক বিবেচনা হইল এবং বৈদিক কর্ম্মের বিষয়ে বিচার হইল সেই সময়ে বেদের উপনিষদ হইতে আপনারদের মতানুযায়ি বাক্য পড়া গেল ও তাহার অর্থ করা গেল ও তাঁহারা বেদান্তের মতানুসারে গীত গাইলেন।

—শনিবার ২২ মে ১৮১৯/১০ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬

ত্র্যম্ব কজীদাংলিয়া।

ইহার বিষয়ে গত সপ্তাহে লিখা গিয়াছে এক্ষন শুনা গেল যে কলিকাতার কিল্লাতে যে স্থানে নবাব উজীরালী কএদ ছিলেন সেই স্থানে তাঁহাকে রাখা গিয়াছে কিন্তু চণ্ডাল গড়ে তাহার কারণ এক স্থান প্রস্তুত হইতেছে সেই স্থান প্রস্তুত হইলে তিনি সেখানে গিয়া যাবজ্জীবন বাস করিবেন।

—শনিবার ২২ মে ১৮১৯/১০ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬

স্কুল সোসৈয়িটী।

আমরা শুনিতেছি যে কলিকাতার স্কুল সোসৈয়েটীর শেষ সভাতে নিশ্চয় করা গেল যে এই সোসৈয়িটী এক জ্ঞানী যুবালোককে কাপতান ষ্টুআর্ট সাহেব হইতে পাঠশালার বিবরণ শিক্ষা করিবার জন্যে বর্দ্ধমান পাঠাইয়া দিবেন কেননা ষ্টুআর্ট সাহেবের পাঠশালার যশ সকলে শুনিয়াছে। এই স্থিরানুসারে উইলার্ড সাহেব বর্দ্ধমানে গিয়াছেন আর ঐ স্থানে কতক বাঙ্গালি পণ্ডিত লোক তাহার নিকটে

শিক্ষা করিয়া থাকেন এবং তাহারদের খোরাকাদির জন্য মাস ২ ছয় টাকা পান। আমরা শুনিতে পাইতেছি যে বড় জ্ঞানী পণ্ডিতের মধ্যে যদি কোন লোকের ইচ্ছা হয় তাহারাও যাইতে পারে আর পরীক্ষা সময়ে তাঁহারা ছয় টাকা মাস ২ পাইবেন তাহারপর সকল পণ্ডিত লোকেরদের মধ্যে যে বড় উত্তম জ্ঞানী হইবেক সেই সকল লোক পাঠশালাতে উইলার্ড সাহেবের উপকার করিবেন ও তাহারদের যোগ্য বেতন পাইবেন।

—শনিবার ২৯ মে ১৮১৯/১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬

দিগ্দাহ।

গত মঙ্গলবার রাত্রিতে মোং কলিকাতাতে অকস্মাৎ আকাশে এমত আলো দেখা গেল যে অগ্নি লাগিয়াছে এই জ্ঞান করিয়া লোকেরা অগ্নি নির্ব্বাণের উপায় চেষ্টা করিতে লাগিল। ক্ষণেক কাল পরে সে রূপ আর দেখা গেল না। হিন্দু পণ্ডিতেরা তাহাকে দিগ্দাহ কহেন এবং আরো কহেন যে যে দেশে ঐ রূপ দিগ্দাহ হয় সে দেশের মঙ্গল হয় না। পৃথিবীর যে উত্তর ভাগে সূর্য্যের তেজ অধিক না লাগে সেখানে সময়ানুসারে এই দিগ্দাহ অনেকক্ষণ থাকে ও সূর্য্যের মত অন্ধকার নষ্ট করে।

—শনিবার ২৯ মে ১৮১৯/১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬

স্কুল সোসৈয়েটী।

কলিকাতা স্কুল সোসৈয়েটীর বাজে পাঠশালার গুরু ও বালকেরদিগের পরীক্ষার কারণ অনেক ২ ভাগ্যবন্ত ইংরাজ ও শহরস্থ ভাগ্যবন্ত বাঙ্গালী ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজা গোপীমোহন দেবের বাটীতে ২০ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার একত্র হইয়াছিলেন পরে শ্রীযুত গৌরমোহন পণ্ডিত ঐ সকল গুরু ও বালককে তাঁহারদিগের সম্মুখে আনাইয়া পরীক্ষা লইলেন পরে তাহা দেখিয়া সকল সাহেব লোক ও বাঙ্গালি লোক সন্তুষ্ট হইয়া সেই ২ গুরু ও বালকেরদিগের পরিতোষার্থে টাকা ও বহি দিতে আজ্ঞা করিলেন ঐ পণ্ডিত সাহেব লোকের আজ্ঞানুসারে গুরুদিগকে যথোপযুক্ত টাকা ও বালকেরদিগের বহি দিলেন সোসৈয়েটীর এই রূপ সুধারা দেখিয়া এবং বালকেরদিগের জ্ঞানোদয় দেখিয়া সভাস্থ ভাগ্যবন্ত বাঙ্গালি সকল সোসৈয়েটীর সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন।

আর গত শনিবার স্কুল সোসৈয়েটীর বিষয় ছাপিয়াছিলাম তাহার মধ্যে লিখা

গিয়াছিল যে কলিকাতা স্কুল সোসৈয়েটীর ও পাঠশালার কর্তৃত্ব করিতে শিক্ষা করিবার জন্যে মেং উইলার্ড সাহেবকে বর্দ্ধমান পাঠান গিয়াছে তাহাতে সেখানকার কাপ্তান ষ্টুআর্ট সাহেবের পত্র দ্বারা জানা গেল যে ঐ সাহেব বড় জ্ঞানী ও তৎকর্ম্মোপযুক্ত অতএব অনুমান হয় যে ঐ সাহেব যে পাঠশালার উপর কর্তৃত্ব করিবেন তাহার সুধারা অবশ্য হইতে পারে।

—শনিবার ৫ জুন ১৮১৯/২৪ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬

ইস্তাহার।

শ্রীযুত সেক্স পিয়র সাহেব এক ইস্তাহার দিয়াছেন যে কোম্পানির দুই হাজার গাড্ডি পাটনাই কাগজের প্রয়োজন আছে এবং যে ব্যক্তির বাসনা হয় তিনি মোং আলিপুর গিয়া সাহেবের সহিত এই বিষয় বন্দোবস্ত করিবেন।

—শনিবার ৫ জুন ১৮১৯/২৪ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬

জাহাজ আমদানী।

১ জুন তারিখে এক জাহাজ স্কটলণ্ড দেশহইতে কলিকাতায় পঁহুছিল তাহার পথে আসিতে পাঁচ মাস গত হইল।…

—শনিবার ৫ জুন ১৮১৯/২৪ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬

স্নানযাত্রা।

আগামি মঙ্গলবার ৮ জুন ২৭ জ্যৈষ্ঠ মোং মাহেশে জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা হইবেক। এই যাত্রা দর্শনার্থে অনেক ২ তামসিক লোক আবাল বৃদ্ধ বনিতা আসিবেন ইহাতে শ্রীরামপুর ও চাতরা ও বল্লভপুর ও আকনা ও মাহেশ ও রিসিড়া এই কএক গ্রাম লোকেতে পরিপূর্ণ হয় এবং পূর্ব্বদিন রাত্রিতে কলিকাতা ও চুচুঁড়া ও ফরাসডাঙ্গা প্রভৃতি শহর ও তন্নিকটবর্ত্তি গ্রামহইতে বজরা ও পিনিসও ভাউলে এবং আর ২ নৌকাতে অনেক ধনবান লোকেরা নানাপ্রকার গান ও বাদ্য ও নাচ ও অন্য ২ প্রকার ঐহিক সুখসাধন সামগ্রীতে বেষ্টিত হইয়া আইসেন পরদিন দুই প্রহরের মধ্যে জগন্নাথদেবের স্নান হয়। যে স্থানে জগন্নাথের স্নান হয় সেখানে প্রায় তিন চার লক্ষ লোক একত্র দাঁড়াইয়া স্নান দর্শন করে।

পুরুষোত্তমক্ষেত্র ব্যতিরেকে এই যাত্রা এমন সমারোহ অন্যত্র কোথাও হয় না।

—শনিবার ৫ জুন ১৮১৯/২৪ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬

গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ।

যাহারা গঙ্গাসাগর সোসৈয়েটীতে স্বাক্ষরকারী হইয়াছেন তাহারদের প্রতি ঐ সোসৈয়েটীর সেক্রটারী সাহেব এক ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন যে ১০ জুন তারিখেতে ঐ সোসৈয়েটীর অন্তর্গত লোকেরা টৌন হালে অর্থাৎ সাধারণ ঘরে একত্র হইয়া ঐ সোসৈয়েটীর বিষয় কিছু স্থির করিতে হইবে।

—শনিবার ৫ জুন ১৮১৯/২৪ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬

নতুন পুস্তক।

শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন হিন্দুস্থানী ছাপাখানাতে এক নূতন পুস্তক ছাপাইয়াছেন তাহার নাম ঔষধসারসংগ্রহ অথবা সচরাচর ব্যবহৃত ঔষধ নির্ণয় এ পুস্তক অতি উপকারক এবং ঐ পুস্তকের মধ্যে ছাপান্ন প্রকার ঔষধের বিবরণ ও তাহা খাইবার ক্রম সকল লিখিত আছে এবং কোন পীড়ায় কোন ঔষধ সেবন করা উপযুক্ত তাহাও লিখিত আছে। ইউরোপীয় বৈদ্যক শাস্ত্র বাঙ্গালা ভাষায় কেহ তর্জমা করে নাই এখন এই এক পুস্তক প্রকাশ হওয়াতে আমারদের ভরোসা হইয়াছে যে ক্রমে তাবৎ ইউরোপীয় বৈদ্যক শাস্ত্র বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ হইতে পারিবে এবং যদি এই ভরোসা সফল হয় তবে এতদ্দেশীয় লোকেরদের যথেষ্ট উপকার হইবে।

—শনিবার ৫ জুন ১৮১৯/২৪ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬

বৈদান্তিক।

৩০ মে তারিখে মোং খিদিরপুরে দেওয়ান মোতিচান্দের ঘরেতে অনেক ২ বৈদান্তিকেরা একত্র হইলেন ও সকলে আপনারদের মতের অনেক বিবেচনা ও প্রশংসা করিলেন ও স্বমত সিদ্ধ গান করিলেন। ঐ তারিখে ঐ স্থানে যত বৈদান্তিক লোক একত্র হইয়াছিলেন এত বৈদান্তিক লোক কখনও অন্যত্র একত্র হন নাই।

—শনিবার ১২ জুন ১৮১৯/৩১ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬

খুন।

মোং কলিকাতার চিতপুরে এক জন মালী অন্য এক ছোকরাকে আম্র পাড়িবার কারণ আম্রবৃক্ষে উঠাইয়া দিল। পরে ঐ ছোকরা ঐ বৃক্ষের কোটরে

কিছু আম্র লুকাইয়া রাখিয়া আর আম্র পাড়িয়া মালীকে দিল। মালী আম্র লইয়া আপন ঘরে গেল ইহা দেখিয়া ঐ ছোকরা বৃক্ষ হইতে আপনার লুক্কাইত আম্র পাড়িয়া লইয়া যায় ইহা দেখিয়া ঐ মালী আসিয়া ঐ ছোকরাকে এমত প্রহার করিল যে তাহাতে ঐ ছোকরা প্রাণত্যাগ করিল পরে মোকদ্দমা হইয়া ঐ ব্যক্তির ফাঁসি হইয়াছে আমরা শুনিয়াছি।

—শনিবার ১৯ জুন ১৮১৯/৬ আষাঢ় ১২২৬

মরণ।

মৃতুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য নানা শাস্ত্রীয় বিদ্যোপার্জন করিয়াছিলেন ও উপার্জনানুসারে বিদ্যা বিতরণ করিয়াছেন এবং মোং কলিকাতায় কোম্পানির কালেজের আরম্ভাবধি তাহার প্রধান পাণ্ডিত্য কর্ম্ম পাইয়া অনেক ২ বিশিষ্ট সন্তানেরদের অনৌপাধিক উপকার করত বহুকাল ক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং দুই তিন বৎসর হইল কালেজের পাণ্ডিত্য কর্ম্মেতে স্বসদৃশ পুত্রকে অভিষিক্ত করিয়া আপনি সুপ্রীমকোর্টের পাণ্ডিত্য কর্ম্ম করিতে ছিলেন পরে আট মাস হইল সুপ্রীমকোর্টের সাহেবেরদের নিকট বিদায় হইয়া তীর্থ দর্শনার্থ গিয়া কাশী প্রয়াগ গয়া প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করিয়া বাটী আসিতেছিলেন পথে মোং মুরশেদাবাদের নিকটে গঙ্গাতীরে জ্ঞানপূর্ব্বক পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

—শনিবার ১৯ জুন ১৮১৯/৬ আষাঢ় ১২২৬

নদীর পথরোধ।

পশ্চিম দেশ হইতে অনেক ২ খাদ্য সামগ্রী ও বাণিজ্যের আর ২ দ্রব্য যে পথে কলিকাতা প্রদেশে অন্য ২ বৎসর আসিত এই বৎসর সে পথ রোধ হইয়াছিল তৎপ্রযুক্ত এতদ্দেশে সে সকল দ্রব্য আসিতে পারে নাই সেইহেতুক সকল সামগ্রী দুর্ম্মূল্য আছে এবং সেই জন্যে মোং কলিকাতায় কুড়িটা জাহাজ লাগান আছে বাণিজ্যের দ্রব্য না পাইলে কি রূপে সে সকল জাহাজ বোঝাই হইয়া খুলিতে পারে। এখন ভরসা হয় যে সে পথ অতিশীঘ্র মুক্ত হইবেক তাহা হইলে খাদ্য দ্রব্যাদি সুলভ হইবেক।

—শনিবার ১৯ জুন ১৮১৯/৬ আষাঢ় ১২২৬

জাহাজ আমদানি।

গত বুধবারে এক জাহাজ ইংগ্লণ্ডহইতে তিন মাস একইশদিনে মোং কলিকাতাতে পঁহুছিয়াছে তাহাতে এই ২ সমাচার শুনা গেল।

শ্রীশ্রীযুতের স্ত্রী কলিকাতায় আসিবার কারণ ফেব্রুয়ারি মাসে ইংগ্লণ্ডহইতে প্রস্থান করিয়াছেন শীঘ্র পঁহুছিবেন।

—শনিবার ১৯ জুন ১৮১৯/৬ আষাঢ় ১২২৬

জগন্নাথ মঙ্গল।

মোং কলিকাতাতে জগন্নাথ মঙ্গল নামে এক নূতন পাঁচালি গান সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে জগন্নাথ দেবের সকল বিবরণ আছে এবং রাগ ও রাগিনী ও তাল মানেতে পূর্ণ অদ্যাপি সর্ব্বত্র প্রকাশ হয় নাই।

—শনিবার ১৯ জুন ১৮১৯/৬ আষাঢ় ১২২৬

কালেজ।

মোং কলিকাতার কোম্পানির কালেজে আঠার জন ইংগ্লণ্ডীয় সাহেবেরদের ইস্তাহাম হইয়াছে তাঁহারা ইস্তাহামে সুন্দর উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং কালেজহইতে বিদায় হইয়াছেন অল্প দিনের মধ্যে তাঁহারা কোম্পানির উপযুক্ত মত কর্ম্ম পাইবেন। এই বৎসর দুই জন সাহেব সংস্কৃত বিদ্যাতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

বৎসর ২ এই নিয়ম আছে যে ইস্তাহামের পর যে তিন জন প্রত্যেক ভাষাতে সকলহইতে অধিক গুণবান হন তাঁহারা নিরূপিত সময়ে কোন এক কথার বিষয়ে কথোপকথন করেন সে সময়ে শ্রীশ্রীযুত ও কলিকাতাস্থ ইংগ্লণ্ডীয় তাবৎ ভাগ্যবান এবং অন্য ২ তাবৎ সম্ভ্রান্ত ও ভাগ্যবান লোক ও পণ্ডিত লোকেরা সকলে একসভাস্থ হন। এবং যাহারদের ইস্তাহাম হইয়া থাকে শ্রীশ্রীযুত তাহারদিগকে ডাকিয়া সম্ভ্রমের চিহ্ন দেন এবং তাহারা শ্রীশ্রীযুতহইতে ঐ সময়ে কালেজের সহী পান। যাহারা কালেজহইতে বাহির হন তাহারা এই রূপে উপযুক্ত কর্ম্ম পান। শ্রীশ্রীযুতের সাক্ষাৎ কারে যে দিন কথোপকথন হইবে তাহার দিন স্থির হয় নাই কিন্তু বুঝি এক মাসের মধ্যেই হইবেক দিন স্থির হইলে সমাচার দেওয়া যাইবেক।

—শনিবার ২৬ জুন ১৮১৯/১৩ আষাঢ় ১২২৬

শ্রীশ্রীযুতের স্ত্রীর আগমন।

গত শুক্রবারে কলিকাতাতে সমাচার আইল যে ইংগ্লণ্ডহইতে উআটরলুনামে জাহাজ মোং গঙ্গাসাগরে পঁহুছিয়াছে সে জাহাজ ১ মার্চ তারিখে ইংগ্লণ্ড ছাড়িয়াছিল আসিতে পথে কেবল তিনমাস ষোল দিন লাগিল। সেই জাহাজে শ্রীশ্রীযুতের স্ত্রী আসিয়াছেন অনেক দিনপর্য্যন্ত লোকেরদের মনে ভরোসা দিনে ২ হইতে ছিল যে তিনি অমুক জাহাজে আসিবেন সে ভরোসা উৎপন্ন হইয়াই নষ্ট হইতে ছিল কিন্তু তিনি এইবার সত্য উআটরলু জাহাজে আসিয়া পঁহুছিয়াছেন।

গত শনিবার শ্রীশ্রীযুত সেই সমাচার শুনিবামাত্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন গঙ্গাসাগরের অর্দ্ধেক পথে যাইতে উভয়তঃ সন্দর্শন হইল। সোমবারে তাহারা দুই জন কলিকাতার সম্মুখে পঁহুছিলেন ও দুই প্রহর এক ঘড়ীর সময়ে শ্রীশ্রীযুত ও তাহার স্ত্রী গাড়িতে আরোহণ করিয়া আপন ঘরে পঁহুছিলেন তিনি যখন কলিকাতার মৃত্তিকাতে প্রথম পদার্পণ করিলেন তখন কিল্লাতে তোপ হইল।

—শনিবার ২৬ জুন ১৮১৯/১৩ আষাঢ় ১২২৬

ইংগ্লণ্ড দেশের পুস্তক বিক্রয়।

যেমত কলিকাতায় লোকেরা পুস্তক প্রস্তুত করিয়া ছাপাইয়া বিক্রয় করে সে মত ইংগ্লণ্ডে হয় না। ইংগ্লণ্ডের এই ধারা আছে যে যে ব্যক্তি কোন নূতন গ্রন্থ সৃষ্টি করে সে গ্রন্থ বিক্রয়কর্ত্তার নিকটে দেখায়। সে ব্যক্তি ঐ গ্রন্থের দোষ গুণ বিবেচনা করিয়া ও লোকেরদের গ্রাহ্যাগ্রাহ্য বুঝিয়া তাহার উপযুক্ত মূল্য দিয়া লয়। পরে ছাপাওয়ালার নিকটে ছাপার খরচ দিয়া ঐ গ্রন্থ ছাপাইয়া আপনি বিক্রয় করে। কোন গ্রন্থের মূল্য বিশ হাজার কোন গ্রন্থের মূল্য ত্রিশ হাজার টাকা বিক্রয়কর্ত্তা গ্রন্থকর্ত্তাকে দিয়া গ্রন্থ লয়। গত বৎসরে ইংগ্লণ্ডে এক ব্যক্তি গ্রন্থ বিক্রয়কর্ত্তা গ্রন্থকর্ত্তারদের স্থানে তিন লক্ষ বিশ হাজার টাকা দিয়া নানা পুস্তক কিনিয়া লইয়াছে। ইংগ্লণ্ডে এই রূপ বিদ্যার চলন ও তদ্বিষয়ে লোকেরদের আমোদ।

—শনিবার ২৬ জুন ১৮১৯/১৩ আষাঢ় ১২২৬

ডক্তর রবিসন সাহেবের মরণ।

গত সপ্তাহে রবিসন সাহেব মোং কলিকাতায় মরিয়াছেন তিনি কোম্পানির চিকিৎসক ও অতিবিজ্ঞ ছিলেন তিনি অনেক ২ গরীব লোকের বিনামূল্যে রোগ প্রতীকার করিয়াছেন এবং গত বৎসরে কুষ্ঠ লোকেরদের বিনামূল্যে চিকিৎসার কারণ যে এক চিকিৎসালয় হইয়া'ছ তাহার মূলীভূত ইনি ছিলেন।

—শনিবার ৩ জুলাই ১৮১৯/২০ আষাঢ় ১২২৬

রথ।

১১ আষাঢ় ২৪ জুন বৃহস্পতি বার মোং কলিকাতার পটোল ডাঙ্গায় যে ব্যক্তি রথ করিয়াছিল তাহার ভ্রাতৃপুত্র রথ চাপনে মারা পড়িয়াছে। লোকের ভিড়ে সে ব্যক্তি পড়িলে রথ তাহার উপর দিয়া গেল তাহাতে তাহার হাত ও পা ও পাঁজড়া ভাঙ্গিল পরে তাহাকে চিকিৎসালয়ে লইয়া গেল চিকিৎসক অনেক চেষ্টা করিল তাহাতে সে দিন জীবৎ ছিল পর দিন সে মরিল।

এবং বহু বাজারে এক ব্যক্তি কুম্ভকার রথের নীচে পড়িয়াছিল তাহাতে তাহার এক পামাত্র ভাঙ্গিয়াছে অনুমান হয় যে সে বাঁচিতে পারে।

আর এক বালকও পড়িয়াছিল কিন্তু সে রথের চাকার মধ্যে ২ যে স্থান আছে সেখানে রহিয়া সে বাঁচিয়াছে।

—শনিবার ৩ জুলাই ১৮১৯,২০ আষাঢ় ১২২৬

সুপ্রীমকোর্ট।

১৬ জুন তারিখে সুপ্রীমকোর্টের এই বৎসরকার মিসল খোলা গিয়াছে সেই সময়ে ঐ অদালতের দ্বিতীয় জজ শ্রীযুত সর ফ্রান্সিস মাকনাতন সাহেব এই মিসলে যে ২ কর্ত্তব্য তাহা গ্রান্দজুড়ির নিকট কহিলেন। তিনি অন্য ২ বিষয় সংক্ষেপে কহিলেন কিন্তু হপ্তকলমের বিষয়ে ও মিথ্যা সাক্ষির বিষয়ে বিস্তারিত কহিলেন যেহেতুক হপ্তকলমে লোক দিন ২ বাড়িতেছে এই নিমিত্ত সেই দোষ নিবারণ অত্যাবশ্যক যেপ্রযুক্ত কলিকাতা এক মহাবাণিজ্যস্থান ঐ বাণিজ্য কেবল পরস্পর লোকেরদের স্বাক্ষরে প্রত্যয় করিয়া চলিতেছে অতএব যদ্যপি ইহার মধ্যে হপ্তকলমে প্রবিষ্ট হয় তবে সে প্রত্যয় ভঙ্গ হইয়া বাণিজ্য ব্যাঘাত হইতে পারে। ইংগ্লণ্ড দেশে ব্যবস্থানুসারে হপ্তকলমে ব্যক্তির ফাঁসী নিত্য দেওয়া যায়

কিন্তু এ দেশে সে ব্যবস্থা নাই ও তদনুসারে সে রূপ দণ্ডও নাই কিন্তু হপ্তকলমে সাবুদ হইলে পর বেঙ্কুলনে অথবা সমুদ্রের অন্য এক দূর দ্বীপে তাহাকে পাঠাইয়া দেয় কিন্তু তাহারা সেখানে পঁহুছিলে কলিকাতাহইতেও অধিক সুখে কালক্ষেপ করে অতএব সেখানে পাঠাইলে লোকেরদের কিছু শাস্তি হয় না। তৎপ্রযুক্ত শ্রীযুত মাকনাতন সাহেব কহিলেন যে যদি হপ্তকলমে ব্যক্তিকে হরিণবাড়ীতে কএদ রাখা যায় কিম্বা এমন কোন স্থান করা যায় যে সেখানে অন্য মনুষ্যের মুখ্য কর্ম্ম। যাতায়াত না থাকে ও সেখানহইতে বাহির হইবার পথ না থাকে এমন স্থানে একাকী কএদ রাখা যায় তবে তাহারদের উপযুক্ত দণ্ড হয়।

আরো তিনি কহিলেন কলিকাতার ছোট অদালতে অনেক ২ কর্ম্মপ্রযুক্ত সকল বিষয়ের তদারক ভাল হয় না। আঢাই শত টাকার নীচের মোকদ্দমা সেখানে [যেখানে] হয় সেখানে মিথ্যা সাক্ষী এত হইয়াছে যে তাহারদের সেই এ ং ঐ অদালতের এমন অকীর্ত্তি হইয়াছে যে যদি কেহ সেখানে সত্য সাক্ষ্য দেয় তথাপি তাহার অখ্যাতি লোকেরা করে।

—শনিবার ৩ জুলাই ১৮১৯/২০ আষাঢ় ১২২৬

বাঙ্গালবাঙ্ক।

৩ জুলাই তারিখে বাঙ্গালবাঙ্কের সেক্রটারি শ্রীযুত মারলি সাহেব ইস্তাহার দিয়াছেন যে গত ছয় মাসের কারণ বাঙ্গালবাঙ্কেতে যাহারদের টাকা আছে তাহারা শতকরা নয় টাকার হিসাবে সুদ পাইবেক অর্থাৎ প্রত্যেক দশ হাজারি ভাগের সুদ চারিশত পঞ্চাশ টাকা।

—শনিবার ১০ জুলাই ১৮১৯/২৭ আষাঢ় ১২২৬

বাণিজ্য।

এই বৎসর কলিকাতায় অত্যল্প তুলা আমদানী হইয়াছে। লোকেরা তাহার কারণ এই স্থির করিয়াছিল যে মাথাভাঙ্গা খাল বন্ধ ছিল কিন্তু এখন মাথাভাঙ্গা খোলা গিয়াছে তথাপি তুলা আমদানী আর হইল না ইহাতে বুঝা যায় যে সে অঞ্চলে তুলার ফসল অল্প হইয়াছে। সম্প্রতি কলিকাতায় তুলার মোন উনিশ টাকা হইয়াছে। যে তুলা এ বৎসর এ দেশে আসিয়াছে তাহাতে এদেশের খরচে কুলাইবে না অন্য দেশে পাঠাইবার কল্প কি।

যত তুলা পশ্চিম দেশহইতে কলিকাতায় আসিতেছে সে সকল কলিকাতা-

পর্য্যন্ত প্রায় পঁহুছে না পথেই বিক্রয় হইতেছে। বোম্বাইতে ও এই মত তুলা মহার্ঘ্যহইয়াছে।

সম্প্রতি চিনি ও তণ্ডুলের মূল্য কিঞ্চিৎ অল্প হইয়াছে ও আফীমের মূল্য কিছু অধিক হইয়াছে ও নীলের দাম এক শত চল্লিশ অবধি এক শত পঁয়তাল্লিশপর্য্যন্ত মোনকরা তাঁবা এক শত দশ অবধি এক শত বিশপর্য্যন্ত মোনকরা চলিতেছে।

বিলাতি জিনিসের দাম দিনে ২ বাড়িতেছে যে রূপ পুর্ব্বে বিলাতি জিনিস আমদানী হইত সে রূপ আর হয় না সে রূপ আর এখানে আসিবে না বুঝা যায়।

১ জুলাই মোং কলিকাতার একইশ জাহাজ বিলাতে যাইবার কারণ প্রযুক্ত ছিল। সাতচল্লিশ জাহাজ ভাড়া কিম্বা বিক্রয় কারণ প্রস্তুত আছে।

—শনিবার ১০ জুলাই ১৮১৯/২৭ আষাঢ় ১২২৬

[শহর কলিকাতার খাজনা আদায়।]

শ্রীযুত নওয়াব প্রবলপ্রতাপগবরনর জানরেল বাহাদুরের কৌসলের মজলিসের সন ১৮১৯ সালের ২৮মে তারিখের প্রকাশিত হুকুম মতাবক ও সাহেবান আলিসান বোর্দরিবন্যুর হুকুমানুসারে শহর কলিকাতার সকল বাসিন্দা লোকের জানিবার কারণ ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে নীচের লিখিত শহর মজকুরের মতালক ডিহি হায়ের খেরাজী জমীনের মালীকানের বেহেতরি ও হিতের পর নজর করিয়া ঐ সকল মালিকান মজকুর পাট্টা ওগয়রহ দস্তাবেজাতের দ্বারার সরকারের খাজনা আদায় স্থরতে যে সকল জমী তাহারদিগের দখলে আছে এইক্ষণে এমন নিৰ্দ্ধার্য্য করা গেল যে ১৫ পোনের সনের খাজনা কিম্মত স্বরূপ সরকারের লইয়া জমী মজকুরানের লাখেরাজী সনন্দ মালিকানকে দেওয়া যায় অতএব যে কেহ লাখেরাজী সনন্দ লইবার বাসনা উপরির লিখিত মতানুসারে আর যে কেহ খাজনা আদায় ও পাট্টা বহাল রাখনের ইচ্ছা সাবেক দস্তুর মত রাখে উহারদিগের উচিত যে আপন ২ সম্মতির দরখাস্ত এক প্রার্থনা সম্বলিত শহর মজকুরের কালেক্তর সাহেবের হজুরে দাখিল করে। ১

১ ডিহি বাজার কলিকাতা। ১

২ ডিঃ আওল কলিকাতা। ১

৩ ডিঃ দুএম কলিকাতা। ১

৪ ডিঃ আড়পুলি সেওয়ায়।
কিং খীদিরপুর। ১
৫ ডিঃ শিমলিয়া। ১
৬ তাং স্থতালুটি ওগয়রহ। ১
৭ সাহেবান বাগিচা মতালকে শহর কলিকাতা। ঃ
৮ ডিঃ ব্রজী মতালকে শহর কলিকাতা। ১
৯ ডিঃ ইটালি মতালকে কলিকাতা। ১
ইতি তাং ২ মাহ জুলাই সন ১৮১৯ ইং বোর্দরিবন্থুর হুকুমে।

—শনিবার ১৭ জুলাই ১৮১৯/৩ শ্রাবণ ১২২৬

শ্রীশ্রীযুতের প্রশংসাপত্র।

গত শনিবারে ২৪ জুলাই ১০ শ্রাবণ বাং দশ ঘড়ীর সময়ে ইংগ্লণ্ডীয় ভাগ্যবান লোকেরা শ্রীশ্রীযুতের ঘরে একত্র হইয়াছিলেন এবং গত বৎসরে যেমন কলিকাতাস্থ ভাগ্যবান লোকেরা গত যুদ্ধের বিষয়ে শ্রীশ্রীযুতের এক প্রশংসাপত্র প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে শুনাইয়াছিল তেমন মান্দরাজস্থ ভাগ্যবান লোকেরা শ্রীশ্রীযুতের এক প্রশংসাপত্র প্রস্তুত করিয়া সম্প্রতি পাঠাইয়াছিল সেই পত্র ঐ তারিখে শ্রীযুত মেজর ব্লাকর সাহেব শ্রীশ্রীযুতকে শুনাইয়াছেন। ঐ পত্রে তিন শত চৌরাশি লোকের স্বাক্ষর ছিল।…

—শনিবার ৩১ জুলাই ১৮১৯/১৭ শ্রাবণ ১২২৬

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

২ জুলাই শ্রীযুত দললিউ জে তরক্কান্দ সাহেব কলিকাতার কোর্ট আপীলের রেজেষ্টর হইয়াছেন।

—শনিবার ৩১ জুলাই ১৮১৯/১০ শ্রাবণ ১২২৬

শ্রীশ্রীযুত।

গত রবিবারে মোং কলিকাতায় শ্রীশ্রীযুত গির্জার সময়ে পীড়িত হইয়া আপন ঘরে গিয়াছিলেন তাহাতে সকল লোক উদ্বিগ্ন হইয়াছিল গির্জা সমাপ্ত না হইতে শ্রীশ্রীযুতের নিকট হইতে তাঁহার স্বাস্থ্য সমাচার আইল এবং সোমবারে আরো সমাচার আইল যে শ্রীশ্রীযুত সুস্থ হইয়া কর্ম্মে বসিয়াছেন এবং বুধবারে

তাঁহার এমত স্বাস্থ্য বোধ হইয়াছিল যে তিনি ঐ দিনে মোং চানকের বাটীতে আসিয়াছেন।

—শনিবার ৭ আগস্ত ১৮১৯/২৪ শ্রাবণ ১২২৬

কুষ্ঠিরদের চিকিৎসালয়।

কুষ্ঠি লোকেরদের বিনা মূল্যে চিকিৎসার কারণ এক চিকিৎসালয় প্রস্তুত হইবেক তদর্থে শ্রীযুত কালীশঙ্কর ঘোষাল পাঁচ হাজার টাকা দিয়াছেন ইহা আমরা গত বৎসরে ছাপাইয়াছিলাম সম্প্রতি এই বৎসরে সেই কর্ম্মে বিশ বাইশ হাজার টাকা সঞ্চিত হইয়াছে এবং দুই তিন শত কুষ্ঠ লোকরদের পৃথক ২ বাস করিবার কারণ দুই তিন শত কুঠরী প্রস্তুত করিবার উদ্যোগ হইতেছে।

—শনিবার ৭ আগস্ত ১৮১৯/২৪ শ্রাবণ ১২২৬

কালেজের ইস্তাহাম।

শ্রীশ্রীযুতের শরীরাপাটব প্রযুক্ত মোং কলিকাতার কালেজের ইস্তাহাম গত সোমবারে হয় নাই কিন্তু আগামী সোমবারে হইবেক।

—শনিবার ৭ আগস্ত ১৮১৯/২৪ শ্রাবণ-১২২৬

জাহাজ।

১ আগস্ত তারিখে মোং কলিকাতার ঘাটে এক শত সাতাইশ জাহাজ ছিল তাহার মধ্যে আমেরিকার আট। ফরাশিসের পাঁচ ও পোর্ত্তুগীশরদের এক ও দিনামারেরদের দুই এবং ইংগ্লণ্ডীয়েরদের এক শত এগার।

—শনিবার ৭ আগস্ত ১৮১৯/২৪ শ্রাবণ ১২২৬

বাণিজ্য।

পশ্চিম দেশহইতে মোং কলিকাতায় যত তুলা আমদানি হইয়াছিল সে সকল এতদ্দেশে ব্যয় হইয়াছে জাহাজে পাঠাইবার কারণ তুলা অদ্যাপি খরিদ হয় নাই। এই হেতুক তুলার মূল্য কিঞ্চিৎ অল্প হইয়াছে।...

—শনিবার ৭ আগস্ত ১৮১৯/২৪ শ্রাবণ ১২২৬

স্কুলবুক সোসাইটির ইস্তাহার।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে ২ অঙ্কপুস্তক পূর্ব্বে স্কুলবুক সোসইটির দ্বারা ছাপা হইয়াছিল ঐ অঙ্কপুস্তক আর ২ নূতন ২ অঙ্ক আর্য্যার সহিত অধিক করিয়া

ছাপা হইয়াছে গুরু ও শিষ্যেরদিগের উপকারার্থে তাহার কিঞ্চিৎ পুস্তক বিক্রয় করা যাইবেক যে কোন লোকের লইবার আবশ্যক থাকে তবে সে কলিকাতার ধর্ম্মতলার রাস্তায় ১০০ নম্বরের বাটীতে আসিয়া এই ক্ষণে ক্রয় করিলে এবং পুস্তক কেবল আট আনা মূল্যে পাইবেক কিছুকাল গৌণে ঐ পুস্তকের মূল্য অধিক হইবেক। ইহার পর শুনিয়াছি যে ক্রমে ২ স্কুলবুকসোসইটির দ্বারা যে সকল কেতাব ছাপা হইবেক সেই সকল কেতাবো অল্প মূল্যে সেই স্থানেই পাইবেক যে ২ গুরু কলিকাতা স্কুল সোসইটির সঙ্গে মিলিত আছে তাহারদের ক্রয় করিবার প্রয়োজন নাই কেননা তাহারা বিনামূল্যে পাইবেক ইতি। সন ১৮১৯ সাল।

—শনিবার ১৪ আগস্ত ১৮১৯/৩১ শ্রাবন ১২২৬

নোট চুরি।

কমরস্যল বাঙ্কের খজাঞ্চী শ্রীযুত বাবু সূর্য্যকুমার ঠাকুরের তরফ পোদ্দারের এক জন মেঠ বহুবাজারের স্বর্ণবণিক জাতি শ্রীবিশ্বনাথ নন্দী সন ১৮১৯ সাল ৯ আগস্ত সোমবার এক লক্ষ টাকার কমরস্যল বাঙ্কনোট দশ কেতা ত্রেজরিতে বদল করিয়া বাঙ্গাল বাঙ্ক নোট আনিতে গিয়াছিল। এবং অন্য এক সাহেবের স্থানে সতর শত ছেষট্টি টাকা পাওনা ছিল গমন কালে ঐ টাকার রোক এক হাজার ছচল্লিশ ও সাত শত কুড়ি টাকার কমরস্যল বাঙ্কনোট লইয়া রোক হাজার টাকার এক তোড়া মুটের মাথায় দিয়া ত্রেজরির ঘরে গেল মুটের স্থানে হাজার টাকা নীচে রাখিয়া নোট বদল করিতে আপনি উপরে গেল। পরে ঐ সকল কমরস্যল বাঙ্কনোট বদল করিয়া বাঙ্গাল বাঙ্কনোট লইয়া অন্য দ্বার দিয়া পলাইল। মুটের স্থানে সে হাজার টাকা রহিল। পরে তাহার বিলম্ব হওয়াতে বাবুর তরফ লোক আসিয়া ঐ বিশ্বনাথ নন্দীর অনুসন্ধান করিতে লাগিল। তাহার অন্বেষণ না পাইয়া ত্রেজরির সাহেবেরদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কহিলেন যে এক লক্ষ টাকার কমরস্যল বাঙ্কনোট দিয়া বাঙ্গালবাঙ্ক নোট লইয়া গিয়াছে। ইহা শুনিয়া নীচে ঐ মুটেকে জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল যে আমি প্রায় দুই তিন ঘণ্টা এখানে আছি তিনি যে নোট বদলিতে উপরে গেলেন তাহার পর তাহার সাক্ষাৎ হয় নাই। পরে ঐ ব্যক্তি রোক হাজার টাকা লইয়া আসিয়া ঐ সকল বৃত্তান্ত বাবুকে কহিল। বাবু তাহাকে ধরিবার কারণ অনেক ২ চেষ্টা করিতেছেন। এবং সর্ব্বত্র সমাচার দিয়াছেন যে ঐ ব্যক্তিকে যে ধরিয়া দিতে

পারিবে সে হাজার টাকা বখশীশ পাইবেক। তাহার চেহারা এই তাহার বয়ঃক্রম অনুমান বত্রিশ বৎসর ও শ্যামবর্ণ ও মুখে দুই একটী বসন্তের দাগ আছে ও গোঁপ আছে ও মাথা টাকপাড়া।

—শনিবার ১৪ আগস্ত ১৮১৯/৩১ শ্রাবণ ১২২৬

হপ্তকলমে ধরা।

আমরা পূর্ব্বে ছাপিয়াছিলাম যে মোং কলিকাতাতে হপ্তকলমেরদের দুষ্টতা প্রযুক্ত কার্য্যের অনেক হানি হইতেছে। সম্প্রতি তাহারা আপনারদের অস্ত্রশস্ত্র ও অন্য ২ কারখানা সমেত ধরা পড়িয়াছে। তাহারদের নিবাস কালীঘাটের পূর্ব্ব। এখন অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে যে তাহারা এই সৎকর্ম্মে এক কোম্পানির মত হইয়াছিল তাহারদের মধ্যে ছয় জন বখরাদার ও তাহারদের কর্ম্মেরও বখরা ছিল তাহারা তিন জনে মিথ্যা নোট খুদিত আর দুই জন ছাপাইত শেষ জন পোদ্দার সে বাজারে ঐ নোট বিক্রয় করিত এই সকল কর্ম্ম তাহারা অতিশয় গুপ্তরূপে এমত করিত যে কেহই তাহার সন্ধান পাইত না তাহারদের সকল সরঞ্জাম মৃত্তিকার নীচে পোতা ছিল সেখানে এই ২ সকল জিনিস পাওয়া গেল। কাগজের উপরে ষ্টম্প করিবার কারণ এক মোহর এবং পাঁচ শত টাকার বাঙ্গাল বাঙ্ক নোট করিবার কারণ একটা প্লেট এবং পঁচিশ টাকার হিন্দুস্থানী বাঙ্ক নোট করিবার কারণ এক প্লেট। ইহাতে বুঝা যায় যে সেই কোম্পানির ভারি কর্ম্ম করিতে বাসনা ছিল। সেই কএক জন এখন জেলখানাতে কএদ আছে যাহারা তাহারদিগকে এখন ধরিয়াছে সে পেয়াদারদিগকে বাঙ্গাল বাঙ্কের অধ্যক্ষ পাঁচ শত টাকা বখশীশ দিয়াছে।

—শনিবার ১৪ আগস্ত ১৮১৯/৩১ শ্রাবণ ১২২৬

বিশ্বনাথ নন্দী।

পুনশ্চ সমাচার পাওয়া গেল যে ঐ গুণনিধি বিশ্বনাথ নন্দী মোং কলিকাতা হইতে পলাইয়া অনেক ২ স্থান ভ্রমণ করিয়া কুত্রাপি আশ্রয় না পাইয়া মোং হুগলিতে এক দোকানে বিশ্রাম করিতেছিলেন। তাঁহার কীর্ত্তি ও মূর্ত্তির বিবরণ পূর্ব্বে হুগলির সকল লোক জ্ঞাত হইয়াছিল ও তাহার জামীন যে ছিল সেও খবর দিল তৎপ্রযুক্ত তথাকার থানাদার আদরপূর্ব্বক তাঁহার দুই হাত এক করিয়া শ্রীযুত বাবু সূর্য্যকুমার ঠাকুরের নিকট সমর্পণ করিয়াছে। এখন তাহার শেষ দশা কি হইবে তাহা জানা যায় না হইলেই প্রকাশ হইবেক।

—শনিবার ১৪ আগস্ত ১৮১৯/৩১ শ্রাবণ ১২২৬

ছবি।

পুলোপিনাঙ্গবাসি শ্রীযুত কাপতান স্মিৎ সাহেব অতিসুন্দর হরিদ্বারের এক ছবি করিয়া শ্রীশ্রীযুতের স্ত্রীর নিকটে পাঠাইয়াছেন। যখন শ্রীশ্রীযুত হরিদ্বার মোকামে ছিলেন তৎকালীন হরিদ্বারের ছবি।...ঐ ছবি মোং কলিকাতাতে শ্রীশ্রীযুতের ঘরে আছে অনেক ২ ভাগ্যবান ইংগ্নণ্ডীয়েরা দেখিতে যান।

—শনিবার ১৪ আগস্ত ১৮১৯/৩১ শ্রাবণ ১২২৬

কালেজের ইস্তাহাম।

মোং কলিকাতায় শ্রীশ্রীযুতের ঘরে গত বৃহস্পতিবার ১৯ আগস্ত ৪ ভাদ্র তারিখে কোম্পানির কালেজের ইস্তাহাম হইয়াছে।

—শনিবার ২১ আগস্ত ১৮১৯/৬ ভাদ্র ১২২৬

কলিকাতার ছোট অদালত।

কলিকাতার ছোট অদালতে জানুআরি মাসে তিন হাজার ছয় শত বাহাত্তর মোকদ্দমা ছিল তাহার মধ্যে দুই হাজার তিন শত পঁচহত্তর মোকদ্দমা আপস নিষ্পত্তি হইয়াছে।

—শনিবার ২১ আগস্ত ১৮১৯/৬ ভাদ্র ১২২৬

বাঙ্গাল বাঙ্ক নোট লাভ।

৯ এবং ১৩ রোজে যে সকল বাঙ্গাল বাঙ্ক নোট ১০০০০০ টাকার চুরি গিয়াছিল সেই সকল বাঙ্কনোট পাওয়া গিয়াছে অতএব বাঙ্গাল বাঙ্কেতে ঐ সকল নোটের টাকা দেয়া যে বন্ধ করা গিয়াছিল সে বন্ধ উঠিয়াছে।

—শনিবার ২১ আগস্ত ১৮১৯/৬ ভাদ্র ১২২৬

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

...শ্রীযুত টি টি ব্লাকবর্ণ সাহেব কোম্পানির ত্রেজরির অধ্যক্ষের পেস্কার।...

শ্রীযুত ই বরী সাহেব সদর দেওয়ানী ও নিজামত অদালতের রেজেষ্টরের পেস্কার।...

শ্রীযুত জি ক্লর্ক সাহেব মোং কলিকাতার জজ সাহেবের পেস্কার।

—শনিবার ২৮ আগস্ত ১৮১৯/১৩ ভাদ্র ১২২৬

লাটরি।

গত মঙ্গলবারে লাটরি খেলাতে যে এক লক্ষ টাকা বাহির হইয়াছিল তাহা শ্রীযুত জেনেরাল স্টুয়ার্ট সাহেব পাইয়াছেন।

—শনিবার ২৮ আগস্ত ১৮১৯/১৩ ভাদ্র ১২২৬

নিমকের ইস্তাহার।

নিমকদপ্তর হইতে ইস্তাহার প্রকাশ হইয়াছে যে সোমবার ২০ সেপ্তম্বর তারিখে ও তাহার পর দিন যে পর্য্যন্ত নিকাশ না হয় তাবৎ মোং কলিকাতায় একশ্চেঞ্জ ঘরে কোম্পানির তের লক্ষ মোন নিমক বিক্রয় হইবেক প্রতিলাটে এক হাজার মোন বিক্রয় হইবেক ও প্রতি মোন বিরাশী সিক্কার ওজন ও বায়নার কারণ এক টাকা দাখিল করিতে হইবেক।

যে ২ স্থানে নিমক বিক্রয় হইবেক তাহার বেওয়া নীচের লিখিত মত দেখিবা।

হিজলী	৩০০০০০
তমলুক	২০০০০০
চব্বিশ পরগণা	২০০০০০
ভুলুয়া	১২০০০০
চাটীগ্রাম	৩০০০০
সালিখা	০
কটকপাঙ্গা	২০১৩৬৪
কটক করকচ	৮১২
মান্দরাজ পরিমিট	২৬৮৮৯
মক্কা	২১৬
সঙ্কবফোম	৪৯২
ক্রোকী	১৪৭
ক্রোকীনারায়ণগঞ্জ	৪৮০
	১৩০০০০০

—শনিবার ৪ সেতম্বর ১৮১৯/২০ ভাদ্র ১২২৬

সকল বিশিষ্ট লোকেরদিগকে সমাচার দেওয়া যাইতেছে।

শ্রীভগবদগীতা গ্রন্থ সংস্কৃত অষ্টাদশ অধ্যায় এবং তাহার প্রতিশ্লোকের যথার্থ অর্থ পয়ারে প্রতি সংস্কৃত শ্লোকের নীচে অত্যুত্তম রূপে মোং কলিকাতার বাঙ্গাল গেজেটি আপিসে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাপা করিয়াছেন। সে পুস্তকের মূল্য ৪৷৷০ সাড়ে চারি টাকা প্রতি পুস্তক বিক্রয় হইতেছে যে ২ মহাশয়ের দিগের ঐ পুস্তক লইতে মানস হইবেক তাঁহারা মোং কলিকাতাব জোড়াসাঁকোর পূর্ব্ব জোড়া পুখুরিয়ার নিকট শ্রীযুত জয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটিতে উপস্থিত হইয়া লইবেন। প্রতি পুস্তকের মূল্য জেলেদ সমেত লইলে ৪৷৷০ সাড়ে চারি টাকা দিতে হইবেক জেলেদ সমেত না লয়েন চারি টাকা দিলে পুস্তক পাইবেন। ইতি তারিখ ২০ ভাদ্র সন ১২২৬।

—শনিবার ৪ সেতম্বর ১৮১৯/২০ ভাদ্র ১২২৬

শ্রীশ্রীযুত।

শ্রীশ্রীযুত ইংগ্লণ্ডীয় বাদশাহ কলিকাতার শ্রীশ্রীযুতকে সংভ্রমের কারণ খেতাব ও ঐ খেতাবের অনুসারে এক তারাকার ভূষণ বিশেষ দিয়াছেন ঐ ভূষণ যাঁহারা পান তাঁহারা তাহা আপন বক্ষস্থলে ধারণ করেন তাহাতে যে যেমন সংভ্রান্ত তাহা জানা যায়।···

—শনিবার ৪ সেতম্বর ১৮১৯/২০ ভাদ্র ১২২৬

কলিকাতায় তুলার আমদানী।

১৯ আগস্ত অবধি ২৫ আগস্ত পর্য্যন্ত অর্থাৎ ছয় দিনের মধ্যে কলিকাতায় পোনর হাজার দুই শত ছয় মোন তুলার আমদানী হইয়াছে।

—শনিবার ৪ সেতম্বর ১৮১৯/২০ ভাদ্র ১২২৬

জাহাজ।

১ সেপ্তম্বর মোং কলিকাতায় নানা জাতিরদের একশত পচিশ জাহাজ ছিল। গত বৎসরে প্রথম আট মাসে পচাশী জাহাজ জিনিস বোঝাই করিয়া মোং ইংগ্লণ্ড হইতে বাঙ্গালাতে আসিয়াছিল। এই বৎসরের প্রথম আট মাসে পঞ্চান্ন জাহাজ আসিয়াছে অতএব পূর্ব্ব বৎসর হইতে এ বৎসরে ত্রিশ জাহাজ কম

আসিয়াছে তথাপি লোকেরা কহে যে এতদ্দেশে যে তণ্ডুলাদির দুর্ম্মূল্যতা সে কেবল ইংগ্লণ্ড দেশে রপ্তানি প্রযুক্ত।

—শনিবার ৪ সেতম্বর ১৮১৯/২০ ভাদ্র ১২২৬

গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ।

গত বুধবার ১ সেপ্তম্বর গঙ্গাসাগর উপদ্বীপের সম্প্রদায় একত্র হইলেন ও গত বৎসরের সকল বিবরণ শুনিলেন ও ঐ সম্প্রদায়ের অন্তঃপাতি যে চারি জন কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন সে চারি জনের বদলিতে অন্য চারি জন প্রবৃত্ত হইলেন সে চারিজনের মধ্যে তিন জন ইংগ্লণ্ডীয় একজন এতদ্দেশীয় তিনি শ্রীযুত রাজা গোপীমোহন দেব তাঁহার বদলে তাঁহার পুত্র শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব তাহার এক কর্ম্মকর্ত্তা হইয়াছেন। গঙ্গাসাগর উপদ্বীপের বন কাটিয়া সে স্থান সুন্দর প্রস্তুত হইতেছে শ্রীযুত জন পামর সাহেব ঐ উপদ্বীপের দক্ষিণ ভাগ সমুদায় বিশ বৎসরের কারণ বিনা করে ইজারা করিয়া লইয়াছেন ও এই করার করিয়াছেন যে এই বিশ বৎসরের মধ্যে গঙ্গাসাগরে লোকবসতি করাইব ও নানা ক্ষেত্রে শস্যাদি উৎপন্ন করাইব। এবং শ্রীযুত রাজা গোপীমোহন দেব ও শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর এই দুই জনে মিলিয়া ঐ করারে সেখানকার উত্তর পশ্চিম কোণে গঙ্গার তীরে আড়াই ক্রোশ পর্য্যন্ত ভূমি লইয়াছেন।

এই ২ সকল কারণ দেখিয়া আমারদের এমত ভরসা হয় যে গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ অতি শীঘ্র পুনর্ব্বার মনুষ্যেরদের অধিকারে আসিবে।

—শনিবার ৪ সেতম্বর ১৮১৯/২০ ভাদ্র ১২২৬

কলিকাতায় স্কুল সোসয়িটীর ইস্তাহাম।

গত সপ্তাহে শনিবারে ২০ ভাদ্র মোং কলিকাতার শ্রীযুত রাজা গোপীমোহন দেবের বাটীতে কলিকাতার বাঙ্গালা পাঠশালার বালকেরদের ইস্তাহাম হইয়াছে পূর্ব্বে নিজ কলিকাতা ও শ্রীরামপুর ও চুচুড়া প্রভৃতি নগরের পণ্ডিত ও ভাগ্যবান লোকেরদের আহ্বানার্থ এক ২ পত্র গিয়াছিল তাহাতে অনেক ২ পণ্ডিত ও জ্ঞানবান অথচ ভাগ্যবান ইংগ্লণ্ডীয় লোক ও বাঙ্গালি লোকেরদের সমাগম হইয়াছিল এবং দেড় শত বালক সেখানে প্রত্যেকে ইস্তাহাম দিয়াছিল তাহাতে সে সকল বালকেরদিগকে লিখা পড়াতে উপযুক্ত দেখিয়া সকলে সন্তুষ্ট হইলেন ও

তাহারদের শিক্ষকেরা প্রতিজন সরকার হইতে উপযুক্ত পারিতোষিক পাইয়া পরিতুষ্ট হইল। ঐ ইস্তাহাম সাড়ে তিন ঘণ্টার সময়ে আরম্ভ হইয়া ছয় ঘণ্টা পর্য্যন্ত হইয়াছিল।

—শনিবার ১১ সেতম্বর ১৮১৯/২৭ ভাদ্র ১২২৬

নূতন সমাচার।

গত রবিবার ইংগ্লণ্ডহইতে দুই জাহাজ মোং কলিকাতাতে পঁহুছিয়াছে সেই দুই জাহাজ তিন মাস নয় দিন ইংগ্লণ্ড ছাড়িয়াছিল তাহার অতিশীঘ্র পঁহুছনেতে আশ্চর্য্য বোধ হইল। ঐ জাহাজে এই সমাচার আসিয়াছে যে কোম্পানি বাহাদুর কলিকাতার শ্রীশ্রীযুতকে বিশ বছর পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর চল্লিশ হাজার টাকা পারিতোষিক দিবার কল্প করিয়াছিলেন এই বিষয় আমরা পূর্ব্বেও ছাপাইয়াছিলাম। ঐ বিষয় ইংগ্লণ্ডে বাদশাহের উকীলের নিকটে কোম্পানি বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তাহাতে ঐ উকীল কহিলেন যে বাঙ্গালা রাজ্যে তোমারদের অধিকার আর পোনর বৎসর পর্য্যন্ত আছে এই পোনর বৎসর তোমরা দিতে পারিবা তাহার পর পাঁচ বৎসর তোমরা কথা হইতে দিবা। ইহা শুনিয়া কোম্পানি মনে করিতেছেন যে শ্রীশ্রীযুতকে বিশ বৎসরের দেয় টাকা হিসাব করিয়া একেবারে দেন কিন্তু তাহার স্থির হয় নাই।

—শনিবার ১১ সেতম্বর ১৮১৯/২৭ ভাদ্র ১২২৬

স্কুলবুক সোসয়িটীর ইস্তা[হার]।

কলিকাতার স্কুলবুক সোসয়িটী ইস্তাহার দিয়াছেন যে মোকাম টওন হালেতে ইং ২১ সেতম্বর রোজ মঙ্গলবার বাং ৬ আশ্বিন বেলা সাড়ে নয় ঘড়ীর সময়ে কলিকাতা স্কুলবুক সোসয়িটির সচরাচর মজলিস মকরর হইবেক যাহার ইচ্ছা হয় এমত কার্য্যে ঐ সময়ে ঐ বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। ইতি তারিখ ১৬ সেতম্বর বাঙ্গালা ১ আশ্বিন বৃহস্পতিবার।

—শনিবার ১৮ সেতম্বর ১৮১৯/৩ আশ্বিন ১২২৬

নূতন পুস্তক।

সম্প্রতি দুই তিন বৎসর হইল মোং কলিকাতার হিন্দুরদের শাস্ত্রসিদ্ধ সহ-মরণের বিষয়ে কেহ ২ প্রতিবাদী হইয়াছেন তন্নিমিত্ত কলিকাতার শ্রীযুতবাবু

কালাচান্দ বসুজা এক নূতন পুস্তক রচনা করিয়া ছাপাইয়াছেন। সে পুস্তকে সহমরণ নিষেধকের কথা ও সমতসিদ্ধ মুনি প্রণীত বচন ও তাহার প্রত্যুত্তর স্বরূপ সহমরণ বিধায়কের বাক্য ও তাহারও স্বমত সিদ্ধ মুনি প্রণীত বচন আছে এবং বাঙ্গালা ভাষাতে তাহার তর্জমা আছে এবং সেই বিষয়ে ইংরাজী ভাষাতে পৃথক্ এক কেতাব অতি সুন্দররূপে তর্জমা। এই পুস্তক অত্যল্প দিন প্রকাশ হইয়াছে।

—শনিবার ১৮ সেতম্বর ১৮১৯/৩ আশ্বিন ১২২৬

হেষ্টিংস সাহেব বাহাদুর।

গত বৎসরে হেষ্টিংস সাহেব মারিয়াছেন যে হেষ্টিংস সাহেবের নাম এতদ্দেশে এমত খ্যাত যে বালকপর্য্যন্ত জানে। গত সোমবার কলিকাতাস্থ যাবদীয় ভাগ্যবান ইংগ্লণ্ডীয়েরা টৌন হালে অর্থাৎ সাধারণ ঘরে একত্র হইয়াছিলেন তাহার কারণ এই যে হেষ্টিংস সাহেবের সম্ভ্রমার্থ মোকাম কলিকাতায় কোন চিহ্ন স্থাপিত করেন। ঐ দিন সেই ঘরে অনেক ২ জ্ঞানবান লোকেরা হেষ্টিংস সাহেবের শত ২ প্রশংসাসূচক কথা কহিলেন ও যে ২ রূপ হেষ্টিংস সাহেব এই দেশ কোম্পানির অধিকারে আনিলেন ও নানা প্রকার বিরোধ শান্তি করিলেন ও যে ২ ব্যবহার করিলেন সে সকল বিষয়ে তাঁহারা প্রশংসা করিলেন। তাহার মধ্যে এক সাহেব এই রূপ কহিলেন যে আমি এই দেশে না ভ্রমন করিয়াছি এমত স্থান প্রায় নাই কিন্তু সর্বত্রই হেষ্টিংস সাহেবের নাম শুনিয়াছি এবং আমি এক প্রাচীন লোককে দেখিয়াছি যে সে আপন বালককে হেষ্টিংস সাহেবের নাম শিক্ষা করাইতেছিল এবং কোন স্থানে এমন বৃদ্ধ লোক দেখিয়াছি যে সে আপন দেবতা নমস্কার করিবার কালে হেষ্টিংস সাহেবের নাম উচ্চারণ করিতেছে। সেই সময়ে শ্রীযুত পামর সাহেব কহিলেন যে আঠার শত দুই সালে যখন হেষ্টিংস সাহেবের মোকদ্দমা সাড়ে সাত বৎসর পর্য্যন্ত ইংগ্লণ্ড হইয়া সাঙ্গ হইল তখন সুবে অযোধ্যার নবাব উজীর শাহ আদাতালী হেষ্টিংস সাহেবকে যাবজ্জীবন বৎসর ২ ষোল হাজার টাকা পাঠাইয়া দিতে বাসনা করিয়াছিলেন। পরে তৎকালীন কলিকাতার বড় সাহেব লর্ড মনিংতন বাহাদুর ও কোম্পানী বাহাদুর তাহাতে সম্মত ছিলেন কিন্তু হেষ্টিংস সাহেব আপনি স্বীকৃত হইলেন না। এই ২ রূপে নানা প্রকার কথোপকথন হইয়া শেষে ঐ একত্র মিলিত সাহেব লোকেরা ইহা স্থির করিলেন যে এই সমুদায় ভারতবর্ষের মহা রাজধানী

কলিকাতা নগরে মহাকীর্তিশালী হেষ্টিংস সাহেবের এক মূর্ত্তি থাকে এবং সেই মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে যে ব্যয় হইবেক সেই ব্যয়নীয় টাকার নিমিত্ত ভারতবর্ষের তাবৎ ভাগ্যবান লোকেরদিগকে আহ্বান করেন যে তাঁহারা সেই বিষয়ের চান্দার ফর্দে আপন ২ নাম স্বাক্ষর করেন।···

—শনিবার ১৮ সেতম্বর ১৮১৯/৩ আশ্বিন ১২২৬

নৌকাডুবি।

গত রবিবার সাড়ে দশ ঘণ্টা রাত্রির সময়ে দুই জন সাহেব এক ডিঙ্গিতে আরোহণ করিয়া পার হইতেছিলেন কিন্তু অত্যন্ত স্রোত প্রযুক্ত ঐ ডিঙ্গি এক জাহাজের নীচে লাগিয়া তৎক্ষণাৎ ভগ্ন হইয়া ডুবিয়া গেল এবং সাহেবরাও জাহাজের নীচে গেলেন পরে আর উঠিলেন না।

—শনিবার ২৫ সেতম্বর ১৮১৯/১০ আশ্বিন ১২২৬

কলিকাতা।

গত সপ্তাহে আমরা প্রকাশ করিয়াছি যে নৌকাডুবিতে দুই জন সাহেব লোক মারা পড়িয়াছে এই সপ্তাহে এক জন গোরা মিস্ত্রী এক নৌকায় চড়িয়া আপন জাহাজের নিকট গেল এবং উপর হইতে যে রসি ফেলিয়া দিল তাহা ধরিতে না পারাতে নৌকা জাহাজে লাগিয়া উল্টিয়া গেল তাহাতে ঐ গোরা মিস্ত্রী এবং নৌকার দাঁড়ি মাজিরা ডুবিয়া মরিয়াছে। এই সময়ে কলিকাতায় নৌকাযোগে গমনাগমন করা অতিদুঃসাধ্য যেহেতুক অতিশয় স্রোত এবং অনেক জাহাজ আর তাহার মধ্যে ছোট ২ নৌকার উপর অনেক লোক আরোহণ করিয়া সর্ব্বদা গমনাগমন করিতেছে ইহাতে যে অধিক লোক নৌকাডুবিতে না মরে এই আশ্চর্য্য।

—শনিবার ২ আক্‌টোবর ১৮১৯/১৭ আশ্বিন ১২২৬

নর্ত্তকী।

শহর কলিকাতায় নিকী নামে এক প্রধান নর্ত্তকী ছিল কোন ভাগ্যবান লোক তাহার গান শুনিয়া ও নৃত্য দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া এক হাজার টাকা মাসে বেতন দিয়া তাহাকে চাকর রাখিয়াছেন।

—শনিবার ১৬ আক্‌টোবর ১৮১৯/১ কার্ত্তিক ১২২৬

আত্মহত্যা।

৭ আকৃটোবর বৃহস্পতিবার মোং কলিকাতার পটলডাঙ্গায় সাঁকারিটোলায় রামমনি নামে এক হিন্দু স্ত্রিলোক আপন ঘরে গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে ইহার পূর্ব্বে আটার মাস তাহার পুত্র মরিয়াছিল সেই শোকে সে সর্ব্বদা বলিত যে আমি এ শোক সহ্য মরিতে [করিতে] পারি না ইহাতে আমি আত্মহত্যা হইব পুনঃ২ এই কথা কহাতে লোকেরা প্রায় বিশ্বাস করিতে না কিন্তু শেষে সকলে দেখিল। —শনিবার ১৬ আকৃটোবর ১৮১৯/১ কার্ত্তিক ১২২৬

খুন।

গত শনিবার ৯ অকৃটোবর তারিখে পটলডাঙ্গার মলঙ্গাতে মনিক নামে এক মুসলমানের কন্যা খুন হইয়াছে তাহার বিস্তারিত এই সনাউল্লা নামে এক জন খেজমতগারের সহিত ঐ কন্যার সম্বন্ধ পত্র হইয়াছিল পোনর দিন হইল ঐ খেজমতগার কন্যার মাতার নিকট গিয়া বিবাহ দিতে ত্বরা করিল এবং কহিল যে এই পক্ষের মধ্যে শুভকর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হইবে তাহাতে কন্যার মাতা কহিল যে আমি এই পক্ষের মধ্যে বিবাহ দিতে পারি না কিন্তু দিব্য করিতেছি যে এই মহরমের মধ্যে বিবাহ দিব তাহার মরণের দিন বৈকালে ঐ কন্যা ও তাহার মাতা বেড়াইয়া রাত্রে আপন ঘরে শয়ন করিয়াছিল। কতক রাত্রে কন্যার ছটপটানিতে ও শরীরে রক্ত লাগাতে কন্যার মাতা উঠিল এবং জ্যোৎস্নাতে দেখিল যে সনাউল্লা এক ছোরা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে পরে আপন কন্যার নিকট গিয়া দেখিল যে তাহার গলা কাটিয়া খুন করিয়াছে। সনাউল্লা যখন দেখিল যে কন্যার মাতা আমাকে দেখিয়াছে তখন জনরব না হইতে২ ঐ বাটীতে আর এক ছোট ঘরে প্রবেশ করিয়া আপন গলায় ছুরি দিল কিন্তু মরিল না পরে থানাদার আসিয়া এই সকল দেখিয়া ঐ ব্যক্তিকে হাঁসপাতলে পাঠাইয়া দিল এবং ঔষধি দিয়া তাহাকে কিঞ্চিৎ সুস্থ করিয়া কলিকাতার জেলখানায় কয়েদ রাখিয়াছে আগামী মিসিলে তাহার মোকদ্দমা হইবে।

—শনিবার ১৬ আকৃটোবর ১৮১৯/১ কার্ত্তিক ১২২৬

বাণিজ্য।

গত সপ্তাহে অন্য ২ দেশ হইতে কিছু তুলা কলিকাতায় আইসে নাই এবং গত দুই সপ্তাহের মধ্যে কেবল পাঁচ হাজার মোন তুলা কলিকাতায় আসিয়াছে।

ইহাতেও তাহার মূল্য প্রতি মোন চারি আনা করিয়া ন্যূন হইয়াছে।

এখানকার তুলা চীন দেশে ও ইংগ্লণ্ড দেশে অধিক যায় গত বৎসর হইতে এ বৎসর ঐ দুই দেশেতে অতি অল্প তুলা গিয়াছে গত বৎসর চীন দেশে বাষট্টি হাজার এক শত সাতান্ন গাঁটি গিয়াছিল এ বৎসর কেবল বিশ হাজার তিন শত ছেচল্লিশ গাঁটি গিয়াছে এবং গত বৎসর ইংগ্লণ্ডে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার আট শত তিরানব্বই গাঁটি গিয়াছিল এ বৎসর কেবল তেইশ হাজার এক শত ছয় গাঁটি গিয়াছে।

—শনিবার ১৬ আক্‌টোবর ১৮১৯/১ কার্ত্তিক ১২২৬

ইস্তাহার।

২১ আক্‌টোবর তারিখে শ্রীশ্রীযুতের আজ্ঞাতে এক ইস্তাহার হইয়াছে যে কোম্পানির এই দেশের কর্জ্জ পরিশোধনার্থে যে ২ সাহেব লোকেরা নিযুক্ত হইয়াছেন তাহারদের নিকট যে ২ ব্যক্তি কোম্পানির কাগজ দাখিল করিয়া টাকা লইতে চাহে তাহারা মোং কলিকাতায় শ্রীযুত গ্লাস সাহেবের নিকট চিঠী লিখিবে এবং সে চিঠীর মধ্যে এই লিখিবে যে কি দরে তাহারা কোম্পানির কাগজ বিক্রয় করিতে পারে।

—শনিবার ২৩ আক্‌টোবর ১৮১৯/৮ কার্ত্তিক ১২২৬

আক্‌টোবর মাসে এ দেশে যে ২ আশ্চর্য্য কর্ম্ম হইয়াছে সে এই।

…১১ আক্‌টোবর ১৭৩৬ সনে কলিকাতায় এমত এক ঝড় হয় যে কোম্পানির আটখান জাহাজ এবং অন্য ২ দেশীয়েরদের ত্রিশখান জাহাজ ও ত্রিশ হাজার লোক মারা যায়।

—শনিবার ২৩ আক্‌টোবর ১৮১৯/৮ কার্ত্তিক ১২২৬

ডাক বেহারা।

পূর্ব্বে লোকের প্রয়োজনানুসারে কোম্পানি উপযুক্ত মূল্য লইয়া ডাক বেহারা দিতেন তাহাতে কোনহ স্থানে দেড় টাকা ক্রোশ ছিল ও কোনহ স্থানে তাহার অধিকও ছিল কিন্তু সংপ্রতি কোম্পানি হুকুম করিয়াছেন যে এক ক্রোশ যাইতে এক টাকার অধিক লাগিবেক না এবং তার মধ্যে তৈল ও মসাল ইত্যাদি সকল খরচ।

—শনিবার ৩০ আক্‌টোবর ১৮১৯/১৫ কার্ত্তিক ১২২৬

ওলাউঠা।

গত শনিবার মোং কলিকাতা মুসলমানেরদের মহরমে বার জন যুবা ও তিন জন ছোকরা বাদ্যকর বাদ্য করিতে আসিয়াছিল পরে তাহারদের সকলের ওলাউঠা এককালে হওয়াতে এক জন মরিলে তৎক্ষণাৎ এক সাহেবের নিকটে সে সমাচার গেল ঐ সাহেব আসিয়া ঔষধি দ্বারা বাকী চৌদ্দ জনকে সুস্থ করিয়াছে।

—শনিবার ৬ নবেম্বর ১৮১৯/২২ কার্ত্তিক ১২২৬

দরবার।

গত বুধবার মোকাম কলিকাতাতে শ্রীশ্রীযুতের ঘরে দরবার হইয়াছিল অর্থাৎ কলিকাতাস্থ তাবৎ ভগ্যবান [ভাগ্যবান] লোক ও অন্য ২ প্রদেশীয় রাজা ও জমীদার প্রভৃতিরদের উকীলেরা ঐ তারিখে শ্রীশ্রীযুতের নিকটে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। এই প্রকার দরবার সম্বৎসরে দুই একবার হয় এই দরবার ব্যতিরিক্ত অন্য দরবার হইয়া থাকে তাহাতে কেবল ইংগ্লণ্ডীয়েরা শ্রীশ্রীযুতের সাক্ষাৎ করিতে যান।

—শনিবার ৬ নবেম্বর ১৮১৯/২২ কার্ত্তিক ১২২৬

জাহাজ।

১ নবেম্বর তারিখে মোং কলিকাতায় এক শত তেষট্টি জাহাজ ছিল তাহার মধ্যে এগার আমেরিকার জাহাজ ও সাত ফ্রান্সীয়েরদের জাহাজ পাঁচ পোর্ত্তুগীশেরদের দুই দিনামারেরদের পোনের আরবদেশীয়েরদের। অবশিষ্ট ইংগ্লণ্ডীয়েরদের তাহার মধ্যে চৌয়াল্লিশ জাহাজের ক্রেয়া হয় নাই।

—শনিবার ৬ নবেম্বর ১৮১৯/২২ কার্ত্তিক ১২২৬

গত বড় সাহেবের বেতন।

শ্রীযুত লর্ড মিণ্টুর পূর্ব্বে শ্রীযুত সর জন বার্লো সাহেব কতক দিন পর্য্যন্ত মোকাম কলিকাতার বড় সাহেবী করিয়াছেন তিনি এখন ইংগ্লণ্ডে আছেন এখন শ্রীশ্রীযুত কোম্পানির অধ্যক্ষ সাহেবেরা তাহাকে যাবজ্জীবন প্রতি মাসে এক হাজার টাকা করিয়া পারিতোষিক দিতে স্বীকার করিয়াছেন।

—শনিবার ৬ নবেম্বর ১৮১৯/২২ কার্ত্তিক ১২২৬

চান্দনি চকের বাজার।

৮ নবেম্বর তারিখে বড় অদালতের শ্রীযুত ই সি মাকনাতন সাহেব ইস্তাহার দিয়াছেন যে চান্দনি চকের বাজার এক বৎসরের কারণ ইজারা দিবেন।

—শনিবার ১৩ নবেম্বর ১৮১৯/২৯ কার্ত্তিক ১২২৬

নূতন বাদ্য।

কতক দিন হইল ইংগ্লণ্ড দেশহইতে এক প্রকার নূতন বাদ্যের যন্ত্র মোং কলিকাতায় আসিয়াছে সে বাদ্যের যন্ত্র শ্রীশ্রীযুতের ঘরের সম্মুখে থাকে তাহাতে এক চাবি আছে সেই চাবি ঘুরাইলে ক্রমে দুই শত প্রকার পৃথক বাদ্যযন্ত্র হয় এবং ইংগ্লণ্ড দেশে প্রসিদ্ধ যে ২ কতক গান আছে সে গান পৃথক ২ ঐ বাদ্যেতে বাজে এবং সেই ২ গানের মধ্যে যখন তূরী বাজাইতে হয় তখন তূরী আপনি বাজে ও যখন বাঁশী বাজাইতে হয় তখন আপনি বাঁশীর শব্দ হয় এবং যখন ঢোল বাজাইতে হয় তখন আপনি সে ঢোল বাজে ইত্যাদি নানা প্রকার বাদ্য একবার মাত্র চাবি ঘুরাইলেই বাজে। সে বাদ্য যখন যে শুনে সে তখনি চমৎকৃত হয় যেহেতুক একবারমাত্র সে যন্ত্র স্পর্শ করিলে দ্বিতীয়বার স্পর্শ করিতে হয় না কিন্তু দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত নানা প্রকার বাদ্যের মিষ্ট স্বর নির্গত হইতে থাকে।

—শনিবার ২০ নবেম্বর ১৮১৯/৬ অগ্রহায়ণ ১২২৬

কলিকাতা।

মোং কলিকাতার চড়কডাঙ্গায় সাতাঁর বাগানে ভগীরথ নামে এক ব্যক্তি হিন্দু আপনি আপন গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে সাক্ষিরদের প্রমুখাৎ শুনা গেল যে ঐ ব্যক্তি অতিশয় মাতোয়ালা ছিল এবং নিত্য কহিত যে আমি আপনি আপনাকে খুন করিব এবং তাহার মরণের পূর্ব্ব দিনে অনেক মদ খাইয়া আপন ঘরে পড়িয়া রহিল কিন্তু পর দিন প্রথম তাহার স্ত্রী উঠিয়া দেখিল যে সে আপন গলায় দড়ি দিয়া মরিয়া রহিয়াছে পরে তাহার গলার দড়ি কাটিয়া তাহাকে নামাইয়া অনেক যত্ন করা গেল তাহাতে দেখা গেল যে সে নিতান্ত মরিয়াছে।

—শনিবার ২০ নবেম্বর ১৮১৯/৬ অগ্রহায়ণ ১২২৬

কলিকাতা।

গত সপ্তাহে সুপ্রীমকোর্টের গ্রিঞ্জুড়ি সাহেবেরা মিসিল করিয়া শ্রীযুত জজ সাহেবের নিকটে পশ্চাৎ লিখিত বিষয় দরখাস্ত করিয়াছেন। যে সুপ্রীমকোর্টের গ্রিঞ্জুড়ি সাহেব লোকেরদের এই রীতি আছে যে আপন কর্ম্ম সাঙ্গ করিয়া কলিকাতার সর্ব্বত্র যেখানে যেমত অন্যায় দেখেন তাহা জজ সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করেন।

এই বৎসর তাহারা এই এক বিষয় দরখাস্ত দিয়াছেন যে বাজারের ইজারাদারেরা এই মত অন্যায় করিতেছে যে আপন ইজারার মধ্যে কোন রাস্তা দিয়া কোন স্থানের ব্যাপারি লোকেরা কোন দ্রব্য বিক্রয় করিতে কোন স্থানে লইয়া যায় ইজারাদারেরা তাহারদিগকে পাকড়া করিয়া সেই সকল দ্রব্যের মাসুল লয় ইহাতে গ্রিঞ্জুড়ি সাহেবেরা অদালতে দেখিলেন [দেখাইলেন] যে একত্রিশ বৎসর হইল এক স্থানে এইরূপ তহবাজার সবব করিয়া মাসুল লইয়াছিল তাহাতে শ্রীশ্রীযুতের বড় সাহেবের জ্ঞাতসার হইলে তাঁহার হুকুম হইল যে এরূপ মাসুল কেহ লইতে আর পারিবেক না কিন্তু কালক্রমে এ সকল নীতি লোপ হইল এখন বড় বাজারে এবং অন্য ২ বাজারে তহবাজারি সববে এইরূপ মাসুল লইতেছে কিন্তু তহবাজারী এরূপ নহে অন্যত্র হইতে দ্রব্যাদি আনিয়া যাহার ভূমিতে বসিয়া ক্রয় বিক্রয় করে তাহার মাসুল লওয়া কর্ত্তব্য কিন্তু যাহার মৃত্তিকা দিয়া ব্যাপারিরা দ্রব্য লইয়া যায় তাহাকে মাসুল দেওনের বিষয় কি।

—শনিবার ২৭ নবেম্বর ১৮১৯/১৩ অগ্রহায়ন ১২২৬

ভাগীরথী নদী।

সকল লোক জ্ঞাত আছেন যে ভাগীরথী নদীর জল ষাটি বৎসরের মধ্যে অনেক শুষ্ক হইয়াছে। ষাটি বৎসর হইল চৌষট্টি বন্দুকের দুই জাহাজ চন্দননগর পর্য্যন্ত গিয়াছিল এবং বিশ বন্দুকের এক জাহাজ মোং হুগলী পর্য্যন্ত গিয়াছিল এখন স্থানে ২ এমত চড়া পড়িয়া শুষ্ক হইয়াছে যে কোন প্রকারে কোন সময়ে বড় জাহাজ সে মত চলিতে পারে না। এই সকল চড়া পড়িবার কারণ এই যে বর্ষা গত হইলে মৎসধারকেরা স্থানে ২ বাঁশ পোতে ও তাহার নিকটে মৃত্তিকা আটক হয় পরে বাঁশ তুলিয়া লইলেও সেই মৃত্তিকাতে ক্রমে মৃত্তিকা আটক হইয়া বড় চড়া হয়। এবং ভাগ্যবান লোকেরা স্থানে ২ ঘাট বন্ধন করেন তাহাতে মৃত্তিকা জমা হইয়া চড়া পড়ে এই ২ কারণে ভাগীরথীর ও মাথাভাঙ্গা প্রভৃতির

জল চৈত্র বৈশাখ মাসে এমন শুষ্ক হয় যে তাহাতে নৌকা গমনের পথও থাকে না ইহার উপায় কারণ পূর্ব্বে করনল কোলবুরুক সাহেব শ্রীশ্রীযুত গবরনর জেনেরাল বাহাদুরের নিকটে দরখাস্ত করিয়াছিলেন যে একটা লৌহযন্ত্র নৌকাতে রসী বান্ধিয়া জলের মধ্যে ফেলিয়া আকর্ষণ করিলে চড়া ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু তাহার কিছুই হয় নাই। এইক্ষণে এই উপায় আছে যে এখন ঘাট বান্ধিতে হইলে জলের মধ্যে কেহ না বান্ধেন এবং জালিয়ারাও জলের মধ্যে বাঁশ না পোঁতে ইহা হইলেও যে আছে সে বজায় থাকে এই সমাচার ইংগ্রণ্ডীয় নিউষপেপরে ছাপা গিয়াছে।

—শনিবার ২৭ নবেম্বর ১৮১৯/১৩ অগ্রহায়ণ ১২২৬

অকস্মাৎ মৃত্যু।

তিন সপ্তাহ হইল কলিকাতার নিকটে এক জাহাজে দুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত নাচ হইয়াছিল সে দিন নাচওয়ালারা দুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত নাচ করিয়া আপন ঘরে গেল পর দিবস তাহারা সকলেই পীড়িত হইল পরে দুই সপ্তাহের মধ্যে তাহারদের তের জন মরিয়াছে আর জন কএক পীড়িত আছে তাহার কারণ অনুসন্ধান করা গেল যে সে হাজাজের [জাহাজের] মধ্যে মহিষের সতর হাজার সিংহ [সতের হাজার মহিষের শিং] বোঝাই ছিল তাহার দুর্গন্ধ প্রযুক্ত এমত হইয়াছে তখন সে জাহাজ চলিয়া গিয়াছে তাহার ফিরাণ কারণ অন্য জাহাজ পাঠান গিয়াছিল কিন্তু তাহার দেখা পাওয়া যায় নাই।

—শনিবার ২৭ নবেম্বর ১৮১৯/১৩ অগ্রহায়ণ ১২২৬

শ্রীযুত রাজা উদ্মন্ত সিংহ।

মুরশেদাবাদের শ্রীযুত রাজা উদ্মন্ত সিংহের মোং কলিকাতায় যে বাণিজ্যের কুটী আছে তাহার জমী ও তাহার বাড়ী ও বাণিজ্যের মুনফা এবং কলিকাতার মোং পাকুরিয়ারে যে তাহার বাটী ও তাহার জমী ও নগদ এক লক্ষ টাকা এই সকল সম্পত্তি মোং মুরশেদাবাদের নসীবপুর মোকামে যে তাহার রঘুনাথের মন্দির আছে তাহার ব্যয়ের কারণ দিয়াছেন এবং তিনি আপন সকল দায়াদেরদিগকে ডাকিয়া এই বিষয়ে স্বাক্ষর করাইয়া দিয়াছেন।

—শনিবার ২৭ নবেম্বর ১৮১৯/১৩ অগ্রহায়ণ ১২২৬

কলিকাতা।

কলিকাতার বহুবাজারের কোম্পানির মদরসার নিকটে কোম্পানির এক গ্রিজা ঘর হইবেক তাহার আয়োজন হইতেছে এবং সে প্রস্তুত হইলে তাহাতে এক জন উপদেশক থাকিবে ও তাহার নিকটে এক ইংগ্লণ্ডীয় পাঠশালা হইবেক সেখানে অনেক্ বালক বিনামূল্যে বিদ্যা পাইবেক।

—শনিবার ২৭ নবেম্বর ১৮১৯/১৩ অগ্রহায়ণ ১২২৬

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

১ আক্‌টোবর ১৮১৯ সাল শ্রীযুত জন. ফেণ্ডাল সাহেব সদরদেওয়ানী অদালত ও নিজামত অদালতের প্রধান বিচারকর্ত্তা হইয়াছেন।

২৬ নবেম্বর। শ্রীযুত ডবলিউ লেষ্টর সাহেব সদরদেওয়ানি অদালত ও নিজামত অদালতের বিচারকর্ত্তা হইয়াছেন।

শ্রীযুত সি টি সিলি সাহেব কলিকাতার কোর্ট আপীলের ও দাএরা কোর্টের দ্বিতীয় বিচারকর্ত্তা। শ্রীযুত জি ফরবস সাহেব কলিকাতার কোর্ট আপীলের ও দাএরা কোর্টের তৃতীয় বিচারকর্ত্তা। শ্রীযুত এ বি টদ সাহেব কলিকাতার কোর্ট আপীলের ও দাএরা কোর্টের চতুর্থ বিচারকর্ত্তা।

—শনিবার ৪ দিসেম্বর ১৮১৯/২০ অগ্রহায়ণ ১২২৬

নূতন পুস্তক।

সম্প্রতি মোং কলিকাতাতে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় পুনর্ব্বার সহমরণ বিষয়ক বাঙ্গালা ভাষায় এক পুস্তক করিয়াছেন এখন তাহার ইংরাজী হইতেছে সেও শীঘ্র সমাপ্ত হইবেক।

—শনিবার ৪ দিসেম্বর ১৮১৯/২০ অগ্রহায়ণ ১২২৬

চুরি।

মোং কলিকাতা বাগবাজারের রাস্থায় এক সিদ্ধেশ্বরীর প্রসিদ্ধা প্রতিমা আছেন তাঁহার নিকটে অনেক ভাগ্যবান লোকেরা পূজা দেন এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা প্রতিদিন বিশ ত্রিশ জন চণ্ডীপাঠ ও স্তব কবচাদি পাঠ করেন এবং ধনবানলোকেরা স্বর্ণ রূপ্যাদি ঘটিত অনেক অলঙ্কার তাঁহাকে দিয়াছেন এবং তাঁহার নিকটে অনেক লোক মানিত পূজা বলিদানাদি করেন।

সম্প্রতি গত সপ্তাহে জ্যোৎস্না রাত্রিতে অনুমান ছয় দণ্ড রাত্রির সময়ে এক চোর তাঁহার ঘরের জানালা ভাঙ্গিয়া অনুমান পাঁচ সাত হাজার টাকার তাঁহার স্বর্ণালঙ্কার চুরি করিয়াছে। পরে থানায় খবর হইলে বরকন্দাজেরা অনুসন্ধান করিতে ২ এক বেশ্যার ঘরে সেই অলঙ্কারের কতক পাইল এবং সে বেশ্যাকে তখনি কএদ করিল ঐ বেশ্যার প্রমুখাৎ শুনা গেল যে এক ব্যক্তি কর্ম্মকার জাতি চুরি করিয়াছে ঐ বেশ্যালয়ে তাহার গমনাগমন আছে কিন্তু সে কামার পালাইয়াছে সে ধরা পড়ে নাই।

—শনিবার ১১ দিসেম্বর ১৮১৯/২৭ অগ্রহায়ণ ১২২৬

নাচ।

গত মঙ্গলবার ৭ দিসেম্বর রাত্রিতে মোং কলিকাতার টৌনহালে অর্থাৎ সাধারণ ঘরে বড় নাচ ও খানা হইয়াছিল তাহার বিবরণ। শ্রীশ্রীযুতের স্ত্রী পাঁচ মাস হইল ইংগ্লণ্ডহইতে কলিকাতা মহারাজধানীতে আসিয়াছেন তৎপ্রযুক্ত কলিকাতাস্থ তাবৎ ভাগ্যবান ইংগ্লণ্ডীয় সাহেব লোকেরা তাহার সম্ভ্রমার্থে আপন ২ ধন ব্যয় করিয়া সাধারণ ঘরে খানা ও নাচ করিয়াছিলেন। ঐ তারিখে নয় ঘণ্টা রাত্রির সময় শ্রীযুত ও তাহার পত্নী সেই স্থানে গেলেন ও তৃতীয় পহর রাত্রি পর্য্যন্ত সে স্থানে থাকিয়া সকলের সহিত আমোদ প্রমোদ অনেক করিলেন এবং পাঁচ ছয় শত সাহেব ও বিবি সেখানে একত্র হইয়া অনেক আমোদ করিলেন।

—শনিবার ১১ দিসেম্বর ১৮১৯/২৭ অগ্রহায়ণ ১২২৬

নূতন কালেজ।

কলিকাতার পশ্চিম গঙ্গাপার কোম্পানির বাগানের উত্তরে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুত লার্ড বিসপ সাহেব এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যা শিক্ষার কারণ এক মহাবিদ্যালয় করিতে স্থির করিয়াছেন তাহার টাকা ও সামগ্রী সমবধান হইতেছে। কোম্পানির বাগানের উত্তরে অনুমান পঞ্চাশ ষাটি বিঘা ভূমি শ্রীশ্রীযুত তাহার নিমিত্ত দিয়াছেন সেখানে সংপ্রতি বড় এক ঘর প্রস্তুত হইবেক।

—শনিবার ১১ দিসেম্বর ১৮১৯/২৭ অগ্রহা.ণ ১২২৬

বাজার ভাও।

মোং কলিকাতায় ২ দিসেম্বর অবধি ৮ তারিখ পর্য্যন্ত এই ২ জিনিস আমদানী হইয়াছে। তুলা উনিশ শত একত্রিশ মোন। চিনি পাঁচ হাজার ছয় শত তিন মোন। সোরা তিন হাজার চারি শত অষ্টানব্বই মোন। আদা দুই হাজার এক শত উননব্বই মোন। সুপারি পাঁচ শত এক মোন। কাপড় এক লক্ষ এক হাজার দুই শত ত্রিশ থান।

—শনিবার ১৮ দিসেম্বর ১৮১৯/৪ পৌষ ১২২৬

ইস্তাহার।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে কালীন ডাক বেহারা মায় বাহাঙ্গী ও মশালচি দীগর বশান যাইবেক তাহারা জানেরেল পোষ্ট আপিশহইতে ফি চৌকি চারি টাকার হিসাব পাইবেক ইহার অন্যথা কাহারো হুকুমে হইবেক না যদি কোন ডাকের আমলা লোক ইহারদিগের দিতে কিছু আপত্য করে তবে শ্রীযুত জানেরেল পোষ্ট মাষ্টারের অগ্রে এ নিমিত্ত যে দরখাস্ত করিবেক তাহাতে সুন্দর বিবেচনা করা যাইবেক ইতি।

—শনিবার ২৫ দিসেম্বর ১৮১৯/১১ পৌষ ১২২৬

হঙ্গাম।

গত মঙ্গলবার মোকাম কলিকাতার শ্রীযুত স্মিথ সাহেবের জাহাজের কারখানার লোকেরদের সহিত পোর্তুগীশের গোরা জাহাজির সঙ্গে মারামারি হইয়াছিল তাহাতে স্মিথ সাহেবের পাঁচ জন অতিশয় আঘাতী হইল। সে এই প্রকারে হইল ঐ জাহাজিরা স্মিথ সাহেবের এক নৌকার উপরে উঠিয়া নৌকার দাঁড়ি মাজির সহিত বিবাদ করিয়া তাহারদিগকে জলে ফেলাইয়া দিল পরে কতক সাহেব ও অন্য ২ লোক একত্র হইয়া ঐ দুষ্ট জাহাজিরদিগকে ধরিয়া তাহারদিগকে কএদ করিল। ইহা শুনিয়া দুই জাহাজের তাবৎ গোরা জাহাজি লোকেরা আসিয়া ঐ কয়েদী জাহাজিরদিগকে জোড় করিয়া লইয়া জাহাজে গেল এই সমাচার পুলিসে দিবামাত্র পুলিসের অনেক লোকেরা ঐ জাহাজে গিয়া তাহারদের প্রত্যেক জনকে ধরিয়া পুলিসের কাছারিতে লইয়া গেল শেষে তাহারদের মোকদ্দমা হইয়া উপযুক্ত সাজা হইয়াছে।

—শনিবার ২৫ দিসেম্বর ১৮১৯/১১ পৌষ ১২২৬

'হেংষ্টিস্ সাহেব।

কোম্পানির অধ্যক্ষরা আপনারদের সাধারণ ঘরে হেংষ্টিস সাহেবের সম্ভ্রমের কারণ তাঁহার মূর্তি প্রস্তরময়ী করিয়া রাখিবেন্ন তাহারা এই স্থির করিয়াছেন।

—শনিবার ২৫ দিসেম্বর ১৮১৯/১১ পৌষ ১২২৬

সঙ্গীন।

২৩ দিসেম্বর বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে মজুর লোকেরা কলিকাতার রংশালের নিকটে পুরাণা এক ঘর ভাঙ্গিতেছিল তাহাতে এক কুঠরীর মধ্যে সীফাহীর বার হাজার সঙ্গীন পাওয়া গেল সেই কুঠরীর তিনদিকে দেওয়াল ও যে দিক দ্বার সে দিকেও দেওয়াল দিয়া দ্বার বন্ধ করা ছিল এবং একদিকের দেওয়াল দুই হাত কম ছিল তাহাতে অনুমান করা হয় যে সেই দিক দিয়া সঙ্গীন কুঠরীর মধ্যে ফেলিয়াছিল যেহেতুক সে সঙ্গীন সারি ক্রমে রাখা যায় নাই কিন্তু একটার উপরে আরটা এই প্রকারে। সে সকল সঙ্গীন মলাতে ব্যপ্ত ছিল ও কোনটার ২ উপর কোম্পানির চিহ্ন আছে। ইহাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান এই হয় যে এত সঙ্গীন এক কুঠরীতে ছিল তাহা কাহারও জ্ঞানে আইসে নাই যেহেতুক সেখানে কুঠরী যে আছে তাহাই কেহ জানিত না সেই সঙ্গীনের নীচে ১৭৯৫ সালের নিলামের কাগজ পাওয়া গেল। এই বিষয় অনেকে অনেক প্রকার অনুমান করিতেছেন কিন্তু কিছু নিশ্চয় হয় না কেহ ২ বিতর্ক করেন যে এতদ্দেশীয় লোকেরা ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত যুদ্ধ করিতে সে সকল সঙ্গীন সঞ্চয় করিয়াছিল কিন্তু সে কথা মিথ্যা। আর কেহ অনুমান করেন যে পূর্ব্বে কোম্পানির সঙ্গীন পুরাণা হইলে জলে ফেলান যাইত তাহা অন্য লোকেরা জল হইতে উঠাইয়া আরবীয় লোকেরদের নিকটে বিক্রয় করিত সেই বুঝি হইতে পারে। এই ২ রূপ অনেকে অনেক বিতর্ক করে।

—শনিবার ১ জানুআরি ১৮২০/ ৮ পৌষ ১২২৬

ফোর্ট উইল্যোম কালেজ।

এই বৎসরে কোম্পানি কালেজের শেষ ইস্তাহামে পাঁচ জন সাহেব সুন্দর ইস্তাহাম দিয়া তাহাতে উত্তীর্ণ হইয়া কোম্পানির কর্ম্মে উপযুক্ত হইয়াছেন।

—শনিবার ১ জানুয়ারী ১৮২০/১৮ পৌষ ১২২৬

বাণিজ্য

৩১ দিসেম্বর তারিখে কলিকাতার একশ্চেঞ্জ ঘরে গত বৎসরের বেহারের কোম্পানির আফিম চৌদ্দ শত তেইশ সিন্ধুক বিক্রয় হইল এবং কাশীর আফিম দুইশত উনআশী সিন্ধুক বিক্রয় হইল। বেহারের আফীম দুই হাজার টাকা সিন্ধুক এবং কাশীর আফীম দুই হাজার বার টাকা সিন্ধুক। অতএব সেই দিন চৌত্রিশ লক্ষ টাকার আফীম কোম্পানি বাহাদুর বিক্রয় করিলেন।

ফেব্রুআরি মাসের শেষে আর দুই হাজার সিন্ধুক আফীম বিক্রয় হইবেক। এই দুই হাজার সিন্ধুক আফীম বিক্রয় হইলে এক বৎসরের মধ্যে চৌহত্তর লক্ষ টাকার কেবল কোম্পানির আফীম বিক্রয় হইল।

—শনিবার ৮ জানুআরি ১৮২০/২৫ পৌষ ১২২৬

নীল।

২৯ দিসেম্বর তারিখ পর্য্যন্ত এই বৎসর উৎপন্ন নীল উনআশী হাজার এক শত উনচল্লিশ মোন কলিকাতাতে আমদানী হইয়াছে অতএব আজি লাগাইদ নীল যত আমদানী হইয়াছে তাহার হিসাব জানা গেল যে গত বৎসর হইতে আটাইশ হাজার মোন নীল অধিক আমদানী এই বৎসর হইয়াছে।

—শনিবার ৮ জানুয়ারি ১৮২০/২৫ পৌষ ১২২৬

বাঙ্গাল বাঙ্ক।

৫ জানুআরী তারিখে বাঙ্গাল বাঙ্কের খাজাঞ্চি শ্রীযুত মরলি সাহেব ইস্তাহার দিয়াছেন যে ঐ বাঙ্কের প্রত্যেক সেরের গত ছয় মাসের জন্যে শতকরা আট টাকা দুই আনা এগার পাইয়ের হিসাবে সুদ দেওয়া যাইবেক। অতএব দশ হাজার টাকার প্রত্যেক সেরের উপরে ছয় মাসের কারণ সুদ চারি শত নয় টাকা এক আনা দশ পাই দেওয়া যাইবেক ঐ বাঙ্কের খাজাঞ্চী শ্রীযুত মরলি সাহেব আরো এক ইস্তাহার দিয়াছেন যে জানুআরি ২০ তারিখেতে ঐ বাঙ্কের অন্তর্গত লোকেরদের মিসিল হইবেক এবং সেই দিনে শ্রীযুত মেৎলেস্ত সাহেবের বদলিতে বাঙ্কের আর এক অধ্যক্ষ স্থির করা যাইবেক।

—শনিবার ৮ জানুআরি ১৮২০/২৫ পৌষ ১২২৬

বিদ্যালয়।

গত সোমবারে কলিকাতাস্থ বিদ্যালয়ের অর্থাৎ হিন্দু কালেজের শিষ্যেরদের ইস্তাহাম হইয়াছে। সেই সময়ে শ্রীযুত সর এড্বর্দ ইষ্ট সাহেব ও অন্য ২ সাহেব লোকেরা সেখানে গিয়াছিলেন তাহারদের সাক্ষাৎকারে শিষ্যেরা আপন ২ শিক্ষারবিষয়ে সুন্দর ইস্তাহাম দিয়াছে।

—শনিবার ৮ জানুআরি ১৮২০/২৫ পৌষ ১২২৬

স্কুল সোসয়িটীর ইস্তাহাম।

মোং কলিকাতায় যে স্কুল সোসয়িটী মকরর হইয়াছে তাহাতে অনেক ভাগ্যবান ইংগ্লণ্ডীয় লোক ও হিন্দু লোক ও মুসলমান লোক সপক্ষ আছেন তাহাতে চারি জন ভাগ্যবান জ্ঞানবানের বাটীতে চারি ভাগ স্থির হইয়া তিন মাস অন্তর ঐ চারি বাটীতে আপন ২ নিকটবর্ত্তি স্কুলের বালকেরদের ইস্তাহাম হইয়া থাকে ৩ জানুআরি ২০ পৌষ সোমবার আরম্ভ হইয়া ক্রমে ২ তিন স্থানে ইস্তাহাম হইয়া ৬ জানুআরি বৃহস্পতিবার শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেবের বাটিতে দুই প্রহর বেলার সময়ে তিন ক্লাসে আরম্ভ হইয়া লাগাদ পাঁচ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ইস্তাহাম হইল ইহাতে অনেক ২ ভারি ২ ইংগ্লণ্ডীয় ও কলিকাতাস্থ ভাগ্যবান লোক ও প্রধান ২ অনেক পণ্ডিত আসিয়াছিলেন তাহারা ইস্তাহাম দেখিয়া সকলে তুষ্ট হইলেন এবং চৌত্রিশ জন স্কুলমেষ্টর হাজীর হইয়াছিল তাহারদের পরিশ্রমানুসারে বেতন দিয়া তাহারদিগকে তুষ্ট করিলেন এবং পূর্ব্ব ২ দিবসে তিন স্থানে যে ইস্তাহাম হইয়াছিল তাহার এক স্থানে ১৪ জন মেষ্টর হাজীর ছিল আর এক স্থানে ১৭ জন হাজীর ছিল আর এক স্থানে ১৯ জন হাজীর ছিল মবলগে চারি ভাগে ৮৪ চৌরাশী জন মেষ্টর হাজীর ছিল ইহারদিগের সকলকেই পরিশ্রমোপযুক্ত বেতন দিয়া তুষ্ট করিলেন এই চৌরাশী জন মেষ্টরের সহিত ছয় সাত শত বালক আসিয়াছিল তাহারদের প্রত্যেক জনকে পারিতোষিক আশ্চর্য্য ২ কেতাব ও সন্দেশ দিয়া তুষ্ট করিলেন মেষ্টরেরাও তুষ্ট হইয়া বালকেরদের শিক্ষার প্রতি অধিক পরিশ্রম করিবেক ইহাতে বালকেরদের শীঘ্র জ্ঞানোদয় হয় এমত সোপান বটে এবং তিন মাসের পূর্ব্বে যে ২ বালকের ইস্তাহামে যে রূপ জ্ঞানোদয় দেখা গিয়াছিল তিন মাস পরে এই ইস্তাহামে তাহারদের পূর্ব্বহইতে জ্ঞানোদয় অধিক হইয়াছে এমত জ্ঞান হইল।

—শনিবার ৮ জানুআরি ১৮২০/২৫ পৌষ ১২২৬

অগ্নিদাহ।

২৩ পৌষ ৬ জানুআরি মোং কলিকাতার শ্যামবাজারে অগ্নি লাগিয়া দুই প্রহর পর্য্যন্ত দাহ হইয়াছে তাহাতে অনেক লোকের অনেক ক্ষতি হইয়াছে।…

—শনিবার ৮ জানুআরি ১৮২০/২৫ পৌষ ১২২৬

মিথ্যা জনরব।

মোং কলিকাতাতে প্রায় দুই সপ্তাহ পর্য্যন্ত এক মিথ্যা জ·রব হইয়াছিল যে রামা মুর্দ্দাফরাস নামে এক জন প্রসিদ্ধ মুর্দ্দাফরাস কলিকাতাতে আছে তাহার কিঞ্চিৎ ধন সঙ্গতি আছে তাহার এক কন্যা বিবাহোপযুক্তা তাহাতে সে এইরূপ প্রকাশ করিয়াছে যে আমি আমার এই কন্যাকে ব্রাহ্মণ কিম্বা বৈদ্য কিম্বা কায়স্থ কিম্বা সৎগোপ ব্যতিরেকে অন্যকে প্রদান করিব না এবং যাহাকে কন্যা দিব তাহাকে নগদ দশ হাজার টাকা ও এক বাড়ী ও এক বাগান ও তাহার প্রতিপালনার্থে মশাহরা প্রতি মাসে ত্রিশ টাকা করিয়া দিব। তাহাতে এক জন বিশিষ্ট লোকের সন্তান সে কন্যা বিবাহ করিয়াছে। এইরূপ দুষ্ট লোকের মিথ্যা জনরব করাতে এ অঞ্চলের সকল লোক উদ্বিগ্ন ছিল তাহাতে কলিকাতার অনেক বিশিষ্ট লোক এই বিষয়ের নানা মত অনুসন্ধান করিয়া সে বিষয় নিতান্ত মিথ্যা জানিলেন রামা মুর্দ্দফরাসের কন্যাই নাই। কেবল কুলোকের কুসৃষ্টি মাত্র।

—শনিবার ৮ জানুআরি ১৮২০/২৫ পৌষ ১২২৬

মরণ।

২৪ পৌষ তারিখে মোকাম কালকাতা নিমতলার ঘাটে কৃষ্ণগোবিন্দ সেন পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন শ্রীযুত গুরুপ্রসাদ সেন ও শ্রীযুত শিবপ্রসাদ সেন ও শ্রীযুত রাধামোহন সেন ও শ্রীযুত মদনমোহন সেন ও শ্রীযুত ভুবনমোহন সেন ও শ্রীযুত লালমোহন সেন তাহার এই ছয় পুত্র আছেন তিনি আপন মরণের পূর্ব্বে আপন সম্পত্তির উয়িল কয়িয়া গিয়াছেন তাহার টরণি শ্রীযুত লালমোহন চৌধুরি ও শ্রীযুত রাধামোহন চৌধুরী ও শ্রীযুত শিবপ্রসাদ সেন। এবং শ্রীযুত বাবু লাড্‌লীমোহন ঠাকুরের সহিত যে তাহার জমীদারির মোকদ্দমা সদর দেওয়ানি অদালতে হইতেছিল সে মোকদ্দমা বিলাত আপীল হইয়া সেখানে হইতেছে সে মোকদ্দমারও মোক্তিয়ার ঐ তিনজন।

—শনিবার ১৫ জানুআরি ১৮২০/৩ মাঘ ১২২৬

সুপ্রীম কৌসিল।

সুপ্রীম কৌসিলের অন্তঃপতি শ্রীযুত দোদ্‌সবেল সাহেব ইংগ্লণ্ডে প্রস্থান করিয়াছেন। এখন শুনা জাইতেছে যে ফতেহগড়ের শ্রীযুত সর জেমস কোলবুরুক সাহেব সুপ্রীম কৌসিলের সেই কর্ম্মে নিযুক্ত হইবেন। পূর্ব্বে এই দেশে যে অশেষ শাস্ত্র পারদর্শী ও গূঢ় পরামর্শী ও হিন্দুস্থানপ্রতিষ্ঠিতকীর্ত্তি শ্রীযুত কোলবুরুক সাহেব সদর দেওয়ানি অদালতের প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন ও কিছুদিন পরে সুপ্রীম কৌসিলে নিযুক্ত হইয়া কিছু কালক্ষেপ করিয়া নানা যশোরাশি সমুপার্জনপূর্ব্বক ইংগ্লণ্ডে যাত্রা করিয়াছেন তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা এই শ্রীযুত সর জেম্‌স কোলবুরুক সাহেব ১৩ দিসেম্বর তারিখে মোং ফতেহ গড় ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিতেছেন।

—শনিবার ১৫ জানুআরি ১৮২০/৩ মাঘ ১২২৬

বিবাহ সমারোহ।

সংপ্রতি মোং কলিকাতায় দুই তিন বিবাহের সমাচার শুনা যাইতেছে তাহাতে যে রূপ সমারোহ সমবধানের কথা জনরব হইয়াছে তাহাতে অনুমান হয় যে এমত বিবাহ তৎকাল হয় নাই কিন্তু নিষ্পন্ন না হইলে স্থির জানা যায় না অতএব তাহার শেষ দেখিলেই বিশেষ প্রকরণ ছাপা করা যাইবেক।

—শনিবার ২২ জানুআরি ১৮২০/১০ মাঘ ১২২৬

বাঙ্গাল বাঙ্ক।

বৃহস্পতিবার ২০ জানুআরি বাঙ্গাল বাঙ্কের অধ্যক্ষ সাহেবেরদের মিসিল হইয়াছিল তাহাতে ঐ বাঙ্কের এক অধ্যক্ষ শ্রী পি মেৎ লান্দ সাহেব ঐ বাঙ্কের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ইংগ্লণ্ডে প্রস্থান করিবেন তন্নিমিত্ত ঐ সাহেবেরা তাহার কর্ম্মে অন্য এক জনকে নিযুক্ত করিতে পরামর্শ করিলেন।

—শনিবার ২২ জানুআরি ১৮২০/১০ মাঘ ১২২৬

নোট হারাণ।

১৩ জানুআরি বৃহস্পতিবারে আলীপুরহইতে কলিকাতায় আসিবার পথে পাঁচ শত টাকার এক বাঙ্গাল বাঙ্ক নোট হারাইয়াছে তাহার নম্বর ছয় হাজার তিন শত পাঁচ তাহার তারিখ ১ মে মাস সন ১৮১৯। ঐ নম্বরের নোটের

টাকা দেওয়া এখন বন্দ হইয়াছে। যদি ঐ নোট কেহ পায় তবে শ্রীজন পেনিংটনওকো সাহেবের আপীসে দাখিল করিয়া দিলে সে ব্যক্তি উপযুক্ত বখশিশ পাইবেক।

—শনিবার ২২ জানুআরি ১৮২০/১০ মাঘ ১২২৬

জাহাজ।

২০ জানুআরি বৃহস্পতিবার ফরশিসের শীজর নামে এক জাহাজ ২৯ জুলাই তারিখে বর্ডিউ শহর ছাড়িয়া কলিকাতায় পঁহুছিয়াছে তাহাতে কোন বিশেষ সমাচার নাই।

—শনিবার ২২ জানুআরি ১৮২০/১০ মাঘ ১২২৬

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

২১ জানুআরি শ্রীযুত জর্জ দৌদ্গবেল সাহেবের স্থপ্রীম কৌসিলের পদে শ্রীযুত সর জেমস্ এডবর্ড কৌলব্রুক নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীযুত জন ক্রু সাহেব কলিকাতার পঞ্চত্বরা ও নিমক ও আফীম মহলের পেস্কার এবং মোং শালিখার নিমক গোলার আমীন হইয়াছেন।

—শনিবার ২৯ জানুআরি ১৮২০/১৭ মাঘ ১২২৬

অগ্নিদাহ।

১০ মাঘ শনিবার রাত্রে মোং কলিকাতার জোড়াসাঁকোর উত্তর রাস্তার পূর্ব্বদিকে কাশীনাথ বাবুর বাজারের নিকটে অগ্নি লাগিয়া অনেক গৃহ দাহ হইয়াছে।

—শনিবার ২৯ জানুআরি ১৮২০/১৭ মাঘ ১২২৬

ইস্তাহার।

২৪ দিসেম্বর তারিখে কলিকাতার আফীম দপ্তর হইতে এক ইস্তাহার বাহির হইয়াছে যে ২ দোসরা মার্চ তারিখে এগার ঘণ্টার সময়ে এক্শেঞ্জ ঘরে বেহারের ১৬৭২ সিন্ধুক আফীম ও বানারসের ৩৩২ সিন্ধুক আফীম বিক্রয় হইবেক।

—শনিবার ৫ ফিব্রুআরি ১৮২০/২৪ মাঘ ১২২৬

আত্মহত্যা।

কলিকাতার বহুবাজারের আনচাণ্ট নামে এক জন পোর্ত্তুগীশ আপনি আপন গলাতে ছুরি দিয়া মরিয়াছে তাহার তদারক করিবার কারণ গত সোমবারে পুলিসের হুকুম অনুসারে জুড়িরা বিবেচনা করিলেন ও তাহাতে এই প্রমাণ হইল যে ঐ মৃত ব্যক্তি পূর্ব্বে মোং কলিকাতার ডাকঘরের কেরাণী ছিল গত বন্দোবস্তে তাহার কর্ম্মচ্যুত হওয়াতে দুঃখী হইয়া মান্দরাজে গিয়াছিল সেখানেও আপন চাকরি না হওয়াতে পুনর্ব্বার আপন প্রতিপালনার্থ মোং কলিকাতাতে আসিয়াছিল তাহাতে ঐ ব্যক্তি কিঞ্চিৎ উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিল তৎপ্রযুক্ত সে আপন গলায় ছুরি দিয়াছে।

—শনিবার ৫ ফিব্রুআরি ১৮২০/২৪ মাঘ ১২২৬

মসলার ইস্তাহার।

২৫ জানুআরি তারিখে শ্রীশ্রীযুত এই ইস্তাহার দিয়াছেন যে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকৃত দেশোৎপন্ন লবঙ্গ ও জৈত্রী ও জায়ফল এই তিন দ্রব্য যে কোন ব্যক্তি কলিকাতাতে আমদানি করিবেক সে বিনা মাস্থলে আমদানি করিতে পারিবেক এবং যে দেশে ঐ তিন দ্রব্য জন্মে ও সেখানে জাহাজ বোঝাই হয় সেই জিনিষের উপরে বড় সাহেবের কিম্বা অন্য কোন প্রধান সাহবেবের সহী থাকিবেক এবং ঐ তিন দ্রব্য যদি ইংগ্লণ্ডীয়াধিকার ভিন্ন স্থান হইতে কেহ আমদানী করে তবে তাহার মাস্থল লাগিবেক।

—শনিবার ১২ ফিব্রুআরি ১৮২০/১ ফাল্গুণ ১২২৬

বিবাহের ইস্তাহার।

৭ ফেব্রুআরি শ্রীযুত বাবু রামদুলাল দে সরকার গবরণমেন্ত গেজেটে ইস্তাহার দিয়াছেন যে তিনি আপন দুই পুত্রের বিবাহ ৭ ও ১১ ফাল্গুণ তারিখে দিবেন তাহাতে ইংগ্লণ্ডীয় সাহেবেরদের কারণ ১/২ ফাল্গুণ এই দুই দিন নিরূপণ করিয়াছেন যে তাঁহারা ঐ দুই দিনে তাঁহার শিমলের বাটীতে গিয়া নাচ প্রভৃতি দেখেন ও খানা করেন। এবং আরব ও মোগল ও হিন্দু ভাগ্যবান লোকেরদের কারণ ১৩।১৪।১৫।১৬ তারিখ নিরূপিত হইয়াছে তাহারাও উপযুক্ত মত আমোদ প্রমোদ করিবেন।

—শনিবার ১২ ফিব্রুআরি ১৮২০/১ ফাল্গুণ ১২২৬

জাহাজদাহ।

মোং কলিকাতার চান্দপালের ঘাটের নিকটে এক জাহাজ বাহিরে যাইবার কারণ বোঝাই হইয়া প্রায় প্রস্তুত হইয়াছিল অল্প জিনিস বোঝাইর অপেক্ষা ছিল সম্প্রতি গত সোমবারে ঐ জাহাজ অগ্নি লাগিয়া বুধবার পর্য্যন্ত তাবৎ জাহাজ পুড়িয়াছে তাহাতে অগ্নি লাগিলে তাহার নিকটে কোন জাহাজ ও বজরা পিনিস প্রভৃতি অগ্নির উত্তাপে থাকিতে পারে নাই সে জাহাজের মূল্য আশী হাজার টাকা এবং তাহাতে অনেক লক্ষ টাকার জিনিস বোঝাই হইয়াছিল সোরা ও চিনি ও রেশম ইত্যাদি অনেক দ্রব্য বোঝাই হইয়াছিল।

—শনিবার ১২ ফিব্রুআরি ১৮২০/১ ফাল্গুণ ১২২৬

বিবাহ।

গত শুক্রবার ৩০ মাঘ ১১ ফেব্রুআরি তারিখে শ্রীযুত বাবু রামরত্ন মল্লিক আপন পুত্রের বিবাহ যেরূপ দিয়াছেন এমন বিবাহ শহর কলিকাতায় কেহ কখনও দেন নাই। এই বিবাহে যে ২ রূপ সমারোহ হইয়াছে ইহাতে অনুমান হয় যে সাত আট লক্ষ টাকার ব্যয় ব্যতিরেকে এমত মহাঘটা হইতে পারে না। ইহার বিশেষ বিবরণ পরে ছাপান যাইবেক।

—শনিবার ১২ ফিব্রুআরি ১৮২০/১ ফাল্গুণ ১২২৬

বাণিজ্য।

সম্প্রতি এই সপ্তাহে এক আবশ্যক সমাচার ইংগ্লণ্ড হইতে মোং কলিকাতাতে পঁহুছিয়াছে পূর্ব্বে কোম্পানি বাহাদুর বাণিজ্যের কারণ বড় ২ জাহাজ ক্রেয়া করিয়া তাহাতে জিনিষ বোঝাই করিয়া এই দেশে পাঠাইতেন। এখন শুনা গেল যে তেমন বড় জাহাজ ভাড়া না লইয়া অল্প দামে ক্ষুদ্র ২ জাহাজ ক্রেয়া করিয়া এখানে পাঠাইবেন এবং যে ২ বড় জাহাজ এই দেশেতে আসিত সে সকল জাহাজএখন চীন দেশে পাঠাইবেন।

—শনিবার ১২ ফিব্রুআরি ১৮২০/১ ফাল্গুণ ১২২৬

কলিকাতার বাণিজ্য।

গত জানুআরি মাসে ছয় হাজার নীলের সিন্দুক ইংগ্লণ্ডে গিয়াছে। এবং পূর্ব্ব দেশের উপদ্বীপ হইতে সমাচার আসিয়াছে সেই ২ স্থানে আফিমের মূল্য

কিঞ্চিৎ অধিক হইয়াছে তৎপ্রযুক্ত মোং কলিকাতাতে আফীম অধিক দামে বিক্রয় হইতেছে।

—শনিবার ১২ ফিব্রুআরি ১৮২০/১ ফাল্গুণ ১২২৬

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

শ্রীযুত ডবলিউ দস্তাস সাহেব মোকাম সদর দেওয়ানী অদালতের ও নিজামত অদালতের প্রথম আসীষ্টন্ত।...

—শনিবার ১৯ ফিব্রুআরি ১৮২০/৮ ফাল্গুণ ১২২৬

মরণ।

কলিকাতার পাথুরেঘাটার রামলোচন ঘোষ সুখ্যাতিমান্ লোক ছিলেন সংপ্রতি পীড়াগ্রস্ত হইয়া গত রবিবারে গঙ্গা যাত্রা করিয়া পথে আপন বিত্তবানুসারে ধন ব্যয় করিয়াছিলেন পরে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

—শনিবার ১৯ ফিব্রুআরি ১৮২০/৮ ফাল্গুণ ১২২৬

রাজকার্য্যে নিয়োগ।

শ্রীযুত টি ক্লার্ক সাহেব কলিকাতার পরমিট কালেক্তরের আশীষ্টন্ত হইয়াছেন।

—শনিবার ২৬ ফিব্রুআরি ১৮২০/১৫ ফাল্গুণ ১২২৬

নূতন রাস্তা।

মোং কলিকাতাতে এক নূতন রাস্তা হইতেছে সে রাস্তা মোং চান্দনী বাজারের পূর্ব্বে ব্যাপারিটোলাতে আরম্ভ হইয়া দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে আসিতেছে এবং শহরের বড় রাস্তার পূর্ব্ব ও বাহির রাস্তার পশ্চিম। ঐ রাস্তা চানকের রাস্তার সহিত সংলগ্ন হইবে সে রাস্তার সম্মুখে যে ২ লোকেরদের বাটী ও বাগান ও পুষ্করিণী পড়িতেছে কোম্পানি বাহাদুর তাহারদিগকে বাটী প্রভৃতির উপযুক্ত মূল্য দিয়া সে সকল ভাঙ্গিয়া শোজা রাস্তা করিতেছেন ইহাতে অনেক বাড়ী ভাঙ্গা গিয়াছে এবং অনেক ভাঙ্গা যাইবে ঐ রাস্তা মোং বহু বাজার পর্য্যন্ত আসিয়াছে অনুমান দুই হাজার লোক সেই কর্ম্মে প্রতিদিন নিযুক্ত আছে।

—শনিবার ২৬ ফিব্রুআরি ১৮২০/১৫ ফাল্গুণ ১২২৬

জাহাজ প্রস্তুত।

গত বৃহস্পতিবার মোং হাবড়াতে শ্রীযুত রিচেটসেনকো সাহেবের কারখানাতে চারি শত আটান্ন টনের এক জাহাজ নূতন প্রস্তুত হইয়া জলে ভাসান গিয়াছে সে জাহাজের নাম হীরো অফ মেলোন অর্থাৎ দেশের যোদ্ধা। শ্রীযুত সর দেবিদ আক্তরলোনী সাহেবের সংভ্রমের কারণ ঐ জাহাজের নাম সেইরূপ রাখা গিয়াছে।

—শনিবার ২৬ ফিব্রুআরি ১৮২০/১৫ ফাল্গুণ ১২২৬

নূতন প্রকার নৌকা।

আমরা শুনিতে পাই যে মোং কলিকাতার খিদীরপুরে মোং কীড সাহেবের কারখানাতে কোম্পানি বাহাদুর লক্ষনৌয়ের নবাব গজুদ্দীনহয়দর বাহাদুরের কারণ দুই নৌকা প্রস্তুত করিতেছেন তাহার এক নৌকা কেবল রোহিত মৎস্যের আকার তাহার মধ্যে যাহারা আরোহন করে তাহারদিগকে এবং দাঁড়ি মাজির-দিগকে বাহির হইতে কেহই দেখিতে পায় না এবং তাহাতে কাষ্ঠ নির্ম্মিত এক ঘর আছে সে ঘরে কর্ত্তা ব্যক্তি বসে সেখান হইতে নৌকার দাঁড়িরদিগকে দেখা যায় না যেহেতুক সে ঘর পরদার দ্বারা আচ্ছাদিত সে পরদা লাল মখমলে নির্ম্মিত এবং তাহার চারি দিকে অনেক স্বর্ণের কর্ম্ম আছে এবং সেই ঘর কেবল লাল মখমলে বেষ্টিত ও তাহার কাষ্ঠের গোল স্তম্ভ ভারি স্বর্ণেতে খচিত সেই ঘরের মধ্যে দুই কৌঁচ আছে তাহার পায়া প্রভৃতি স্বর্ণেতে মণ্ডিত ও সেই দুই কৌঁচের দুই ২ হাতাতে দুই ২ স্বর্ণময় সিংহ আছে হাত রাখিতে হইলে সিংহের পৃষ্ঠের উপরে হাত রাখা যায় এবং বসিবার গদী ও পৃষ্ঠের গদী মখমলের ও মখমলে নির্ম্মিত সে ঘরের চান্দোয়াতে এক স্বর্ণময় তারা আছে ও সে ঘরের মেজোও মখমলে বেষ্টিত। সে ঘরের দুই পার্শ্বে আট ঝরোকা আছে তাহা না খুলিলে বাহির হইতে জানা যায় না যে ঝরোকা আছে। এবং দাঁড়িরদিগকে কেহ দেখিতে পায় না কেবল দাঁড় দেখা যায় তাহাতে বাহিরে অনুভব এমত হয় যে বৃহৎ মৎস্য আপন পাতার দ্বারা যাইতেছে। যখন বাতাস পায় ও পালি উড়াইতে চায় তখন ঐ নৌকার মধ্যে এমন এক কল আছে তাহা ঘুরাইলে আপনি পালি উঠে তাহাতেই বাহিরে এমত জ্ঞান হয় যে মৎস্য পাখা দ্বারা উড়িতেছে। যখন সেই কল উলটা ঘুরায় তখন ঐ পালি আপনি জড় হইয়া

আপন স্থানে থাকে। সে নৌকা লম্বা অনুমান পঞ্চাশ হাত ও চৌড়া আট হাত তাহাতে বার দ্বার।

দ্বিতীয় নৌকা। সে নৌকা সামান্য নৌকার মত আকার কিন্তু সম্মুখে দুই সমুদ্রীয় ঘোড়ার অর্দ্ধেক শরীর এবং তার অর্দ্ধেক শরীর মৎস্যেতে গিলিত এবং মধ্যদেশে এক চান্দোয়া তাহার উপরে ইংগ্রণ্ডীয় বাদশাহের মুকুট আছে আর ২ সরঞ্জাম সকল পূর্ব্ব নৌকার মত নৌকাতেও বার দাঁড়। দুই নৌকাতে এক লক্ষ টাকা অধিকতর হইবেক এমত শুনা যাইতেছে। যে ব্যক্তি নৌকাতে সোনার কর্ম্ম ফুরিয়া লইয়াছে তাহার নাম জিম্মান সাহেব তাহার বাড়ী মোং কসাইটোলা।

—শনিবার ২৬ ফিব্রুআরি ১৮২০/১৫ ফাল্গুণ ১২২৬

হীরার অলঙ্কারের মূর্ত্তি।

মোং কলিকাতার লালদিঘীর নিকটে শ্রীযুত টুআন্টিমেনকো সাহেবের বাটিতে পচিশ হাজার টাকার হীরার অলঙ্কারের মূর্ত্তি হইবেক তাহাতে আড়াইশত টিকীট হইয়াছে প্রত্যেক টিকীট এক ২ শত টাকার। তাহার মধ্যে সকল হইতে উত্তম এক হীরার আঙ্গঠী তাহার মূল্য পাঁচ হাজার টাকা এবং তাহার মধ্যে সকল হইতে ন্যূন মূল্য সাড়ে চারিশত টাকা।

—শনিবার ২৬ ফিব্রুআরি ১৮২০/১৫ ফাল্গুণ ১২২৬

বাঙ্গাল বাঙ্ক নোট হারাণ।

মোং দমদমার এক সাহেবের দুই বাঙ্গাল বাঙ্ক নোট চুরি গিয়াছে।

নম্বর	তারিখ	টাকা
৯১০৭	১৪ এপ্রিল ১৮১৮	১০০
১৫৬৭৬	২১ আগস্ত ১৮১৯	১০০

—শনিবার ২৬ ফিব্রুআরি ১৮২০/১৫ ফাল্গুণ ১২২৬

জাহাজ আমদানি।

জনটোবিন নামে জাহাজ কাপ্তান লিসন ঐ জাহাজ ২৮ সেপ্তম্বর ইংগ্লণ্ড ছাড়িয়া ২৫ ফেব্রুআরি তারিখে কলিকাতাতে পঁহুছিয়াছে। এবং সেরবর্ণ নামে জাহাজ ১২ নবেম্বর তারিখে ইংগ্লণ্ড ছাড়িয়া ২৮ ফেব্রুআরি মোং কলিকাতাতে আসিয়াছে এই জাহাজ সাড়ে তিন মাসে পঁহুছিয়াছে এত শীঘ্র অন্য ২ জাহাজ

কদাচিৎ আইসে। এই ২ জাহাজে যে ২ সমাচার আসিয়াছে তাহা পশ্চাৎ ছাপান যাইবেক।

—শনিবার ৪ মার্চ ১৮২০/২২ ফাল্গুণ ১২২৬

জাহাজ রপ্তানী।

বেঙ্কুলন নামে এক জাহাজ কাপ্তান এনষ্টিস ঐ জাহাজ ২৩ ফেব্রুআরি মোং কলিকাতা হইতে মান্দারাজে প্রস্থান করিয়াছে।

—শনিবার ৪ মার্চ ১৮২০/২২ ফাল্গুণ ১২২৬

স্ফূর্ত্তি।

মোং কলিকাতায় এক জন দালাল স্বপ্নে দেখিয়াছিল যে অমুক নম্বরের টিকীট কিনিলে লক্ষ টাকার বাজী উঠিবে। সে তাহার পরদিন মহাহৃষ্ট হইয়া আপনার জিনিস পত্র বিক্রয় করিয়া একশত টাকাতে সেই নম্বরের টিকীট কিনিল। পরে আর একজন ভাগ্যবান বাঙ্গালি লোক সেও ঐরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিল তৎপ্রযুক্ত সে টিকীট আপিসে গিয়া ঐ টিকীট কিনিতে চেষ্টা করিল কিন্তু শুনিল যে সে টিকীট সেই দালাল কিনিয়াছে। শেষে ঐ ভাগ্যবান ঐ দালালকে অনেক ২ স্তব বিনয় করিয়া এবং দুই হাজার টাকা দিয়া ঐ টিকীট কিনিল। পরে ঐ টিকীট চন্দননগরের এক ফরাশিস সাহেব কিছু অধিক মূল্য দিয়া তাহার স্থানে কিনিয়া লইল। পরে শেষ দিনে ঐ টিকীট ফরসা উঠিল। আমরা শুনিতে পাই যে ঐ ফরাশিষকে পচিশ হাজার টাকা দিতে অন্য একজন স্বীকার করিয়াছিল ফরাশিস তাহাকে দেয় নাই। ইহাতে ফরাশিস সাহেবের অনেক লোভ ও দালাল ও দ্বিতীয় ব্যক্তির লাভাদৃষ্ট প্রকাশ হইল।

—শনিবার ৪ মার্চ ১৮২০/২২ ফাল্গুণ ১২২৬

নূতন পুস্তক ছাপা।

শ্রীযুত গৌরচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার সন ১২২৭ সালের নবদ্বীপ সম্মত পঞ্জিকা মোং সভাবাজারের শ্রীবিশ্বনাথদেবের ছাপা খানাতে ছাপা করিয়াছেন তাহাতে অন্য ২ পঞ্জিকার মত অঙ্কদ্বারা বার তিথি প্রভৃতি জানা যায় এবং বার তিথি নক্ষত্র যোগ করণ এই পঞ্চাঙ্গ বিশেষ রূপে অক্ষরেতে পৃথক ২ লিখিত আছে যাহারা

অক্ষর মাত্র পরিচয় আছে, সেও ঐ পঞ্জিকাতে দিন ক্ষণ ভাল মন্দ অনায়াসে জানিতে পারে।...

—শনিবার ১১ মার্চ ১৮২০/২৯ ফাল্গুণ ১২২৬

আশ্চর্য্য চুরি।

২৯ ফেব্রুআরি ও ১৮ ফাল্গুণ মঙ্গলবার মোকাম চৌরাঙ্গি শহর কলিকাতা মেং হেনরি সারজেণ্ট সাহেবের বাটী হইতে সাহাবের শয়ন ঘরের মধ্যে এক সিন্ধুক তাহার ভিতর এক বাক্স বাঙ্গাল বাঙ্ক নোট ও নগদ দুই শত টাকা ও পাঁচনরি এক ছড়া সমেত ছিল তাহাতে সিন্ধুক খুলিয়া ঐ বাক্স চুরি করিয়াছে সোনার বাঙ্কনোটের টাকা বাঙ্কে বন্ধ আছে তাহার নম্বর।

৯১১৪		
৯১১৫	৪ কেতা ২৫০ হিঃ	১০০০
৯১১৬		
৯১১৭		
১৩০২৮	১ কেতা	১০০

—শনিবার ১১ মার্চ ১৮২০/২৯ ফাল্গুন ১২২৬

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

২৫ ফেব্রুআরি ১৮২০ সাল।

শ্রীযুত পেলিগ্রীনত্রিক্স সাহেব কলিকাতার ডকের বড় সাহেব হইয়াছেন।

—শনিবার ২৫ মার্চ ১৮২০/১৪ চৈত্র ১২২৬।

সহগমন।

গত রবিবার মোং কলিকাতার চিৎপুরের ঘাটে এক স্ত্রীলোক সহগমন করিতে চিতারোহণ করিয়াছিল এবং তাহা দেখিবার কারণ অনেক লোক সেখানে একত্র হইয়াছিল। ঐ স্ত্রীর আত্মীয় লোকেরা তাহার উপরে বাঁশ প্রভৃতি দিয়া ধরিবার উদ্যোগ করিলে দুই তিন ইংগ্লণ্ডীয় সাহেব লোক বাঁশ দিতে বারণ করিলেন তৎপ্রযুক্ত বাঁশ দিয়া ধরা গেল না তাহাতেও তাহার সহগমন ব্যাঘাত হইল না।

—শনিবার ২৫ মার্চ ১৮২০/১৪ চৈত্র ১২২৬

ইস্তাহার।

সকলকে খবর দেওয়া যাইতেছে ১৩ এপ্রিলের ১৮২০ সাল বৃহস্পতিবার দুই প্রহরের সময় অদালতের ঘরের নীচের বারাণ্ডায় শরিপ দপ্তরের সম্মুখে অদালতের ২১ মার্চ ১৮২০ সাল একুটী সাইডের ১ আরর্ডরে নিলাম হইবেক মারফত সরিপ সাহেব।

দরুন শ্রীদেবীচরণ সরকার ও শ্রীজজ্ঞেশ্বর সরকার শহর কলিকাতা মোং লালবাজার বালাখানা বাটী ১ যে বাটীতে মেং ইষমাল কোং থাকেন ঐ বাটীতে দেবীচরণ সরকারদিগের সার্থ যাহা আছে তাহাই বিক্রয় হইবেক নিলামের কড়ার শরিপ দপ্তরে আসিয়া ওয়াকীব হইবেন ইতি ৩০ মার্চ ১৮২০।

—শনিবার ১ এপ্রিল ১৮২০/২১ চৈত্র ১২২৬

হেষ্টিংস্ সাহেব।

হেষ্টিংস সাহেব ইহ কালে নানাবিধ কীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়া পরকালপ্রাপ্ত হইয়াছেন ইহা পূর্ব্বে ছাপান গিয়াছে কিন্তু এখন তাঁহার নাম স্মরণের নিমিত্ত তাহার মূর্ত্তি মোং কলিকাতাতে স্থাপিতা করা যাইবেক তাহার খরচের কারণ চান্দা করা গিয়াছে তাহাতে অনেক ইংগ্রণ্ডীয়েরা সহী করিয়াছেন এবং মুরশেদাবাদে এই ২ লোকেরদের সহী হইয়াছে।

নাম	টাকা
বাঙ্গালার নবাব নিজাম বাহাদুর	৫০০
ওয়ালীদা বেগম	২০০
নবাব অহম্মদ আলী খাঁ বাহাদুর	৫০
নবাব আবদুল কাশম বাহাদুর	৫০
নবাব সৈয়দ মহম্মদ আলী	৫০
নবাব নসীরুদ্দীন হয়দর	৫০
নবাব শমশেরজঙ্গ	৫০
নবাব দাউদআলী খাঁ	২৫
নবাব জান	৫০
নবাব মুস্তোফা খাঁ	১০০
নবাব জৈনউল আবদীন	৫০

নবাব সৌলজ্জঙ্গ	১৬
শ্রীযুত ইন্দ্রচন্দ্র জগৎ শেঠ	২০০
শ্রীযুত রাজা উদ্মন্ত সিংহ	৪০০
শ্রীযুত সেঠ অভয়চরণ	২০০
শ্রীযুত সেঠ বিষ্ণুচন্দ্র	২০০
নজবৎ আলী খাঁ	২০
নবাব আসফুদ্দীন আলী খাঁ	২০

—শনিবার ১ এপ্রিল ১৮২০/২১ চৈত্র ১২২৬

অগ্নিদাহ।

২৩ চৈত্র ৩ এপ্রিল সোমবার সায়ংকালে মোং কলিকাতার মেহিন্দিবাগানে প্রথম অগ্নি লাগিল পরে মহাপ্রচণ্ড বায়ু তাহার সহকারিতা অনেক করিল এবং তাহার চতুর্দিকে বিস্তর ২ কাঁচা ঘর ছিল সেই ২ ঘর আশ্রয় পাইয়া ক্রমে ২ অগ্নি বর্দ্ধিষ্ণু হইতে লাগিল। পরে শহরের লোকেরা দমকল প্রভৃতি অনেক উপায় চেষ্টা করিল কিন্তু প্রচণ্ড বায়ুর সাহায্যপ্রযুক্ত সকল কল বিকল হইল। পরে উত্তরোত্তর বাড়ীতে ২ বৈঠকখানাপর্য্যন্ত অনুমান এক ক্রোশ ব্যাপিয়া অগ্নি জ্বলিতে লাগিল। ইহাতে লোকেরদের কত ক্ষতি ও দুঃখ হইল তাহা লিখিয়া কত জানাইব কিন্তু দুই প্রহর রাত্রির সময়ে অনুমান করা গেল কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছিল। এবং সেই রাত্রি প্রভাতকালে দৈবাৎ কিঞ্চিৎ বৃষ্টি হইল তাহাতেও সে অগ্নি সমুদায় নির্বাণ হইল না পর দিন আট ঘণ্টার সময়ে দেখা গেল যে তখনও অগ্নি আছে। তাহাতে কাঁচা ঘরের কথা কি কহিব তিন চারি কোঠা ঘর দগ্ধ হইয়া সমভূমি হইয়াছে। এবং সে অগ্নির আলো সাত আট ক্রোশ দূরস্থ লোকেরা দেখিয়াছিল।

—শনিবার ৮ এপ্রিল ১৮২০/২৮ চৈত্র ১২২৬

মরণ।

গত শনিবার ১ এপ্রিল ২১ চৈত্র বাবু সূর্য্যকুমার ঠাকুর পরলোকগত হইয়াছেন কলিকাতাতে তাঁহার সুখ্যাতি ছিল অত এব তাহার কারণ অনেক লোক খেদ করিতেছে।

—শনিবার ৮ এপ্রিল ১৮২০/২৮ চৈত্র ১২২৬

আত্মহত্যা।

৭ এপ্রিল মোং কলিকাতার ন** যার গলিতে এক ইংগ্লণ্ডীয়** খাইয়া আত্মহত্যা করিয়া*** প্রথম হরকরা আপিসে ছাপাওয়ালার চাকর ছিল। পরে ছয় মাস হইল কলিকাতার জরনেল আপিসে অতি ভাল রূপে কর্ম্ম করিয়াছিল। তদনন্তর তাহা হইতে অধিক লভ্য করিবার কারণ টেলর মেকনাইট কোম্পানির নিলাম ঘরে চাকর হইয়াছিল সেই দপ্তরখানায় যে অন্য ২ লোকেরা আছে তাহাদের প্রমুখাৎ শুনা যায় যে এই লোক প্রতিদিন আপন কর্ম্মের হিসাব রাখিত সেই হিসাবের শেষে যে তাহার গোপনীয় চিঠীপত্র ইত্যাদি ছিল সে সকল মরিবার পূর্ব্বে সে চিরিয়া ফেলিল কেননা সে ভয় করিল পাছে কেহ তাহা দেখে। এমতবোধ হয় যে হঠাৎ এই কর্ম্ম হয় নাই যেহেতুক সে মরিবার তিন দিন পূর্ব্ব পিস্তল কিনিয়াছিল। পরে শুক্রবার আপন মিত্রেরদের সহিত খানা খাইয়া মদ্য পান করিল। পরে স্নানাদি করিয়া বাহিরে যাইবার মত ধৌত বস্ত্র পরিধান করিয়া আপন ঘরের কুঠরীতে গিয়া গুলি খাইয়া মরিল। দুই বৎসর গত হইল ইহার ভ্রাতা বিষ খাইয়া মরিয়াছে। এবং আরও আশ্চর্য্য যে এই ঘরে ঐ লোক সমেত তিন জন আত্মহত্যা করিল। এই ব্যক্তির কেবল এক ভগিনীমাত্র আছে। ইহার মরণের তথা কারণ কেহ জানে না অনেকে অনেক ২ প্রকার অনুমান করিতেছে।

—শনিবার ১৫ এপ্রিল ১৮২০/৪ বৈশাখ ১২২৭

সুপ্রীম কোর্ট।

বাবু গোপীমোহন ঠাকুর এবং বেরাটো কোম্পানি ফৈরাদী। আলেক্সন্দ্র কোম্পানি আসামী এই মোকদ্দমা সুপ্রীমকোর্টে * কালাবধি হইতেছে কিন্তু গত * তারিখে নিষ্পত্তি হইয়াছে। গোপীমোহন ঠাকুর যে দাবিতে নালিস করিয়াছিলেন তাহা ডিসমিস হইয়াছে। এবং আলেক্সন্দ্র কোম্পানি ফৈরাদী হইয়া গোপীমোহন ঠাকুর ও মাতিউ স্মিথ সাহেব ও বেরাটো সাহেব ও তাহার পুত্রেরদের নামে নালিস করিয়াছিলেন তাহা ডিগ্রী হইয়াছে। এই মোকদ্দমাতে গোপীমোহন ঠাকুরের দুই পুরুষ গত হইয়া তৃতীয় পুরুষে নিষ্পত্তি হইয়াছে।

এই সমাচার ছাপা হইতে ২ অন্য সমাচার আইল যে বাবু গোপীমোহন

ঠাকুরের মধ্যম পুত্র শ্রীযুত চন্দ্রকুমার ঠাকুর ঐ মোকদ্দমা ইংগ্লণ্ডে বাদশাহের ও তাহার সভার নিকটে আপীল মানিয়াছেন।

—শনিবার ১৫ এপ্রিল ১৮২০/৪ বৈশাখ ১২২৭

কলিকাতা।

৮ এপ্রিল অবধি ১৪ তারিখ পর্য্যন্ত মোং কলিকাতায় ওলাউঠা রোগে মহামারী হইয়াছে তাহাতে যত লোক মরিতেছে তাহার হিসাব পুলিসের রিপোর্টদ্বারা এই জানা গেল।

তারিখ	হিন্দু	মুসলমান
৮ এপ্রিল	৩১	১৪
৯ রোজ	৩২	৯
১০ রোজ	৪১	১০
১১ রোজ	২২	৯
১২ রোজ	২০	৯
১৩ রোজ	২৩	৭
১৪ রোজ	৩৫	৩১
	২০৪	৮৯
একুন	২৯৩	

—শনিবার ২২ এপ্রিল ১৮২০/১১ বৈশাখ ১২২৭

ওলাউঠা।

...এবং এই রূপ গত সপ্তাহে মোং কলিকাতাতে এক ব্রাহ্মণ বালকের যজ্ঞোপবীত হইয়া দণ্ড কমণ্ডলু লইয়া ঘরে যাইবে ইতোমধ্যে ঐ অনিবার্য্য রোগগ্রস্ত হইয়া সে ব্রাহ্মণ বালক লোকান্তরগত হইল। ইত্যাদি প্রকার ওলাউঠা অনেক খেলা খেলিতেছেন।

ওলাউঠা রোগে কলিকাতার এই ২ ভাগ্যবান লোক মরিয়াছেন। বাবু সূর্য্যকুমার ঠাকুর ও বাবু মোহিনীমোহন ঠাকুর ও কোম্পানির ত্রেজুরির খাজাঞ্চি জগন্নাথ বসু ও কলিকাতার একস্চেঞ্জ ঘরের কর্ম্মকারী শিবচন্দ্র বসু এবং ইংগ্লণ্ডীয় সাত জন সাহেব মরিয়াছেন।

—শনিবার ২৯ এপ্রিল ১৮২০/১৮ বৈশাখ ১২২৭

নূতন পুস্তক।

কতক দিন হইল ইংগ্লণ্ডে শ্রীযুত ফ্রান্সিসবপ সাহেব মহাভারতের অন্তর্গত নল দময়ন্তীর উপাখ্যান এক দিকে নাগর অক্ষরে সংস্কৃত অন্য দিকে লাটীন ভাষা তর্জ্জমা করিয়া গ্রন্থ ছাপা করিয়াছেন সেই গ্রন্থ জেলদবন্ধ হইয়া এই দেশে আসিয়াছে। যে সাহেব ঐ গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন তিনি হিন্দুস্থানে কথনও আইসেন নাই কেবল সেখানে তাহার সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাস হইয়াছে ইহাতে অতিশয় আশ্চর্য্য বোধ হয় যেহেতুক হিন্দুস্থানে সংস্কৃত বিদ্যা তেমন ইউরোপে লাটীন বিদ্যা ঐ সাহেবের এই দুই কঠিন বিদ্যাতে সমান ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে।

—শনিবার ৬ মে ১৮২০/২৫ বৈশাখ ১২২৭

চুরি।

কতক দিন হইল শ্রীযুত পামর কোম্পানির গুদামে এক আশ্চর্য্য প্রকার চুরি হইয়াছে। ঐ গুদামে এক দিন দুই চারি লোক আসিয়া আপনারদের চাবি দিয়া ঐ গুদাম খুলিল তখন অন্য ২ লোকেরা বোধ করিল যে বুঝি সাহেবের চাকর লোকেরা গুদাম খুলিতেছে। পরে তাহারা ঐ গুদাম খুলিয়া দুই পিপা মেদেরা সরাপ বাহির করিয়া মুটে ডাকিয়া তাহারদের মস্তকে উঠাইয়া দিয়া স্বচ্ছন্দে যাইতে লাগিল। অনন্তর পথে তাহারা ধরা পড়িল।

—শনিবার ৬ মে ১৮২০/২৫ বৈশাখ ১২২৭

নৌকা ডুবি।

গত শুক্রবার এক গুদারার নৌকা মোং কলিকাতা হইতে অনেক লোক বোঝাই করিয়া পার হইতেছিল ইতোমধ্যে হঠাৎকারে মহাঝড় আসিয়া একেবারে ঐ নৌকা উল্টাইয়া ফেলিল। সে নৌকাতে যত লোক ছিল তাহারা প্রায় সকলি মরিয়াছে।

—শনিবার ৬ মে ১৮২০/২৫ বৈশাখ ১২২৭

বাঙ্কনোট হারাণ।

মোকাম কলিকাতার চিতপুরের শ্রীনবকৃষ্ণ মিত্রের বাটী হইতে এই কএক খান বাঙ্কনোট হারাণ গিয়াছে।

নোট	নম্বর	টাকা
কমরসল বাঙ্ক	৪৫৮	১০০০

হিন্দুস্থান বাঙ্ক	৪৭২৫	১০০
ঐ	১৬৮৭৬	১০০
ঐ	৮২১৩	১০০
ঐ	১৭২৫৭	১০০

[ইস্তা] হার দেওয়া যাইতেছে যে কেহ ইহার সন্ধান করিতে পারিবেক সে ব্যক্তি এসপ্লেনেড রাস্তায় মেং হেনরি কুক সাহেবের নিকট গেলে দুই শত টাকা বকশিস পাইবেক।

—শনিবার ১৩ মে ১৮২০/১ জ্যৈষ্ঠ ১২২৭

টীকিট হারাণ।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে শ্রীবৈদ্যনাথ শাহার ২৭১ নম্বরের স্থত্তির এক টীকিট ডাকঘর হইতে হারাণ গিয়াছে।

—শনিবার ১৩ মে ১৮২০/১ জ্যৈষ্ঠ ১২২৭

গাড়ী।

সকলে অবগত হইয়াছে যে ইংগ্লণ্ডে প্রায় তাবৎ লোক গাড়ীদ্বারা গমনাগমন করে এত গাড়ী সেখানে আছে যে প্রায় সে অবিশ্বসনীয় এবং এখানে যেরূপ গহনা নৌকা আছে সেখানে তদ্রূপ গাড়ী। ও যেমন এখানে দ্বেষাদ্বেষিতে কর্ম্ম চলে তেমন সেখানেও।...

—শনিবার ১৩ মে ১৮২০/১ জ্যৈষ্ঠ ১২২৭

ওলাউঠা।

শহর কলিকাতায় অন্য ২ বৎসর এ সময়ে যে রূপ ওলাউঠা রোগ প্রবল হইয়া থাকে এ বৎসর তাহাহইতে অনেক ন্যুন আছে।

—শনিবার ১৩ মে ১৮২০/১ জ্যৈষ্ঠ ১২২৭

বাণিজ্য।

কলিকাতার বাজারে এখন কেবল কাছোড়া তুলা আছে এবং সেই তুলা এই দেশের ব্যয়ের কারণ পঁচিশ টাকা করিয়া মোন বিক্রয় হইতেছে এ অসঙ্গত নহে যেহেতুক মোং মীরজাপুরে সাড়ে সাতাইশ টাকা করিয়া মোন বিক্রয় হইতেছে এবং ভগবানগোলাতে তেইশ টাকা দশ আনা মোন বিক্রয় হইতেছে।

গত সপ্তাহে আফিম প্রায় কিছু ক্রয় বিক্রয় হয় নাই তথাপি তাহার মূল্য পাঁচ টাকা ন্যূন হইয়াছে গত চার মাসের মধ্যে এই ২ রীতিক্রমে কোম্পানির গত বৎসরের আফিম অন্য ২ দেশে পাঠান গিয়াছে।

পুলপিনাঙ্গে	৩৮৫	সিন্ধুক
যাবা উপদ্বীপে	৪৭৫	ঐ
সুমাত্র উপদ্বীপে	৮০	ঐ
চীন দেশে	১৬৭৪	ঐ
অন্য স্থানেতে	৬৯	ঐ
	২৬৮৩	

—শনিবার ২৩ মে ১৮২০/১ জ্যৈষ্ঠ ১২২৭

ইস্তাহার।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে শ্রীযুত উলিয়াম এইনসিলি সাহেব কোম্পানি বাহাদুরের ডাক্তারি কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন তিনি এখন ১ মে তারিখ অবধি শ্রীযুত কালবিল বাসেট কোম্পানির এক অংশী হইয়াছেন।

ঐ তারিখে শ্রীযুত হিউ ফার্ব্বস সাহেব হটন কোম্পানির এক অংশী হইয়াছেন।

এবং চার্লস্ বোস্ক সাহেব শ্রীযুত এফ বোনাফি সাহেবের সহিত এক অংশী হইয়াছেন। পরে ইহারা বোনাফি কোম্পানি নামে খ্যাত হইবেন।

এবং শ্রীযুত তালা কোম্পানির এক অংশী শ্রীযুত জর্জ ডিকসন সাহেব ছিলেন তিনি ১ মে তারিখ অবধি সে কর্ম্মচ্যুত হইয়াছেন।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে বাবু সূর্য্যকুমার ঠাকুর লোকান্তর গমন কালে শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুরকে আপনার তাবৎ বিষয় সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন এক্ষণে শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুর ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন। অতএব সূর্য্যকুমার ঠাকুরের সহিত যাহারদের দেনা পাওনা ছিল তাহারা এক্ষণে শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুরের নিকট যাইবেন।

—শনিবার ২০ মে ১৮২০/৮ জ্যৈষ্ঠ ১২২৭

ওলাউঠা।

শহর কলিকাতায় যত লোক ওলাউঠা রোগে মরিতেছে তাহারদের প্রতিদিনের রিপোর্ট এই।

তারিখ	হিন্দু	মুসলমান
৬ মে	৯	১
৭ রোজ	২১	৭
৮ রোজ	১৪	১
৯ রোজ	১২	২
১০ রোজ	১০	৪
১১ রোজ	১৬	৩
১২ রোজ	১৪	৩
	৯৬	২০
একুনে	১১৬	

—শনিবার ২০ মে ১৮২০/৮ জ্যৈষ্ঠ ১২২৭

বাজার ভাও।

জিনিস	মোন	অবধি		পর্য্যন্ত	
		টাকা	আনা	টাকা	আনা
সুপারী	১	৩	১০	৩	১২
ভেরণ্ডা তৈল	১	২৮	০	৩০	০
গাছ মরিচ	১	৩	৮	৪	৮
নারিকেল তৈল	১	১৪	৮	১৫	০
তুলা কাছোড়া	১	২৫	০	০	০
আদা রঙ্গপুর	১	২	৮	২	১০
পাটনাই আদা	১	২	০	২	৪
চালু পাটনাই	১	৩	৪	৩	৬
পাছড়ি উত্তম	১	২	১২	২	১৩
পাছড়ি মধ্যম	১	২	৪	২	৬

জিনিষ	মোন	অবধি		পর্য্যন্ত	
		টাকা	আনা	টাকা	আনা
মুগী উত্তম	১	১	১২	০	০
মুগী মধ্যম	১	০	০	০	০
বালাম	১	১	১৩	১	১৪
দুধা গোম	১	২	২	২	৩
পাটনাই বুট	১	২	৩	০	০
অড়হর ডালি	১	২	১১	২	১২
উত্তম গায়া ঘৃত	১	২৪	০	০	০
মধ্যম ঘৃত	১	১৭	০	১৮	০
ভৈঁসা ঘৃত	১	১৬	৮	১৭	০
মধ্য ভৈঁসা	১	১৬	০	০	০
নীল উত্তম	১	০	০	০	০
অন্য ২ প্রকার					
নীল	১	১৪০	০	১৫০	০
সোরা উত্তম	১	৬	৮	৬	১২
মধ্যম	১	৬	০	৬	৪
চিনী কাশীর	১	১০	১২	১১	০
মধ্যম	১	৮	০	৯	০
খার চিনী	১	৪	০	৪	৮
তেতুল	১	১০	০	১১	০
তামাক	১	৪	০	৬	০
চন্দন	১	১৪	০	১৬	০

—শনিবার ২০শে মে ১৮২০/৮ জ্যৈষ্ঠ ১২২৭

সুপ্রীম কৌসিল।

ইংগ্লণ্ডে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানির অধ্যক্ষ সাহেবেরা শ্রীযুত ফেণ্ডাল সাহেবকে কলিকাতার সুপ্রীম কৌসিল নিযুক্ত করিয়াছেন। অতএব শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব শ্রীযুত সার জেম্‌স কৌলবুরুক সাহেবকে যে কতক দিনের কারণ ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন তিনি এখন সুপ্রীম কৌসিলের সে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সদর

দেওয়ানি অদালতের প্রধান জজ হইয়াছেন। গত শনিবারে শ্রীযুত ফেণ্ডাল সাহেব সদর দেওয়ানি অদালত হইতে স্নুপ্রীমকৌসিল গেলেন এবং শ্রীযুত সর জেম্‌স কোলবুরুক সাহেব স্নুপ্রীম কৌসিল হইতে সদর দেওয়ানি অদালতে গেলেন।

এই আশ্চর্য্য যে ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা এতদ্দেশস্নুখ্যাত হেনরি কোলবুরুক সাহেব সদরদেওয়ানির প্রধান জজের কর্ম্ম ও স্নুপ্রীম কৌসিলের কর্ম্ম ক্রমে ২ করিয়াছিলেন ইনিও সেই দুই কর্ম্ম করিলেন।

—শনিবার ২৭ মে ১৮২০/১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২২৭

শ্রীযুত রিকেৎস সাহেব।

শ্রীযুত রিকেৎস সাহেব এতদ্দেশে অনেক কাল ছিলেন ও কলিকাতার স্নুপ্রীমকৌসিলের অন্তঃপাতী ছিলেন এবং সে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ইংগ্লণ্ডে গিয়াছেন ইহা পূর্ব্বে ছাপান গিয়াছে। এখন শুনা গেল যে তিনি ইংগ্লণ্ডে মহাসভার অন্তঃপাতী এক জন হইয়াছেন।

—শনিবার ২৭ মে ১৮২০/১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২২৭

বাণিজ্য।

এই সপ্তাহের বাণিজ্যের রিপোর্ট দ্বারা জানা গেল যে এই সপ্তাহে তুলার আমদানী ও রপ্তানী ও ক্রয় বিক্রয়ের মূল্য অন্যথা হয় নাই। এবং বিলাতি জিনিসের বিষয় এমন ভরোসা ছিল যে কোন জাহাজ না আইলে বিলাতি জিনিসের দাম কিছু চড়িবেক সে ভরোসা মিথ্যা হইল যেহেতুক যে জিনিসের যে দাম সেইরূপ আছে আর ইহা হইতে যে কিছু ভাল হইবেক সে ভরোসাও নাই।

—শনিবার ২৭ মে১৮২০/১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২২৭

কলিকাতার নরদামা।

কলিকাতা শহরের খবরদারিতে যে সকল সাহেবেরা নিযুক্ত আছেন তাহারা অনুমান করিয়াছেন যে কলিকাতায় অনেক ২ গভীর নরদামা আছে তাহাতে অন্য কোন দ্রব্য পড়িলে তাহা পচিয়া অত্যন্ত দুর্গন্ধ নির্গত হয় তাহাতে লোকেরদের সতত রোগ জন্মে। অতএব সে সকল নরদামা বন্দ করিয়া কিঞ্চিৎ গভীর নরদামা করা যাউক।

তাহাতে সেই নরদামাবাসি উন্দুরুরা আপনারদের স্থান ভ্রষ্ট ভয়ে শ্রীশ্রীযুতের নিকটে এই বিষয় দরখাস্ত করিয়াছে যে এই নরদামা বন্দ করাতে তোমারদের লাভ আছে বটে কিন্তু আমারদের মরণ। আমরা কোথায় বাস করিব আমরা পূর্ব্ব কালাবধি এখানে বাস করিতেছি এবং মনে এমন প্রত্যাশা করি যে আমারদের পুত্র পৌত্রপ্রভৃতি এখানেই বাস করিবে এবং যদি এই গভীর নরদামা বন্দ করিয়া উচ্চ নরদামা করিয়া দেও তবে আমরা কি প্রকারে সেখানে বাস করিব যেহেতুক সেখানে বালক ও কাক ও কুকুর প্রভৃতিরা দিনে আমারদের সংহার করিবে ও রাত্রিতে দুষ্ট বিড়ালেরা আমারদিগকে নিদ্রা যাইতে দিবে না। অতএব এই নরদামা বন্দ করিবার অগ্রে ঐ সাহেব লোকেরদের এই বিবেচনা করা অতিকর্ত্তব্য যেহেতুক এমন প্রাচীন প্রজারদিগকে তাড়িয়া দেওয়া অকর্ত্তব্য।

এক রসিক লোক কৌতুক করিয়া এইরূপ দরখাস্ত শ্রীশ্রীযুতের নিকটে সত্য দিয়াছে।

—শনিবার ২৭ মে ১৮২০/১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২২৭

ইস্তাহার।

সকলকে জানান যাইতেছে যে ৫ জুন সোমবার ১৮২০ সাল দুই প্রহর বেলার সময় শহর কলিকাতার বড় অদালত ঘরের উঠানে ফোটউলিয়মের সুপ্রীমকোর্টের মেষ্টর দপ্তরে শ্রীযুত এদাস্ত চার্লস্ মাকনাতন সাহেবের হুজুরের কোর্টের ১১ নবেম্বর সন ১৮১৯ সালের এক ডিগরির বিষয়ে যাহাতে * মনি মল্লিক ও শ্রীবৈষ্ণবদাস মল্লিক ** এবং শ্রীব্রজমোহন শীল *** মজকুরের জায়দাদ *** মত বিক্রয় হইবেক। **কলুটোলার মধ্যে এক তালা দুইটা বাটী এবং জমী বিমর্জিম পাটা ২৸৩৸৵ দুই বিঘা আটার কাঠা চৌদ্দ ছটাক।

২ লাট শহর কলিকাতার বৈঠকখানার বাজারে ৮ আট পাকা গুদাম পাটা বিমর্জিম জমী ১/২।০ এক বিঘা সওয়া দুই কাঠা।

যে কেহ ক্রয় করিতে বাসনা করেন মেষ্টর দপ্তরে গেলে বিস্তারিত জানিতে পারিবেন।

—শনিবার ৩ জুন ১৮২০/২২ জ্যৈষ্ঠ ১২২৭

ইস্তাহার।

সকলকে জানান যাইতেছে যে সূর্য্যকুমার ঠাকুর কমরস্যল বাঙ্কের খাজাঞ্চী

ও এক অংশী ছিলেন সংপ্রতি তাঁহার পরলোক হওয়াতে তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুর সেই কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন।

—শনিবার ৩ জুন ১৮২০/২২ জ্যৈষ্ঠ ১২২৭

ইস্তাহার।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে ১ মে তারিখ অবধি শ্রীযুত জর্জ জেম্‌স গার্ডন সাহেব কমরস্থাল বাঙ্কের এক অংশী হইয়াছেন।

—শনিবার ৩ জুন ১৮২০/২২ জ্যৈষ্ঠ ১২২৭

বজ্রাঘাত।

২৭ মে শনিবার দুই প্রহর পাঁচ ঘণ্টা বেলার সময়ে মোং কলিকাতায় শ্রীযুত আগার সাহেব ঘড়ীওয়ালার ঘরে বজ্রাঘাত হইয়াছে। যখন বজ্র পড়িল তাহারা সকল এক মেজের নিকট বসিয়া ছিল এবং সে শব্দের সময়ে তাহারদের এমন বোধ হইল যে কোন অতিশয় ভারি বস্তু তাহারদের মাথার উপরে পড়িল অকস্মাৎ এই শব্দ বাটীর তাবৎ লোকেরা জানিল কিন্তু কাহারো কিছু ক্ষতি হইল না। পরে অনুসন্ধান করিয়া দেখা গেল যে উত্তর দিকের দুই খিড়কী ও পশ্চিম দিকের এক খিড়কী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং পশ্চিমের খিড়কীর উপরকার দেওয়াল ফাটিয়া গিয়াছে এবং খিড়কী ভাঁগিয়া যে সকল কাষ্ঠের টুকরা পড়িল সে ছয় বুরুল অবধি নয় বুরুল পর্য্যন্ত বড় ছিল। ঐ দিন বৈকালে কলিকাতার মধ্যে ঝড় ও মেঘগর্জন অধিক কাল থাকিল তাহাতে কতক লোক খুন হইল। বজ্রাঘাতের মৃত্যুরূপ ফল দুই তিন স্থানে দেখা গেল। স্পিক সাহেবের পুষ্করিণী হইতে জল লইয়া যাইতেছিল যে ভেস্তি তাহার গলাতে বজ্র পড়িল তাহাতে সে সেইখানেই পঞ্চত্ব পাইল। এবং চাঁন্দ পালের ঘাটেতে তিন জন মাছুয়া তপস্বী মৎস্য লইয়া যাইতেছিল তাহারাও সেইখানেই মরিল। এই তিন অভাগারদিগকে দেখা গেল যে তাহার এক জনের বুকের মাংস ছিন্নভিন্ন হইয়াছে আর দুই জন অমনি মরিয়াছে। এবং ঐ দিন জানবাজারে সদরলাণ্ড সাহেবের বাটীর নিকটে বজ্রপাত হওয়াতে এক গোহত্যা হইয়াছে। আর কোন সমাচার পাওয়া যায় নাই কিন্তু আমরা অনুমান করি যে আর ২ লোকেরও এরূপ দুর্দশা হইয়া থাকিবেক। ...

—শনিবার ৩ জুন ১৮২০/২২ জ্যৈষ্ঠ ১২২৭

আত্মহত্যা।

২৯ মে সোমবার মোং কলিকাতায় শোভাবাজারের এক দুঃখি স্ত্রী বৃদ্ধা আপনার ঘরে গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে পরে দেখা গেল যে তাহার ঘর অতি ক্ষুদ্র তাহার মধ্যে এক বাঁশ দিয়া তাহাতে দড়ি বান্ধিয়া বসিয়া মরিয়াছে।

—শনিবার ৩ জুন ১৮২০/২২ জ্যৈষ্ঠ ১২২৭

বাহুযুদ্ধ।

৩ মে বুধবার একজন চীন দেশীয় খালাসীর মৃত শরীর পাওয়া গেল এবং তদারক করিলে জানা গেল যে কলুটোলাতে আর এক জন চীন দেশীয় খালাসীর সহিত সে মারামারি করিয়াছিল তাহাতে সে লাতি ও ঘুসার দ্বারা তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে।

—শনিবার ৩ জুন ১৮২০/২২ জ্যৈষ্ঠ ১২২৭

ইংগ্লণ্ডের বাদশাহ তৃতীয় জর্জের মরণের বিষয়ে।

৫ জুন সোমবার শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব শ্রীযুত ডবলিউ বি বেলি সাহেবের দ্বারা এই আজ্ঞা করিলেন যে কল্য সূর্য্যোদয় কালে কলিকাতার গড়ের নিশান মাস্তলের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত উঠিবে এবং মৃত বাদশাহের বয়ঃক্রমানুসারে এক ২ মিনিট অন্তর বিরাশী তোপ হইবে।

শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব এই প্রকাশিত কথা কলিকাতার সরিফ দপ্তরে পাঠাইলেন তাহার কারণ এই যে কল্য প্রাতঃকালে সাত ঘণ্টার সময়ে এই আজ্ঞা প্রকাশ হয়।

—শনিবার ১০ জুন ১৮২০/২৯ জ্যৈষ্ঠ ১২২৭

মরণ।

কলিকাতার মথুরামোহন সেন ধনী ও কোমলস্বভাব ছিলেন এবং তাহার আর ২ গুণ ছিল সংপ্রতি ৬ জুন মঙ্গলবার তিনি পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

—শনিবার ১৭ জুন ১৮২০/৫ আষাঢ় ১২২৭

লালাবাবুর মৃত্যু।

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পৌত্র কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ লালাবাবু নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন তাঁহার বিষয় সকলে অবগত আছেন। তিনি অনুমান বার বৎসর হইল

শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া বাস করিয়াছিলেন এবং সেখানে অনেক ধন ব্যয়পূর্ব্বক প্রস্তরময় এক বৃহৎ পুরী নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে সমুদায় শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত অতি বৃহৎ এক মন্দির করিয়াছিলেন ও তাহাতে তিনি শ্রীমূর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছিলেন তাহার নিত্য সেবার পরিপাটী কত লিখিব তেমন অন্যত্র দেখা যায় না। সেই পুরীর এক প্রান্তে অতিথিশালা সেখানে অন্ধ আতুর নাগা সন্ন্যাসী বৈরাগী বিদেশীয় প্রভৃতি সহস্র ২ লোক প্রতিদিন নিয়ত থাকিত তাহারা ইচ্ছানুসারে আপন ২ আহার অনায়াসে সরকারহইতে বরাওর্দ্দরূপ পাইত বিশেষ ২ দিনে ইহা হইতে অধিকও জমা হইত। সেখানে আহারার্থী হইয়া যে যখন যাইত সে কদাচ বিমুখ হইত না এবং শ্রীবৃন্দাবন তীর্থের অন্তঃপাতি রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড এই দুই তীর্থ অপরিষ্কারে জঙ্গল হইয়া লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল তিনি সে দুই স্থান পুনর্ব্বার সংস্কার করিয়া পূর্ব্ব হইতে অধিক শোভান্বিত করিয়াছেন লোকে কহে যে তাহাতে ছয় লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। এই ২ রূপ সেখানে অনেক কীর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি সেখানে থাকিয়া এখানকার ও সেখানকার বিষয় রক্ষা করিতেন কিন্তু দুই বৎসর হইল ঐহিক বিষয় চেষ্টা ত্যাগপূর্ব্বক পারলৌকিক বিষয় চেষ্টাতে মনোনিবেশ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মাশ্রয় করিয়াছিলেন এবং মধ্যাহ্ন কালে পরের দ্বারে গিয়া মাধুকরী বৃত্তি করিয়া দিন যাপন করিতেন ঐহিক সুখলিপ্সা মনেও আনিতেন না। সংপ্রতি ১২২৭ সালের ২ জ্যৈষ্ঠ ইং ১৮২০ সালের ১৪ মে রবিবারে চৌয়াল্লিশ বৎসর বয়সের কালে জ্ঞানপূর্ব্বক তাঁহার শ্রীবৃন্দাবন প্রাপ্তি হইয়াছে। তিনি শ্রীবৃন্দাবনে যে ২ কীর্ত্তি করিয়াছেন তাহা বহুকাল থাকে এমত নির্ব্বন্ধ করিয়াছেন। তৎপ্রদেশে যে জমিদারী ও অন্য ২ বিষয় করিয়াছেন তাহাতে বৎসর ২ যে লভ্য হয় তাহাতে সেখানকার খরচ স্বচ্ছন্দে চলিবেক।

— শনিবার ১৭ জুন ১৮২০/৫ আষাঢ় ১২২৭

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

শ্রীযুত জে এচ বার্ল সাহেব কলিকাতার কোর্ট আপীলের রেজষ্টর হইয়াছেন।

—শনিবার ১ জুলাই ১৮২০/১৯ আষাঢ় ১২২৭

কলিকাতার কোম্পানির কালেজ।

এই ২ সাহেব লোকেরা গত ইস্তাহামে উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং কোম্পানির কর্ম্ম পাইবার উপযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীযুত বেষ্ট সাহেব। শ্রীযুত লেন সাহেব।

শ্রীযুত চীপ সাহেব। শ্রীযুত শ্রীযুত কমিন সাহেব। শ্রীযুত থেলুসন সাহেব। শ্রীযুত কামেল সাহেব। শ্রীযুত ওয়াইট সাহেব। শ্রীযুত করী সাহেব। শ্রীযুত স্মিৎস সাহেব। শ্রীযুত রিচার্ডসন সাহেব।

—শনিবার ১ জুলাই ১৮২০/১৯ আষাঢ় ১২২৭

জাহাজ আমদানী।

গত বৃহস্পতি বারে গরেটী নামে জাহাজ ফারাশিষ দেশ হইতে পঁহুছিয়াছে এবং শনিবারে সালামানকা নামে ছোট জাহাজ বেঙ্কুলন ও মান্দরাজ হইতে পঁহুছিয়াছে।

—শনিবার ১ জুলাই ১৮২০/১৯ আষাঢ় ১২২৭

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

১ জুলাই।

...শ্রীযুত টি ক্লার্ক সাহেব কলিকাতার পরমিটের কালেক্তরের দ্বিতীয় পেস্কার হইয়াছেন।

—শনিবার ৮ জুলাই ১৮২০/২৬ আষাঢ় ১২২৭

ইস্তাহার।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে এই সকল নীচের লিখিত গবরনরমেণ্ট নোট মোং সামিএল নিকল সাহেবের নিকট হইতে চোরে গিয়াছে [নিয়াছে]।

সন ১৮১১। ১২ সালের নোট।

নং ৭৪৪৬ ও নং ১০৩৩ ও নং ১৮১১১২।

সিক্কা ২০০০০ টাকা।

নং ৭৪৪৭ ও নং ১০৩৩ সিক্কা ১২০০০ টাকা এই নোট।

তাহার আপনার নামে সকলকে সমাচার দেওয়া যাইতেছে যদি এই ২ নম্বরের নোট কেহ বিক্রয় করিতে চাহে তবে মেং জর্জ ক্রটেণ্ডেন সাহেবকে খবর না দিয়া কিনিবেন না। ইতি তাং ১০ জুলাই কলিকাতা।

—শনিবার ১৫ জুলাই ১৮২০/১ শ্রাবণ ১২২৭

জাহাজ আমদানি।

...গ্যাঞ্জেস নামে এক জাহাজ লণ্ডন হইতে ২৪ ফিব্রুআরিতে রাহী হইয়া

৮ জুলাই তারিখে কলিকাতা পঁহুছিয়াছে……অন্য এক জাহাজ মান্দরাজ হইতে ৩ জুলাই তারিখে রাহী হইয়া ৮ জুলাইতে পঁহুছিয়াছে। এবং মেণ্টর নামে এক জাহাজ ১৭ জুন পুলোপিনাঙ্গ ছাড়িয়া ৯ জুলাইতে পঁহুছিয়াছে। এবং আর এক জাহাজ ১১ মে বোম্বায়ের নিকট হইতে রাহী হইয়া ৭ জুলাইতে কলিকাতা পঁহুছিয়াছে।

—শনিবার ১৫ জুলাই ১৮২০/১ শ্রাবণ ১২২৭

শ্রাদ্ধ।

কলিকাতার শ্রীযুত মহারাজ গোপীমোহন দেবের মাতৃ শ্রাদ্ধ ২৮ আষাঢ় সোমবার হইয়াছে তাহাতে যেমন বিধি বোধিতরূপ অকৃত্রিম সমস্ত সামগ্রী সমবধান সমারোহ পূর্ব্বক শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়াছে এমত অন্যত্র সম্ভব প্রায় হয় না। পূর্ব্বে নানা দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরদের নিমন্ত্রণ পত্র লোকদ্বারা ও অতিদূর দেশে ডাকদ্বারা প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহাতে এত দূর দেশে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইয়াছিলেন যে তাহারা অদ্যাপি আসিয়া পঁহুছিতে পারেন নাই। এবং দেশ দেশান্তরীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও ভাগ্যবন্ত লোক পঁহুছিলে মনোহর বাসা ও উত্তম খাদ্য সামগ্রী এমত দিয়াছেন যে তাঁহারা মাসাবধি থাকিলেও তাহার শেষ করিতে পারেন না। এবং তাবৎ সামাজিকেরদের সিধা উপযুক্ত মত দিয়াছেন।

সভার সৌষ্ঠব অত্যাশ্চর্য্য পূর্ব্ব ভাগে উপরে নানা দেশীয় নিমন্ত্রিত সচ্ছাত্র অধ্যাপকগণ এবং উত্তর ভাগে নানা দেশীয় বিষয়ী ভাগ্যবন্ত ব্রাহ্মণগণ। পশ্চিম ভাগে উপরে সামাজিক তাবৎ ব্রাহ্মণবর্গ নিচে পশ্চিম ভাগে তাবৎ ভাগ্যবন্ত বিশিষ্ট শূদ্রসমূহ। সভার মধ্য ভাগে স্বর্ণময় দান সাগরের সামগ্রী। তাহার উত্তরে রাশীকৃত রূপ্যময় গাড়ু। ঈশান কোণে পিত্তলের এক রাশি গাড়ু। দান সাগরের দক্ষিণে রাশীকৃত রূপার ঘড়া ও অগ্নিকোণে পিত্তলের ঘড়া এক রাশি সভার পূর্ব্ব ভাগে রূপার খট্টা ১৭ খান তাহার আসনাদি সমুদয় শাঠীন বস্ত্রেতে সোনার রূপার বুটা ও ঝালর দেওয়া। তাহার পূর্ব্ব ভাগে সবৎসা ও সদুগ্ধা ষোড়শ ধেনু। এইরূপ সভা হইয়া ষোড়শ দানীয় দ্রব্য প্রত্যেকে উৎসর্গ করিয়া প্রত্যেক দানের দক্ষিণা এক ২ স্বর্ণ মুদ্রা সমেত সাক্ষাৎকারে অপূর্ব্ব বেদাধ্যায়ি পশ্চিম দেশস্থ ব্রাহ্মণ হস্তে দান করিয়াছেন। পরে উত্তম ষোল যোড়া শাল ও দুই বস্তা উৎকৃষ্ট বনাৎ ও নগৎ দশ হাজার টাকা রূপার থালে করিয়া উৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং বিলক্ষণা দান কারণ দ্বিজদম্পতী পশ্চম দেশ হইতে আনাইয়া দুই হাজার টাকার

অলঙ্কার ও বস্ত্রেতে ভূষিত করিয়া অপূর্ব্ব শয্যাদি ও দক্ষিণা স্বর্ণ মোহর দিয়াছেন। পরে সুন্দর সুসজ্জ ঘোটক ও বৃহৎ হস্তী ও বজরা ও উৎকৃষ্ট ঘোটকদ্বয়যুক্ত গাড়ী ও উত্তম মহাপা প্রভৃতি উৎসর্গ করিয়া সাক্ষাৎ ব্রাহ্মণগণকে আরোহণ করাইয়াছেন।

এবং রবাহূত ব্রাহ্মণ ও কাঙ্গালিপ্রভৃতি অনুমান এক লক্ষ আসিয়াছিল তাহারদিগকে যথাযোগ্য দানদ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিয়াছেন। এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরদের বিদায়ের যে হার করিয়াছেন শুনা যাইতেছে সেও উত্তম বিবেচনা-পূর্ব্বক হইয়াছে। আর ২ বিষয় লিখিতে হইলে অতিবাহুল্য হয় তৎপ্রযুক্ত স্থূল ২ বিবরণ মাত্র সকলকে জানাইবার কারণ লিখা গেল।

—শনিবার ১৫ জুলাই ১৮২০/১শ্রাবণ ১২২৭

ইস্তাহার।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে শ্রীযুত হেনরি উলিয়ম হবহোস সাহেব ইংগ্লণ্ড হইতে বাঙ্গালাতে পঁহুছিয়াছেন ও শ্রীযুত পামর কোম্পানির কর্ম্মে অংশী পুনর্ব্বার হইয়াছেন।

—শনিবার ২২ জুলাই ১৮২০/৮ শ্রাবণ ১২২৭

কলিকাতা।

গত সপ্তাহের বুধবার রাত্রে মোং কলিকাতাতে ব্রীন কোম্পানির বাটীতে এক জন দরওয়ান খাটেতে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছিল অকস্মাৎ একজন আসিয়া তাহার বাহুমূলে ছোরা মারিল সে ছোরা এক বুরুল চৌড়া হইয়া দুই বুরুল পর্য্যন্ত বিদ্ধ হইল তাহাতে সে মরিল না। কোন ব্যক্তি এই কর্ম্ম করিয়াছে তাহা স্থির জানা যায় নাই অনুমান হয় যে জাহাজী লোকেরা সেই পথে গমনাগমন করিয়া থাকে তাহারদের মধ্যে কাহাকে সে রাত্রিকালে গমনাগমন করিতে বারণ করিয়া থাকিবেক সেই লোক ক্রোধ করিয়া এ কর্ম্ম করিয়াছে।

সেই দিনের পূর্ব্ব রাত্রিতে জাহাজে অগ্নি দিবার কারণ কোন লোক উদ্যোগ করিয়া ছিল তাহাতে চৌকীর সিফাহী মালিমকে কহিল যে জাহাজে অগ্নির গন্ধ পাওয়া যাইতেছে। তাহাতে মালিম জাহাজের মধ্যে গিয়া দেখিল যে কতক কোষ্টাতে অগ্নিযোগ করিয়া দিয়াছে। পরে তাহারা সোর করিলে অন্য দুই জাহাজহইতে লোকেরা আসিয়া অগ্নি নির্ব্বাণ করিল। পর দিন বিচার

করিবার কারণ পুলিসে সমাচার দিল। তাহাতে, বিমার দপ্তরে এই লোককে ধরিবার কারণ অনেক বখশীস দিতে কবুল করিয়াছে।

—শনিবার ২২ জুলাই ১৮২০/৮ শ্রাবণ ১২২৭

লবণ বিক্রয়।

১৩/১৪ জুলাই তারিখে কলিকাতার একশ্চেঞ্জ ঘরে কোম্পানীর বার লক্ষ মোন লবণ বিক্রয় হইয়াছে তাহাতে গড়ে এক শত মোন তিন শত সাঁইত্রিশ টাকায় বিক্রয় হইয়াছে। জুমুলা চল্লিশ লক্ষ একান্ন হাজার নয় শত আটত্রিশ টাকাতে বিক্রয় হইয়াছে।

—শনিবার ২৯ জুলাই ১৮২০/১৫ শ্রাবণ ১২২৭

কালেজ।

শ্রীশ্রীযুত গবরনর জেনেরাল বাহাদুর নিশ্চয় করিয়াছেন যে আগামি সপ্তাহে সোমবারে কালেজের সাহেব লোকেরদের ইস্তাহাম হইবেক সে সয়য়ে [সময়ে] ধারানুসারে তাবৎ সাহেব লোক ও কালেজের পণ্ডিত লোক সকলে দশ ঘণ্টার সময়ে শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেবের ঘরে একত্র হইবেন।

—শনিবার ২৯ জুলাই ১৮২০/১৫ শ্রাবণ ১২২৭

কলিকাতার কালেজ।

গত সোমবার ৩১ জুলাই তারিখে দশ ঘণ্টার সময়ে কালেজের সাহেব লোকেরদের ইস্তাহাম হইয়াছে।

—শনিবার ৫ আগস্ট ১৮২০/২২ শ্রাবণ ১২২৭

কলিকাতার নূতন রাস্তা।

মোং কলিকাতাতে ধর্ম্মতলা হইতে বহুবাজারে শীঘ্র গমনাগমনের কারণ নূতন রাস্তা হইতেছে এই রাস্তা হইলে যেমন লোকেরদের উপকার হইবেক তেমন অন্য রাস্তাতে উপকার হয় না যেহেতুক পূর্ব্বে ধর্ম্মতলাহইতে বহুবাজার পর্য্যন্ত গাড়ীপ্রভৃতি গমনাগমন করিবার নিকট প্রশস্ত রাস্তা ছিল না পূর্ব্বে আসিতে হইলে ঘুরিয়া আসিতে হইত। এবং তাহাতে আরো উপকার এই যে সে রাস্তার মধ্যে লালদিঘীর মত এক উত্তম পুষ্করিণী কাটা যাইতেছে এবং তাহার

চতুর্দিকে রাস্তা হইবেক শ্রীশ্রীযুতের নামানুসারে ঐ রাস্তার নাম হেষ্টিংস রাস্তা খ্যাত হইবেক।

অপর আরো শুনিতে পাই যে মোং চৌরঙ্গিতে এই মত পুষ্করিণী ও তাহার চতুর্দিকে উৎকৃষ্ট রাস্তা করা যাইবেক।

—শনিবার ৫ আগস্ট ১৮২০/২২ শ্রাবণ ১২২৭

বাণিজ্য।

মোং কলিকাতায় তুলার আমদানী প্রায় কিছু ছিল না কিন্তু এই সপ্তাহে অল্প ২ আমদানী হইয়াছে তাহাতে কাছোড়া তুলা ফি মোন ২১ একইশ টাকা দামে বিক্রয় হইতেছে। এবং ভগবান গোলাতে কেবল পাঁচ শত আঁটি মাত্র তুলা আছে তাহার মোন সাড়ে পঁচিশ টাকা বিক্রয় হইতেছে। কাপড় বাজারে নরম ছিল কিন্তু পোর্ত্তুগীশের জাহাজ আমদানী প্রযুক্ত কিছু চড়তা হইয়াছে।

—শনিবার ৫ আগষ্ট ১৮২০/২২ শ্রাবণ ১২২৭

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

১ আগস্ত ১৮২০ সন।

শ্রীযুত আই আর বেষ্ট সাহেব সদর দেওয়ানি অদালতের রেজেষ্টরের পেস্কার হইয়াছেন।

শ্রীযুত জি সি চিপ সাহেব ঐ।···

শ্রীযুত এ থেলুসেন সাহেব কলিকাতার জজের পেস্কার।

—শনিবার ১২ আগষ্ট ১৮২০/২৯ শ্রাবণ ১২২৭

কলিকাতায় কোম্পানির কালেজ।

পূর্ব্ব সমাচার দেওয়া গিয়াছে যে গত ৩১ জুলাই সোমবার মোং কলিকাতায় শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেবের বাটীতে কালেজের সাহেব লোকেরদের ইস্তাহাম হইয়াছে। সেই স্থানে এই ২ সকল লোকেরা একত্র হইয়াছিলেন শ্রীযুত সর জেমস এডবর্ড কোলব্রুক সাহেব কালেজ সভার প্রধান এবং কালেজের আর ২ সকল আমলা লোকেরা এবং শ্রীশ্রীযুত লার্ড চিফ জুষ্টিস ও শ্রীযুত লার্ড বিসপ ও শ্রীযুত ষ্টুআর্ট সাহেব ও শ্রীযুত ফেণ্ডাল্‌ সাহেব ও শ্রীযুত সর ফ্রেন্সিস মেক্‌নাতন সাহেব ও শ্রীযুত জেনেরাল হারডুইক সাহেব ও অন্য ২ সংভ্রান্ত ইংগ্লণ্ডীয় লোকেরাও বাঙ্গালি সংভ্রান্ত লোকেরাও সেখানে ছিলেন।

এই ২ সাহেব লোকেরা ফারসীর ইস্তা[ইস্তা]হাম দিলেন। শ্রীযুত লেপ্তেনন্ত জে মার্টিন সাহেব ও শ্রীযুত লেপ্তেনন্ত জি এল বেন্‌সেটী সাহেব ও শ্রীযুত এইচ লেন সাহেব।

এই ২ সাহেব লোকেরা হিন্দুস্থানিয় ইস্তাহাম দিলেন। শ্রীযুত জি চিফ সাহেব শ্রীযুত এ থেলুসন সাহেব ও শ্রীযুত টি ওয়াইট সাহেব।

এই ২ সাহেব লোকেরা বাঙ্গালির ইস্তাহার দিলেন। শ্রীযুত আই আর বেষ্ট সাহেব ও শ্রীযুত এইচ লেন সাহেব ও শ্রীযুত এইচ কমিন্ সাহেব।

শ্রীযুত আই আর বেষ্ট সাহেব সংস্কৃত ইস্তাহামও দিয়াছেন। এই ইস্তাহামেতে যে ২ সাহেব লোকেরা উপযুক্ত হইলেন তাঁহারা শ্রীশ্রীযুতের নিকটে পারিতোষিক পাইলেন।

—শনিবার ১২ আগষ্ট ১৮২০/২৯ শ্রাবণ ১২২৭

কলিকাতার জাহাজ সংখ্যা।

১ আগস্ত ১৮২০।

কোম্পানির চীনার জাহাজ দুই খান। বিলাতি সওদাগরের জাহাজ পোনের খান। ইংগ্লণ্ডে গমনাগমনের দেশী জাহাজ চারিখান। চীনদেশে গমনাগমনের দেশী জাহাজ পাঁচখান। অন্য ২ স্থানে গমনাগমনের দেশী জাহাজ উনত্রিশখান। খালি জাহাজ চৌত্রিশখান তাহার মধ্যে কতক বিক্রয়ের কারণ ও কতক ভাড়ার কারণ আছে। ফরাশীস জাহাজ দুইখান। মারেকিন জাহাজ দুইখান পোর্ত্তুগীশ জাহাজ তিনখান সর্ব্বশুদ্ধ ছেয়ানব্বই জাহাজ মোং কলিকাতায় আছে।

—শনিবার ১২ আগষ্ট ১৮২০/২৯ শ্রাবণ ১২২৭

মরণ।

৩০ জুলাই রবিবার মোং কলিকাতার বাবু কাশীনাথ বশাক পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহার বয়ঃক্রম আটাইশ বৎসর ছিল এবং তিনি অতি জ্ঞানবান লোক ছিলেন ও অনেকের প্রতিপালক ছিলেন তাহার কারণ অনেক লোক খেদ করিতেছে।

—শনিবার ১২ আগষ্ট ১৮২০/২৯ শ্রাবণ ১২২৭

নূতন হাসীলের ঘর।

মোং কলিকাতায় গঙ্গার তীরে হাসীল দপ্তরের কারণ এক বড় ঘর নূতন প্রস্তুত হইতেছে সে ঘর এইরূপ বড় ও উৎকৃষ্ট হইবে যে শ্রীশ্রীযুতের ঘর ব্যতিরিক্ত কলিকাতার মধ্যে তেমন ঘর আর প্রায় হয় নাই। সেই ঘরের মধ্যে তাবৎ মাস্থলের জিনিস ধরিবেক এবং রৌদ্রে অথবা বৃষ্টিতে নোকসান হইবেক না এই মত তদবীর হইতেছে। এবং আমরা শুনিতে পাই যে অনুমান বাইশ তেইশ বৎসর হইল এই দেশের মধ্যে জিনিসের মাস্থল আদায় হইত না কেবল বাহিরে জাহাজদ্বারা যে ২ জিনিসের আমদানী রপ্তানী হইত তাহারিমাত্র মাস্থল আদায় হইত। এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে জিনিস যাইবার মাস্থলে কোম্পানীর অনেক টাকা আদায় হইতেছে।

—শনিবার ১২ আগস্ট ১৮২০/২৯ শ্রাবণ ১২২৭

নৌকাডুবি।

মোং কলিকাতার কুমারটুলির ঘাটে অন্যত্রের মহাজনেরা এক নৌকাতে চালু বোঝাই করিতেছিল নৌকা ডাঙ্গায় ঠেকিয়াছিল একারণ তাহারা বুঝিতে না পারিয়া অধিক চালু বোঝাই করিল। বোঝাই হইলে পর নৌকা ভাসাইতে চেষ্টা করিলে নৌকা ভাসে না পরে অনেক লোক একত্র হইয়া ঠেলিলে নৌকা যেমন বাহিরে গেল তেমন অধিক বোঝাই প্রযুক্ত ডুবিয়া গেল তাহাতে যে লোকেরা ছিল তাহারা সকলেই বাঁচিয়াছে কিন্তু অতিস্রোত প্রযুক্ত নৌকার ঠেকানা পাওয়া গেল না।

—শনিবার ১৯ আগষ্ট ১৮২০/৫ ভাদ্র ১২২৭

জিনিস আমদানি।

গত সপ্তাহের মধ্যে পশ্চিম দেশহইতে এই ২ জিনিস আমদানি হইয়াছে।

জিনিস	মোন
তুলা	২৬৬৫৪
চিনি	২২৩২৯
সোরা	১১২৬৫
সুপারি	৩০৪

সোহাগা	২০৯
নিশাদল	১২০

—শনিবার ১৯ আগষ্ট ১৮২০/৫ ভাদ্র ১২২৭

ইস্তাহার।

গঙ্গাসাগর উপদ্বীপের অধ্যক্ষেরদিগের কমেটী ১ সেতম্বর শুক্রবার মোং কলিকাতার টৌনহালে অর্থাৎ সাধারণ ঘরে হইবেক।

—শনিবার ২৬ আগস্ত ১৮২০/১২ ভাদ্র ১২২৭

কোম্প্যানীর রসিদ হারান।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সন ১৮১৯ সালের ৮ দিসেম্বর তারিখের শতকরা ছয় টাকা শুদের গোয়ালিয়ার রসিদ বারানসের শ্রীযুত জুনদাস ও শ্রীযুত হুজরিমল্ল দাসের ১২২ লম্বরের ৪০০০ টাকা ১১৫ লম্বরের ৭০০০ টাকা ১১ লম্বরের ৯০০০ টাকা একুনে বিশ হাজার টাকার তিন রসিদ হারাইয়াছে।

—শনিবার ২৬ আগস্ত ১৮২০/১২ ভাদ্র ১২২৭

বাঙ্কনোট হারান।

সন ১৮২০ সালের ১৪ আগস্ত তারিখে শ্রীযুত ভাগবত দত্তের ৯২০২ নম্বরের ২৫০ টাকার এক বাঙ্কনোট হারাইয়াছে এনোটের টাকা দিতে বাঙ্ক বন্দ হইয়াছে।

—শনিবার ২৬ আগস্ত ১৮২০/১২ ভাদ্র ১২২৭

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

১ আগস্ত সন ১৮২০।

শ্রীযুত জন হণ্টর সাহেব কলিকাতার হাঁসিলদপ্তরের পেস্কার।...

—শনিবার ২৬ আগস্ত ১৮২০/১২ ভাদ্র ১২২৭

স্মূর্ত্তি।

ইস্তাহার দেওয়া গিয়াছে যে কলিকাতার ২৩ স্মূর্ত্তিতে যে ২ টিকিট মাল উঠিয়াছে তাহার সকল টাকা সন ১৮২০ সাল ১৬ সেপ্তম্বর শনিবার তারিখে

দিতে আরম্ভ হইবেক। সেই দিন অবধি টিকিটের রুজুকর্ত্তা ও মুহুরিরা স্ফূর্ত্তির দপ্তরে নয় ঘণ্টা অবধি দুই প্রহর এক ঘণ্টা বেলা পর্য্যন্ত হাজীর থাকিয়া টিকিট সহী করিবেক।

৪৫৫১ নম্বরের এক লক্ষ টাকার টিকিট কলিকাতার শ্রীযুত জেকব যোসেফ সাহেব মুনাফার কারণ ক্রয় করিয়াছিল তাহা হাকীম অহম্মদ হোসেন নামে এক মুসলমান আজীমাবাদ হইতে সংপ্রতি আসিয়া কিছুকাল মুন্সীগিরি কর্ম্ম করিল ও কিছুকালচিকিৎসা ব্যবসায় করিয়া মনে সরস্বতীর অনুগ্রহ বুঝিয়া এক ঘড়ির স্ফূর্ত্তিতে এক টিকিট ক্রয় করিয়াছিল। তাহাতে সেই মাল তাহার নামে উঠিল ঐ ঘড়ি বিক্রয় করিয়া এক শত টাকা দিয়া ঐ জেকব সাহেবের স্থানে ঐ লক্ষ টাকার টিকিট ক্রয় করিয়াছিল। এই মাল উঠিবার পূর্ব্বে দুই তিন লোকে ঐ টিকিট ক্রয় করিবার কারণ অধিক টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছিল তাহাতে সে দিল না। তাহার দুই তিন দিন পরে ঐ মাল তাহার নামে উঠিল। ঈশ্বরের এই আশ্চর্য্য কর্ম্ম যে এক কালে একজনকে ভাগ্যবান করিলেন।

—শনিবার ২৬ আগস্ত ১৮২০/১২ ভাদ্র ১২২৭

পুলিস।

শহর কলিকাতার পুলিসে এক নূতন ব্যবস্থা হইয়াছে। পূর্ব্বে পুলিসের যে ২ বিচারকর্ত্তারা আছেন তাহারা থাকিবেন কিন্তু তাহারদের সহিত এই ২ সাহেব লোকেরাও তৎকর্ম্মে নিযুক্ত হইবেন। শ্রীযুত মেজর ব্রেজাণ্ট সাহেব ও শ্রীযুত কাপ্তান হিগিন্স সাহেব ও শ্রীযুত কাপ্তান পাটন সাহেব প্রভৃতি।

—শনিবার ২৬ আগস্ত ১৮২০/১২ ভাদ্র ১২২৭

জিনিশ রপ্তানী।

১ জুলাই অবধি ৩১ জুলাই পর্য্যন্ত এক মাসের মধ্যে শহর কলিকাতা হইতে এই ২ জিনিশ নানা দেশে গিয়াছে।

জিনিশ	মোন
তুলা	১১৮৪৯
চিনী	৪৭৮৯০
সোরা	২২২৪৬
শুট	১০৯৬

নীল	১৯০৬
চালু	১৫৬০৪ বস্তা
কাপড়	১৬৩২৯১ থান

—শনিবার ২৬ আগস্ত/১২ ভাদ্র ১২২৭

রূপ্য ও স্বর্ণ আমদানী।

১ জানুআরি অবধি ৩১ জুলাই পর্য্যন্ত সাত মাসের মধ্যে এক কোটি আটত্রিশ লক্ষ পাঁচানব্বই হাজার পাঁচ শত পঞ্চাশ টাকার রূপা ও পোনর লক্ষ বাহাত্তরি হাজার ছয় শত তেহত্তরি টাকার স্বর্ণ আমদানী হইয়াছে।

—শনিবার ২৬ আগস্ত ১৮২০/১২ ভাদ্র ১২২৭

ইস্তাহার।

মোং কলিকাতার মধ্যে পুলিসে যে ২ সাহেব লোক নিযুক্ত হইলেন তাহা সকল লোককে জানাইবার কারণ শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব ইস্তাহার দিতেছেন।

শ্রীযুত জর্জ বালার্দ সাহেব
শ্রীযুত জেরিমিয়া ব্রৈআণ্ট সাহেব
শ্রীযুত হেনরি জেমস চিপিণ্ডেল সাহেব
শ্রীযুত আলেক্সান্দর কলবিন সাহেব
শ্রীযুত হরবর্ট কম্পটন সাহেব
শ্রীযুত জন গিলমোর সাহেব
শ্রীযুত জর্জ জেমস গর্দন সাহেব
শ্রীযুত দেম্পিষ্টর হেমিং সাহেব
শ্রীযুত চার্লস তমস হিগিন্স সাহেব
শ্রীযুত হেনরি উলিয়াম হবহৌস সাহেব
শ্রীযুত জেমস্ মনরো মেকনাব সাহেব
শ্রীযুত দেবিদ মাকফারলেন সাহেব
শ্রীযুত জন মলেবিল সাহেব
শ্রীযুত জর্জ মণি সাহেব
শ্রীযুত চার্লস পার্টন সাহেব
শ্রীযুত রড্রিক রবর্টসন সাহেব

শ্রীযুত আলেক্সান্দর রবর্টসন সাহেব
শ্রীযুত তমস্ এম্ব্রোস্ সা সাহেব
শ্রীযুত দেবিদ কারমৈকিল স্মিথ সাহেব
শ্রীযুত জেমস য়ং সাহেব
শ্রীশ্রীযুতের আজ্ঞানুসারে এই সকল প্রকাশিত হইল।
দবলিউ বি বেলি সেক্রটরি

—শনিবার ২ সেতম্বর ১৮২০/১৯ ভাদ্র ১২২৭

খুন।

মোং কলিকাতায় হাতিবাগানে শ্রীরামদুলাল চূড়ামণির এক পুত্র উন্মত্ত আছে গত সপ্তাহের মধ্যে এক রাত্রে তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল ও সে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া মিনতি করিয়া কহিল যে আমাকে আহার দেও ও বন্ধন খুলিয়া দেহ তাহার সুধারা রূপ কথা শুনিয়া তাহাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া আহারাদি দিল। পরে আহার করিয়া স্নিগ্ধ হইয়া শয়ন করিয়া নিদ্রা গেল। তাহার স্ত্রী সাত মাস গর্ভবতী স্বামীর সুধারা নিদ্রা দেখিয়া আপন বালক লইয়া সেই গৃহে শয়ন করিল অধিক রাত্রে উন্মত্ত উঠিয়া আপন স্ত্রীকে দেখিয়া একটা পিতলের কলসী জল সমেত ছিল তাহা লইয়া ঐ স্ত্রীর মস্তকে আপন শক্ত্যনুরূপ আঘাত করিল। এমত আঘাত করিল যে নিঃশব্দে তাহার মৃত্যু হইল। পরে গৃহের হাঁড়ি কলসী প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া সোরসরাবত করিয়া আপন বালকের দুই হস্ত দুই পদ ধরিয়া বাহিরে আনিয়া সানে আছাড় দিল। এক আছাড়েই সে মরিল সেই শব্দ শুনিয়া পাশের বাটীর লোক ও অন্য প্রতিবাসী লোক নিকটে আইল কিন্তু ভয়ে তাহার নিকটে কেহ যাইতে পারিল না। পরে পুলিসের লোক আসিয়া অনেক যত্নেতে তাহাকে ধরিল এবং পুলিসের লোকেরা ও অন্য ২ লোকেরা আসিয়া গৃহের মধ্যে গিয়া দেখিল যে তখন ঐ স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে। তাহাতে সকলে জানিল যে সে উন্মত্ত। এখন তাহাকে কয়েদ রাখিয়াছে ইহার পর কি হয় কিছু জানা যায় নাই।

—শনিবার ২ সেতম্বর ১৮২০/১৯ ভাদ্র ১২২৭

খুন।

মোং কলিকাতার ধর্ম্মতলার ধার এক বাটীতে এক বিবি থাকিত তাহার চাকরাণী কাষ্ঠ কিনিবার কারণ কতক দূরে বাজারে গিয়াছিল এই অবকাশে

চোর আসিয়া তাহার গলা কাটিয়া তাবৎ দ্রব্যাদি লইয়া গেল। অনুমান হয় যে খুন করিবার সময় তাহার মুখ বদ্ধ করিয়াছিল যেহেতুক তাহার নিকটবর্ত্তি লোকেরা এ বিষয় কোন শব্দ শুনিতে পায় নাই যদি মুখ বদ্ধ না করিত তবে অবশ্য প্রতিবাসি লোকেরা জানিতে পারিত। এই কর্ম্মের দুই চারি দণ্ড পূর্ব্বে সে অন্য বাটীতে গিয়া আর ২ লোকেরদের সহিত কথোপকথন করিয়া আসিয়াছে এমত শুনা গেল। কিঞ্চিৎকাল পরে তাহার চাকরাণী বাটীতে আসিয়া দেখিল যে ঐ স্ত্রীলোক খুন হইয়াছে ও ঘরের দ্রব্যাদি সকল লইয়া গিয়াছে। পরে সে থানাতে সমাচার দিলে থানাদার অনেক তদারক করিল কিন্তু কিছু ঠিকানা করিতে পারিল না।

—শনিবার ৯ সেতম্বর ১৮২০/২৬ ভাদ্র ১২২৭

বজ্রাঘাত।

গত বৃহস্পতিবারে আট ঘণ্টা রাত্রির সময়ে যে ঝড় ও বৃষ্টি হইয়াছিল তাহাতে কলিকাতা মোকামে শ্রীযুত লাড বিসোপ সাহেবের দোতালা ঘরের ছাতের উপরে বজ্রাঘাত হইয়াছিল। সে সময় সাহেব লোকেরা ঐ ঘরে খানা খাইতেছিলেন তাঁহারা জ্ঞান করিলেন যে লাগাও কুঠরীর মধ্যে কেহ তোপ ছাড়িল। কিঞ্চিৎকাল পরে তাঁহারা ধুম দেখিলেন ও গন্ধকের গন্ধ পাইলেন পরে জানিলেন যে বজ্রপাত হইয়াছে। সেখানে অনেক লোক জন ছিল কিন্তু কাহারও কিছু ক্ষতি হয় নাই। কেবল ঘরের পশ্চিমদিগের ভিত ফাটিয়াছে ও চুনকাম উঠিয়া গিয়াছে।

—শনিবার ৯ সেতম্বর ১৮২০/২৬ ভাদ্র ১২২৭

জাহাজ দগ্ধ।

মোং কলিকাতাহইতে এক জাহাজ চীন দেশে যাইতেছিল মোং গঙ্গাসাগরের নিকট পঁহুছিলে ঐ জাহাজের মধ্যে কিরূপে অগ্নি লাগিয়া কতক জিনিস দগ্ধ হইলে পর জাহাজের কাপ্তান প্রভৃতি সকলে জানিতে পারিয়া অতি শীঘ্র গিয়া নির্ব্বাণ করিল পরে সে জাহাজ আপন গন্তব্য স্থানে গমন করিল।

—শনিবার ৯ সেতম্বর ১৮২০/২৬ ভাদ্র ১২২৭

মরণ।

সংপ্রতি বক্সি হল সাহেব শহর কলিকাতা হইতে ইংলণ্ডে যাইতেছিলেন মোং কোপেতে পঁহুছিয়া তাহার অত্যন্ত পীড়া হইল তাহাতে যে দিবস তিনি জাহাজহইতে নামিলেন তাহার দুই দিবসের পর সেখানে তাহার প্রাণত্যাগ হইল। এই সাহেব পূর্ব্বে কলিকাতার ডাকঘরের অধ্যক্ষ ছিলেন।

—শনিবার ৯ সেতম্বর ১৮২০/২৬ ভাদ্র ১২২৭

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে।

সন ১৮২০ সাল ১৬ সেতম্বর শনিবার এগার ঘড়ীর সময়ে কোম্পানির খাতাবাটী পুরাতন কুটীর ভিতর ইটাও সোরা ১০০০ এক হাজার মোন বিক্রয় হইবেক ফি লাট ১০ দশ মোন হইবেক ডাক মঞ্জুর হইলে ফি লাটের জুমলা টাকার উপর ১০ দশ টাকা নগদ দিতে হইবেক। নিলামের দিন ইস্তক পোনের দিনের মধ্যে টাকা দিয়া মাল খালাস করিবেক নতুবা ঐ লাট নগদ টাকাতে পুনর্ব্বার বিক্রয় হইয়া নোকসান হইলে খরিদারানকে দিতে হইবেক মুনাফা হইলে কোম্পানির হইবেক যদ্যপি কেহ এই নিলামের সোরা বিলাত রপ্তানী কারণ খরিদ করে তবে নিলামের তারিখ ইস্তক এক মাহার মধ্যে সার্টিফিকীটের দরখাস্ত খাতাবাটীতে দাখিল করিলে দ্রাব্যের কারণ সার্টিফিকিট তাহাকে দেওয়া যাইবেক আর এই জিনিস নিলামে বিক্রয় হইলে পশ্চাৎ কোন মিথ্যা আপত্তি করিলে ফিরিয়া লওয়া যাইবেক না সোরার নমুনা নিলামের পূর্ব্বে খাতাবাটীতে আইলে দেখিতে পাইবেন।

—শনিবার ১৬ সেতম্বর ১৮২০/২ আশ্বিন ১২২৭

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

...শ্রীযুত ডি সি স্মিথ সাহেব কলিকাতার তালুক দপ্তরের সেক্রটারির পেস্কার হইয়াছেন।

—শনিবার ১৬ সেতম্বর ১৮২০/২ আশ্বিন ১২২৭

সহমরণ।

গত শনিবারে মোং কাশীপুরে রামসুন্দর বসুর কাল হইল সেই দিবস বৈকালে তাহার স্ত্রী তাহার সহিত সহগমণ করিল।

—শনিবার ২৩ সেতম্বর ১৮২০/৯ আশ্বিন ১২২৭

স্ফূর্ত্তি খেলা।

শহর কলিকাতায় আগামী জানুআরী মাসে যে স্ফূর্ত্তি খেলা হইবেক সে স্ফূর্ত্তির তাবৎ টিকিট কলিকাতার টৌনহালে অর্থাৎ সাধারণ ঘরে ১৫ সেতম্বর তারিখে শ্রীযুত আলেক্সান্দ্র কোম্পানী ছয় লক্ষ ষোল হাজার পাঁচ শত টাকাতে নিলাম ক্রয় করিয়াছে· অতএব এখন অবধি সকল লোককে তাহার নিকট হইতে টিকিট ক্রয় হইবেক।

টিকিট		মাল
১	টিকিট	১৬০০০০
১	টিকিট	১০০০০০
১	টিকিট	৫০০০০
২	টিকিট	৪০০০০
২	টিকিট	২০০০০
১০	টিকিট	১০০০০
৪০	টিকিট	২০০০০
২০০	টিকিট	৫০০০০
১২০০	টিকিট	১৫০০০০

আগামী স্ফূর্ত্তির মাল এই রূপেতে স্থির হইয়াছে।

—শনিবার ২৩ সেতম্বর ১৮২০/৯ আশ্বিন ১২২৭

ইস্তাহার।

সকলকে খবর দেওয়া যাইতেছে শহর কলিকাতার স্থতানুটি গ্রামের মধ্যে ৺ দয়ারাম দত্তের স্বোপার্জিত এক বাটী এবং রাইয়তি জমী ও ঐ শহরের আর ২ গ্রামের মধ্যে যে কিছু জমি আছে সে সকলের মধ্যে কতক খেরাজি ও কতক নাখরাজি জমী আছে ঐ সকল জমী দত্ত মজকুরের নিজ নামে এবং তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺নারায়ণচন্দ্র দত্তের বিনামে কালেক্তরের দপ্তরে লেখা যায় সেই সকল জমী কিংবা তাহার কতক জমী ঐ দয়ারাম দত্তের পৌত্র শ্রীগৌরচন্দ্র দত্ত এবং তাহার পৌত্রী শ্রীমতী সুমতী দাসী ইহারদের অনভিমতে নিজরোজ অবধি কেহ বন্ধক দেন বিম্বা [কিম্বা] বিক্রয় করেন অথবা নিজরোজের পূর্ব্ব

কেহ বন্ধক দিয়া থাকেন কিম্বা বিক্রয় করিয়া থাকেন তাহা না মঞ্জুর এতদর্থে সকলকে খবর দেওয়া যাইতেছে ইতি।

তারিখ ৭ আশ্বিন সন ১২২৭ সাল ইং সন ১৮২০ সাল ১৯ সেপ্তম্বর।

—শনিবার ৩০ সেতম্বর ১৮২০/১৬ আশ্বিন ১২২৭

কলিকাতার ২৪ স্মূর্ত্তি।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে কলিকাতার ২৪ স্মূর্ত্তির টিকিট শ্রীযুত হটন কোম্পানীর দস্তখত হইয়া ২৪ নবেম্বরের ক্লাইবষ্ট্রির্দ শ্রীযুত পঞ্চানন মিত্রের আপিসে ভাগ ২ আছে যাহার ক্রয় করিবার বাসনা থাকে তিনি সেইখানে গেলে পাইবেন।

ভাগ	টিকিট
আট আনা	৫৫
সিকি	২৮
দো আনী	১৮
এক আনা	৮

তেইশ স্মূর্ত্তির যে খেলা হইয়াছে তাহার এক টিকিট হারাইয়াছে সে টিকিটে মাল উঠিয়াছে এখন সে টাকা শ্রীযুত মেকিণ্টস কোম্পানীর বাটীতে বন্দ আছে।

—শনিবার ৩০ সেতম্বর ১৮২০/১৬ আশ্বিন ১২২৭

কলিকাতার স্যুপ্রিমকোর্ট।

মোকাম কলিকাতায় আশী বৎসর বয়স্ক একজন সাহেব অনেক কাল পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া কতক ধন সঞ্চয় করণানন্তর শেষাবস্থাতে বিবাহ করিলে তাহার পরিবারেরা তাহাকে অনুপযুক্ত বলিয়া সুপ্রীমকোর্টে দরখাস্ত করিল তাহাতে বিচারকর্ত্তারা বিচার করিয়া দেখিলেন যে সে অনুপযুক্ত নয় কিন্তু বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত তাহার জ্ঞানের কতক হ্রাস হইয়াছে।

—শনিবার ১৪ আক্টবর ১৮২০/৩০ আশ্বিন ১২২৭

নাচ বন্ধ।

মোকাম কলিকাতার শ্রীযুত রাজা গোপীমোহন দেবের মাতৃবিয়োগ হওয়াতে এ বৎসর পূজাতে তাঁহার বাটীতে নাচ হইবে না।

—শনিবার ১৪ আক্টবর ১৮২০/৩০ আশ্বিন ১২২৭

জাহাজ ভাসান।

মোকাম খিদিরপুরে শ্রীযুত কিদ সাহেবের কারখানাতে আট শত টনের এক জাহাজ প্রস্তুত হইয়া ১০ আকটোবর মঙ্গলবার বৈকালে তিন প্রহরের সময় ভাসান গিয়াছে।

—শনিবার ১৪ আকটবর ১৮২০/৩০ আশ্বিন ১২২৭

সোনা রূপার আমদানী।

১ সেপ্তম্বর অবধি ৩০ রোজ পর্য্যন্ত এক মাসের মধ্যে নানা দেশ হইতে শহর কলিকাতায় ৪১৯৫১৬ চারি লক্ষ উনিশ হাজার পাঁচ শত ষোল টাকার স্বর্ণ ও ১৬০৪০১৩ যোল লক্ষ চারি হাজার তের টাকার রূপা আমদানী হইয়াছে সর্ব্ব-শুদ্ধা ২০২৩৫২৯ বিশ লক্ষ তেইশ হাজার পাঁচশত উনত্রিশ টাকার ধাতু আমদানী হইয়াছে।

—শনিবার ১৪ আকটবর ১৮২০/৩০ আশ্বিন ১২২৭

বাণিজ্য।

শহর কলিকাতায় তাবৎ দ্রব্যের মূল্য গত সপ্তাহ হইতে প্রায় কিছু অন্যথা হয় নাই যেহেতুক এইক্ষণে পূজার কারণ অনেক ক্রয় বিক্রয় বন্ধ হইয়াছে। অতি সুন্দর পরিষ্কার তুলা এই দেশের ব্যয়ের কারণ ক্ষুদ্র ২ গাটিতে একুশ টাকা করিয়া মোন বিক্রয় হইতেছে। নীল অদ্যাপি অত্যল্প বিক্রয় হইয়াছে। ও এই সপ্তাহের বিষয় কহিতে পারি না। যাহারা বিক্রয় করে তাহারা এমন নিশ্চয় করিয়াছে যে এই বৎসর তাহারা অধিক মূল্যে বিক্রয় করিবে এবং অত্যুত্তম নীলের মূল্য এখন একশত আশী অবধি এক শত পঁচাশী টাকা পর্য্যন্ত শুনা যাইতেছে। শস্যের মূল্য ক্রমে ন্যূন হইতেছে। গোলমরিচ অনেক আমদানী হইয়াছে তাহাতে মূল্য ন্যূন হইয়াছে কিন্তু অনুমান হয় যে পূজার পর পুনর্ব্বার দুর্ম্মূল্য হইবেক।

—শনিবার ১৪ আকটবর ১৮২০/৩০ আশ্বিন ১২২৭

দুর্গোৎসব।

এইবার মোং কলিকাতাতে দুর্গোৎসবে নাচ প্রায় কাহারো বাটীতে হয় নাই তাহার কারণ এই মুসলমান লোকেরদের মহরম প্রযুক্ত মুসলমান বাই লোক প্রায় নাচ প্রভৃতি করে নাই।

এবং এইবার হিন্দু ও মুসলমানের পর্ব্ব এককালীন হওয়াতে অনেক স্থানে মুসলমানেরা দৌরাত্ম্য করিয়াছে তাহার বিশেষ বিবরণ আগামি সপ্তাহে সমাচার দেওয়া যাইবেক।

—শনিবার ২১ আকটবর ১৮২০/৬ কার্ত্তিক ১২২৭

স্কুলবুক সোসয়িটী।

১১ আকটোবর বুধবারে কলিকাতার স্কুলবুক সোসয়িটীর তৃতীয় বৎসরীয় মিসিল হইয়াছে এবং ঐ সোসয়িটী অতি সুন্দররূপ চলিতেছে। ঐ সোসয়িটীর অন্তঃপাতি লোকেরা নূতন ২ প্রকার পুস্তক প্রস্তুত করেন ও বাঙ্গালা পাঠশালাতে বিতরণ করেন। তাহাতে লক্ষ্মৌয়ের নবাব সাহেব কোম্পানির উকীল সাহেব দ্বারা স্কুলবুক সোসয়িটীর ব্যয়ের কারণ এক হাজার টাকা কলিকাতা পাঠাইয়া দিয়েছেন। শ্রীযুত মন্তেগু সাহেব ও শ্রীযুত তারিণীচরণ মিত্রজার কথা ক্রমে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের পুত্র শ্রীযুত রামজয় তর্কালঙ্কার ঐ সোসয়িটীর কোমিটীতে আপন পিতার ভার পাইয়াছেন এবং শ্রীযুত বাবু উমানন্দ ঠাকুরও ঐ সোসয়িটীর অন্তঃপাতী হইয়াছেন এবং মৌলবী করীম হোসেন শ্রীযুত লেপ্তেনন্ত ব্রাইস সাহেব ও কাজী আবদুল হামীদের কথা পুনর্ব্বার ঐ সোসয়িটীর অন্তঃপাতী হইয়াছেন।

—শনিবার ২১ আকটোবর ১৮২০/৬ কার্ত্তিক ১২২৭

বাণিজ্য।

দুর্গোৎসব ও মহরম এককালে হওয়াতে তাবৎ লোক বিষয় কর্ম্ম প্রায় বন্ধ করিয়াছে তাহাতে বাজারে দ্রব্যের মূল্য কিছু ন্যূনাধিক হয় নাই এবং অদ্য পর্য্যন্ত সকল বাণিজ্য বন্ধ আছে পরে অদ্য প্রায় সকল দপ্তরখানা খোলা যাইবেক এবং বাণিজ্য আরম্ভ হইবেক।

—শনিবার ২১ আকটোবর ১৮২০/৬ কার্ত্তিক ১২২৭

সরিফ দপ্তরের নিলাম।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে ২ নবেম্বর বৃহস্পতিবার দুই প্রহরের সময় শহর কলিকাতার শ্রীযুত হরলাল মিত্রের বাগবাজারের একবাটী ও জায়গা সরিফ দপ্তরে নিলামে বিক্রয় হইবেক।

—শনিবার ২৮ আকটোবর ১৮২০/১৩ কার্ত্তিক ১২২৭

কলিকাতার সুপ্রীমকোর্ট।

গত সোমবার কলিকাতার সুপ্রীমকোর্ট অদালত খোলা গিয়াছিল কিন্তু সে দিবস গ্রান্দজুড়ির সাহেব লোকেরা সকলে উপস্থিত ছিলেন না তৎপ্রযুক্ত সে দিবস কোন কর্ম্ম হয় নাই তাহাতে শ্রীযুত বিচারকর্ত্তা সাহেব এই আজ্ঞা দিলেন যে পুনর্ব্বার মঙ্গলবার অদালত খোলা যাইবেক ইহাতে যে কোন সাহেব লোক হাজির না হন তাহারদের পাঁচশত টাকা করিয়া জরিমানা হইবেক।

—শনিবার ২৮ আকটোবর ১৮২০/১৩ কার্ত্তিক ১২২৭

শ্রীযুত ওয়ারেন হেষ্টিংস সাহেব।

এই ভারতবর্ষের পূর্ব্বে বড় সাহেব শ্রীযুত ওয়ারেন হেষ্টিংস সাহেব ছিলেন তাহার ছবি প্রস্তরেতে খুদিয়া সকল লোকের দর্শনের কারণ কোন প্রকাশ [প্রকাশ্য] স্থানে স্থাপন করা যাইবেক তাহার খরচের নিমিত্ত চান্দা হইয়াছে তাহাতে এই ২ লোকেরা সাহায্য করিয়াছেন।

আসামী	তঙ্কা
কাশীর রাজা	৫০০০
বাবু শিবনারায়ণ সিংহ	৪০০০
বিশ্বম্ভর পণ্ডিতের স্ত্রী	৪০০০
বাবু মুকুন্দলাল	১০০০
বাবু রামচাঁদ	৫০০
বাবু জয়কৃষ্ণ দাস	৫০০
বাবু গোকুল দাস ও ব্রজমোহন দাস	১২৫

ইহা ব্যতিরেকে সাতষট্টি জন পঁচিশ টাকা করিয়া দিয়াছেন।

—শনিবার ২৮ আকটোবর ১৮২০/১৩ কার্ত্তিক ১২২৭

হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধ।

গত দুর্গোৎসবে হিন্দুরা সপ্তমী পূজা দিবসে প্রাতঃকালে নবপত্রিকা স্নান করাইতে গঙ্গাতীরে আসিয়াছিল পরে স্নান করাইয়া বস্ত্রাদি সমেত বাটী যাইতেছিল যখন তাহারা চক চাঁদনীতে পঁহুছিল তখন অনেক মুসলমান সেস্থানে একত্র হইয়া তাহারদিগের সহিত কলহ করিল ও তাহারদিগের মারিপীট করিল এবং ঢোল প্রভৃতি সকল ভাঙ্গিল ও নবপত্রিকার কলার গাছ কাটিল তখন হিন্দু

লোকেরা থানাতে সমাচার দিলে সেখানকার বরকন্দাজ আসিয়া যত ২ মুসলমানেরদিগকে পাইল সে সকলকে বাঁধিয়া পুলিসে চালান করিল। সেখানকার বিচারে অপরাধ বিশেষে কাহারো তিন মাস কাহারো পাঁচ মাস মেয়াদে কয়েদের আজ্ঞা হইল এবং সংভ্রান্ত মুসলমান যে ২ ছিল তাহারদিগের ভারি জরিপানা হইল এবং সেই সময়ে আজ্ঞা হইল যে কলিকাতার গোঁয়ারা বাহিরে যাইতে পারিবে না এবং বাহিরের গোঁয়ারা কলিকাতার মধ্যে আসিতে পারিবে না।

পরে কতলের রাত্রিতে বাহিরের গোঁয়ারা কলিকাতার মধ্যে আসিতেছিল তাহাতে চৌকীদারেরা বারণ করিলে গোঁয়ারাওয়ালা শহরের মধ্যে গোঁয়ারা আনিবার কারণ হুজুর দরখাস্ত করিল। সেখানে হুকুম হইল যে গোঁয়ারা কলিকাতার মধ্যে কদাচ আনিতে পারিবেনা। মুসলমানেরা এই জবাব পাইয়া আপন হুকুমে গোঁয়ারা কলিকাতার মধ্যে আনিতে চেষ্টা করিল। ইহাতে চৌকীদারদিগের সহিত মুসলমানেরদের ভারি বিরোধ হইল। পরে মুসলমানেরা সোর করিয়া কহিল যে যদি কেহ মুসলমান থাকহ তবে হোসেনের নামে আমারদিগের উপকার করহ। ইহা শুনিয়া অনেক আরব লোক আসিয়া মুসলমানের পক্ষ হইল ও নিকটস্থ ঘর ভাঙ্গিয়া এক ২ বাঁশ হাতে করিয়া চৌকিদারেরদিগকে মারিপীট করিল। পরে চৌকীদারেরা গারদে সমাচার দিবার কারণ যাহাকে পাঠাইল মুসলমানেরা সে লোককে ধরিয়া কএদ রাখিল। পরে অতি গোপনে, এক লোক পাঠাইয়া সমাচার দিল। তাহাতে অনেক সিপাহী আইল। পরে মুসলমানেরা বিক্রয়ার্থ আনীত ইক্ষু দণ্ড লইয়া যুদ্ধ করিল। শেষে উভয় পক্ষের অনেক লোক আঘাতী হইল কিন্তু কেহ মরিল না। পরে সিপাহী লোকেরা অনেক কৌশলে প্রায় পঞ্চাশ ষাটি জন আরব লোকেরদিগকে ধরিল। তাহার মধ্যে ছোট ২ লোক যাহারা ছিল তাহারদিগকে বন্ধন করিয়া হুজুর চালান করিল। মহাজন লোক যাহারা ছিল তাহারদিগকে কারবালাতে কএদ রাখিল। পরে দিব্য করাইয়া জামিন লইয়া ছাড়িয়া দিল। সে মোকদ্দমা হুজুর চালান হইয়াছে শেষ জানা যায় নাই।

ঐ মহরমের সময়ে কলিকাতায় এক পল্টনীয় সাহেব গাড়ীতে আরোহণ করিয়া গমন করিতেছিল ইতোমধ্যে এক স্থানে অনেক মুসলমান দাঁড়াইয়া ছিল সেইখানে সাহেব আপন ঘোড়াকে চাবুক মারিতে দৈবাৎ এক মুসলমানের শরীরে চাবুক লাগাতে মুসলমানেরা ক্রোধান্বিত হইয়া ঐ সাহেবকে গাড়ী হইতে

নামাইয়া অতিশয় নিগ্রহ করিল। এখন তাহারা সকলে কএদ আছে শেষ যে [যা] হয় সমাচার দেওয়া যাইবেক।

আর একজন সাহেব পদব্রজে গমন করিতেছিল তাহার স্থানে একটা রূপার ঘড়ী ছিল সে ঘড়ীর শিকলে দুই তিন শিল অর্থাৎ মোহর ছিল এবং জেবেতে চল্লিশ টাকা ছিল তাহা কোন ২ মুসলমান জ্ঞান ছিল সেই সাহেব কতক দূর গমন করিলে তাহারা পরামর্শ করিয়া মিথ্যা বিবাদ করণপূর্ব্বক ঐ সাহেবকে ভূমিতে ফেলাইয়া তাবৎ কাড়িয়া লইয়াছে।

—শনিবার ২৮ আকটোবর ১৮২০/১৩ কার্ত্তিক ১২২৭

ইংগ্লণ্ডে ভাত [ভারত] বর্ষের কোম্পানির সভা।

ইংগ্লণ্ডে শ্রীযুত কোম্পানির তরফ ভারতবর্ষের বন্দোবস্তের নিমিত্ত এক সভা আছে সেই সভাস্থ সর জন জাকসন সাহেবের পরলোক হইয়াছে তাহাতে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত হওনেচ্ছাতে এই ২ চারি সাহেব উপস্থিত হইয়াছেন শ্রীযুত জো সাইয়াস ডুপ্রি আলেক্সান্দ্র সাহেব তিনি বাঙ্গাল বাঙ্কের পূর্ব্বে অধ্যক্ষ ছিলেন ও শ্রীযুত এন বি এদমনস্তন সাহেব তিনি পূর্ব্বে কলিকাতার ডিবিটী বড় সাহেব ছিলেন শ্রীযুত কাপ্তান চার্লস প্রেসকট সাহেব ও শ্রীযুত উএলান সাহেব। ইহারদের মধ্যে কর্ম কে পাইবেন তাহা এক্ষণে জ্ঞাত হওয়া যায় নাই।

—শনিবার ২৮ আকটোবর ১৮২০/১৩ কার্ত্তিক ১২২৭

সুপ্রীম কোর্ট।

২৫ আকটোবরে সুপ্রীমকোর্টের অদালতে এই লোকের বিচার হইয়াছে মোং কলিকাতার শ্রীকমলী বেশ্যা মুন্সী নামে এক খালাসীকে লইয়া রাত্রে শয়ন করিয়া ছিল কতক রাত্রিগতে এক চোর আসিয়া তাহার কর্ণের ভূষণ খসাইতেছিল ইহাতে সে বেশ্যা জাগিয়া ঐ চোরের চুল ধরিয়া সোর করিল তাহাতে মুন্সী উঠিয়া ধরিল ও প্রতিবাসী লোকও আইল। তখন আলো জ্বালিয়া দেখিল সে চোরের নাম নেয়ামত ও বেশ্যার এক ছড়া পঁহুছা বিছানার নিকট পড়িয়াছিল তাহা পাইল। পরে নেয়ামতকে অদালতে দাখিল করিয়া তজবিজ হইল তাহাতে কমলী যে রূপ নালিষ করিয়াছিল মুন্সীও দিব্য করিয়া সেইরূপ সাক্ষ্য দিল চৈতন চৌকীদার সাক্ষ্য দিল যে আমি সোর শুনিয়া বেশ্যার বাটী যাইয়া দেখিলাম কমলী ও মুন্সী দুইজনে নেয়ামতকে ধরিয়া রাখিয়াছে তখন আমি

নেয়ামতকে পাকড়া করিয়া আনিয়াছি কিন্তু তখন নেয়ামত কিছু মাতোয়ালা ছিল এমত বোধ হইল পরে নেয়ামত কহিল ঐ বেশ্যার সহিত সন্ধ্যার সময়ে আমার কথা নিশ্চয় হইয়াছিল যে এক টাকা বেশ্যাকে দিয়া তাহার সহিত রাত্রিবাস করিব সে কারণ আমি আসিয়াছিলাম তাহাতে ঐ বেশ্যা ও মুন্সী কারসাজী করিয়া আমাকে চোর কহিয়াছে। পরে তজবিজ হইয়া নেয়ামত খালাস হইল।

—শনিবার ২৮ আকটোবর ১৮২০/১৩ কার্ত্তিক ১২২৭

ইস্তাহার।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে ৫৯১ নম্বর ২৫০ দুই শত পঞ্চাশ টাকার কমরসল বাঙ্কের এক নোট হারাইয়াছে সে নোট যে কেহ পাইবেক সে তখনি শ্রীযুত মাতিউ স্মিৎ সাহেবের নিকটে সমাচার দিবেক এ নোটের টাকা বাঙ্কে বন্দ হইয়াছে।

—শনিবার ৪ নবেম্বর ১৮২০/২০ কার্ত্তিক ১২২৭

ডাকমারা।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে কলিকাতার ডাকঘর হইতে ১৬ আকটোবরে মুরশেদাবাদে যে সকল চিঠির পুলিন্দা রওয়ানা হইয়াছিল সে পুলিন্দাতে বহরমপুর ও বোয়ালিয়া ও মালদহ ও পূরণীয়া ও দিনাজপুর ও রঙ্গপুর ও রাজমহল ও মুগের ও ভাগলপুর ও নাটোর ও কালনা ও সমুদ্রগড় ও বোলতলি এই সকল স্থানের চিঠি ছিল সে সকল চিঠী ইনছুরা ও কালনার চৌকীর মধ্যে গুপ্ত হইয়াছে।

—শনিবার ৪ নবেম্বর ১৮২০/২০ কার্ত্তিক ১২২৭

মিথ্যা হুণ্ডী।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে রিচার্ড ফেজর কিম্বা ফরগীসন নামে এক জন সাহেব মোং জোয়ানপুরের কালেক্তর সাহেবের নামে এক মিথ্যা হুণ্ডী করিয়া মোকাম বানারসের ত্রেজরি হইতে অনেক টাকা লইয়া পালাইয়াছে সে ব্যক্তি অদ্যাপি ধরা যায় নাই। অতএব সকলকে সাবধান করা যাইতেছে যেন সেই লোক আর কাহাকেও না ঠকায়। এবং তাহার চেহারাও লিখা যাইতেছে সে গৌরবর্ণ অথচ এই দেশে জাত লম্বা তিন হাত দশ বুকল তাহার মাথার চুল কালা ও কোঁকড়া এবং তাহার বাম হস্তের তালুয়াতে একটা বর্ছির দাগ আছে ৯

আকটোবর তারিখে সে মোং পাটনাতে ছিল। বোধহয় সে সেখান হইতে কলিকাতা অঞ্চলে আসিয়াছে। যদি কেহ এই লোকের সন্ধান পাও তবে তৎক্ষণাৎ তাহার নিকটবর্ত্তি বিচারকর্ত্তা সাহেবের নিকট সমাচার দিয়া তাহাকে আটক করিবা।

জেলা জোয়ানপুর ২১ আকটোবর ১৮২০ সাল।

দবলিউ ক্রেক্রোপ্ত বিচারকর্ত্তা।

—শনিবার ৪ নবেম্বর ১৮২০/২০ কার্ত্তিক ১২২৭

নোট হারান।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে মোং কলিকাতার শ্রীযুত কাশীনাথ মিত্র ৯৬০৭ নম্বরের আড়াই শত টাকার এক কেতা বাঙ্গাল বাঙ্কনোট নবাবী ডাকদ্বারা মোকাম মুরশেদাবাদের শ্রীযুত নবাব সাহেবের নিকট পাঠাইতেছিলেন পথিমধ্যে মোং ইনছুরাতে ঐ ডাক মারা গিয়া সে নোট খোয়া গিয়াছে অতএব এই নোটের টাকা দিতে বাঙ্ক বন্ধ হইয়াছে।

—শনিবার ৪ নবেম্বর ১৮২০/২০ কার্ত্তিক ১২২৭

কলিকাতা।

সকলকে জানান যাইতেছে যে মোকাম কলিকাতার শ্রীযুত গিলমোর কোম্পানির একজন অংশী যে শ্রীযুত সি এফ হণ্টর সাহেব ছিলেন তিনি ৩১ আকটোবর অবধি তৎকর্ম্মচ্যুত হইয়াছেন।

—শনিবার ৪ নবেম্বর ১৮২০/২০ কার্ত্তিক ১২২৭

চুরি।

শহর কলকাতার মুচিবাজারে শ্রীনতিফ সরদার নামে এক ব্যক্তি বাস করে তাহার বাটিতে আর কেহ থাকে না কেবল তাহার একজন কুটম্বমাত্র ঐ দিবস আসিয়াছিলেন। পরে ১৪ আগষ্ট তারিখে রাত্রে ঐ সরদার আপন দরবাজা বন্দ করিয়া শয়ন করিয়া রহিল। প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখিল যে আপন বাটির এক দিগের দেওয়াল কতক ভাঙ্গা এবং ঘরের ঝাঁপ কাটা। তাহাতে সে চমৎকৃত হইয়া ঘরের মধ্যে গিয়া দেখিল যে তাহার সিন্দুক ভাঙ্গা রহিয়াছে তাহার দুইটা সিন্দুকে কাগজ ছিল আর একটায় কতক বন্ধকী অলঙ্কার ও নগদ তিন শত

বিরাশী টাকা ছিল তাহা লইয়া গিয়াছে। পরে সে ঐ কুটম্বকে জাগাইয়া কহিল যে ঘরে চুরি হইয়াছে। তাহাতে সে কহিল আমি রাত্রে এ বিষয়ে কিছুই টের পাই নাই। এই রূপ কতকক্ষণ ভাব্যভাবনা করিয়া এগার ঘণ্টা বেলার সময়ে পুলিসে সমাচার দিতে গেল।

পুলিসের জমাদার নজদীক সিংহ ঐ রাত্রে তোপের পূর্ব্ব ছয়জন বরকন্দাজ সঙ্গে করিয়া রাস্তাতে বেড়াইতে ছিল সে রাস্তাতে রামজয় ও রামমোহন নামে দুই জন চোরকে কাপড়ের ভিতরে পুঁটলি বগলে করিয়া পরস্পর কথা কহিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে তোমরা কে ও কি কথোপকথন করিতেছ। তাহাতে রামজয় কহিল যে আমরা এক সাহেবের চাকর মজুর লোকের মাহিয়ানা দিবার কারণ টাকা লইয়া কলঘরে যাইতেছি। পরে জমাদার নিকটে গিয়া রামজয়ের পিঠের কাপড় উঠাইয়া দেখিল যে পিঠেতে বেতের দাগ। তাহাতে সে তাহাকে নিশ্চয় দাগী জ্ঞান করিয়া তাহার পুঁটলি সকল খুলিয়া দেখিলে যে এক পুঁটলির মধ্যে কতক সোনার গহনা ও অন্য আর এক পুঁটলির মধ্যে কতক রূপার গহনা ও নগদ দুই শত আটানব্বই টাকা আছে এবং রামমোহনের স্থানে নগদ ত্রিশ টাকা ও তিন থান কাপড়। জমাদার তাহারদিগকে জিজ্ঞাসা করিল যে তোমরা এ সকল গহনা কোথায় পাইয়াছ। তাহাতে রামজয় কহিল যে আমি বিচারকর্ত্তা সাহেব ব্যতিরেকে কাহাকেও উত্তর দিব না। পরে তাহার মুচ্ছুদী যে রিপোর্ট লইয়া থাকে তাহার নিকট কহিল যে আমরা তামাকু বিক্রয় করিয়া এ সকল টাকা সঞ্চয় করিয়াছি। নতীফ এগার ঘণ্টার বেলার সময় পুলিসে সমাচার দিতে আসিয়া ঐ সকল গহনা ও টাকা দেখিয়া দিব্য করিয়া কহিল যে এই সকল জিনিস আমার ঘর হইতে গত রাত্রে চুরি গিয়াছে। ইহা শুনিয়া পুলিসের বিচারকর্ত্তা সাহেব এই মোকদ্দমা বড় অদালতে পাঠাইলেন সেখানে বিচার হইলে পর রামজয় আপন রক্ষার্থে কহিল যে আমি শান্তিপুরের এক লোকের স্থানে এই টাকা কর্জ করিয়া আনিয়াছি পথে কেবল দুই জন বরকন্দাজেরা আমাকে ধরিয়া টাকা চাহিল আমি টাকা না দিলে তাহারা এই সকল গহনা আমার উপর ফেলিয়া দিয়া কহিল যে তুই চোর। অতএব আমি আর কিছু জানি না। কিন্তু তাহার এই মিথ্যা সওয়ালেতে কোন উপকার হইল না। সাবুদ হইয়া তাহারা নিশ্চয় দোষী হইয়াছে।

—শনিবার ৪ নবেম্বর ১৮২০/২০ কার্ত্তিক ১২২৭

মরণ।

গত শুক্রবার ২৭ আকটোবর ১২ কার্ত্তিক কলিকাতার বাবু জয়কৃষ্ণ সিংহের মৃত্যু হইয়াছে তাহার বয়ঃক্রম অধিক হইয়া ছিল না এবং তাহার সুখ্যাতি সর্ব্বত্র ছিল।

—শনিবার ৪ নবেম্বর ১৮২০/২০ কার্ত্তিক ১২২৭

সোরা।

সোরা গত সপ্তাহের মূল্যে সেই মত বিক্রয় হইতেছে কলিকাতাতে ইস্তক ১২ অটোবর [আকটোবর] লাগাদ ২৫ অটোবর [আকটোবর] এই ২ জিনিস আমদানী হইয়াছে।

জিনীস	মোন
তুলা	১৮০৭
চিনী	১১৫১১
শুষ্ক আদা	৮
সোরা	৩০৬৩
শুপারী	৩০৫
নীল কুঠীর মোন	৪১৯২
লৌহ	১৩১৫
তাঁবা	৫০৫
গড়ন তাঁবা	২০৩
টিন	১১৯
জাহাজী শুপারী	১৩৭১২
বস্ত্র	৯৮৩২৪ থান

—শনিবার ৪ নবেম্বর ১৮২০/২০ কার্ত্তিক ১২২৭

ইস্তাহার।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে ২৫ নবেম্বর শনিবারে শ্রীযুত গুল ও কেম্বল সাহেবের নিলামে এই ২ নীলের কুঠী বিক্রয় হইবেক।

শ্রীকোল	১
নহাট্টা	১

ইছাপুর	১
বাঁশবাড়িয়া	১
কামাড়পাড়া	১
কামান্না	১
আমলসার	১

এই সকল কুঠীর কাগজ জাত নিলাম ঘরে প্রস্তুত আছে যাহার দেখিবার আবশ্যক হয় তিনি গেলে দেখিতে পাইবেন।

—শনিবার ১১ নবেম্বর ১৮২০/২৭ কার্ত্তিক ১২২৭

ইস্তাহার।

শ্রীযুত মোং এতাপলী কোম্পানি স্বর্ণকার সাহেব ইস্তাহার দিতেছেন যে হীরা ও বহুমূল্য প্রস্তর ও অলঙ্কারাদি স্ফূর্ত্তি দিবেন এক শত পঁচিশ টাকা করিয়া তিন শত পঞ্চাশ টিকিট হইয়াছে এই টিকিটের সমুদয় টাকা আদায় হইলে উঠিবার নির্ধারিত দিনের সমাচার সকলকে দেওয়া যাইবেক।

—শনিবার ১১ নবেম্বর ১৮২০/২৭ কার্ত্তিক ১২২৭

নূতন খাল।

মোকাম কলিকাতার বালিয়াঘাট হইতে কলিকাতার মধ্য দিয়া খাল কাটিয়া গঙ্গার সহিত মিলন করিয়া দেওনের পূর্ব্বে যে কল্প হইয়াছিল তাহা বারণ হইয়াছে। তাহার কারণ এই যে কলিকাতার মধ্যে খাল কাটিলে জলের স্রোতেতে দুই কুল ভাঙ্গিয়া শহরের ক্ষতি হইবে।

—শনিবার ১১ নবেম্বর ১৮২০/২৭ কার্ত্তিক ১২২৭

নূতন পুষ্করিণী।

মোং কলিকাতার ষাটবস্তিতে শ্রীযুত কেমাক সাহেবের যে স্থান ছিল সে সকল শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর খরিদ করিয়াছেন যেহেতুক সে স্থান নীচ ভূমি বর্ষাকালে তাহাতে জল হইয়া অনেক লোকের ক্ষতি হয় এখন কোম্পানী বাহাদুর তাহাতে মৃত্তিকা উঠাইয়া মধ্যস্থানে চতুষ্কোণ ময়দান রাখিয়া এক পুষ্করিণী ও বাগান করিবেন এবং চতুর্দিগস্থ স্থান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগ করিয়া বিক্রয় করিবেন। ইহাতে কোম্পানির লাভ হইবেক এবং লোকেরদিগেরও উপকার হইবেক ও শহরের সৌষ্ঠব হইবেক।

—শনিবার ১১ নবেম্বর ১৮২০/২৭ কার্ত্তিক ১২২৭

স্থপ্রীম কোর্ট।

কলিকাতার হাতিবাগানের শ্রীরামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য আপন স্ত্রী পুত্রকে খুন করিয়াছিল তাহা পূর্ব্বে সমাচার দেওয়া গিয়াছে সে প্রযুক্ত সে অদালতে কএদ হইয়াছিল। এখন শুনা গেল যে ৩ নবেম্বর তাহার বিচার হইয়াছে। তাহাতে তাহার পিতা কহিল যে এই রামচন্দ্র বিবাহ অবধি দশ বৎসর পর্য্যন্ত পাগল হইয়াছে ইহার মধ্যে ২ অতিশয় পাগল হইত তখন ইহার হাতে পায়ে রশি দিয়া বান্ধিয়া রাখা যাইত। কখন কখন উলঙ্গ হইত ও আপন ভোজনের দ্রব্য নষ্ট করিত এবং এই কর্ম্মের পূর্ব্বে এক কুটুম্বের বাটী গিয়াছিল সেখানেও অনেক দৌরাত্ম্য ও মারিপিট করিয়াছিল এই কথা শুনিয়া রামচন্দ্র জজসাহেবকে কহিল যে এ পাগলের কথা শুনিও না আমার পিতা অনেক পিতলের ঘড়া রাজবাটীতে পাইয়া মাচা করিয়া রাখিয়াছিল তাহাতে বিরালে উন্দুর তাড়াইল তাহাতে ঐ ঘড়া পড়িলে তাহার আঘাতে আমার স্ত্রী পুত্র মরিয়াছে। এই সকল কথা বিচারকর্ত্তারা শুনিয়া তাহাকে পাগল স্থির করিলেন।

—শনিবার ১১ নবেম্বর ১৮২০/২৭ কার্ত্তিক ১২২৭

গ্রান্দজুড়ি।

স্থপ্রীমকোর্টের শেষ মিসিলে শ্রীযুত গ্রান্দজুড়ির সাহেবের শ্রীযুত প্রধান জজ সাহেবের অনুমতিতে কলিকাতাস্থ জেলখানা তদারক করিল এবং দেখিল যে সকল জেলখানা ঘরে বায়ু রোধ নাই। এবং ফৌজদারি দেওয়ানি মোকদ্দমাতে কএদী লোকেরা কোন প্রকারে কষ্ট পায় না। তাহারা আরো ঐ জজ সাহেবকে কহিল যে ঐ কএদী আসামীরা কএদ হইতে খালাস হইবার কালে যে জেলখানার দরবানকে কিছু ২ বখশিশ স্বরূপ দেয় সে উপযুক্ত নহে অতএব সে প্রকার কর্ম্ম আর না হয় এইরূপ দরখাস্ত শ্রীযুত প্রধান জজ সাহেবের নিকটে তাহারা কহিল। এবং ছোট অদালতের মোকদ্দমাতে যে লোকেরা যাহারদিগকে কএদ করিবেক তাহারা ঐ কএদী লোকেরদিগকে প্রতিদিন ছয় ২ পয়সা করিয়া দিবেক এইরূপ বন্দোবস্ত সংপ্রতি হইয়াছে তৎপ্রযুক্ত এখন অল্প লোক কএদ হয়।

—শনিবার ১১ নবেম্বর ১৮২০/২৭ কার্ত্তিক ১২২৭

জিনিস আমদানী।

ইস্তক ২৬ আকটোবর লাগাদ ১ নবেম্বর কলিকাতার মধ্যে এই সকল দেশী জিনিস আমদানী হইয়াছে।

তুলা	৪৬৫ মন
চিনী	২৫৬২০ মন
সোরা	১৪৬৫ মন
শুষ্ক আদা	২৩৬ মন
রেশম	১৬১ মন
গুপারী	১১৭৮ মন
মঞ্জিষ্ঠা	২৮৩ মন
বস্ত্র	১০৫৮২৩ থান
নীল	৪৮১১ কুটীর মন

জাহাজি জিনিস আমদানী।

লোহা	৩৩০৩ মন
ইস্পাত	৪১৯ মন
গড়ন তাঁবা	১৯০ মন
টিন	১৯১ মন
গোলমরিচ	৮৭৯ মন
গুপারী	১২২২ মন
জায়ফল	৯১ মন

—শনিবার ১১ নবেম্বর ১৮২০/২৭ কার্ত্তিক ১২২৭

মোকাম কলিকাতাতে বর্ত্তমান জাহাজ।

চীন দেশের কারণ কোম্পানীর ১ জাহাজ কোম্পানীর ভাড়ার ৩। ইংগ্লণ্ডে যাইতে প্রস্তুত ইংগ্লণ্ডীয় সওদাগরের ১৬। এবং ইংগ্লণ্ডে যাইতে উদ্যত এ দেশীয় সওদাগরের ৫। ভারতবর্ষে নানাস্থানের বাণিজ্যের কারণ ৩২। বিক্রয় ও ভাড়ার কারণ প্রস্তুত ২৬। আমেরিকীয় ১। ফরাশিদের ১। পোর্ত্তুগীশের ৫। আরবেরদের ১৫।

—শনিবার ১১ নবেম্বর ১৮২০/২৭ কার্ত্তিক ১২২৭

ইস্তাহার।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে ফান্স হইতে আগত ইণ্ডীএন নামে জাহাজ ও তাহার বোঝাই বিষয়ে কএক চিঠী ডিবিরিণ সাহেবের স্থানে পাওনাদারেরদিগকে দেখাইবার কারণ ডিবিরিণ ফেরিস সাহেবের মোক্তিয়ার সাহেবেরা পাইয়াছেন অতএব লালদীঘির ধারে ডিবিরিণ সাহেবের আপিসে তারিখ ১ দিসেম্বর শুক্রবারের দিবসে আসিয়া সভাতে একত্র হন।

—শনিবার ১৮ নবেম্বর ১৮২০/৪ অগ্রহায়ণ ১২২৭

গ্রিজা ঘর।

মোকাম কলিকাতার বৈঠকখানাতে মদরসার নিকটে এক নূতন গ্রিজা ঘর হইতেছে তাহাতে প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুত লর্ড বিশপ সাহেব ও অন্য ২ পাদরি সাহেবেরা একত্র হইয়া গত মঙ্গলবার এক প্রস্তর তাহার মধ্যে পিত্তলের পত্র তাহাতে সন তারিখ ও দেশ ও বাদশাহের নাম লিখিয়া সুরকীদ্বারা প্রথম গ্রথিত করিয়াছেন সে গ্রিজা ঘর সেন্ত জেমস্ নামে খ্যাত হইবেক এবং সেই গ্রিজা ঘরের এক প্রদেশে দরিদ্র লোকের বালকেরদিগের বিদ্যাভ্যাসার্থে এক পাঠশালাও প্রস্তুত হইবেক তাহার খরচের কারণ এক সাহেব চারি হাজার টাকা শ্রীযুত লর্ড বিশপ সাহেবের নিকটে রাখিয়া গিয়াছেন।

—শনিবার ১৮ নবেম্বর ১৮২০/৪ অগ্রহায়ণ ১২২৭

সুপ্রীমকোর্ট।

মোকাম কলিকাতার রামমোহন হাড়ী ইজামদ্দী নামে এক ব্যক্তির উপরে সুপ্রীমকোর্টে নালিশ করিল যে ইজামদ্দী ২ আকটোবর তারিখে আমার বাটীতে অগ্নি দিতে উদ্যোগ করিয়াছিল তাহাতে সাক্ষির তলপ হইলে রামমোহনের প্রতি বাসী লোকেরা সাক্ষ্য দিল যে শ্রীযুত মেং কেল্‌সা সাহেব রামমোহনের বাটীতে অগ্নি দিতে ইজামদ্দীকে শিখাইয়া দিয়াছিল যেহেতুক ঐ সাহেব পূর্ব্বে রামমোহনের স্থান খরিদ করিতে চাহিয়াছিল কিন্তু দরে না পোষাইলে সাহেবকে ঐ স্থান দেয় নাই তৎপ্রযুক্ত ঐ সাহেব ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। এই সাক্ষীরদের অপ্রামাণ্য হওয়াতে ইজামদ্দী খালাস পাইল। এবং ইজামদ্দীর উকীল শ্রীযুত ফর্গিসন সাহেব জজ সাহেবেরদের নিকটে দরখাস্ত করিল যে এই তিন জন সাক্ষী বিদায় না হয় যেহেতুক ইহারদের নামে কেল্‌সা সাহেব আপন বদনামির

সববে নালিস করিবেন। পরে জজ সাহেব তাহারদিগকে নজরবন্দী কএদ করিলেন এবং কহিলেন যে ইহারদের মোকদ্দমা এখনি হইত যদি গ্রান্দজুড়িরা এখন হাজির থাকিত।

—শনিবার ১৮ নবেম্বর ১৮২০/৪ অগ্রহায়ণ ১২২৭

খুন।

গত ৩০ আকটোবর তারিখে মোকাম কলিকাতার টৌনহালে অর্থাৎ সাধারণ ঘরে মলঙ্গার বন্নু নামে একজন মুসলমানের স্ত্রীর খুন বিষয়ে বিচার হইল। তাহার সাক্ষীরা সাক্ষ্য দিল যে এই স্ত্রী খিরাতী নামে এক খেদমতগারের সহিত ছিল কিন্তু তাহার সহিত মধ্যে ২ বিরোধ হইত। তাহাতে খিরাতী কহিত যে আমি তোকে খুন করিব। পরে মহরমের পূর্ব্ব মলঙ্গার দরগায় এক দিন ঐ স্ত্রীকে বিরোধ করিয়া মারিল। পরে ২২ আকটবর সোমবার প্রত্যূষে সাড়ে চারি ঘণ্টা সময়ে ঐ খিরাতীর ঘরের নিকটস্থ লোকেরা গলায় টিবির শব্দ শুনিয়া সেখানে গিয়া দেখিল যে খিরাতী ও বন্নু দুই জনের গলা ছেদন হইয়াছে ও বন্নু মরিয়াছে ও খিরাতী সজীব আছে। পরে তাহার নিকট এক ক্ষুর ও তাহার খাপ পাওয়া গেল। পরে বিচারে ঐ সকল অস্ত্র তাহার মুনীব শ্রীযুত ডাক্তর থ্যাকর সাহেবের সাবুদ হইল। ইহার পূর্ব্ব দিনে ঐ অস্ত্র সাহেব খিরাতীকে দিয়া চানকে সঙ্গে যাইতে আজ্ঞা করিয়াছিল কিন্তু সে গেল না। ও সাহেব ক্ষুর অন্বেষণ করিল কিন্তু তাহা পাইল না। ইহাতে বিচারকর্ত্তারা নিশ্চয় করিলেন যে খিরাতী আপন ইচ্ছাতে ও আপন হস্তেতে বন্নুকে খুন করিয়াছে কিন্তু সে আপন গলা এমত কাটিয়াছে যে সে কথা কহিতে পারে না এবং যে পর্য্যন্ত তাহার গলা ভাল না হয় সে পর্য্যন্ত তাহার হুকুম কিছু হইবেক না।

—শনিবার ১৮ নবেম্বর ১৮২০/৪ অগ্রহায়ণ ১২২৭

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

শ্রীযুত ফ্রান্সিস মাকনাটন সাহেব কলিকাতার কোম্পানির রপ্তগুদামের অধ্যক্ষের সরদার পেস্কার।

—শনিবার ২৫ নবেম্বর ১৮২০/১১ অগ্রহায়ণ ১২২৭

চুরি।

মোং কলিকাতার শ্রীযুত কাপ্তান গ্রীন্ সাহেবের বাটী হইতে ১৫ নবেম্বর রাত্রি কালে এক বাক্স চুরি গিয়াছে সে বাক্সের বাহির দিগ হস্তির দন্তে ও ভিতর দিগ চন্দন কাষ্ঠেতে নিৰ্ম্মিত তাহার মধ্যে কতক টাকা ও মোহর ও ঘড়ি প্রভৃতি অনেক দ্রব্য ছিল। এবং মেজের চাদর ও আর ২ কাপড় অনেক লইয়া গিয়াছে। যে কেহ এ বিষয়ে তথ্য সমাচার দিতে পারিবে সে তাহাতে চোর ধরা পরে সে দুই শত টাকা বখশীশ্ পাইবেক।

ঐ তারিখে কলিকাতার শ্রীযুত সি দবলিউ জোন্স সাহেবের বাটী হইতে অনেক জিনিস চোরে গিয়াছে [নিয়াছে] পরদিন প্রাতঃকালে দেখা গেল যে ঘরের খিড়কীর জিঞ্জির উখা দিয়া কাটিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল এবং বাগানে অনেক সিন্দুক ও বাক্স ভাঙ্গা পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার পরদিন ৬ [১৬] নবেম্বর রাত্রে ঐ বাটীতে ঘোড়ার আস্তাবলের নিকট এক জন লোক বেড়াইতেছিল জ্যোৎস্না রাত্রি প্রযুক্ত চৌকিদার তাহাকে দেখিয়া ধরিল সে এক জন মগ্ন বাবুর্চি।

—শনিবার ২৫ নবেম্বর ১৮২০/১১ অগ্রহায়ণ ১২২৭

ভূত।

পূর্ব্বে ছাপান গিয়াছে যে মোং কলিকাতার ধর্ম্মতলার রাস্তার ধারে এক চোর এক বিবীকে খুন করিয়াছে। সে বিবী খুন হইয়াছে অবধি সে বাটিতে ভুত আসিয়াছে এই জবাব হওয়াতে সে ঘরে থাকিয়া লোকেরা মৃত্তিকায় মধ্যে হু ২ শব্দ শুনিল এবং ঘরের বাহিরে থাকিয়া ঘরের মধ্যে ঠক ২ শব্দ শুনিল। ইহাতে সে স্থান লোকেরদের অতি ভয়ানক হইয়াছে। একদিন চারি জন কোরাণী মোল্লা একত্র হইয়া কহিল যে সে ঘরের মধ্যে আমরা এক রাত্রি বাস করিয়া ভূত ছাড়াইব। পরে তাহারা ঐ ঘরের মধ্যে বাতী জ্বালাইয়া বিছানা করিল এবং ঐ চারি জন একত্র হইয়া সেখানে কোরাণ পড়িতে আরম্ভ করিল। দুই প্রহর রাত্রি সময়ে অকস্মাৎ একটা ভয়ানক শব্দ শুনিয়া তাহারা অতিশয় ভীত হইয়া পলাইল। সে ঘরের মধ্যে যে শব্দ হয় তাহা তন্নিকটস্থ লোকেরাও নিশ্চয় শুনিয়াছে।

—শনিবার ২৫ নবেম্বর ১৮২০/১১ অগ্রহায়ণ ১২২৭

আফীমের ইস্তাহার।

শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর ইস্তাহার দিয়াছেন যে ৩০ দিসেম্বর শনিবার পূর্ব্বাহ্নে এগার ঘণ্টার সময়ে মোকাম কলিকাতার একস্চেঞ্জ ঘরে বেহারের আফীমের সতর শত পাঁচ সিন্দুক। এবং বানারসের চারি শত আটার সিন্দুক। জুমলা দুই হাজার এক শত তেইশ সিন্দুক আফীম বিক্রয় হইবেক।

—শনিবার ২ দিসেম্বর ১৮২০/১৮ অগ্রহায়ণ ১২২৭

শ্রীযুত সর এদবর্দ কোলবুরুক সাহেব।

শ্রীযুত সর এতবর্দ কোলবুরুক সাহেব ইংগ্লণ্ডে যাইতেছেন তাহাতে তাঁহার আত্মীয় সাহেব লোকেরা মোকাম কলিকাতাতে একত্র চান্দা করিয়া গত সোমবারে অতি বড় উত্তম খানা করিয়াছেন এবং কলিকাতাস্থ তাবৎ ভাগ্যবান এতদ্দেশীয়েরা ঐ সাহেবের এক প্রশংসাপত্র প্রস্তুত করিয়া সকলের নাম স্বাক্ষর করিয়া তাহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তাহা পাইয়া সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া সে পত্রের প্রত্যুত্তর এই লিখিলেন যে আমি আটার বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে এই বাঙ্গালা দেশে আসিয়াছি এবং শ্রীশ্রীযুত হেষ্টিংস সাহেব বাহাদুর আমাকে কোম্পানি বাহাদুরের কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া ছিলেন তদবধি চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত তোমারদের নিকটে থাকিয়া আপন বুদ্ধি সাধ্যানুরূপ কর্ম্ম করিয়া এখন স্বদেশে যাত্রা করিতেছি। ইহাতে আপনকারা আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া এক প্রশংসাপত্র লিখিয়াছেন এ আপনকারদের গুণ। সে যে হউক আমি যাবৎ জীবদ্দশাতে থাকি তাবৎ আপনকারা আমাকে মনে রাখিবেন আমারও মনে আপনারা সতত থাকিলেন এবং যে পত্র আমাকে আপনারা লিখিয়াছেন ইহাও আমার মনে থাকিল আমা হইতে আপনকারদিগের যে উপকার হইতে পারে তাহাও হইবেক।

—শনিবার ২ দিসেম্বর ১৮২০/১৮ অগ্রহয়ণ ১২২৭

কাশী যাত্রা

গত সাপ্তাহে মোকাম কলিকাতার শ্রীযুত রাজা বদন চাঁন্দ ঐশ্বর্য্যপূর্ব্বক কাশী প্রস্থান করিয়াছেন তিনি বৃন্দাবন পর্য্যন্ত যান এমত বাসনা করিয়াছেন।

—শনিবার ২ দিসেম্বর ১৮২০/১৮ অগ্রহায়ণ ১২২৭

কলিকাতা।

মোকাম কলিকাতার ধর্ম্মতলাঅবধি বাগবাজার পর্য্যন্ত যে রাস্তা ও পুষ্করিণী

হইতে ছিল তাহা অল্প দিনের মধ্যে সমাপ্ত হইবেক। এবং আরও শুনা যাইতেছে যে কসাইটোলার মাঝখান অবধি বৈঠকখানা পর্য্যন্ত এক বড় রাস্তা হইবেক।

—শনিবার ২ দিসেম্বর ১৮২০/১৮ অগ্রহায়ণ ১২২৭

হস্তী বিক্রয়।

মোকাম কলিকাতাতে এক স্থন্দর সোয়ারির হস্তী বিক্রয় হইবেক সে হস্তী সাড়ে চারি হাত উচ্চ যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি হরকরা আপীসে গেলে বিস্তারিত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

—শনিবার ৯ দিসেম্বর ১৮২০/২৬ অগ্রহায়ণ ১২২৭

নোট হারাণ।

শ্রীচৈতন্যচরণ দে ও বিশ্বম্ভর দের ১৮২৪৪ নম্বরের হাজার টাকার এক নোট গত ২৫ নবেম্বর তারিখে হারাইয়াছে সে নোটের টাকা বাঙ্কে বন্দ হইয়াছে। ইতি সন ১৮২০ তারিখ ৬ দিসেম্বর।

—শনিবার ৯ দিসেম্বর ১৮২০/২৬ অগ্রহায়ণ ১২২৭

আওলাৎ ভাড়া।

শ্রীযুত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়দিগরের নালিসে শ্রীযুত তারিনীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়দিগরের মোকদ্দমাতে স্থপ্রীমকোর্টের আজ্ঞানুসারে ৩০ আকটোবর তারিখে মৃত রাধামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্ব্বস্ব বিষয়ে শ্রীযুত মাকনাতন সাহেব মোক্তিয়ার হইয়াছেন অতএব ১৫ দিসেম্বর দুই প্রহর অবধি দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত ওই রাধামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমীদারী ও বৃত্তি ও দরবাজা প্রভৃতি তিন বৎসরের কারণ ভাড়া দেওয়া যাইবেক।

……স্থড়া গ্রামে এক বাটী ও বাগান কমবেশ বত্রিশ বিঘা জমী এবং শালিখাতে হাতুয়ার পুষ্করিণী…কলিকাতার নিকট বালুয়াতে কমবেশ বার বিঘা জমী ও হাবড়াতে এক বাটী ও এক বাগান ও পুষ্করিণী কমবেশ বিশ বিঘা জমী ও শালিখাতে নয়া বসতি নামে কমবেশ বার বিঘা জমী……ইহার বিস্তারিত শ্রীযুত এদমণ্ড মাকনাতন সাহেবের আপিসে পাওয়া যাইবেক।

—শনিবার ৯ দিসেম্বর ১৮২০/২৬ অগ্রহায়ণ ১২২৭

কালেজ।

গত শুক্রবারে কলিকাতার কালেজের ছয় মাহার ইস্তাহাম্ হইয়াছে।

—শনিবার ৯ দিসেম্বর ১৮২০/২৬ অগ্রহায়ণ ১২২৭

বাঙ্গালবাঙ্ক।

শ্রীযুত আলেক্সান্দ্র কলবিন সাহেব ও শ্রীযুত ইউ হোপ সাহেব বাঙ্গালবাঙ্কের অধ্যক্ষ ছিলেন তাঁহারা দুই জন আপন পদত্যাগ করিয়াছেন। সেই পদে অন্য দুই জন নিযুক্ত হইবার কারণ ১৫ দিসেম্বর সকল অংশী একত্র হইয়া দশ ঘণ্টার সময় ইস্তক দুই প্রহর তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত গুলিবাঁট হইবেক।

—শনিবার ৯ দিসেম্বর ১৮২০/২৬ অগ্রহায়ণ ১২২৭

জাহাজ আমদানী।

দুই জাহাজ ২৮ জুন ও ১১ জুলাই তারিখে লণ্ডন শহর ছাড়িয়া গত সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতায় পঁহুছিয়াছে। এবং অন্য এক জাহাজ ৪ জুলাই তারিখে লিবরপুল ছাড়িয়া কলিকাতা পঁহুছিয়াছে এবং ফ্রান্স দেশ হইতে দুই জাহাজ কলিকাতা আসিয়াছে এই জাহাজ দ্বারা সমাচার পাওয়া গেল যে ডেবরিন কোম্পানির এক জাহাজ ফ্রান্স দেশ হইতে আশিতেছে।

—শনিবার ৯ দিসেম্বর ১৮২০/২৬ অগ্রহায়ণ ১২২৭

জাহাজের অধ্যক্ষ।

ইংগ্লণ্ডীয় বাদশাহের তাবৎ জাহাজের অধ্যক্ষ শ্রীযুত সর হেনরি ব্লাকউদ সাহেব গত বৃহস্পতিবারে কলিকাতা পঁহুছিয়াছেন। এবং তাঁহার সম্ভ্রমের কারণ গড়ে তোপ হইয়াছে। তিনি শ্রীশ্রীযুতের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গত শনিবারে বহরমপুর প্রস্থান করিয়াছেন। বাদশাহের জাহাজের অধ্যক্ষ প্রায় কখন বাংলা দেশে আইসে না। তাহার নিযুক্ত মান্দরাজ যেহেতুক যুদ্ধ জাহাজের স্থান সেখানে এই অধ্যক্ষ সাহেব কেবল শ্রীশ্রীযুতের সহিত সাক্ষাৎ করিবর নিমিত্ত এই দেশে আসিয়াছেন।

—শনিবার ৯ দিসেম্বর ১৮২০/২৬ অগ্রহায়ণ ১২২৭

বাজি।

মোকাম কলিকাতায় এক সাহেব বাজি রাখিয়াছিলেন যে পাঁচ ঘোড়ার ডাকে পঁচিশ ক্রোশ পথ চারি ঘণ্টাতে চলিবেক। তাহাতে গত সোমবারে চানক ও কলিকাতার রাস্তাতে সেই সাহেব বার মিনিট কম চারি ঘণ্টাতে পচিশ ক্রোশ পথ চলিয়াছে।

—শনিবার ৯ দিসেম্বর ১৮২০/২৬ অগ্রহায়ণ ১২২৭

ঘোড়া হারাণ।

কলিকাতার জানবাজারে এক সাহেব গত ২৭ নবেম্বর তারিখে এক ঘোড়া ধরিয়াছেন তদবধি সে ঘোড়া আপন স্থানে রাখিয়া খোরাক দিতেছেন অতএব সে ঘোড়া যাহার হয় তিনি তাহার প্রমাণ দিয়া ইস্তাহারের খরচ ও এলাগাদের খোরাকী ও সহিসের মাহিনা দিয়া লইয়া যাইবেন।

—শনিবার ৯ দিসেম্বর ১৮২০/২৬ অগ্রহায়ণ ১২২৭

শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব।

……গত সপ্তাহে আমরা ছাপাইলাম যে বাদশাহের জাহাজের অধ্যক্ষ শ্রীযুত সর হেনরি ব্লাক উদ সাহেব মোং কলিকাতা পঁহুছিয়া শ্রীশ্রীযুতের সাক্ষাৎ কারণ ডাকে গেলেন। ঐ সাহেব ৩ দিসেম্বর শনিবার কলিকাতা ছাড়িয়া মোং হুগলিতে রাত্রি ক্ষেপণ করিলেন এবং রবিবার প্রত্যুষে হুগলি ছাড়িয়া রাত্রি দশ ঘণ্টার সময় কৃষ্ণনগরে হুছিলেন ও তথাকার জজ সাহেব অতি সমাদরপূর্ব্বক তাহার আতিথ্য করিলেন। সোমবার মোং কাশীমবাজারে পঁহুছিলেন সেখানকার বাণিজ্যের অধ্যক্ষ সাহেব অতিসমারোহ পূর্ব্বক খানা করিলেন এবং তৎপ্রদেশের অনেক ২ সাহেব সেখানে আসিয়া মিলিলেন তাহার পরদিন ঐ সাহের মোং মুরশেদাবাদে পঁহুছিলেন এবং সেখানে শ্রীশ্রীযুত নবাব সাহেব তাহার কারণ অনেক উত্তম খানা প্রস্তুত করিলেন ও তাহার সম্ভ্রমের কারণ কম বেশ দেড় শত সাহেব লোকেরদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া অনেক আমোদ করিলেন। এবং খানার পর নাচ ও বাজী অনেক প্রকার আমোদ হইল। পরে ৬ তারিখে ঐ সাহেব মোং সুঁতীতে শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেবের সহিত মিলিলেন……

—শনিবার ১৬ দিসেম্বর ১৮২০/৩ পৌষ ১২২৭

বালকের জুয়াচুরি।

গত সপ্তাহে মোং কলিকাতার বড় বাজারে পাঁচ সাত জন বালক একত্র হইয়া খেলা করিতেছিল তাহার মধ্যে দুই বালকের ভালো পোশাক আর ২ বালকেরদের গরীবের মত পোশাক। দৈবাৎ এক বিবি কোন সওদা করিবার কারণ ঐ বাজারে আইল এবং পালকীহইতে নামিয়া জিনিস দেখিয়া বেড়াইতেছে এই সময়ে ঐ ধূর্ত্ত বালকেরা আপনা আপনি মারামারি করিতে লাগিল। পরে এক গরীব বালক মারি খাইয়া দৌড়াইয়া ঐ বিবির এক পার্শ্বে লুকাইয়া রহিল।

তাহাতে বিবি দয়াপ্রযুক্ত ঐ ক্ষুদ্র বালককে দূর করিয়া না দিয়া ক্ষনেক আশ্রয় দিয়া অন্য বালকেরদিগকে ধমকাইয়া কহিল যে তোমারদের এইক্ষণে পুলিসে পাঠাইতেছি। ইহা শুনিয়া ঐ সকল বালকেরা পলাইয়া গেল। অনন্তর ঐ জুয়াচোর বালক আপনার কোমর হইতে কাঁইচী লইয়া ঐ বিবির কাপড়ে যে টাকার থৈলে ছিল তাহা কাটিয়া বেবাক টাকা লইয়া বিবিকে কহিল যে তাহারা কোথা গেল যদি তাহারা আমাকে দেখে তবে আমাকে পুনর্ব্বার মারিবে। বিবি কহিল যে তাহারা এখান হইতে গিয়াছে তুমি অন্য পথে যাও; পরে ঐ ধূর্ত্ত বালক ঐ ছল করিয়া টাকা লইয়া পলাইল। অনন্তর বিবি জিনিস খরিদ করিয়া টাকা দিবার সময়ে আপন জেবে হাত দিয়া দেখিল যে টাকা নাই এবং আপন জেব কাটা। ইহাতে অনুমান করিল যে ঐ বালক জুয়াচুরি করিয়াছে।

—শনিবার ১৬ দিসেম্বর ১৮২০/৩ পৌষ ১২২৭

নবাব দিলাবর্জঙ্গ।

১৯ নবেম্বর তারিখে মুরশেদাবাদ মধ্যে মোকাম নাওশাকে ময়মিনল মুলক নবাব দিলাবর্জঙ্গ বাহাদুর মরিয়াছেন তিনি মোকাম কলিকাতাতে চিতপুরের নবাব নামে খ্যাত ছিলেন। তাহার পিতার নাম মহম্মদ রেজা খাঁ মুজাফ্‌ফরজঙ্গ তিনি হেষ্টিংস সাহেবের আমলে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িস্যার নাএব নাজীম ছিলেন। এবং নবাব মুবারকদ্দৌলার নাএবও ছিলেন।

—শনিবার ১৬ দিসেম্বর ১৮২০/৩ পৌষ ১২২৮

ব্যাঙ্কনোট হারান।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে ৬৬৬৭ নম্বরের দুই শত টাকার এক কেতা বাঙ্কনোট হারাইয়াছে সে নোটের টাকা বাঙ্কে বন্দ হইয়াছে অতএব সে নোট যে কেহ পাইবেক সে শ্রীযুত মেস্তর এচ উলিয়ম সাহেব সদর দেওয়ানী নেজামত অদালতে দাখিল করিবেক ও বখশীশ পাইবেক।

—শনিবার ২৩ দিসেম্বর ১৮২০/১০ পৌষ ১২২৭

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

২৪ নবেম্বর সন ১৮২০ সাল।

শ্রীযুত জি জে মরিশ সাহেব সদরদেওয়ানী ও নেজামত অদালতের প্রথম পেস্কার হইয়াছেন এবং রিপোর্ট প্রস্তুত করিবার অধ্যক্ষ হইয়াছেন।

শ্রীযুত ই বরি সাহেব ঐ কর্ম্মের দ্বিতীয় পেস্কার হইয়াছেন।

৮ দিসেম্বর সন ১৮২০ সাল।

শ্রীযুত দবলিউ লস্টর সাহেব সদর দেওয়ানী ও নেজামত অদালতের প্রধান জজ হইয়াছেন।

শ্রীযুত স্মিথ সাহেব সদর দেওয়ানী ও নেজামত অদালতের ছোট জজ হইয়াছেন।...

—শনিবার ২৩ দিসেম্বর ১৮২০/১০ পৌষ ১২২৭

বড় অদালত।

সমাচার পাওয়া গেল যে শহর কলিকাতাতে বড় অদালত সন ১৮২১ সালের ৮ জানুআরি তারিখ সোমবারে খোলা যাইবেক।

—শনিবার ২৩ দিসেম্বর ১৮২০/১০ পৌষ ১২২৭

ভাগীরথী।

এই বৎসর ভাগীরথীতে অন্য বৎসর হইতে অধিক জল আছে যেহেতুক এ সময়ে অন্য বৎসরে যে স্থানে বড় নৌকা ও বজরা প্রভৃতি যাইতে পারিত না এ বৎসর অনায়াসে যাইতেছে।

—শনিবার ২৩ দিসেম্বর ১৮২০/১০ পৌষ ১২২৭

খুন।

গত ৩০ নবেম্বর তারিখে মোং কলিকাতার এক সাহেবের চাকর খোদাবক্স নামে সে আপন মুনীবের নিকটহইতে মাহিনা লইয়া রাত্রে আপন ঘরে আসিতেছিল। মোকাম কলিঙ্গার বাজারে রহমত নামে এক জন আসিয়া তাহার মস্তকে এক রুলের আঘাত করিল তাহাতে সে অতিশয় কাতর হইয়া নিকটে দুই জন বারুই পানের দোকান উঠাইতে ছিল তাহারদিগকে ডাকিল পরে তাহারা নিকটে আইলে ঐ রহমত তাহারদিগকে মারিতে উদ্যত হইলে তাহারাও পলাইল। পরে ঐ খোদাবক্স ঐ স্থানে কাতর হইয়া পড়িয়া থাকিল। এগার ঘণ্টা রাত্রির সময়ে চৌকীদার আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলে সে তাহাকে সকল বৃত্তান্ত কহিল ও তাহার বাটীতে সমাচার দিতে বলিল। পরে চৌকীদার তাহার বাটীতে সমাচার দিলে বাটীর লোক আসিয়া তাহাকে বাটী লইয়া গেল। তাহার পর দিবস তাহার মৃত্যু হইল ১০ দিসেম্বর তাহার অদালত হইয়া রহমত দোষী হইল। এবং তাহাকে সদর অদালতে চালান করিয়াছে।

—শনিবার ২৩ দিসেম্বর ১৮২০/১০ পৌষ ১২২৭

নীল।

নীল এখন মোকাম কলিকাতাতে অতিশয় বিক্রয় হইতেছে আমদানী হইলে দুই দিনও থাকে না যেমত আসিতেছে সেই দণ্ডেই বিক্রয় হইতেছে দামও দিনে ২ বৃদ্ধি হইতেছে এখন এক শত পচাশী টাকা দাম হইয়াছে লাগাদ ১৩ দিসেম্বর এক চল্লিশ হাজার এক শত তিপ্পান্ন মন আমদানী হইয়াছিল গত বৎসরে এ মাস পর্য্যন্ত ৬১ হাজার মন আমদানী হইয়াছিল। কাপড়। অন্য ২ কাপড় গত সপ্তাহে সমান দামে আছে কিন্তু এলাহাবাদের সানের [থানের ?] কুড়িতে পাঁচ টাকা দাম বৃদ্ধি হইয়াছে।

চিনি ও সোরা। গত সপ্তাহের মধ্যে চিনি ও সোরা সমান মূল্যে আছে বিক্রয়ও অনেক হইতেছে।

—শনিবার ২৩ দিসেম্বর ১৮২০/১০ পৌষ ১২২৭

ইস্তাহার।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে এক প্রস্তর হিরাতে খচিত শিরোভূষণ হয় এবং কণ্ঠভূষণ হয় তাহা হারাইয়াছে যদি কেহ পায় তবে শ্রীযুত হামিনটন

কোম্পানী সোনার সাহেবের নিকটে দাখিল করিলে ৬০০ ছয় শত টাকা পারিতোষিক পাইবেক।

—শনিবার ৩০ দিসেম্বর ১৮২০/২৭ পৌষ ১২২৭

শ্রীযুত করণল ডএল সাহেব।

শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব বাহাদুরের সেক্‌টারি শ্রীযুত করণল ডএল সাহেব ইংগ্লণ্ডে প্রস্থান করিয়াছেন তাহার সম্ভ্রমার্থে ২৬ দিসেম্বর মোং কলিকাতার তৌন হালে অর্থাৎ সাধারণ ঘরে অতিবড় খানা হইয়াছে।

—শনিবার ৩০ দিসেম্বর ১৮২০/২৭ পৌষ ১২২৭

খুন।

গত ৬ দিসেম্বর তারিখে মোকাম কলিকাতার শ্যামপুখুরিয়ার মুটয়া [মুটীয়া] পাড়ার মধ্যে পদ্মিনী নামে এক স্ত্রীর মৃত শরীর পাওয়া গেল ও তাহা অদালতে প্রকাশ হইল। ২ দিসেম্বর তারিখে লোকেরা তাহাকে যখন সজীব দেখিয়াছিল তখন সে পদ্মিনী আপন দাসীকে তাহার ঘরে যাইতে কহিল। তাহাতে দাসী ঘরে গেল। পর দিবস দাসী সাত ঘণ্টার সময় ঐ পদ্মিনীর ঘরে আসিয়া দেখিল যে দরবাজা চাবি বন্দ। তাহাতে সে মনে করিল যে গরানহাটাতে ঐ পদ্মিনীর ভগিনী আছে সে বুঝি তাহাকে দেখিতে গিয়া থাকিবেক। পরে দাসী ইতস্তত করিয়া আপন ঘরে গেল। পর দিবসে ঐ দাসী সাত ঘণ্টার সময় আসিয়া ঐ রূপ দরবাজা বন্দ দেখিয়া ফিরিয়া আপন ঘরে গেল পুনর্ব্বার বৈকালে পাঁচ ঘণ্টার সময় আইল তাহাতেও ঐ রূপ দরবাজা বন্দ দেখিয়া বাটীর খিড়কীতে যাইয়া দেখিল যে খিড়কী দরবাজার কপাটের সিকল দড়ির দ্বারা বাঁধা আছে। ইহা দেখিয়া তাহা না খুলিয়া গরানহাটাতে পদ্মিনীর ভগিনীর নিকট যাইয়া সকল বৃত্তান্ত কহিল।

পরে তাহার ভগিনী ঐ দাসীকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া বাটীর দ্বার খুলিয়া ঘরে যাইয়া দেখিল যে সে বিছানাতে মৃতা পড়িয়া আছে ও গলা কাটিয়াছে তাহাতে বিছানা রক্তেতে অর্দ্র হইয়াছে। এইরূপ দেখিয়া তখনি থানাতে সমাচার দিলে থানার লোক আসিয়া দেখিল যে তাহার শরীরের অলঙ্কার মাত্র নাই এবং তাহার বালিসের নীচে এক চাবি পাইল তাহাতে এক সিন্দুক খুলিয়া

দেখিল যে সিন্দুকের ডালা ভাঙ্গা ও তাহাতে মূল্যবান বস্তু কিছু নাই কিন্তু প্রতিবাসী লোকেরা জানিত যে তাহার দুই শত আড়াই শত টাকা সম্পত্তি ছিল। পরে তাহারদিগের অদালত সময় তাহার ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল যদি আমার ভগিনীর ধন কিছু থাকিত তবে আমি পাইতাম যেহেতুক আমা ভিন্ন তাহার অন্য কেহই নাই তবে ইহাকে যে খুন করিয়াছে ইহা কাহারও প্রতি আমার সন্দেহ নাই এবং ইহার তদারকে আমার কিছু আবশ্যক নাই। ইহা শুনিয়া বিচারকর্ত্তা অনেক তদারক করিয়া জানিল যে ঐ পদ্মিনীর উপপতি যে ব্রাহ্মণ সে পদ্মিনীর ভগিনীরও উপপতি ছিল কিন্তু পদ্মিনী অপেক্ষা ইহাতেই অধিক প্রীত ছিল ইহাতে সে ব্রাহ্মণ ও পদ্মিনীর ভগিনী ও দাসী এই তিন জনের উপর সন্দেহ করিয়া সদরে চালান করিয়াছে এখন অদালতে যে হয় তাহা হইবেক।

—শনিবার ৩০ দিসেম্বর ১৮২০/২৭ পৌষ ১২২৭

শ্রীযুত কালীপ্রসাদ দত্ত।

সুপ্রীমকোর্টে ইস্তাহার দেওয়া গিয়াছে যে ১৮ জানুআরি তারিখে দুই প্রহর বেলার সময়ে সুপ্রীমকোর্টের বারাণ্ডাতে শ্রীযুত কালীপ্রসাদ দত্তের তালুক জিলা মেদিনীপুর পরগনে কোতবপুরের অন্তঃপাতি নব্বই গ্রাম নিলামে বিক্রয় হইবেক।

আরো তৎস্থানে কাছারি বাড়ী নামে খ্যাত তাহার যে ভদ্রাসন তাহাতে আশী বিঘা জমী ও চারি পুষ্করিণী।

আরো তৎস্থানে কমবেশ সাত শত বিঘা অন্য এক স্থান।

আরো তৎস্থানে অন্য চল্লিশ বিঘা আর চব্বিশ পরগনা মধ্যে বালগাছার নিকটে চব্বিশ বিঘা জমী। এবং নানা প্রকার রূপার বাসন ও পোশাক প্রভৃতি।

—শনিবার ৬ জানুআরি ১৮২১/২৪ পৌষ ১২২৭

নূতন বাঙ্ক।

১ জানুআরি তারিখে শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব সৈন্যেরদের জন্য এক নূতন বাঙ্ক সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার নাম বাঙ্গালার সৈন্যের বাঙ্ক তাহার নয় জন অধ্যক্ষ-

হইবেক তাহার মধ্যে শ্রীশ্রীযুত তিন জনকে আপনি নিযুক্ত করিবেন। অপর যাহারা ঐ বাঙ্কে টাকা নিয়োগ করিবেক তাহারা অন্য ছয় জনকে পছন্দ করিয়া নিযুক্ত করিবেক। ঐ বাঙ্কে দশ টাকার ন্যূন জমা হইবেক না ও আনা পাই তাহাতে জমা হইবেক না। এবং বৎসরের শেষে ৩১ দিসেম্বর তারিখে হিসাব হইবে এবং বৎসরের মধ্যে দুই সময়ে অর্থাৎ জুলাই ও জানুআরি মাসে টাকা বাহির হইবেক।

—শনিবার ৬ জানুআরি ১৮২১/২৪ পৌষ ১২২৭

আফীম।

৩০ দিসেম্বর তারিখে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের প্রথম আফীম বিক্রয় একস্চেঞ্চ ঘরে হইল এবং যেমত এই বৎসর অধিক মূল্যে আফীম বিক্রয় হইল এমত অনেক বৎসর বিক্রয় হয় নাই।

বাহারের চৌদ্দ শত সাতানব্বই সিন্দুক ও কাশীর তিন শত ছেষট্টি সিন্দুক বিক্রয় হইল। বাহারের আফীম দুই হাজার চারি শত পয়ত্রিশ টাকা সিন্দুক। এবং কাশীর আফীম দুই হাজার চারি শত তেষট্টি টাকা। তাহার মধ্যে তিন শত সিন্দুক আফীম বন্দোবস্তানুসারে ফ্রান্সীয় কোম্পানির কারণ রাখা গেল। এতদ্ব্যতিরেকে অবশিষ্ট যে পোনর শত তেইশ সিন্দুক বিক্রয় হইল তাহার মূল্য চৌয়াল্লিশ লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার পাঁচ শত চল্লিশ টাকা।

—শনিবার ৬ জানুআরি ১৮২১/২৪ পৌষ ১২২৭

ভূমিকম্প।

গত রবিবারে সাড়ে নয় ঘণ্টা রাত্রির সময় ভূমিকম্প হইয়াছে অধিক রাত্রি প্রযুক্ত অনেকের উপলব্ধি হয় নাই এবং বিষয়ী অনেক লোকের উপলব্ধি হইয়াছে।

—শনিবার ৬ জানুআরি ১৮২১/২৪ পৌষ ১২২৭

পরীক্ষা।

শ্রীরামপুরের শ্রীযুত সাহেবেরদের যে ধর্ম্মার্থ পাঠশালা মোকাম কলিকাতার বহুবাজারে আছে সেখানে বালকেরদের পরীক্ষা বৎসর ২ হইয়া থাকে গত ২০

দিসেম্বর তারিখে সেখানে বালকেরদের পরীক্ষা হইয়াছে তাহাতে অনেক ভাগ্যবান ইংগ্লণ্ডীয় সাহেব ও অনেক বিবী লোক আসিয়াছিলেন তাহাতে ইংরেজী ব্যাকরণ পাঠ ও লিখা ও বাঙ্গালা লিখা পড়ার যে পরীক্ষা হইল তাহাতে সকলে তুষ্ট হইলেন।

—শনিবার ৬ জানুআরি ১৮২১/২৪ পৌষ ১২২৭

আশ্চর্য্য ধূর্ত্ততা।

কতক দিন হইল মোকাম কলিকাতার বড় বাজারের এক জন মহাজন বংশলে শ্রীযুত হেইস সাহেবের নিকটে গিয়া কহিল যে আমাকে কতক ডুবরু দেও যে আমার মুক্তার থৈলী বিবিরাসের ঘাটে পড়িয়াছে তাহা ডুবরুরা উঠাইয়া দেয় এবং তদারকের কারণ তোলার তরফ অনেক লোক সঙ্গে দেও। ইহাতে ঐ সাহেবের হুকুমে ডুবরুরা গিয়া ঐ থৈলী উঠাইল ও মহাজনকে দিল। মহাজন ঐ থৈলী খুলিয়া তাহার মধ্যে কেবল সিসার ক্ষুদ্র ২ গুলি ও মটর দেখিল। তাহার বৃত্তান্ত শুন। একজন গ্রীক দেশীর লোক এই মহাজনের নিকটে এক থৈলী মুক্তা বন্ধক রাখিয়া কতক টাকা কর্জ করিয়া ছিল। কিছু দিন পরে ঐ গ্রীক লোক তাহার নিকটে আসিয়া কহিল যে আমার টাকা দেওনের এখন যোত্র হইল না অতএব ঐ মুক্তার থৈলী দেও তাহা বিক্রয় করিয়া তোমার কর্জ শোধ করি। ইহাতে ঐ মহাজন স্বীকৃত হইয়া বন্দকের মুক্ত সমেত থৈলী গ্রীক লোককে দিল এবং কিঞ্চিৎ অবিশ্বাস প্রযুক্ত আপন তরফ অনেক লোক তাহার সহিত দিল। ঐ ধূর্ত্ত গ্রীক লোক আপন বাটীতে গেল ও ঐ প্রকার এক থৈলী সিসার গুলিতে ও মটরে পূর্ণ করিয়া আপন ঘরে পূর্ব্বে রাখিয়াছিল পরে আসল মুক্তার থৈলী ঘরে রাখিয়া ঐ মিথ্যা মুক্তার থৈলী লইয়া চলিল। পথে গিয়া ঐ মহাজনের লোককে কহিল যে এই পারে বিক্রয় করিব না ওপারে গিয়া বিক্রয় করি। ইহা কহিয়া এক নৌকায় চড়িল ও কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া ঐ মহাজনের লোককে কহিল যে তোমার মুনীবের আমাতে এত অবিশ্বাস যে এক জনকে আমার সহিত দিয়াছেন এইরূপ কথায় ২ বিরোধেতে মিথ্যা রাগ প্রকাশ করিয়া ঐ মিথ্যা থৈলী জলে ফেলিয়া দিল।

সেই থৈলী এই প্রকার ঐ মহাজন উঠাইয়া সকল শঠতা জানিল এবং তাহার নামে সুপ্রীমকোর্টে নালিস করিবেক এই মত শুনা যাইতেছে।

—শনিবার ৬ জানুআরি ১৮২১/২৪ পৌষ ১২২৭

তালুক বিক্রয়।

সুপ্রীমকোর্ট হইতে ইস্তাহার প্রকাশ হইয়াছে যে ২০ জানুআরি তারিখে মোং সুপ্রীমকোর্টে ১৮২০ সালের ২৭ এফরেল তারিখের শ্রীযুত কোউর শিবচন্দ্র রায় বাহাদুর ফরিআদী নারায়ণ দত্তের বিধবা ঠাকুরাণী দাসী ও ব্রহ্মময়ী আসামী হইয়া যে ডিক্রী হইয়াছিল তদনুসারে এই ২ জমী বিক্রয় হইবেক।

জিলা বর্দ্ধমানের মধ্যে মানকুণ্ডা নামে তালুক ছয় গ্রাম এবং ঐ জিলাতে জগদীশপুর প্রভৃতি তিন গ্রাম। ও জিলা কৃষ্ণনগরে বালিঘোরা তিন গ্রাম এবং চব্বিশ পরগণাতে সুতল নামে দেবত্র তালুক ও কলিকাতার মধ্যে সুতানটীর হাটখোলাতে নানা স্থানে নয় বিঘা আট কাটা জমী এবং পুরাণা চীনাবাজারের চারি কাটা আর সুতানটীতে বুদদবাটী ও তাহার সহিত এক বিঘা দশ কাটা ও মোং সিমলিয়াতে ত্রিশ বিঘা জমী এই সকলের অর্দ্ধেক হিসসা।

—শনিবার ১৩ জানুআরি ১৮২১/২ মাঘ ১২২৭

সুপ্রীম কোর্ট।

গত ৯ জানুআরি সোমবার মোকাম কলিকাতার সুপ্রীম কোর্টের অদালত খোলা গিয়াছে।

—শনিবার ১৩ জানুআরি ১৮২১/২ মাঘ ১২২৭

আত্মঘাতী।

গত সোমবার মোকাম কলিকাতাতে একজন ফ্রান্সীস রাবি নামে পোর্ত্তুগীশের ও মুচীরাম দাস নামে এক ব্যক্তি হিন্দুর মরণ সমাচার পাওয়া গেল। তাহার বিবরণ এই। ফ্রান্সস রাবি নামে ফিরিঙ্গী আমড়াতলার গলিতে এক খড়ো ঘরের আড়াতে ঝুলান পাওয়া গেল। টৌনহালে অর্থাৎ সাধারণ ঘরে তাহার অদালতে সাক্ষীদ্বারা জানা গেল যে সেই ঘরে ঝাঁপের দ্বার ছিল এবং সে ঝাঁপ ঘরের মধ্যে বাঁধা ছিল যে লোক প্রথম সে ঘরে গেল সে লোক সে ঝাঁপের দড়ি কাটিয়া ঘরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে মৃত দেখিল ও বাহিরে প্রকাশ করিল।

পরে বিচারকর্ত্তা সাহেবেরা মোং শ্যামপুখুরিয়াতে বালাখানার গলিতে মুচীরাম দাসের বাটিতে গিয়া তহকীক করিয়া দেখিলেন যে ঘরের মধ্যে মুচীরাম

দাস পড়িয়া আছে এবং তাহার গলাতে এক পেচ দড়ি আছে ও ঘরের আড়াতে এক পেঁচ দড়ি আছে ইহাতে বোধ হইল যে গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে কিন্তু দড়ি অশক্ত সে কারণে মৃত শরীর ভারী হইয়া দড়ি ছিঁড়িয়া পড়িয়াছে এই দুই জনের বিষয়ে আত্মহত্যা স্থির হইল।

—শনিবার ১৩ জানুআরি ১৮২১/২ মাঘ ১২২৭

গত বৎসর বাণিজ্যের জুমলা।

১ জানুআরি অবধি ৩১ ডিসেম্বর তারিখ পর্য্যন্ত গত বারো মাসে মোকাম কলিকাতাতে সমুদ্র পথে দুই ক্রোর আটার লক্ষ একষট্টি হাজার আট শত আটচল্লিশ টাকার রূপা এবং পঞ্চান্ন লক্ষ চল্লিশ হাজার পাঁচ শত পঞ্চাশী টাকার সোনা।

জুমলা দুই ক্রোর চৌহত্তর লক্ষ সাত হাজার চারি শত তেত্রিশ টাকা আমদানী হইয়াছে।

মোকাম কলিকাতা হইতে এই ২ জিনিস গত বৎসর রপ্ত[রপ্তানী] হইয়াছে।

তুলা	চৌয়াল্লিশ হাজার সাত শত চল্লিশ গাঁটি।
চিনি	তিন লক্ষ তিরাশী হাজার দুই শত চব্বিশ মোন বাহিরে গিয়াছে।
সোরা	দুই লক্ষ ছত্রিশ হাজার মোন।
আফীম	তিন হাজার আটশত উনত্রিশ সিন্দুক।
তণ্ডুল	চারি লক্ষ চৌরানব্বই হাজার এক শত ছত্রিশ বস্তা। প্রত্যেক বস্তাতে প্রায় দুই মোন।
আদা	বাঁয়ান্ন হাজার দুই শত পঁচিশ মোন।
কাপড়	চব্বিশ লক্ষ একাশী হাজার থান।
রেশম	ছয় হাজার ছয় শত বিরানব্বই মোন।
নীল	ছত্রিশ হাজার চারি শত বিশ মোন।

এই ২ ভারি বস্তু বিনা আর এই ২ ক্ষুদ্র বস্তুর রপ্তানী।

ভেরেণ্ডা তৈল	পাঁচ হাজার এক শত চল্লিশ মোন।
হরিদ্রা	পাঁচ হাজার আট শত আটহত্তরি মোন।
তেঁতুল	পাঁচ শত বিয়াল্লীশ মোন।
কুসুম ফুল	দুই হাজার এক শত দশ মোন।

তামাকু	সত্তর শত উনত্রিশ মোন।
গাছ মরিচ	তিন শত একইশ মোন।
হস্তিদন্ত	এক শত এক মোন।
গুড়	দুই হাজার এক শত চৌত্রিশ মোন।
মঞ্জিষ্ঠ	চারি হাজার ছয় শত পঁচানব্বই মোন।
মন্থুরি	নয় শত সাত মোন।
কর্পূর	দুই শত আট মোন।
হিঙ্গু	এক শত ষোল মোন।
জৈত্রী	একত্রিশ মোন।
লবঙ্গ	এক শত উনআশী মোন।
আবলুস কাষ্ঠ	সাত শত ছয় মোন।
কাওয়া	দুই হাজার আট শত ছেষট্টি মোন।
চরবি	নয় শত ছাপান্ন মোন।
গন্ধ বিরজা	এক শত তেতাল্লিশ মোন।
সেগুদানা	চারি হাজার চারি শত তেত্রিশ মোন।
বকম কাষ্ঠ	ছয় শত পঞ্চাশ মোন।
কায়াপুতি তৈল	দুই শত তিপান্ন মোন।
নানা প্রকার গোন্দ	চারি হাজার তিন শত চৌষট্টি মোন।
শাল	আট শত সাত খান।
মহিষের শৃঙ্গ	দুই লক্ষ আটাইশ হাজার তিন শত পঞ্চান্নটা।
গোচর্ম্ম	সাত হাজার চারি শত সাতষট্টি খান।
ছাগচর্ম্ম	পঁয়ষট্টি হাজার দুই শত দশ খান।
বেত	ছয় হাজার বাণ্ডীল।

—শনিবার ১৩ জানুআরি ১৮২১/২ মাঘ ১২২৭

ইস্তাহার।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে মোং লক্ষ্ণৌহইতে সন ১৮১৯ সালের ১ নবেম্বর তারিখের ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকার এক কেতা ও সন ১৮১৯ সালের ২ দিসেম্বর তারিখের ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকার এক কেতা এই দুই কেতা

শতকরা ছয় টাকা সুদের মবলগে ১০০০০ দশ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ মোকাম কলিকাতা শ্রীবেনীরাম ও শ্রীভবানী প্রসাদের নামে সন ১৮২০ সালের ১৫ নবেম্বরেরও য়ানা হইয়াছিল সে কাগজ হারাইয়াছে সে কারণ তাহার টাকা জনেরেল ত্রেজরিতে বন্দ হইয়াছে।

—শনিবার ২০ জানুআরী ১৮২১/৯ মাঘ ১২২৭

শ্রীযুত জেমস ষ্টুয়াট সাহেব।

শ্রীশ্রীযুত জেমস ষ্টুয়ার্ট সাহেব কিঞ্চিৎ পীড়িত হইয়া বেড়াইতে গত শনিবার কেপে প্রস্থান করিয়াছেন তিনি যখন কলিকাতার গড়ের নিকট হইয়া যাইতে-ছিলেন তখন তাঁহার সম্ভ্রমের কারণ তোপ হইয়াছে।

—শনিবার ২০ জানুআরি ১৮২১/৯ মাঘ ১২২৭

শ্রীযুত আলেক্ষ'ন্দ্র সাহেব।

শ্রীযুত জোসৈয়াস ডু প্র আলেক্সান্দ্র সাহেব মোং কলিকাতার হিন্দুস্থানীয় বাঙ্কের প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন তিনি এখান হইতে ইংগ্লণ্ডে গিয়াছেন। এবং সর দেবিড স্কট সাহেব ইংগ্লণ্ডে কোম্পানির এক অধ্যক্ষ ছিলেন তিনি পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন অতএব এই আলেক্সান্দ্র সাহেব তাহার পদাভিষিক্ত হইয়াছেন এবং মনস্তন সাহেব মোকাম কলিকাতায় শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেবের নীচ পদস্থ ছিলেন তাঁহারও ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার কল্প ছিল তাহাতে আলেক্সান্দ্র সাহেবের পক্ষে এক হাজার উনষাটি লোক অনুমতি দিল। তাঁহার পক্ষে কেবল তিন শত বিশ লোক অনুমতি দিল ইহাতে অধিক লোকের অনুমতি প্রযুক্ত এঁহার না হইয়া আলেক্সান্দ্র সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন।

—শনিবার ২৭ জানুয়ারী ১৮২১/১৬ মাঘ ১২২৭

পশ্চিম আমদানি।

গত সপ্তাহ মধ্যে মোং কলিকাতায় আমদানি জিনিস।

তুলা	৭৩৮ মোন
চিনী	৫৬২৭
সোরা	২৩৯১
~~সূঁট~~	৩৭২

রেসম	৬৮	
সোহাগা	১৮	
মঞ্জিষ্ঠা	১১২	
নীল	১৫৯১	
বস্ত্র	৫৯৭৫৮	থান

জাহাজীয় আমদানী।

লোহা	২১৯৪	মোন
শীসা	১৩৭০	
তাঁবা গঠন	৪৮০	
দস্তা	৩২১৯	
গোলমরিচ	৬৫	
জৈত্রী	২৮	
তাঁবা পাত	২৮০	থান

—শনিবার ২৭ জানুআরী ১৮২১/১৬ মাঘ ১২২৭

ইস্তাহার।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে শ্রীযুত টালা কোম্পানির পূর্ব্ব অংশী যে ২ সাহেব ছিলেন তাঁহারা সন ১৮১৬ সালের ৩০ এপ্রিল তারিখে ঐ কোম্পানী ছাড়িয়াছেন সংপ্রতি সেই সাহেবেরা এই বর্ত্তমান কোম্পানীর নিকটে চিঠী পাঠাইয়াছেন যে তাহারদের টাকা যে সকল লোকের স্থানে পাওনা আছে তাহা আদায় করিয়া পাঠান অতএব বর্ত্তমান টালা কোম্পানির সাহেবেরা সকল লোককে জানাইতেছেন যে যে ২ লোকের স্থানে তাহারদের টাকা পাওনা আছে তাহারা লাগাএদ ১ মে তারিখের মধ্যে আপন ২ টাকা দাখিল করেন ইহাতে যে কেহ টাকা দাখিল না করিবেন তাহারদের নামে খত ও বিল ও রসিদ দর্শাইয়া অদালতে নালিশ হইবেক।

—শনিবার ৩ ফেব্রুআরি ১৮২১/২৩ মাঘ ১২২৭

খুন।

শ্রীযুত খেকর সাহেবের খেদমৎগারি খয়রাতির মোকদ্দমা ১২ জানুআরি তারিখ শুক্রবারে সুপ্রীমকোর্টে হইয়াছে তাহাতে হিঙ্গন নামে এক ব্যক্তি সাক্ষ্য

দিল যে মোকাম কলিঙ্গাতে লালমাহামুদের বাটীতে আমি রাত্রিযোগে শয়ন করিয়াছিলাম শেষ রাত্রিতে ঐ লালমাহামুদ আমাকে কহিল যে শেদ খয়রাতীর বাটীতে কাহার ওলাউঠা হইয়াছে। ইহা শুনিয়া হিঙ্গন খয়রাতীর বাটীতে যাইয়া দেখিল যে বন্নু নামে খানকী ও খয়রাতী এই দুই জন পড়িয়া আছে কিন্তু দুই জনের গলা কাটা তাহার মধ্যে বন্নু মরিয়াছে খয়রাতির শ্বাসমাত্র আছে। ইহা দেখিয়া হিঙ্গন ঐ খয়রাতির পিতা ও ভ্রাতাকে উঠাইল। তাহারা উঠিয়া পুলিসে সমাচার দিল। যে ঘরে তাহারা শয়ন করিয়াছিল সেখানহইতে ১৫ হাত অন্তরে ঐ দুই জন পড়িয়াছিল ঘর অবধি সেইপর্য্যন্ত রক্তের ফোঁটা ২ চিহ্ন দেখিল এবং শয়ন ঘরে তাহারদের বালিসের নিকটে এক গাছ খোলা ক্ষুর রক্ত সহিত দেখিল। এবং থেকর সাহেব সাক্ষ্য দিলেন যে এই ক্ষুর আমার বটে আমার চাকর খয়রাতীকে এ ক্ষুর ও কাপড় সমেত চানকে যাইতে কহিয়াছিলাম পরে চানকে যাইয়া পালকীতে কাপড় পাইলাম কিন্তু ক্ষুর পাইলাম না। এবং সাহেব সেই ক্ষুর জোড়া এক ক্ষুর আপন নিকটে ছিল তাহাও সকলকে দেখাইলেন। ইহাতে বিচারকর্ত্তারা বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে এই দুই খুন খয়রাতি হইতে হওয়ার সম্ভব হয় না যেহেতুক খয়রাতী বন্নুকে ও আপনাকে কাটিয়া পোনর হাত অন্তর আপন শরীর ও বন্নুর শরীর টানিয়া লইতে পারে না এবং যে স্থানে তাহারা পড়িয়াছিল সেই স্থানে কাটাকাটী করিলে ক্ষুর সেই স্থানে থাকিত। এই বিবেচনা মতে খয়রাতী নির্দোষী হইয়া খালাস পাইল।

—শনিবার ৩ ফেব্রুআরি ১৮২১/২৩ মাঘ ১২২৭

আশ্চর্য্য বিবাহ।

মোকাম কলিকাতাতে শ্রীযুত জন এলের্স সাহেব তিনি এখন প্রায় সত্তরি বৎসর বয়স্ক। তিনি এক স্ত্রীকে বিবাহ করিবার কারণ উনত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়া সংপ্রতি গত ৯ জানুআরিতে সেই স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া মনোভিলাষ পূর্ণ করিয়াছেন।

—শনিবার ৩ ফেব্রুআরি ১৮২১/২৩ মাঘ ১২২৭

স্ফূর্ত্তি।

মোং কলিকাতা হইতে সমাচার আইল যে কোম্পানির স্ফূর্ত্তিতে ২৮৫৬ দুই

হাজার আট শত ছাপান্ন নম্বরের টিকীট ৩১ জানুআরি তারিখে পঞ্চাশ হাজার টাকার মাল উঠিয়াছে। এই টিকীট শ্রীযুত জোসেফ ক্রম্প সাহেবের তিন ডিক ক্রম্প কোম্পানির অন্তঃপাতী।

—শনিবার ৩ ফেব্রুআরী ১৮২১/২৩ মাঘ ১২২৭

ইস্তাহার।

২৮ ফিব্রুআরি ১৮ ফাল্গুণ তারিখ বুধবার এগার ঘড়ীর সময়ে মোং কলিকাতার একশ্চেঞ্জ রুমে অর্থাৎ সাধারণ ঘরে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সন ১৮১৯/২০ সালের খাস পয়দাইসী আফীম বেহারের ১৭০৪ সিন্দুক ও বানারসের ৪১৭ সিন্দুক নিলামে বিক্রয় হইবেক।

প্রতি লাট পাঁচ সিন্দুকে হইবেক খরিদারান নিলামের সময়ে এক টাকা বায়না দিয়া পাঁচ দিবসের মধ্যে প্রতি লাটের কিম্মতের অন্দরে ফিশত দশ টাকা নগদ কিম্বা কোম্পানির কাগজ দাখিল করিবেক যে কেহ দাখিল না করে তাহার লাট পুনর্ব্বার নিলামে বিক্রয় হইবেক তাহাতে লোকসান হয় প্রথম খরিদারানকে লাগিবে মুনাফা হয় সরকারে থাকিবেক ইতি।

—শনিবার ১০ ফেব্রুআরি ১৮২১/৩০ মাঘ ১২২৭

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

১৯ জানুআরি।

শ্রীযুত জে এচ বার্লো সাহেব মোকাম কলিকাতা শহরের পরমিট পঞ্চত্বরার অধ্যক্ষ সাহেবের প্রথম পেস্কার হইয়াছেন।

—শনিবার ১০ ফেব্রুআরি ১৮২১/৩০ মাঘ ১২২৭

নূতন আয়িন।

সমাচারের কাগজ ডাকে পাঠানের বিষয়ে শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব নূতন এক আয়িন করিয়াছেন।

প্রথম। যে কাগজ সপ্তাহের মধ্যে এক বার ছাপা হয় সে কাগজ পাঠাইতে হইলে তাহার তিন তোলা পর্য্যন্ত একহারা চিঠীর ডাকের দাম দিতে হইবেক।

দ্বিতীয়। যে কাগজ সাপ্তাহের মধ্যে দুই তিনবার ছাপা হয় সে কাগজ পাঠাইতে হইলে আড়াই তোলা পর্য্যন্ত একহারা চিঠীর দামের তিন ভাগের দুই ভাগ দিতে হইবেক।

তৃতীয়। যে কাগজ সপ্তাহের মধ্যে তিন বারের অধিক ছাপা হয় ও পাঠান যায় সে কাগজ দুই তোলা পর্য্যন্ত এক হারা চিঠীর অর্দ্ধেক দাম দিতে হইবেক।

চতুর্থ। যে কোন সমাচারের কাগজ উপরের লিখিতের অধিক ওজন হইবেক তাহার তদনুসারে মূল্য দিতে হইবেক। সন ১৮২১। ৩০ জানুআরি মোং কলিকাতা।

—শনিবার ১০ ফেব্রুআরি ১৮২১/৩০ মাঘ ১২২৭

পাঠশালা।

২৫ জানুয়ারি তারিখে মোং শোভাবাজারে শ্রীযুত রাজা গোপীমোহন দেবের বাটীতে স্কুলবুক সোসইটীর পরীক্ষা হইয়াছে তাহাতে কলিকাতার অনেক ভাগ্যবান ইংগ্লণ্ডীয় সাহেব ও বিবি লোক ও শহরের অনেক ভাগ্যবান হিন্দু ও মুসলমান একত্র হইয়াছিলেন। এবং দুই প্রহর দুই ঘণ্টা বেলার সময় আরম্ভ হইয়াছে পাঁচ ঘণ্টার সময় সাঙ্গ হইয়াছে। অতএব প্রথম ভাগে বালকেরদিগের পাঠ পরীক্ষা হইল দ্বিতীয় ভাগে গোলাধ্যায় ও জ্যোতিষ ও হিন্দু দেশের বিবরণ পরীক্ষা হইল চতুর্থ ভাগে গণিত ও লিখনের পরীক্ষা হইল।

পরে হিন্দু কালেজে যে বালকেরা ইংরাজী পাঠ করিতেছে তাহারদিগের পরীক্ষাও সেইখানে সেই দিবসে হইল।

—শনিবার ১০ ফেব্রুআরি ১৮২১/৩০ মাঘ ১২২৭

ধাতু।

জানুআরি মাসে মোং কলিকাতার মধ্যে বিশ লক্ষ টাকার রূপা এবং এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকার স্বর্ণ আমদানি হইয়াছে।

—শনিবার ১০ ফেব্রুআরি ১৮২১/৩০ মাঘ ১২২৭

ইস্তাহার।

ডাকচুরি।

মোং কলিকাতার সদর ডাকঘর হইতে ৯ ফেব্রুআরি তারিখে এই সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে মোং কলিকাতা ও মণিপুর ফতেহগড় ও কানপুর ও মিনপুরি ও কালপী ও ইটোয়ার পাঠাইবার কারণ চিঠীর পুলিন্দা ২৪ জানুআরি তারিখে আলীগড়ের ডাকঘর হইতে রাহী হইয়া বগীগড় মোকামে চোরে গিয়াছে।

—শনিবার ১৭ ফেব্রুআরি ১৮২১/৭ ফাল্গুন ১২২৭

বাটী বিক্রয়।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে বাগবাজারের শ্রীহরলাল মিত্রের এক তালা বাটী ২২ ফিব্রুআরি বৃহস্পতিবার তারিখে সরীফের নিলামে বিক্রয় হইবেক।

—শনিবার ১৭ ফেব্রুআরি ১৮২১/৭ ফাল্গুণ ১২২৭

পুলিস।

মোং কলিকাতার পুলিস মোতালকের সাহেবেরদের ১০ মার্চ তারিখে তৌনহালে অর্থাৎ সাধারণ ঘরে মিসিল হইবেক।

—শনিবার ১৭ ফেব্রুআরি ১৮২১/৭ ফাল্গুন ১২২৭

সরীফ আপীস।

সরীফ আপীসহইতে সমাচার দেওয়া গিয়াছে যে ১ মার্চ তারিখে নয় ঘণ্টার সময়ে সুপ্রীম কোর্টের অদালত খোলা যাইবেক।

—শনিবার ১৭ ফেব্রুআরি ১৮৩১/৭ ফাল্গুন ১৩৩৭

নূতন জাহাজ।

৩ ফিব্রুআরি তারিখে মোং কলিকাতাতে ব্রিন্ কোম্পানীর এক নূতন জাহাজ আসিয়াছে এবং কলিকাতার এক প্রধান উকীল ফরগসন সাহেবের সম্ভ্রমের কারণ তাঁহার নামানুসারে ঐ জাহাজের ফরগসন নাম রাখা গিয়াছে। এবং যে ২ সাহেব লোক তাহা দেখিতে গিয়াছিলেন ব্রিন্ কোম্পানী তাহারদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া উত্তমরূপে খানা করিয়াছেন।

—শনিবার ১৭ ফেব্রুআরি ১৮২১/৭ ফাল্গুন ১২২৭

ইস্তাহার।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে ইনস্যুরন্স কোম্পানী আগামী আগস্ত মাসে ভগ্ন হইবেক ও তাহার হিসাব নিকাশ হইবেক যদি কাহারো এই আপীসে পাওনা থাকে তবে মেয়াদ মধ্যে হাজীর হইয়া আপন পাওনা বুঝিয়া লইবেক মেয়াদ গত হইলে কাহারো কথা গ্রাহ্য হইবে না।

—শনিবার ২৪ ফেব্রুআরি ১৮২১/১৪ ফাল্গুন ১২২৭

বহুমূল্য প্রস্তরের গণেশ।

কাশী অঞ্চলের এক রাজা বহুমূল্য প্রস্তর নির্ম্মিত এক গণেশ মূর্ত্তি বন্ধক দিয়াছিলেন সে মূর্ত্তি কবুতরের ডিম্ব হইতে অধিক পরিমিতা নহে। পরে তাহা বিক্রয় করিতে উদ্যত হইয়া তাহার মূল্য সাত হাজার টাকা কহিয়াছিল এবং সে মূর্ত্তি মোং কলিকাতাতে আগামি বৃহস্পতিবার বিক্রয় হইবেক।

—শনিবার ২৪ ফেব্রুআরি ১৮২১/১৪ ফাল্গুণ ১২২৭

সূরতি।

মোং কলিকাতার চব্বিশ লটারির মাল ১৬ ফিব্রুআরি তারিখে উঠিয়াছে তাহার শেষ দিবসে যে উঠিল তাহাতে এক লোক এক লক্ষ ষাটি হাজার টাকা পাইয়াছে ও অন্য জন এক লক্ষ টাকা। আর এক জন দশ হাজার টাকা। আর তিন জন পাঁচ শত টাকা। আর তেইশ জন দুই শত পঞ্চাশ টাকা পাইয়াছে।

—শনিবার ২৪ ফেব্রুআরি ১৮২১/১৪ ফাল্গুণ ১২২৭

শিবরাত্রি।

২ মার্চ শুক্রবার ও তৎপর দিন এই দুই দিবস হিন্দু লোকের পর্ব্ব শিবরাত্রি ব্রত হইবেক তৎপ্রযুক্ত কোম্পানির খাজানা ঘর বন্দ থাকিবেক।

—শনিবার ২৪ ফেব্রুআরি ১৮২১/১৪ ফাল্গুণ ১২২৭

ইস্তাহার।

কলিকাতা মোকামের শোভাবাজারের শ্রীমীরজা আকবরআলীর ঘর হইতে এই ২ ছয় পর্য্যন্ট প্রমেশরী নোট প্রত্যেক দশ হাজার টাকার চোরে গিয়াছে।

৭৯১০ নম্বর	১০০০০
৭৯১৩ নম্বর	১০০০০

সন ১৮১১ ও সন ১৮১২ সালের ৩ জুন তারিখে দস্তখতী নোট মীরজা মজকুরের নামে হইয়াছে এ সকল নোটের টাকা ত্রেজুরিতে বন্দ হইয়াছে এ কাগজ যে পাইয়া দাখিল করিবেক সে এক শত টাকা বখশীশ পাইবেক।

—শনিবার ৩ মার্চ ১৮২১/২১ ফাল্গুন ১২২৭

নূতন রাস্তা।

মোং কলিকাতার গঙ্গারধারে প্রবল রাস্তা নাই এইক্ষণে শুনা যাইতেছে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর সেই রাস্তা করিতে হুকুম দিয়াছেন। এই রাস্তা হইলে শহরের শোভা উত্তম হইবেক। কিন্তু সেখানকার যে ভাগ্যবান লোকেরদিগের জমী ও বাটী গঙ্গারধারে আছে তাহারদিগের অনেক অপচয় হইতে পারে এবং বাহির রাস্তা ও বড় রাস্তার মধ্যে যে রাস্তা আরম্ভ হইয়া বহুবাজার পর্য্যন্ত আসিয়াছিল সে রাস্তা এইক্ষণে মহকুপ হইয়াছে।

—শনিবার ৩ মার্চ ১৮২১/২১ ফাল্গুন ১২২৭

ডাকাইতি।

গত শুক্রবার এগার ঘণ্টা রাত্রিকালে মোকাম কলিকাতার চৌরঙ্গীর নাচ ঘর হইতে পোর্ত্তুগীশ দুই জন সাহেব আপন ঘরে আসিতেছিল শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেবের বাটীর দরবাজার পূর্ব্বদিকে জন কয়েক গোরা ডাকাইত কৃত্রিম মুখ মুখে দিয়া সাহেবেরদের গাড়ীর নিকটে আসিয়া ঘোড়া ধরিল। সাহেবেরা জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কহিল যে আমরা পুলিশের লোক। পরে এক সাহেবকে ধরিয়া গাড়ী হইতে নামাইয়া হস্ত ধরিয়া ঘুরাইয়া ফেলাইয়া দিল অন্য সাহেবের প্রতি বন্দুক ছাড়িলে তাহার মুখে গুলি লাগিয়া মুখ ভেদ হইল। পরে বন্দুকের আঘাত মারিল তাহাতে সাহেব নিঃশক্তি হইয়া পড়িল পরে সাহেবের জেব হইতে এক স্বর্ণ ঘড়ী লইয়া পলাইল। শ্রীশ্রীযুতের দরবাজাতে যে সিফাহী ছিল সে দেখিয়াও হামরাও হইল না। পর দিবস ঐ সিফাহীক পুলিশে জানিয়া তদারক করিলে সে কহিল যে আমি শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেবের বাটীর চৌকীর পহরাতে ছিলাম আমি কি প্রকারে আপন স্থান ছাড়িয়া যাইতে পারি। এই কথাতে সে ব্যক্তি মুক্ত হইল। পরে পুলিসে নূতন হুকুম হইয়াছে যে নয়

ঘণ্টা রাত্রির পরে কোন সাহেব পদব্রজে যাইতে পারিবেন না যদি আবশ্যক প্রয়োজন নিমিত্ত কাহারো যাইতে হয় তবে পুলিসে আপনার সরেওয়ার জানাইলে হুকুম লইয়া যাইতে পারিবেন।

ইহার পর শুনা গেল যে এই ডাকাইতের জনরব কেবল মিথ্যা। সন্দেহ হয় যে যে ব্যক্তি জনরব করিল সেই এই কর্ম্ম করিয়াছে।

—শনিবার ৩ মার্চ ১৮২১/২১ ফাল্গুন ১২২৭

তঞ্জাবুর।

১৬ ফিব্রুআরি ৬ ফাল্গুন তারিখ শুক্রবারে তঞ্জাবুরের মহারাজ শ্রীশ্রীযুত সরফাজী বাহাদুর আপন দেশ হইতে মোং কলিকাতা আসিয়াছেন। তিনি ঐ তারিখে মোং কলিকাতার নিকটে পঁহুছিলে চব্বিশ পরগনার জজ শ্রীযুত বারবেল সাহেব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন এবং মোং শালিখাতে ঐ রাজার কারণ যে স্থান শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব প্রস্তুত করিয়াছেন সেই স্থানে তাঁহাকে আনিলেন এবং কোম্পানির পারশি দপ্তরের অধ্যক্ষ শ্রীযুত প্রিনসেপ সাহেবের রেশেলা লোক সেই মোকামে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিল। শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব ঐ রাজার আরোহণের কারণ আপনার দুই ভাউলিয়া নিযুক্ত করিয়াছেন। এবং শ্রীশ্রীযুতের সহিত ঐ রাজার সাক্ষাৎ করিবার কারণ দিন সোমবার স্থির হইলে ঐ প্রিনসেপ সাহেব চান্দপালের ঘাটে রাজার সহিত মিলিলেন। এবং ঐ রাজা যখন মৃত্তিকাতে পদার্পণ করিলেন তখন কিল্লাতে সতর তোপ হইল। পরে শ্রীশ্রীযুতের চারি ঘোড়ার গাড়ীতে রাজা ও ঐ প্রিনসেপ সাহেব আরোহণ করিয়া শ্রীশ্রীযুতের নিকটে যাইতে লাগিলেন ও অন্য গাড়ীতে তাঁহার পরিষদ লোকেরা আরোহণ করিল। অপর তাহারা বড় সাহেবের তুরুক সওয়ারেতে বেষ্টিত হইয়া শ্রীশ্রীযুতের নিকটে গেলেন। সেখানে পঁহুছিলে শ্রীযুত কোম্পানির প্রধান সেক্রটারি সাহেব ও অন্য দপ্তরের সেক্রটারি সাহেব বড় সাহেবের সিঁড়ীর উপরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রাজা যখন বড় সাহেবের ঘরের মধ্যে গেলেন তখন বড় সাহেব অগ্রগামী হইয়া রাজার সহিত কোলাকোলি করিলেন। অনন্তর রাজা ও তাহার সঙ্গী কেবল পাঁচ জন লোক চৌকীতে বসিলেন রাজা কাশী ও প্রয়াগ যাইবেন এবং শ্রীশ্রীযুতের সহিত সাক্ষাৎ করণার্থে কেবল এখানে আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীযুত ঐ রাজাকে মোং চানকে আসিতে অনুরোধ করিয়াছেন। রাজার সহিত দুই হাজার লোক আছে।

সিংহলদ্বীপের নিকটে তঞ্জাবুর দেশ মোং মান্দরাজ হইতে দক্ষিণ অনুমান দশ বারোদিনের পথ। রাজা স্বাধীন কিন্তু ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত যথেষ্ট প্রীতি রাখেন ইনি তলজাজী মহারাজের পোষ্যপুত্র।

—শনিবার ৩ মার্চ ১৮২১/২১ ফাল্গুন ১২২৭

বাণিজ্য।

তুলা। এই সপ্তাহে মোং কলিকাতাতে প্রায় তুলা কিছু বিক্রয় হয় নাই। গত সপ্তাহে মোং মীরজাপুরে ছয় হাজার পাঁচ শত ছেষট্টি গাটি বাজারে আমদানী হইয়াছিল। পূর্ব্ব বৎসর হইতে গত বৎসরে ষাটি হাজার গাঁটি তুলা বেশী আমদানী হইয়াছিল।

—শনিবার ৩ মার্চ ১৮২১/২১ ফাল্গুন ১২২৭

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

২৭ ফেব্রুআরী।

শ্রীযুত জে টি সেক্সপীর সাহেব সদর দেওয়ানি ও নেজামত অদালতের এক জজ হইয়াছেন।

শ্রীযুত হেনরি সেক্সপীর সাহেব মোং কলিকাতা ও ঢাকা ও মরশেদাবাদ ও পাটনার পুলিসের অধ্যক্ষ এবং শহর কলিকাতার প্রধান জজ হইয়াছেন।...

১ মার্চ।

শ্রীযুত কলিন সেক্সপির সাহেব শহর কলিকাতার ডাকঘরের প্রধান অধ্যক্ষ হইয়াছেন।

—শনিবার ১০ মার্চ ১৮২১/২৮ ফাল্গুন ১২২৭

শ্রীশ্রীযুত মহারাজ সরফোজী বাহাদুর।

তঞ্জাবুর দেশাধিপতি শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মোং কলিকাতার মধ্যে যত ২ কারখানা তাহা প্রায় সকলি দেখিয়াছেন বিশেষ মোং খিদিরপুর কীদ সাহেবের জাহাজ প্রস্তুত করিবার কারখানাতে গিয়াছিলেন ও সেখানে তাবৎ বিষয় দেখিলেন ও আপন রাজধানী শহর তঞ্জাবুরে জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানা করিবার কারণ

তৎকর্ম্মকারি এক সাহেবকে চাকর রাখিলেন ও জাহাজের তাবৎ সরঞ্জাম খরিদ করিতে আজ্ঞা করিলেন।

পরে মোং জানবাজারে ধর্ম্মার্থ পাঠশাল্যাতে গিয়া সেখানকার বালকেরদের ইস্তাহাম লইলেন তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া সেই পাঠশালাতে ব্যয়ার্থে বার শত টাকা দিলেন।...

—শনিবার ১০ মার্চ ১৮২১/২৮ ফাল্গুন ১২২৭

স্থূর্ত্তি।

২ জুলাই তারিখে যে স্থূর্ত্তি হইবেক তাহার পাণ্ডুলেখ এখল [এখন] প্রকাশ হইয়াছে তাহার মধ্যে প্রধান প্রৈজ দশ হাজার স্বর্ণমোহর। দ্বিতীয় প্রৈজ ছয় হাজার মোহর। তৃতীয় তিন হাজার মোহর চতুর্থ দুই হাজার মোহর। আর তিনটা প্রত্যেক এক ২ হাজার মোহর। আর পাঁচটা প্রত্যেক পাঁচ শত মোহর। আর বারো এক ২ শত মোহর। আর সতর শত বারো তাহার এক ২ টা দেড় শত টাকা করিয়া। সর্ব্বসুদ্ধা সত লক্ষ টাকার প্রৈজ এই স্থূর্ত্তি ১৫ মার্চ তারিখে দুই প্রহর বেলার সময়ে একশ্চেঞ্জঘরে নিলাম হইবে এবং সেই সময়ে যে ব্যক্তি সাতলক্ষ টাকার উর্দ্ধ ডাকিবেক সেই পাইবেক।

—শনিবার ১০ মার্চ ১৮২১ /২৮ ফাল্গুন ১২২৭

নোট হারান।

মোকাম কলিকাতার শ্রীনবকৃষ্ণ দত্তের ১৮৩২৩ নম্বরের ১০০ এক শত টাকার এক বাঙ্গাল বাঙ্ক নোট হারাইয়াছে তাহার টাকা দিতে বাঙ্ক বন্দ হইয়াছে যদি সে নোট কেহ পায় তবে গবর্ণমেণ্ট গেজেট আপিসে দাখিল করিবেক।

—শনিবার ১৭ মার্চ ১৮২১/৫ চৈত্র ১২২৭

নোট হারান।

মোং কলিকাতার শ্রীযুত পামরকোম্পানীর বাটীহইতে ৫ মার্চ তারিখে ২ দুই হাজার টাকার পাঁচখান নোট রওয়ানা হইয়া কুলবাড়িয়া মোং যাইতেছিল সেই নোট পথের মধ্যে হারাইয়াছে। সে কারণ তাহার টাকা বাঙ্কে বন্দ হইয়াছে। তাহার নম্বর নীচের তপশীলে জ্ঞাত হইবা।

নম্বর	টাকা
১০২০২	১০০০
৮৫৮৩	২৫০
৭১৩২	২৫০
১০৭১৪	২৫০
১০১৮০	২৫০

মবলগে দুই হাজার টাকা ২০০০

—শনিবার ১৭ মার্চ ১৮২১/৫ চৈত্র ১২২৭

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

১ মার্চ ১৮২১ সাল।

শ্রীযুত দবলিউ ব্রোডি সাহেব ষ্টাম্প আপিসের অধ্যক্ষ হইয়াছেন।

—শনিবার ১৭ মার্চ ১৮২১/৫ চৈত্র ১২২৭

মেক্লিণ্টক কোম্পানী।

শ্রীযুত মেক্লিণ্টক কোম্পানী সকলকে জানাইতেছেন যে শ্রীযুত উলিয়ম মর্টন সাহেব ও শ্রীযুত হেনরি হামিল্টন বেল সাহেব ঐ কোম্পানীর অংশী নিযুক্ত হইয়াছেন তৎপ্রযুক্ত মেক্লিণ্টন মর্টন কোম্পানীর নামে সে আপিসের খ্যাতি হইবেক।

—শনিবার ১৭ মার্চ ১৮২১/৫ চৈত্র ১২২৭

কলবিন কোম্পানী।

শ্রীযুত দেবিদ কলবিন সাহেব ও শ্রীযুত রিচার্দ কাম্বেল বাজেট সাহেব কলিকাতায় আপন কোম্পানীর বাটী ছাড়িয়া লণ্ডন নগরে ঐ কোম্পানীর বাটীতে গিয়া থাকিবেন। শ্রীযুত জেমিস কল্‌বিন ও শ্রীযুত আলেক্সান্দ্র কল্‌বিন ও শ্রীযুত উলিয়ম এইন্‌স্লি সাহেবরা এখানকার কর্ম্ম চালাইবেন এবং কল্‌বিন কোম্পানীর নামে বাটী খ্যাত হইবেক।

—শনিবার ১৭মার্চ ১৮২১/৫ চৈত্র ১২২৭

স্বর্ণ রূপ্য।

এ বৎসরের জানুআরি ও ফিব্রুআরি মাসে একান্ন লক্ষ ত্রিশ হাজার এক শত বার টাকার রূপ্য কলিকাতার মধ্যে আমদানী হইয়াছে ও দুই লক্ষ আঠার হাজার সাত শত তিন টাকার স্বর্ণ আমদানী হইয়াছে সকল সমেত তিপ্পান্ন লক্ষ আট শত পনের টাকার ধাতু বাহির হইতে আমদানী হইয়াছে।

—শনিবার ১৭ মার্চ ১৮২১/৫ চৈত্র ১২২৭

জন্ম।

এতদ্দেশে কলিকাতার অন্তঃপাতি স্থান স্থিত ইংগ্লণ্ডীয় লোকেরদিগের সন ১৮২০ সালের মধ্যে ১৩৮ এত শত আটত্রিশ পুত্র ও ১২০ এক শত কুড়ি কন্যা ও মত [মৃত] ৫ পাঁচ বালক সর্ব্বশুদ্ধা ২৬৩ দুই শত তেষট্টি সন্তান জন্মিয়াছে।

—শনিবার ১৭ মার্চ ১৮২১/৫ চৈত্র ১২২৭

বিবাহ।

এতদ্দেশে কলিকাতার অন্তঃপাতি যে ২ স্থানে ইংগ্লণ্ডীয় লোক আছেন তাঁহারদিগের সন ১৮২০ সালের ইস্তক জানুআরি লাগাএদ দিসেম্বর এই বার মাসের মধ্যে ১৩১ এক শত একত্রিশ বিবাহ হইয়াছে।

—শনিবার ১৭ মার্চ ১৮২১/৫ চৈত্র ১২২৭

মৃত্যু।

এতদ্দেশে কলিকাতার অন্তঃপাতি স্থান স্থিত ইংগ্লণ্ডীয় লোকেরদিগের মধ্যে ৮৩ তিরাশী স্ত্রী লোক ও ১৭৯ এক শত উনআশী পুরুষ সকল সমেত ২৬২ দুই শত বাষট্টি লোক সন ১৮২০ সালের মধ্যে মরিয়াছে।

—শনিবার ১৭ মার্চ ১৮২১/৫ চৈত্র ১২২৭

স্ফুর্ত্তি।

পূর্ব্বে ছাপান গিয়াছে যে ১৫ মার্চ তারিখে আগামী স্ফূর্ত্তি বিক্রয় হইবে এইক্ষণে সমাচার জানা গেল যে ১৫ মার্চ তারিখে ঐ স্ফূর্ত্তি বিক্রয় হইয়াছে এবং শ্রীযুত পঞ্চানন মিত্র কোম্পানী সাত লক্ষ আট ত্রিশ হাজার টাকাতে ডাকিয়া লইয়াছেন এবং সেই সকল টিকীট বিক্রয়ার্থে হিন্দুস্থানি বাঙ্কে ও কমরসলবাঙ্কে দিয়াছেন।

যে পর্য্যন্ত নূতন সমাচার দেওয়া যায় সেই পর্য্যন্ত এক শত দশ টাকা টিকীটের মূল্য হইয়াছে।

—শনিবার ১৭ মার্চ ১৮২১/৫ চৈত্র ১২২৭

তুলা।

তুলা গত সপ্তাহে পূর্ব্বাপেক্ষা কলিকাতাতে অল্প আমদানী হইয়াছে এবং সতের আঠার টাকা মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে। গত বৎসরে মোকাম মীরজাপুরের ১১৯৩৪৮ এক লক্ষ উনিশ হাজার তিন শত আটচল্লিশ গাঁইট তুলা আমদানী হইয়াছে সেখানে পূর্ব্ব হইতে বারো আনা মূল্য ন্যূন হইয়াছে মুরশেদাবাদে এক টাকা মূল্য ন্যূন হইয়াছে। ও কাছোড়া তুলার মূল্য পোনর টাকা চারি আনা অবধি পোনর টাকা আঠ আনা পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়াছে।

—শনিবার ১৭ মার্চ সন ১৮২১/৫ চৈত্র ১২২৭

অগ্নিদাহ।

১৫ মার্চ বৃহস্পতিবার মোং কলিকাতার বহুবাজারে অগ্নি লাগিয়া তেরেটির বাজার পর্য্যন্ত দগ্ধ হইয়াছে। ইহাতে অনেক লোকের অনেক দ্রব্যাদি নষ্ট হইয়াছে ও অনেক ২ জীবহত্যা হইয়াছে। এবং সর দগ্ধের প্রথমারম্ভ এই হইল।

—শনিবার ১৭ মার্চ ১৮২১/৫ চৈত্র ১২২৭

স্বর্ণঘড়ী হারান।

শ্রীযুত চন্দ্রকুমার ঠাকুরের জেমস মাকেবকর্তৃক প্রস্তুত ৭৭০২ নম্বরের এক স্বর্ণঘড়ী তেহারা স্বর্ণ জিঞ্জির সহিত ও স্বর্ণ দুই মউরি সমেত ১৬ মার্চ শুক্রবার সাতঘণ্টা রাত্রির সময়ে হারাইয়াছে যে লোক এ ঘড়ীর সমাচার দিতে পারে কিম্বা ঘড়ী দিতে পারে সে লোক উপযুক্ত পারিতোষিক পাইবেক।

—শনিবার ২৪ মার্চ ১৮২১/১২ চৈত্র ১২২৭

অগ্নিদাহ।

গত সপ্তাহে ছাপান গিয়াছে যে ১৫ মার্চ বৃহস্পতিবারে কলিকাতার বহুবাজারে যে অগ্নি লাগিয়াছিল তাহার বিস্তারিত কিছু জানা গেল না কেহ কহে

চুনা গলিতে এক ফকীরের বাটীতে প্রথম অগ্নি লাগে ইহাতে সে ফকীর কারাগারে বদ্ধ হইয়াছে। কেহ কহে এক ছোকরা মলঙ্গাতে এক চিকিৎসকের বাটিতে অগ্নি আনিতে গিয়াছিল তদ্দ্বারা অগ্নি লাগিয়াছে। বৈকালে পাঁচ ঘণ্টার সময় চুনগলিতে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া কলুটোলাতে তেরেটীর বাজার ও বহুবাজার দগ্ধ হইয়া আট ঘণ্টা রাত্রির সময়ে অগ্নি নির্ব্বান হইল।

—শনিবার ২৪ মার্চ ১৮২১/১২ চৈত্র ১২২৭

অপমৃত্যু।

উলাগ্রামের এক ব্রাহ্মণ কলিকাতায় চাকুরি করে সে বাটী যাওনের কল্প করিয়া বাটী সমাচার দিয়াছিল দৈবাৎ কোন ক্রমে যাওয়া হইল না। পরে কোন দুষ্ট লোকে গ্রামের মধ্যে মিথ্যা জনরব করিল যে সে উলাউঠা রোগে মরিয়াছে ইহা শুনিয়া তাহার ব্রাহ্মণী গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে।

—শনিবার ২৪ মার্চ ১৮২১/১২ চৈত্র ১২২৭

বজ্রাঘাত।

১৩ মার্চ মঙ্গলবার কলিকাতা অঞ্চলে যে জল ঝড় বৃষ্টি হইয়াছিল তাহাতে এক জাহাজের মাস্তলের উপরে এক বজ্রাঘাত হইয়া মাস্তলের জিঞ্জির বহিয়া সে বজ্র জলে পড়িয়াছে।

—শনিবার ২৪ মার্চ ১৮২১/১২ চৈত্র ১২২৭

গিরজা।

মোং কলিকাতার বৈঠকখানার দক্ষিণে এক গিরজা ঘর প্রস্তুত হইয়াছে সে ঘর গত শুক্রবারে [১৬ মার্চ] খোলা গিয়াছে।

—শনিবার ২৪ মার্চ ১৮২১/১২ চৈত্র ১২২৭

ইস্তাহার।

সন ১৮২১ শাল ১০ মার্চ তারিখ শনিবার এক জানেরেল ও কোয়াটর কলিকাতার বিষয়ে টৌনহালে বিবেচনাতে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন যে বর্ত্তমান অপেক্ষা শহর মতালকে বাটী ও ইমারত ও জমীর উৎপন্ন ও মূল্য অধিক হইয়াছে ইহাতে

বিবেচনা করিলেন যে হাল বন্দোবস্তের প্রতি পুনর্ব্বার দৃষ্টি করা যাইবেক এবং শহর মতালকের বাটী ইমারত ও জমী সকলের সালিয়ানা মোট উৎপন্নের একইশ অংশের প্রতি নূতন বন্দোবস্ত হইবেক। অতএব কোর্ট হইতে হুকুম হইল যে ঐ সকলের মূল্য নির্ণয় কারণ আমীনেরা অবিলম্বে তহকিক করে ও বাটী ইমারত ও জমীনের মালিকেরদিগকে উপরের হুকুম ও পুনর্ব্বার বিশেষ বন্দোবস্তের বিষয় বার ২ সমাচার দিবেন। অতএব ইস্তাহার দেওবা যাইতেছে যে ঐ সকল মালিকানের ঐ হুকুমের প্রতি ও নূতন বন্দোবস্তের প্রতি কোন আপত্তি থাকে তবে এই ইস্তাহারের তারিখ হইতে দশ দিবসের মধ্যে আরজী দাখিল করিবেক। তাহা জ্ঞাত হইয়া বিবেচনা করিতে যখন প্রবৃত্ত হইবেন তাহার সমাচার গবনরমেণ্ট গেজেটে ইস্তাহার দেওয়া যাইবেক। ইতি তারিখ ২১ মার্চ ১৮২১ সাল।

—শনিবার ৩১ মার্চ ১৮২১/১৯ চৈত্র ১২২৭

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

…শ্রীযুত সি আর লিণ্ডে সাহেব কলিকাতার পরমিটের অধ্যক্ষ। …শ্রীযুত জে এম মাকনব সাহেব কলিকাতার টাকশালের অধ্যক্ষ।

—শনিবার ৩১ মার্চ ১৮২১/১৯ চৈত্র ১২২৭

অগ্নিদাহ।

২৭ মার্চ মঙ্গলবারে দুই প্রহর রাত্রি সময়ে মোকাম কলিকাতার চৌরঙ্গীর রাস্তার ধারে বিবি ফাষ্টের জমীতে বামন বসতিতে অগ্নি লাগিয়া গৃহাদি দগ্ধ হইতে লাগিল তাহাতে তথাকার অধ্যক্ষ শ্রীযুত বিলর সাহেব দশটা দমকল আনিয়া অগ্নি নির্ব্বাণ করিলেন এক বিঘা জমীর মধ্যে ষোলখান গৃহমাত্র দগ্ধ হইল। এঅগ্নি প্রথম শ্রীযুত জর্জ ওয়াটসাহেবের এক চাকরের বাটীতে হইয়াছিল তাহাকে জিজ্ঞাসা করা গেল। তাহাতে সে কহিল যে আমি নিদ্রিত ছিলাম অগ্নিদাহের শব্দ শুনিয়া উঠিয়া দেখিলাম যে আমার গৃহ দগ্ধ হইতেছে যে হউক কিরূপে অগ্নি হইল তাহার কিছু নিশ্চয় হইল না।

পূর্ব্বে ছাপান গিয়াছে যে বহুবাজার প্রভৃতি স্থানে অগ্নিদাহ হইয়া অনেক লোকের অপচয় হইয়াছে কিন্তু এই ক্ষণে জানা গেল যে কলিকাতার তাবৎ সাহেব

লোকেরা সেই সকল লোকেরদিগের উপকারার্থে চান্দা করিয়া টাকা সঞ্চয় করিতেছেন।

—শনিবার ৩১ মার্চ ১৮২১/১৯ চৈত্র ১২২৭

মোকদ্দমা।

শ্রীযুত টাটী সাহেব চৌরঙ্গীতে অনেক খানি স্থান খরিদ করিয়া গৃহাদি নির্ম্মান করিয়াছেন তাহার নিকটে এক হালাল খোরের টাটী পূর্ব্বে হইতে আছে এখন ঐ সাহেব তাহাকে উঠাইবার কারণ সালিশ করিয়াছেন যে এ স্থানে হালাল খোরের টাটী থাকিলে অনেক লোকের ব্যামোহ হয়। তাহাতে হালাল-খোরের উকীল জবাব দিল যে শ্রীযুত টাটী সাহেব টাটীর নামে নালিশ করিয়াছেন কিন্তু যৎকালীন সাহেব স্থান খরিদ করিয়াছেন তৎকালীন ঐ টাটী না থাকিলে যে মূল্যে খরিদ করিয়াছেন তাহার তিন গুণ মূল্য লাগিত অতএব এ টাটী থাকিলে অনেক উপকার আছে কেবল সাহেবের অনুপকার বোধ হয়। এই জবাব শুনিয়া বিচারকর্ত্তারা সাহেবকে জবাব দিলেন যে এ টাটী উঠান হইবে না।

—শনিবার ৩১ মার্চ ১৮২১/১৯ চৈত্র ১২২৭

ইস্তাহার।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে শ্রীরামনবমী ও সংক্রান্তি ও চড়কের কারণ ইস্তক মঙ্গলবার লাগাএদ বৃহস্পতিবার ১০ ও ১১ ও ১২ মার্চ পর্য্যন্ত জনেরল ত্রেজুরি বন্দ হইবেক।

—শনিবার ৭ এপ্রিল ১৮২১/২৬ চৈত্র ১২২৭

নোটহারান।

গত মার্চ মাসের ইস্তক ২৯ তারিখ নাগাদ ৩১ তারিখের মধ্যে ১৮৬২৮ নম্বরের এক শত টাকার এক বাঙ্ক নোট হারাইয়াছে সে টাকা বাঙ্কে বন্দ হইয়াছে এই নোট যে কেহ সন্ধান পাইবেক সে তখনি কলিকাতার জনরল আপীসে সমাচার দিবেক।

মোকাম কলিকাতার চৌরঙ্গীর রাস্থাতে গত ১৫ মার্চ তারিখে হিন্দুস্থানী

বাঙ্কের এই ২ নম্বরের নোট হারাইয়াছে সে সকল নোটের টাকা বাঙ্কে বন্দ হইয়াছে যে কোন ব্যক্তি এই সকল নোট পায় তবে সে গবর্ণমেণ্ট গেজেট আপীসে কিম্বা ইণ্ডিয়া গেজেট আপীসে কিম্বা পুলিস আপীষে কিম্বা হিন্দুস্থানী বাঙ্কে দাখিল করিলে এক শত টাকা পারিতোষিক পাইবেক।

নম্বর	টাকা	বাঙ্ক
১৮২১৬	১০০০	হিন্দুস্থানী
১৯০৫৩	৫০০	ঐ
৮৮২৯	২৫০	ঐ
১৮৩৮৩	২৫০	ঐ
১ কেতা	১০০	কমরস্যল বাঙ্ক
১ কেতা	৫০	ঐ
	২১৫০	

—শনিবার ৭ এপ্রিল ১৮২১/২৬ চৈত্র ১২২৭

খুন।

গত শনিবারে রাত্রিতে কলিকাতার সীমাবর্ত্তি এক সাহেবের এক সাহীস খুন হইয়াছে। প্রাতকালে লোকেরা দেখিল যে তাহার মস্তক ভগ্ন ও রক্তেতে শরীর মগ্ন কিন্তু কি প্রকারে খুন হইল তাহার নিশ্চয় হয় নাই।

—শনিবার ৭ এপ্রিল ১৮২১ /২৬ চৈত্র ১২২৭

জিনিস আমদানি।

ইস্তক ১ জানুআরি লাগাদ ২৮ মার্চ তারিখের মধ্যে মোকাম কলিকাতায় এই সকল জিনিস আমদানী হইয়াছে।

জিনিস	মন
তুলা	১৪৫৪০
চিনী	৪১৬৩৮
রেসম	১৭৬৩
মঞ্জিষ্ঠা	৫২১

ইস্তক সেতম্বর নীল	৭১১৬৩
লৌহ	১৭২৭৬
শীষা	৫২৫৬
ইস্পাত	৩৯৫৯
গড়ন তাঁবা	২৯৩০
গোলমরিচ	১৬১২৫
লবঙ্গ	১৭৯৬
সোরা	৫১৮৫০
স্থইট	৩০৫২
দেশী শুপরি	৭১১৫
জাহাজী শুপরি	১৮০২
জায়ফল	৮২
বস্ত্র	৯১৬২৮৯ থান

—শনিবার ৭ এপ্রিল ১৮২১/২৬ চৈত্র ১২২৭

জাহাজ।

লাগাদ ১ এপ্রিল মোকাম কলিকাতায় বর্ত্তমান জাহাজ।

কোম্পানীর ভাড়ার জাহাজ	৩
ইংগ্লণ্ডীয় সওদাগরের জাহাজ	৫
ভারত সমুদ্রের বাণিজ্যের জাহাজ	১৭
আমেরিকীয় জাহাজ	২
ফ্রান্সীয় জাহাজ	৫
পোর্ত্তুগীশীয় জাহাজ	২
স্পানীয় জাহাজ	১
বিক্রী ও ভাড়ার কারণ	২০

গত বর্ষের এ তারিখে ইংগ্লণ্ডীয় সওদাগরি জাহাজ চৌদ্দখান ছিল এ বৎসর পাঁচ খান মাত্র আছে ইহাতে জানা যায় যে ইংগ্লণ্ডের বাণিজ্য নূন হইয়াছে।

—শনিবার ৭ এপ্রিল ১৮২১/২৬ চৈত্র ১২২৭

ইস্তাহার।

জনাই সাকীমের শ্রীআনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কলিকাতার ইড়িতলার জমীদার তাহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে তাহার জমিদারি প্রভৃতি দৌবৎ যে আছে সে সকল শ্রীযুত রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের নামে উইল করিয়াছে অতএব সকলকে জানান যাইতেছে যাহার যে দেনা পাওনা থাকে তাহা ঐ রামনারায়ণ মজুকুরকে জানাইবেন।

—শনিবার ১৪ এপ্রিল ১৮২১/৩ বৈশাখ ১২২৮

মুরানাবি।

চব্বিশ পরগনার মধ্যে চিত্‌পুর মোকামে মুরানাবি নামে এক পারসী দেশীয় লোক বাস করিত তাহার মৃত্যু হইয়াছে। তাহার দৌলত শ্রীযুত হামেদ আমীদের হস্তগত হইয়াছে অতএব সকলকে জানান যাইতেছে যে মুরানাবির দেনা ও পাওনা যাহার যে থাকে তাহারা ঐ হামেদ আমীদের নিকট জানাইলে শেষ হইবেক।

—শনিবার ১৪ এপ্রিল ১৮২১/৩ বৈশাখ ১২২৮

নূতন রাস্থা।

কলিকাতা শহরের যে সংস্থান পূর্ব্বে ছিল তাহা হইতে এক্ষণে রাস্থা পুষ্করিণী দ্বারা অতি সুন্দর সংস্থান হইতেছে তাহা কোমিট্রিতে স্থির হইয়া প্রকাশ হইতেছে। এইক্ষণে যে রাস্তা আরম্ভ হইয়াছে সে জানবাজারে আরম্ভ হইয়া ধর্ম্মতলা পর্য্যন্ত মিলিত হইবেক। আরও এক রাস্থা পুরাণা কুঠীর নিকটে শ্রীযুত স্মিথ সাহেবের বংশালের নিকট হইয়া গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত মিলিত হইয়াছে এবং সেইখানে মনোরম এক ঘাট হইয়াছে তাহাতে বাণিজ্য বস্তুর আমদানী রপ্তানীতে অনেক সুগম হইবেক। এবং পুরাণা কুঠীর পূর্ব্ব বারিকার নিকট লাল দীঘীর উত্তর পশ্চিম কোণে যে এক প্রাচীন নির্ম্মিত স্তম্ভ ছিল তাহা ভাঙ্গা যাইতেছে তাহার কারণ এই যে পুরাণা কুঠী ভাঙ্গিয়া যে নূতন পরমিট ঘর প্রস্তুত হইয়াছে তাহার শোভা ঐ স্তম্ভের দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে তৎপ্রযুক্ত ঐ স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া পরমিট ঘরের সম্মুখ খোলাসা করা যাইবেক। এবং ঐ স্তম্ভের প্রস্তরাদি অন্যত্র সংস্থাপিত করা যাইবে। এবং লালদীঘীর দুই দ্বার আছে আর দক্ষিণ দিকে

বড় এক দ্বার হইবেক। এবং মৌলআলী বাগানের দক্ষিণ নবাবের বাগানের উত্তরে যে বাগান ছিল তাহা শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর খরিদ করিয়াছেন সেই বাগান কাটিয়া সেই স্থানে একটা গোখানা হইবেক বহুবাজারে যে গোখানা ছিল সে গোখানা উঠাইয়া দিবেক। সাবেক গোখানা ভাঙ্গিবার কারণ এই যে শহরে দুর্গন্ধ না হয়। এই সকল বিবেচনাতে ক্রমে ২ কলিকাতা শহরের সৌন্দর্য্য হইতেছে ইহাতে অনুমান হয় বিশ পচিশ বৎসরের মধ্যে সমুদায় নূতন হইবেক।

—শনিবার ১৪ এপ্রিল ১৮২১/৩ বৈশাখ ১২২৮

অগ্নিদাহ।

৭ এপ্রিল তারিখ শনিবারে নবাব বাজারে মৌলআলী দরগার দক্ষিণে এক দরজীর বাটীতে প্রথম অগ্নি লাগিয়া জ্বলিতে ২ অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে বেনে পুখুরিয়ার বাজারপর্য্যন্ত গেল ইহার মধ্যে তিন চারি শত ঘর দগ্ধ হইল। তাহাতে অনেকের ক্ষতি হইয়াছে কিন্তু প্রাণী নষ্ট হয় নাই। সে অগ্নির নিকটে এক শুঁড়ির দোকান ও তাহার পশ্চাতে এক তাড়ীর দোকান ছিল তাড়ীর দোকানের দুই ঘর ছাড়া এক ঘরে অগ্নি লাগিয়াছিল সেই সময়ে একজন সাহেব অনেক হামরাও লোক লইয়া তাড়ীর দোকান ও তাহার নিকটবর্ত্তি দুই ঘর ভাঙ্গিয়া দিল তাহাতে শুঁড়ির দোকান রক্ষা পাইল যদি শুঁড়ির দোকানে অগ্নি লাগিত তবে সরাপের পিঁপা ফাটিয়া অনেক মনুষ্য মারা পড়িত। কলিকাতার মধ্যে স্থানে ২ প্রায় প্রতিদিন অগ্নিদাহ হইতেছে।

—শনিবার ১৪ এপ্রিল ১৮২১/৩ বৈশাখ ১২২৮

চুরি।

কলিকাতার উত্তরে কাশীপুরের শ্রীযুত মেজর ফেৎফুল সাহেবের বাটী হইতে অনেক ২ বস্তু চোরে লইয়াছে তাহার মধ্যে ৮০৩১ নম্বরে গ্রে সাহেবের কৃত দোহারা এক স্বর্ণ ঘড়ী লইয়াছে ঐ ঘড়ীর সন্ধান যদি কেহ করিয়া দিতে পারে তবে সে উপযুক্ত বখশীশ পাইবেক এমত ইস্তাহার দিয়াছে।

—শনিবার ১৪ এপ্রিল ১৮২১/৩ বৈশাখ ১২২৮

মৃত্যু।

কলিকাতার মুরগীহাটাতে পারশী দেশীয় একজন ভাগ্যবান মহাজন সৈয়দ সাদক নামে পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক ছিল সে অতি বিশিষ্ট লোক ও অনেকে তাহার সম্ভ্রম করিত। সংপ্রতি ৭ এপ্রিল শনিবার তাহার মৃত্যু হইয়াছে সে লোকের গোর তাহার নিজ দেশে হইবেক তৎপ্রযুক্ত তাহার মৃত শরীর সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা মণ্ডিত করিয়া জাহাজে উঠাইয়া লইয়া গিয়াছে।

—শনিবার ১৪ এপ্রিল ১৮২১/৩ বৈশাখ ১২২৮

বাণিজ্য।

গত সপ্তাহে সংক্রান্তি ও শ্রীরামনবমী ও চড়ক ইত্যাদি প্রতিবন্ধকপ্রযুক্ত বাণিজ্যাদি সকল বন্দ হইয়াছে ইহাতে তুলার কিছু ক্রয় বিক্রয় হয় নাই। মোং মৃজাপুরে তুলার মূল্য সাবেক মত আছে। ভগবানগোলাতে সাবেক মূল্যের উপরে বার আনা অধিক মূল্য হইয়াছে। কাছড়া তুলার মূল্য পৌনে চৌদ্দ ও চৌদ্দ টাকা হইয়াছে। চীন দেশের বাণিজ্যের কারণ কশা গাঁটি ১৫৷৷০ সাড়ে পোন টাকা মূল্যে খরিদ হইয়াছে।

ইংগ্লণ্ড দেশীয় লিবরপুল শহর হইতে এক সওদাগর সাহেব মোং কলিকাতাতে আপন অংশীকে সমাচার লিখিয়াছে যে দুই বৎসরের মধ্যে হিন্দুস্থান হইতে তুলা না পাঠায় যেহেতুক আমেরিকা হইতে পাঁচ লক্ষ গাঁটি তুলা ইংগ্লণ্ডে অধিক আমদানী হইয়াছে। এবং হিন্দুস্থানের তুলা হইতে আমেরিকা দেশের তুলা অত্যুত্তম। কিন্তু মোং কলিকাতা শহরে দুই চারি দিবসের মধ্যে যে মূল্যে তুলা বিক্রয় হইয়াছে এই সমাচার পূর্ব্বে প্রকাশ হইলে তাহা হইতে অল্প মূল্যে বিক্রয় হইত।

—শনিবার ১৪ এপ্রিল ১৮২১/৩ বৈশাখ ১২২৮

জিনিস রপ্তানী।

মোং কলিকাতা হইতে মার্চ মাসের প্রথম দিন অবধি ৩১ রোজ পর্য্যন্ত এই ২ দ্রব্য বাহিরে গিয়াছে।

তুলা	১৭৬ গাঁইট
চিনী	৩৪৬৭৩ মোন
শোরা	১৪৫০৫ ঐ
আফীম	১৮৭৫ ঐ
চালু	৭০০৪ ঐ
সুঁউট	১৮০০ ঐ
রেসম	১৯৪ ঐ
ভেরণ্ডা তৈল	৪৪ ঐ
গজদন্ত	১৯ ঐ
গোচর্ম্ম	৩০০ ঐ
নীল কুঠীর মোন	৩১৩৬ ঐ
বস্ত্র	১৯৫৯২ থান
সাল	৫৫ থান

আমদানী কলিকাতা ই. ঐ লা, ঐ

ধাতু দ্রব্য	তঙ্কা
স্বর্ণ	৫৯৮০০
রূপা	২১৮২৯৪৫

—শনিবার ১৪ এপ্রিল ১৮২১/৩ বৈশাখ ১২২৮

জাহাজ ভাসান।

শ্রীযুত স্কাট কোম্পানীর কারখানার এক জাহাজ গত মঙ্গলবারে মোং বজবজিয়ার নীচেহইতে ভাসিয়াছে।

—শনিবার ১৪ এপ্রিল ১৮২১/৩ বৈশাখ ১২২৮

অগ্নিদাহ।

১১ এপ্রিল বুধবার সায়ংকালে মোকাম্ কলিকাতার লালবাজারে এক দেবালয়ের সম্মুখে চটে পরদা টাঙ্গান ছিল তাহার নীচে ধূনা পোড়াইতে ঐ অগ্নি চটে লাগিয়া সখা বায়ু সংসর্গে অতিপ্রবল হইয়া অনেক খড়ের ঘর ভস্মসাৎ করিল। পরে শ্রীযুত ডিকষ্টা সাহেবের মদের গুদামে অগ্নি প্রজ্বলিত হইল তাহার

নিকটে জাহাজি গোরা অনেক ছিল তাহারা দেখিয়া আপন শরীরের বস্ত্রত্যাগ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে কর্দ্দম মাখিল এবং অগ্নির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গুদামের চাল ভাঙ্গিল। পরে দমকল আনাইয়া গোরারদের গায় ও অগ্নিতে জল দিতে লাগিল। তথাপি ঐ সাহেবের অনেক অপচয় হইয়াছে। অনুমান হয় পঞ্চাশ হাজার টাকা ক্ষতি হইয়াছে। ঐ অগ্নির নিকটে এক চীনের দোকানে অনেক বারুদের পিপা ছিল। দৈবাৎ যদি ঐ অগ্নি নির্বাণ না হইয়া সে বারুদে লাগিত সে অঞ্চল উড়িয়া যাইত ও অনেক গোমনুষ্যাদি ও অন্য ২ অনেক জীব নাশ হইত। এবং ঐ অগ্নির অতি নিকটে এত বারুদ আছে ইহা জানিলেও ঐ অগ্নি নির্ব্বাণ করণার্থে লোক যাইত না।

—শনিবার ২১ এপ্রিল ১৮২১/১০ বৈশাখ ১২২৮

নূতন গ্রিজাঘর।

মোকাম কলিকাতার ধর্ম্মতলাতে শ্রীযুত টৌনলী সাহেব এক নূতন গ্রিজাঘর প্রস্তুত করিয়াছেন সে গ্রিজা ঘর গত বুধবার খোলা গিয়াছে।

—শনিবার ২১ এপ্রিল ১৮২১/১০ বৈশাখে ১২২৮

আত্মঘাতী।

কলিকাতার বৈদ্যনাথ সরকারের অপ মৃত্যু হইয়াছে তাহার বিষয় গত সোমবারে তজবিজ হইল বৈদ্যনাথ মজকুর অনেক লোকের অনেক টাকা ধারিত এবং আপনি রোগগ্রস্ত ছিল পরিশোধের কোন উপায় না দেখিয়া আপন গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে।

এবং এক মুসলমান ডুবিয়া মরিয়াছিল তাহার বিচারও ঐ দিবস হইল তাহার সাক্ষী কিছু পাওয়া গেল না কিন্তু লোকেরা কহিল যে সে মাতাল ছিল ইহাতে অনুমান হয় যে সে আপনি ডুবিয়া মরিয়াছে।

—শনিবার ২১ এপ্রিল ১৮২১/১০ বৈশাখ ১২২৮

ইস্তা[হা]র।

সকলকে সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে শ্রীযুত কারাপিড আরাটুন সাহেব মোং কলিকাতার ডোমতলাতে ৫০ নম্বরের ঘরে নিলাম স্থান করিয়াছেন।

যাহারা ২ কাটরা জিনিস ও মদ ও ঘোড়া ও গাড়ী প্রভৃতি বিক্রেয় থাকে তাহারা ঐ স্থানে আনিয়া দিলে বিক্রয় হইবেক এবং বাহিরের লোকেরদিগের যাহার যে জিনিসের আবশ্যক হইবেক ঐ সাহেবকে লিখিলে উত্তম জিনিস অল্প মূল্যে খরিদ করিয়া অতি শীঘ্র সে সকল লোকের নিকট পাঠাইবেন এবং আপন কমীসন লইবেন।

—শনিবার ২৮ এপ্রিল ১৮২১/১৭ বৈশাখ ১২২৮

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

১৩ এপ্রিল।

শ্রীযুত অনরবল জে অর এল্‌ফিন্‌স্তন সাহেব কলিকাতার কোর্ট আপীল ও কোর্ট সরকীটের প্রধান জজ।

—শনিবার ২৮ এপ্রিল ১৮২১/১৭ বৈশাখ ১২২৮

সঙ্কট।

গত সোমবারে বৈকালে মোকাম কলিকাতার গড়ের মাটের রাস্তাতে যে স্থানে প্রতিদিন সাহেব লোকেরা গাড়ী ও ঘোড়াতে যাতায়াত করেন সেই স্থানে এক গাড়ীতে দুই সাহেব আসিতেছিলেন অন্য এক গাড়ীতে এক সাহেব ও বিবী যাইতেছিলেন দৈবাৎ দুই গাড়ীর চাকাতে ২ সংলগ্ন হইয়া অতিশয় ধক্কা লাগিয়া দুই গাড়ী বন্ধ হইল সেই ধক্কাতে দুই গাড়ীর সাহেবেরা আপন ২ গাড়ীর সম্মুখে পড়িলেন। তাহা দেখিয়া নিকটস্থ সাহেবেরা আসিয়া ঐ সাহেবদিগকে ধরিয়া তুলিলেন কিন্তু কাহারো আত্যন্তিক বেদনা লাগে নাই।

—শনিবার ২৮ এপ্রিল ১৮২১/১৭ বৈশাখ ১২২৮

মহামৎস্য।

গত মঙ্গলবারে সন্ধ্যা সময়ে মোকাম কলিকাতার পুলিশের ঘাটে এক ছোকরা জাহাজের চতুর্দিগে সাঁতার দিয়া জলে খেলা করিতেছিল। পরে জাহাজে উঠিবার কারণ জাহাজের রশী ধরিল। ঐ সময়ে এক বৃহৎ মৎস্য তাহার পা ধরিল ও পায়ের মাংস কাটিয়া লইল। ঐ সময়ে এক ডিঙ্গী নৌকা সেখান হইতে যাইতেছিল তাহারা সে ছোকরাকে নোকাতে উঠাইল। যদি তাহাকে না

উঠাইত তরে ঐ মৎস্য ঐ মাংস ভক্ষণ করিয়া পুনর্ব্বার ধরিত। পরে সে যে জাহাজের লোক সেই জাহাজে উঠাইয়া দিল।

—শনিবার ২৮ এপ্রিল ১৮২১/১৭ বৈশাখ ১২২৮

জাহাজ ভাসান।

১৬ মার্চ সোমবারে বেলা দুই প্রহর তিন ঘণ্টার সময় মোকাম কলিকাতার শ্রীযুত ব্রিন কোম্পানীর কারখানাহইতে এক জাহাজ ভাসিয়াছে তাহা দেখিতে অনেক ভাগ্যবান লোক ও অনেক সাহেব লোক আসিয়াছিলেন তাহাতে অনুমান দুই শত সাহেব লোকেরদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া ব্রিণ কোম্পানী অতি বড় খানা দিয়াছেন।

—শনিবার ২৮ এপ্রিল ১৮২১/১৭ বৈশাখ ১২২৮

হটাৎ মৃত্যু।

গত মঙ্গলবার প্রাতঃকালে মোং কলিকাতার পরমিটের ঘাটে সাহিসেরা ঘোড়া ধোয়াইতে আনিয়াছিল। তাহাতে এক সহিস আপন ঘোড়ার পশ্চাতে থাকিয়া তাহার গা ধোয়াইতেছিল দৈবাৎ ঐ ঘোড়া ঐ সাহিসের পেটে লাতি মরিল তাহাতে সে তখনি মরিল।

—শনিবার ২৮ এপ্রিল ১৮২১/১৭ বৈশাখ ১২২৮

চান্দা।

পূর্ব্বে বহুবাজারদিগরে যে অগ্নিদাহ ছাপান গিয়াছে তাহাতে যে সকল লোকের অপচয় হইয়াছিল তাহার কারণ কতক সাহেব লোকেরা চান্দা করিয়াছিলেন। তাহাতে সাত শত টাকা মজুৎ হইয়াছিল ঐ সাহেবেরা সেখানে যাইয়া যাহার যেমত অপচয় হইয়াছে সেই মত বিবেচনা করিয়া টাকা দিয়াছেন।

—শনিবার ২৮ এপ্রিল ১৮২১/১৭ বৈশাখ ১২২৮

জন্মদিবস।

ইংগ্লণ্ডের শ্রীশ্রীযুত বাদশাহের জন্মদিন গত সোমবার হইয়াছিল তাহাতে মোকাম কলিকাতাতে শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেবের বাটীতে বড় খানা নাচ হইয়াছে

তাহাতে শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব ও তাঁহার পত্নী জজ সাহেবেরা ও বাদশাহের তরফ অন্য ২ চাকরেরা ও কোম্পানীর চাকরেরা আসিয়াছিলেন সেই দিবস প্রাতঃকালে ২১ একইশ তোপ ইইয়াছিল ও জাহাজে সকল নিশান উঠাইয়া কেহ ২ তোপ করিয়াছিল ও গড়ের সকল সৈন্য কাবাজ করিয়াছিল ও বন্দুক ছাড়িয়া ছিল।

—শনিবার ২৮ এপ্রিল ১৮২১/১৭ বৈশাখ ১২২৮

ইস্তাহার।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে মোকাম শ্রীরামপুরে সেবিংস বাঙ্কে যে ২ লোকের টাকা আছে তাহার সম্বৎসারের আপন ২ হিসাব মোকাম কলিকাতা শ্রীযুত আলেক্সান্দ্র কোম্পানীর বাটীতে গেলে দেখিতে পাইবে সকলকে জানান যাইতেছে যে শ্রীযুত হোগ ডেবিডসন কোম্পানী হইতে শ্রীযুত ওয়ালটর ডেবিডসন সাহেবের দেনা পাওনা ৩০ এপ্রিল পর্য্যন্ত বন্দ হইয়াছে।

সকলকে জানান যাইতেছে যে শ্রীযুত বি রণলু সাহেব ও শ্রীযুত দবলিউ এ লি বিংষ্টন সাহেব শ্রীযুত টালা কোম্পানীর বাটীতে অংশী হইয়াছেন।

এবং শ্রীযুত তামস স্পর্ট সাহেব শ্রীযুত হটন কোম্পানীর এক অংশী হইয়াছেন।

—শনিবার ৫ মে ১৮২১/২৪ বৈশাখ ১২২৮

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

২৩ এপ্রিল শ্রীযুত জর্জ ছোট অর্নি সাহেব কলিকাতার রপ্তানি বাণিজ্যের আপীসের অধ্যক্ষের দ্বিতীয় পেস্কার।

—শনিবার ৫ মে ১৮২১/২৪ বৈশাখ ১২২৮

কোম্পানির কাগজ।

১ মে তারিখে শ্রীশ্রীযুত ইস্তাহার দিয়াছেন যে ১৮১১ সালের ৩ জুন তারিখের লাগাএদ এক নম্বর অবধি দশ হাজার নম্বর পর্য্যন্ত সকল কোম্পানির কাগজের টাকা আগামি ৩১ জুলাই তারিখেতে কোম্পানির ত্রেজুরি ঘর হইতে দেওয়া যাইবেক যদি কেহ কাগজ দাখিল করিয়া টাকা না লয় তবে তাহার পর তারিখ অবধি তাহার সুদ বন্দ হইবেক।

ঐ তারিখের বিষয়ং ও শ্রীশ্রীযুত ইস্তাহার দিয়াছেন যে কলিকাতা ও মন্দরাজ ও বোম্বেতে খাজাঞ্চি দপ্তরে কোম্পানির নিমিত্ত টাকা কর্জ করিতে হুকুম হইয়াছে এবং যদি কেহ সাবেক ১৮১১ সালের কাগজ পুনর্ব্বার কোম্পানির এই নূতন কর্জে দাখিল করিতে বাসনা করে তবে ঐ ২ মোকামের খাজাঞ্চী সাহেবেরা সেই লোককে পুরাতন কাগজ লইয়া নূতন কর্জের খত দিবেন।

কলিকাতার খাজাঞ্চি দপ্তরের অধ্যক্ষ এবং লখনৌ ও দিল্লীর উকীল এবং কালেক্তর সাহেবেরা এবং কোম্পানির সৈন্যের বক্সীরা এই নূতন কর্জের নিমিত্ত কোম্পানির নামে টাকা কিম্বা ঐ সাবেক সালের নোট লইয়া খত দিবেক কিন্তু টাকা দাখিল করিতে হইলে খতে লিখিত টাকা হইতে শতকরা তিন টাকা অধিক দাখিল করিয়া এক শত টাকার হিসাবে খত পাইবেক। এক হাজারের কমী টাকা কোম্পানি লইবেন না।

এই নূতন কর্জের স্থদ শতকরা বৎসরে ছয় টাকা।

এই নূতন কর্জের হিসাব ১৮২২ সালের ৩১ মার্চ তারিখে বন্দ হইবে। সে সময়ে যত খত প্রত্যেক জন পাইবেক সে সকল খত কলিকাতার কোম্পানীর খাজাঞ্চি দপ্তরে আনিতে হইবেক এবং ঐ ২ খতের বদলে শ্রীযুত কোম্পানীর খাজাঞ্চির অধ্যক্ষ সাহেব কোম্পানীর ধারাবাহিক স্থদের কাগজ তাহারদের প্রত্যেক জনকে দিবেন।

এই নূতন কর্জে লখনৌ ও ফরক্কাবাদ ও কাশীর এক শত সাড়ে চারি টাকা কলিকাতার একশত টাকার তুল্য হিসাবে আনিবেক।

যখন এই কর্জের টাকা শোধ করিতে কোম্পানির বাসনা হইবেক তখন কোম্পানি ষাটি দিন পূর্ব্বে সকলকে খবর দিবেন এবং সে ষাটি দিন গত হইলে তাহার টাকার স্থদ বন্দ হইবেক।

—শনিবার ৫ মে ১৮২১/২৪ বৈশাখ ১২২৮

শ্রীযুত লর্ড বিশপ সাহেব।

মোকাম বোম্বেহইতে সমাচার আসিয়াছে যে শ্রীযুত লর্ড বিশপ সাহেব ৯ এপ্রিল তারিখ সোমবার মোকাম বোম্বে হইতে সিংহলদ্বীপের রাজধানী মোকাম কলম্ব নগরে প্রস্থান করিয়াছেন সেখান হইতে কলিকাতা আসিবেন।

—শনিবার ৫ মে ১৮২১/২৪ বৈশাখ ১২২৮

কোম্পানির কাগজ।

১৮১১ ও ১৮১২ সালের কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা সাড়ে তিন টাকা প্রিমিয়ম। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা চারি আনা প্রিমিয়ম।

তাহার পশ্চাৎ সনের ঐ সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে সাড়ে নয় টাকা প্রিমিয়ম বিক্রয় করিতে হইলে আট টাকা আট আনা প্রিমিয়ম।

—শনিবার ১২ মে ১৮২১/৩১ বৈশাখ ১২২৮

চুরির ইস্তাহার।

সকলকে জানান যাইতেছে যে মোং কলিকাতার চৌরঙ্গীর পার্কষ্ট্রিট্ রাস্তাতে এক সাহেবের বাটীতে ৩০ এপ্রিল তারিখের রাত্রিতে কএক জন চোর আসিয়া শ্রীযুত স্মিথ সাহেব ও শ্রীযুত এস্ পি সাহেব কর্তৃক প্রস্তুত এক স্বর্ণ ঘড়ী ও তাহার চাবি ও শ্বেত প্রস্তরে শ্রীযুত জে মিস ওয়াএট সাহেবের নাম পারসী অক্ষরে খোদিত এক মোহর ও লাল প্রস্তরে রচিত এক মোহর এই দুই মোহর সমেত স্বর্ণ জিঞ্জির লইয়াছে। যদি কেহ তাহা অন্বেষণ করিয়া দিতে পারে তবে সে এক শত টাকা বখশীশ পাইবেক।

—শনিবার ১২ মে ১৮২১/৩১ বৈশাখ ১২২৮

সুপ্রীম কোর্ট।

১৫ জুন শুক্রবার প্রাতঃকালে নয় ঘড়ীর সময়ে মোকাম কলিকাতার সুপ্রীম কোর্টের অদালত খোলা যাইবেক ইহা কলিকাতার সরীফ দপ্তরের অধ্যক্ষ শ্রীযুত ডি ওয়ার্ড সাহেব সর্ব্বত্র সমাচার দিয়াছেন।

—শনিবার ১২ মে ১৮২১/৩১ বৈশাখ ১২২৮

জনরল ত্রেজুরি।

জনরল ত্রেজুরির অধ্যক্ষ সাহেবেরা আজ্ঞা করিয়াছেন যে বেলা দুই প্রহর তিন ঘণ্টার অধিক হইলে ত্রেজুরি ঘরে টাকা দাখিল হইবেক না এবং সেখানে টাকা পাইবেক না।

—শনিবার ১২ মে ১৮২১/৩১ বৈশাখ ১২২৮

হাঙ্গোর।

মোকাম কলিকাতায় বংশালের সম্মুখে এক জাহাজের পার্শ্বে গত ৭ মে সোমবার দুই প্রহর বেলার সময়ে এক ডিঙ্গীর লোক গা ধূইবার কারণ জলে নামিয়া ঐ ডিঙ্গী ধরিয়া গা ধূইতে ছিল এই সময়ে এক হাঙ্গোর আসিয়া তাহার এক পা গ্রাস করিল। পরে সে চীৎকার শব্দ করিতে লাগিল। তাহাতে অনেক লোক আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানাটানি করিয়া উঠাইল কিন্তু যে পা গ্রাস করিয়াছিল তাহার উরুদেশ পর্য্যন্ত সমুদয় কাটিয়া লইয়াছে। সে লোককে তীরে তুলিল। পরে দুই প্রহর তিন ঘণ্টা সময়ে তাহার মৃত্যু হইল সে ব্যক্তি মুসলমান তখন তাহাকে কবর দেওয়া গেল।

—শনিবার ১২ মে ১৮২১/৩১ বৈশাখ ১২২৮

জাহাজ ভাসান।

গত ৪ মে শুক্রবার মোকাম শালিখার শ্রীযুত মণ্টুগমরি সাহেবের কারখানা হইতে তিন শত টৌনের এক জাহাজ ভাসিয়াছে। তাহা দেখিতে অনেক ২ সাহেব ও বিবি আসিয়াছিলেন। জাহাজ ভাসানের পরে ঐ সাহেব তাহার-দিগকে উত্তমরূপে খানা দিয়াছেন এবং নাচ ও গান অনেক হইয়াছে।

—শনিবার ১২ মে ১৮২১/৩১ বৈশাখ ১২২৮

বজ্রাঘাত।

…এবং ঐদিন গত ৮ মে ২৭ বৈশাখ মঙ্গলবার সন্ধ্যাকালে মোকাম কলিকাতার চৌরঙ্গীর ক্যামক স্ট্রিট্‌ গলিতে এক পাকা ঘরে বজ্রাঘাত হইয়াছে। কিন্তু সে বজ্র গৃহভেদ না করিয়া বাহিরের চুনকাম ভেদ করিয়া দ্বারের কপাট ও চৌকাট ও গেলাস দগ্ধ করিল। এক স্ত্রী সেই ঘরে ছিল তাহার শরীরে অল্প উত্তাপ বোধ হইয়াছিল কিন্তু বাঁচিয়াছে আর কিছু ক্ষতি হয় নাই।

—শনিবার ১২ মে ১৮২১/৩১ বৈশাখ ১২২৮

নূতন কর্জ।

এই সপ্তাহে শ্রীশ্রীযুত আজ্ঞা করিয়াছেন যে নূতন কর্জের কারণ টাকা লইতে যে আজ্ঞা হইয়াছিল তাহা বন্দ হইবেক। কিন্তু পুরাতন কর্জের নোট

বদলিয়া নূতন কর্জের নোট লইতে যে আজ্ঞা হইয়াছিল তাহার কোন অন্য মত হয় নাই।

—শনিবার ১৯ মে ১৮২১/৭ জ্যৈষ্ঠ ১২২৮

অবোধমৃত্যু।

মোং কলিকাতার বহুবাজারে এক জন চিকিৎসক বৈদ্য বিষঘটিত আগ্নেয় ঔষধ প্রস্তুত করিল ও তাহা বড়ি করিয়া রাখিল পরে ঐ ঔষধির গুণ পরীক্ষার্থে অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ আপনি সেবন করিয়া ক্ষণেক পরে শরীরের আবল্য হওয়াতে শয়ন করিল কিন্তু আর উঠিল না। তাহাতে ঔষধির গুণ আপনাতেই প্রকাশ হইল। তাহার আত্মীয় লোকেরা তাহার হঠাৎ মরণে বিস্ময়াপন্ন হইয়া মৃত্যুর কারণানুসন্ধান করিতে লাগিল তাহাতে বিবেচনায় স্থির হইল ও প্রমাণ পাওয়া গেল যে ঐ ঔষধি প্রস্তুত করণ কালে বিষ শোধন না করিয়া ঔষধিতে দিয়াছিল সেই কর্ম্মের ফল ভোগ আপনি করিল।

—শনিবার ১৯ মে ১৮২১/৭ জ্যৈষ্ঠ ১২২৮

নূতন হুকুম।

শহর কলিকাতাতে সংপ্রতি এই হুকুম প্রকাশ হইয়াছে যে দিবাভাগে শহরের মধ্যে হালাল খোরেরা পেতখানা পরিষ্কার করিতে পারিবেনা তাহার কারণ এই যে দিবসে শহরের কি রাস্তা কি গলিতে সর্ব্বত্রই অনবরত লোক গমনাগমন এক পলও বিরত হয় না তৎকালে হালাল খোরেরা বিষ্ঠার ভার লইয়া রাস্তা দিয়া যাইতে হইলে লোকেরদের সর্ব্বদা কষ্ট জ্ঞান হয়। এবং মলভার লইয়া নির্ম্মল গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করে তাহাতে লোকেরদের স্নানাদির ব্যাঘাতও হয় অতএব যাবৎ পর্য্যন্ত লোকেরদের গমনাগমন রাস্তাতে অধিক থাকে তাবৎ হালালখোরেরা স্বব্যবসায় করিতে পারিবে না।

অতএব হালালখোরেরা রাত্রিতে আপন ২ কর্ম্ম করিতেছে।

—শনিবার ১৯ মে ১৮২১/৭ জ্যৈষ্ঠ ১২২৮

ইস্তাহার।

শ্রীদয়ালচাঁদ ব্রহ্ম সকলকে জানাইতেছেন যে তাহার এক জন চাকর এই কএকখান বাঙ্ক নোট লইয়া পলাইয়াছে। অতএব যে কেহ তাহাকে ধরিয়া

দিতে পারিবেক সে উপযুক্ত বখশিশ পাইবেক। নোটের বিস্তারিত নীচে লিখা যাইতেছে।

নং	নোট	টাকা
৪৮৪	কমরসাল	৫০০০
৪৮৩	ঐ	৫০০০
৪৩৯	ঐ	৫০০০
৪৯৫	ঐ	৫০০০
২২৫০২	হিন্দুস্থানী	১০০০
১৮৩১৯	ঐ	৫০০
২২১১৪	ঐ	৫০০
		২২০০০

—শনিবার ২৬ মে ১৮২১/১৪ জ্যৈষ্ঠ ১২২৮

কাজকর্ম্মে নিয়োগ।

১৮ মে সন ঐ [১৮২১ সাল]।

শ্রীযুত দবলিউ পি পামর সাহেব কলিকাতার বোর্ডরিবন্যুর অধ্যক্ষের পেস্কার হইয়াছেন।

—শনিবার ২৬ মে ১৮২১/১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২২৮

জাহাজ।

ফ্রান্স দেশে বাঙ্গালি নামে এক জাহাজ প্রস্তুত হইয়া কলিকাতায় আসিয়াছে।

—শনিবার ২৬ মে ১৮২১/১৪ জ্যৈষ্ঠ ১২২৮

টর্নি।

পূর্ব্বে ছাপান গিয়াছে যে কলিকাতার কাশীনাথ বশাক পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহার সকল বিষয়ের উপরে কলিকাতার বড় বাজারের শ্রীযুত রামনাথ বশাক টর্নি হইয়াছেন।

—শনিবার ২৬ মে ১৮২১/১৪ জ্যৈষ্ঠ ১২২৮

হাঙ্গোর।

গত সপ্তাহে মোকাম কলিকাতায় ইলিশ মৎস্য ধরিবার কারণ জালিয়ারা গঙ্গাতে জাল ফেলিয়াছিল তাহাতে এক হাঙ্গোর ঐ জালে বদ্ধ হইয়া প্রায় পলাইবার চেষ্টা করিতে জালিয়ারা সন্ধান পাইয়া তাহার গলার ও লেজে তৎক্ষণাৎ দড়া বান্ধিয়া তাহাকে ধরিল। এই প্রকারে তিনটা হাঙ্গোর মারা পড়িয়াছে।

—শনিবার ২৬ মে ১৮২১/১৪ জ্যৈষ্ঠ ১২২৮

জাহাজ আমদানী।

ইংগ্লণ্ড হইতে দুই তিন মাস জাহাজ আমদানী ছিল না কিন্তু গত দুই সপ্তাহের মধ্যে পাঁচ ছয় জাহাজ ইংগ্লণ্ড হইতে মোং কলিকাতা পঁহুছিয়াছে।

—শনিবার ২ জুন ১৮২১ / ২১ জ্যৈষ্ঠ ১২২৮

পোষ্ট আপীস।

পোষ্ট আপীসের অর্থাৎ সদর ডাকের অধ্যক্ষ শ্রীযুত সিক্সপার সাহেব সকলকে জানাইতেছেন যে তাঁহার নিকট কোন সমাচার জানিতে যাহারদের আবশ্যক হইবেক তাহারা তাঁহার নিকট ইস্তক নয় ঘণ্টা বেলা লাগাদ দুই প্রহর এক ঘণ্টা বেলা পর্য্যন্ত পত্র পাঠাইলে জবাব পাইবেক। এবং ডাকের চিঠী ইস্তক দুই প্রহর তিন ঘণ্টা অবধি ছয় ঘণ্টা পর্য্যন্ত দিলে লওয়া যাইবেক। এবং কোন সমাচারের কাগজ ডাকে পাঠাইতে হইলে পাঁচ ঘণ্টা বেলার মধ্যে দিলে লওয়া যাইবেক ইহার পর লওয়া যাইবেক না।

—শনিবার ৯ জুন ১৮২১/২৮ জ্যৈষ্ঠ ১২২৮

জনরল ত্রেজুরি।

শ্রীযুত বারবেল সাহেব সকলকে জানাইতেছেন যে আগামী শুক্রবারে স্নানযাত্রা হইবেক সে কারণ সে দিবস ত্রেজুরি আপীস বন্দ হইবেক।

—শনিবার ৯ জুন ১৮২১/২৮ জ্যৈষ্ঠ ১২২৮

স্কুল সোসইটী।

গত ২ জুন শনিবারে স্কুল সোসাইটীর বৎসরীয় বিবেচনা কারণ টৌনহালে অর্থাৎ সাধারণ ঘরে সম্প্রদায়েরা দ্বিতীয় বার বসিয়াছিলেন তাহাতে প্রধান জজ শ্রীযুত ইষ্ট সাহেব ছিলেন তাহাতে রিপোর্ট জানা গেল যে কলিকাতার মধ্যে বাজে স্কুল ২১১ দুই শত এগার আছে তাহার মধ্যে চারি হাজার নয় শত বালক। ইহাতে শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত উমানন্দ ঠাকুর ও শ্রীযুত রামচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুত দুর্গাচরণ দত্ত এহারা আপন ২ নিকটস্থ স্কুলের তদারক করিয়াছেন ইহা জানিয়া সাহেব লোকেরা তাহারদিগের প্রতি তুষ্ট হইয়াছেন।

এবং স্কুল সোসইটীর বাঙ্গালি কোমেটীর মধ্যে শ্রীযুত মিরজা মহম্মদ অস্করি নিযুক্ত হইয়াছেন।'

—শনিবার ৯ জুন ১৮২১/২৮ জ্যৈষ্ঠ ১২২৮

চুরি।

গত দুই সপ্তাহের মধ্যে মোকাম কলিকাতাতে অতিশয় চুরি হইতেছে শ্রীযুত প্রধান সেক্রটারি সাহেবের ঘরে জন কএক চোর গিয়া এক বাক্স বাহির করিয়া টাকা ও নোট যে ছিল তাহা লইয়া গ্রিজাঘরের নিকটে বাক্স ফেলিয়া গিয়াছে। তাহাতে যে ২ লোকের প্রতি সন্দেহ হয় তাহারদিগকে ধরিয়া তদারক করিতেছেন যদি নোটের নম্বর সাহেবের নিকট থাকে তবে চোর ধরা যাইতে পারে। অন্য এক দিবস শ্রীযুত স্বইন হো সাহেবের ঘরে জন কতক চোর গিয়া এক রূপার বাসন রূপার রেকাব সমেত লইয়াছে কিন্তু মোং জানবাজারে এক চোর ধরা পড়িল তাহার স্থানে সেই বাসনের রেকাব পাওয়া গেল তাহাতে তাহাকে জেলখানাতে রাখিয়াছে।

—শনিবার ২৩ জুন ১৮২১/১১ আষাঢ় ১২২৮

খুন।

মোকাম কলিকাতার আমড়াতলার গলিতে নন্নূ নামে এক হিন্দুস্থানীয় স্ত্রী খুন হইয়াছে ১১ জুন সোমবার তাহার বিচার হইল তাহাতে জানা গেল ৮ তারিখে একজন পারসী দেশীয় যুবা লোকের সহিত বিরোধ করিয়া বিষ ভক্ষণ করিয়াছিল। তাহা লোকেরা জানিয়া একজন চিকিৎসককে জানাইল কিন্তু

সে যে ঔষধি ভক্ষণ করাইল তাহাতে কোন ফল জন্মিল না যেহেতুক অনেক বিলম্ব হইয়াছিল পরে বেলা দুই প্রহর এক ঘণ্টার সময়ে তাহার মৃত্যু হইল।

—শনিবার ২৩ জুন ১৮২১/১১ আষাঢ় ১২২৮

সুপ্রীমকোর্ট।

গত ২৮ জুন বৃহস্পতিবার সুপ্রীম কোর্ট অদালতে স্থির হইয়াছে যে গুল ও কেমিল কোম্পানীর কাল হওয়াতে সে বাটীর শ্রীযুত পামর কোম্পানীর অংশদার শ্রীযুত ব্রৌন রিগ সাহেব অধ্যক্ষ হইয়াছেন।

পূর্ব্বে ছাপান গিয়াছে যে মোং কলিকাতাতে একজন সাহেব অন্য এক সাহেবকে মারিয়াছিল এখন সুপ্রীমকোর্টের জুড়ি দ্বারা বিচার হইয়া প্রমাণ হইল যে ঐ সাহেব কখন ২ পাগল থাকে ও কখন ২ ভাল হয় যখন সাহেবকে মারিয়াছিল তখন ভাল ছিল এই স্থির করিয়া জুড়িরা শ্রীযুত জজ সাহেবের নিকট এই সকল কহিয়া কহিল যে ইহার উপরে আপনি কিছু অনুগ্রহ করিলে করিতে পারেন। কিন্তু তাহার ফাঁস [ফাঁসী] হুকুম হইয়াছে সেও ইংগ্লণ্ডের আজ্ঞা ব্যতিরেকে হইবেক না।

এবং শ্রীযুত রামলোচন সরকার ও শ্রীলালচাঁদ এ দুই জন ঘর ভাঙ্গিয়া চুরি করিয়াছিল এবং শ্রীরামপ্রসাদ দাস ও শ্রীনারায়ণ সিংহ ও শ্রীভকত সিংহ ইহারাও চুরি করিয়াছিল সুপ্রীমকোর্টের অদালতে ৪ জুলাই এই পাঁচ জনের ফাঁসীর হুকুম হইয়াছে।

শ্রীলক্ষ্মণ সিংহ চৌরদায় ধরা পড়িয়াছিল তাহাতে বিচারে তাহার স্থানে প্রত্যেক এক ২ হাজার টাকার কমরসল বাঙ্কের ৫ নোট পাওয়া গেল ও শ্রীযুত কমললোচন বসাক ও শ্রীগোরাচাঁদ বসাকের দরুণ ৫ নোট পাওয়া গেল এ সকল নোট কোথায় কাহার নিকটে কিরূপে পাইল তাহা প্রমাণ দিতে পারিল না ইহাতে তাহার দণ্ড হইল হরিণ বাটীতে দুই বৎসর কএদ থাকিবেক এবং লাল-বাজারের চৌরাস্থা অবধি বৌবাজারের শ্রীযুত নি সাহেবের বাটী পর্য্যন্ত দুইবার মারি খাইবেক।

শ্রীআলেগজন্দ্র স্মিত নামে একজন সাত শত চৌষট্টি টাকার এক নোট আপন হস্তে প্রস্তুত করিয়া চালাইয়াছে এবং শ্রীপাঁচু সরকার এক রসীদ হস্তকলম দ্বারা প্রস্তুত করিয়াছিল ইহারদিগের দণ্ড সাত বৎসর মেয়াদে বেঙ্কুলনে থাকিবেক।

শ্রীরামধন সরকার মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছিল সে কারণ দুই বৎসর হরিণ বাটীতে কএদ থাকিবেক এবং লালবাজারে চৌরাস্থা অবধি বহুবাজারের শ্রীযুত নি সাহেবের বাটী পর্য্যন্ত দুইবার মারি খাইবেক।

শ্রীকুতুব জবন ও শ্রীআমীর জবন ইহারা দুই জন অনুপযুক্ত স্থানে বাজীতে অগ্নি দিয়া লোককে ভয় দেখাইয়াছিল সে কারণ তাহারা দশ ২ টাকা জরিপানা দিলেক ও এক মাস কএদ থাকিবেক।

—শনিবার ৭ জুলাই ১৮২১/২৫ আষাঢ় ১২২৮

টর্নি।

কলিকাতার নন্দরাম করের মৃত্যু হইয়াছে তাহার হেপাজাত কারণ শ্রীগোপীনাথ কর টর্নি হইয়াছেন।

—শনিবার ৭ জুলাই ১৮২১/২৫ আষাঢ় ১২২৮

ইস্তাহার।

শ্রীযুত মেকিণ্টস কোম্পানী সকলকে জানাইতেছেন যে শ্রীযুত জান উলি রম্‌সন্ ফুলটন সাহেব গত ৩০ এপ্রিল তারিখে শ্রীযুত মেকিণ্টস ফুলটন কোম্পানী হইতে নিরংশী হইলেন এখন শ্রীযুত মেকিণ্টস কোম্পানী খ্যাত হইল।

—শনিবার ৬ এপ্রিল ১৮২২/২৫ চৈত্র ১২২৮

কলিকাতা।

মোকাম কলিকাতাতে ১৭ চৈত্র শুক্রবারে সন্ধ্যা সময়ে অতিশয় ঝড় বৃষ্টি হইয়াছে কিন্তু কাহারো কোন ক্ষতি হইয়াছে এমত শুনা যায় নাই কিন্তু যেমত মেঘগর্জন বার ২ হইয়াছিল তাহাতে ক্ষতি হওনের সম্ভাবনা বটে প্রথম বৃষ্টি ছাড়িয়া দ্বিতীয়বারে যে বৃষ্টি আরম্ভ হইল সে অতিশয় বৃষ্টি আট ঘণ্টা রাত্রি পর্য্যন্ত হইল ইহাতে নীল প্রভৃতির আবাদ সুন্দর হইবেক এবং শনিবারেও সেইরূপ বৃষ্টি হইয়াছে।

—শনিবার ৬ এপ্রিল ১৮২২/২৫ চৈত্র ১২২৮

সুপ্রীম কৌসল।

শ্রীযুত হারিন্তন সাহেব কলিকাতার সুপ্রীম কৌসলের অধ্যক্ষ মধ্যে এক অধ্যক্ষ হইয়াছেন পূর্ব্বে ছাপান গিয়াছে এইক্ষণে শুনা গেল যে গত ১৪ জানুআরিতে ইংগ্লণ্ড ছাড়িবেন কল্প ছিল যদি ছাড়িয়া থাকেন তবে মে মাহাতে পঁহুছিতে পারেন।

—শনিবার ৬ এপ্রিল ১৮২২,২৫ চৈত্র ১২২৮

নাশিকা চ্ছেদ।

মোকাম কলিকাতার হাটখোলার নাথের বাগানে এক চাপড়াসী বাস করে কোন দিবস চাপড়াসী ঘরে ছিল না ঐ সময়ে থানার এক বরকন্দাজ তাহার ঘরে আসিয়া চাপড়াসীর স্ত্রীর সহিত কথোপকথন করিতেছিল এই সময়ে ঐ চাপড়াশী আপন ঘরে আইল দেখিয়া তাহার স্ত্রী অতি শীঘ্র তাহার নিকট আসিয়া কহিল যে এক অপরিচিত লোক ঘরে কিকারণ আসিয়াছে। ইহা শুনিয়া চাপড়াসী তাহার নিকট গিয়া অনেক কটু বাক্য কহিল ইহাতে পরস্পর অতিশয় বিরোধ হইল। পরে চাপড়াসী অতি ক্রোধে বরকন্দাজের চক্ষু মধ্যে অঙ্গুলি দিয়া চক্ষুর ডিম্ব বাহির করিল ইহাতে সে অত্যন্ত কাতর হইল পরে তাহার নাসিকাও চ্ছেদন করিল শুনা গেল উভয় হুজুর চালান হইয়াছে শেষ জানা যায় নাই।

—শনিবার ৬ এপ্রিল ১৮২২/২৫ চৈত্র ১২২৮

রাহাজানি।

খিদিরপুরের শ্রীলক্ষ্মণ মণ্ডল ৬ চৈত্র সোমবার কলিকাতা হইতে হাজার টাকার হিন্দুস্থানী নোট ক্রয় করিয়া লইয়া রাত্রি চারি দণ্ড সময়ে গাড়িতে উঠিয়া আপন বাটী যাইতেছিল গড়ের মাটে চৌরঙ্গীর পশ্চিমে জন কএক গোরা আসিয়া গাড়ি ধরিল। তখন মণ্ডল ব্যস্ত হইয়া নোট লইয়া গাড়ির কোণে গোপন করিয়া রাখিল। ঐ গোরা লোকেরা মণ্ডলের বস্ত্রাদি ও কিছু পয়সা লইয়া গেল পরে মণ্ডল নোট লইয়া গারোদে সমাচার দিল তাহারা গোরাদিগের অনেক অন্বেষণ করিল কিন্তু পাইল না।

—শনিবার ৬ এপ্রিল ১৮২২/২৫ চৈত্র ১২২৮

অপ্রচলিত শব্দের অর্থ

শব্দ	অর্থ	পৃষ্ঠা
আদালত	আদালত,	৬২
অধিক বোঝাই প্রযুক্ত	বেশী বোঝাইয়ের কারণে	১৩০
অনৌপাধিক	বেতনভোগী	৭১
অনেক যত্নেতে	অনেক চেষ্টায়	১৩৪
অবর্ষ সময়	বর্ষাকাল বাদে	২৬
আকটোবর	অক্টোবর	১৩৮
আয়িন	আইন	৩৫
আঢাইশত	আড়াইশত	৭৫
আপন শক্তানুরূপ	নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে	১৫৪
আপনাকে ফাঁসি দিল	আত্মহত্যা করলো	৪৫
আশীষ্টন্ত	অ্যাসিষ্টেন্ট	১০৫
আহ্বান করিয়া	নিমন্ত্রন করে	৪০
ইংগ্লণ্ডীয় নিউষ পেপর	ইংরেজী সংবাদপত্র	৯৩
ইংগ্লণ্ডীয় লোক	ইংরেজ, ইংলণ্ডের লোক	২৩
ইঙ্গরাজি	ইংরেজী	২৩
ইতোমধ্যে	ইতিমধ্যে	১১৩
ইস্তাহাম/ইস্তেহাম	পরীক্ষা	৭
ইস্তক	থেকে, হইতে	৪৩
ইস্তার/ইস্তাহার	বিজ্ঞপ্তি	১
উয়িল	উইল	১০০
ইন্দুরুরা	ইঁদুরেরা	১২০
উন্মত্ত	পাগল	১৩৪

শব্দ	অর্থ	পৃষ্ঠা
এই মাফিক	এই নিয়মে	৪৩
এগার ঘড়ীর সময়	এগারটার সময়	৪৩
ওজর	আপত্তি	৩৫
ওলাউঠা	কলেরা	১৩
কএদ রাখা	বন্দী করে রাখা	৭৫
কএদী	কয়েদী, বন্দী	১৪৯
কর্জ্জা	ধার	১
কহা যাইবে	বলা যাবে	৩৬
কেতব/কেতাব	বই, পুস্তক	৬
কসুর	অন্যায়	৪৩
কিল্লা	দুর্গ	৪২
কাপ্তান	ক্যাপটেন	২১
কাল হইল	মৃত্যু হলো	১৩৬
কালেক্তর	কালেক্টর	১০৫
ক্রেয়া হয় নাই	ভাড়া হয় নি	৯০
কোম্পানীর চাকর	সরকারী কর্মচারী	৬
কোরানী মোল্লা	কোরণ শরিফ পড়ার মোল্লা	১৫৩
কৌঁসল/কৌঁসিল	কৌসিল, কাউন্সিল	৮
খরিদার	খরিদ্দার, ক্রেতা	৪৩
খুন	হত্যা	৮
খেতাব	পদবী	৬৪
খেদ	দুঃখ	৪২
খেরাজী	স্বকর-ভূমি	৭৬
গড়ে	দুর্গে	৪০
গলা টিবি	গলাটেপা	১৫২
গহেরা/গহরি	গভীর	২৭
গুদারার নৌকা	পার হওয়ার নৌকা	১১৪
গুনাহগার	পাপী, দোষী	৪৩
গ্রিজার	গীর্জায়	৩৯

শব্দ	অর্থ	পৃষ্ঠা
গ্রীঞ্জুড়ি	জুড়ি গণ	২৭
গোয়ারা	মহরমের দিন শবাধার নিয়ে উৎসব	১৪২
গোং	গোমস্তা	১৯
গ্রন্থ কারক সংপ্রদায়	গ্রন্থকর্ত্তা, লেখক	৯
চলন ছিল	প্রচলিত ছিল	৩৫
চালু	চাউল	৩
চান্দা	চাঁদা	১৫৪
চিনা	চীনা	৪
চৌকী	পাহারা	৩২
চৌহত্তর	চুয়াত্তর	৯৮
চৌরদায়	চুরির অপরাধে	২০২
ছোকরা	ছেলে	২
ছোটানতি	সুতানুটী	৫৬
জনরব	গুজব	৩৬
জরিপানা/জরীমানা	অর্থদণ্ড	১৪২
জাইগীর	বৃত্তিভূমি	৩
জাল	কৃত্রিম, মিথ্যা	২৯
জুমলা	মোট হিসাব, একত্র করা	১৬৬
জেবেতে	পকেটে	১৪৩
জেলেদ করা	বাঁধানো বই	১৭
জাহাজ মারা পড়িল	জাহাজ ডুবে গেল	৫৪
টঙনহাল/টৌনহাল/তৌনহাল	টাউন হল	৮৫, ৪০
টাটি	পায়খানা	১৮৪
টেকশাল	টাকশাল	১৮
ঠেকানা	ঠিকানা, হদিশ	১৩০
ডালর	ডলার	৩৩
ডিষকৌণ্ট	ডিসকাউন্ট,	১২
তজবীজ	অনুসন্ধান	২৯
তদবীর/তদারক	অনুসন্ধান	১৩০

শব্দ	অর্থ	পৃষ্ঠা
তনখা/তঙ্কা	বেতন	৬
তদারক	দেখাশোনা	৪৫
তপস্বী মৎস্য	তপসে মাছ	১২১
তত্ত্ব করিলে	সংবাদ নিলে	১৭
তমোলোক	তমলুক	১৬
তফশীল	হিসাব, অর্থপ্রকাশ	৫৩
তফাৎ	দূরে	৩২
তরজমা/তর্জমা	অনুবাদ	৮৬
তাহারদিগকে	তাদের	৩৬
তেহত্তরি	তিহাত্তর	১৭৩
তোপ	কামানদাগা	৬
তৈনতীর	সম্পন্ন করার	২৭
দরবাজা	দরজা	৩০
দরবার	সাভা	৭
দিজেম্বর	ডিসেম্বর	৩৩
নমুনা মাফিক	নমুনা অনুযায়ী	৩৭
নরদামা	নরদমা	১১৯
নাখোদা	সমুদ্রযানের নাবিক	১৭
নোকসান	লোকসান, ক্ষতি	৪৩
নিবন্ধের নাম	কাজের বিষয়	১১
নিরংশী	কোন অংশ রইল না	২০৩
পরমিট	পারমিট	১০৫
পহুছান	পৌছনো	৫১
পঁহুছিয়াছে	পৌছেছে	১৭
পাতল করিয়া	হালকা করে	১৬
পাণ্ডুলেখ	নকশা, প্ল্যান	৫০
পারিতোষিক	পুরস্কার	৯৯
পুরানা কিল্লা	পুরনো দুর্গ	৫৫
ফরিয়াদী/ফৈরাদি	অভিযোক্তা	৩১

শব্দ	অর্থ	পৃষ্ঠা
ফি শত	শতকরা	১৯
বরকন্দাজ	পদাতিক বিশেষ	৯৫
বরোবর	সব সময়	১৫
বরত্তর্দ্দরূপে	বরাদ্দরূপে	১২৩
বাঙ্ক বন্ধ হইয়াছে	ব্যাঙ্ক থেকে টাকা দেওয়া বন্ধ হয়েছে	১৪৫
বাজার ভাও	বাজার দর	১১৭
বাজে পাঠশালা	যে পাঠশালা নিয়মিত বসেনা	৬৮
বাহাত্তরি	বাহাত্তর	১৩৩
বামান্ন	বাহান্ন	৩২
বাসনা হইবে	ইচ্ছা হবে	১৭
বেবাক	সব	৪৩
বেগ গামিতা	দ্রুত চলা	৬৬
বিনামে	বেনামে	১৩৭
বিরাল	বিড়াল	১৪৯
বিবেকী হইয়া	মনের দুঃখে	৬
বুরুল	প্রায় এক ইঞ্চি	১২৬
ব্যামোহ	অসুস্থতা	৫১
ভাগ্যবান লোক	সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি	৯৯
মকাম/মোকাম	ঠিকানা, স্থান	৫৩
মকরর	নিযুক্ত	৯৯
মর্জ্জবুর	প্রতারক ব্যক্তি	৭৬
মৎস্যধারক	জেলে	৯২
মত্ত	মাতাল	৫
মদরসা	পাঠশালা	৯৪
মবলেগ	সম্পূর্ণরূপে	৯৯
মাহার	মাসের	৪৩
মাছুয়া	মৎস্য বিক্রেতা	১২১
মাট	মাঠ	১৯২

শব্দ	অর্থ	পৃষ্ঠা
মাতবরি কারণ	দালালীর জন্য	৪৩
মাতোয়ালা	মাতাল	১৪৪
মান্দরাজ	মাদ্রাজ	১
মারেকিন	মারকিন	১২৯
মোতালক/মোতাবক	অন্তর্গত	৫৩
মিসিল/মিছল	সেসন, অধিবেসন	৩
মুনফা	লাভ	৯৩
মুর্দ্দাফরাস	শবের দাহনস্থানকারী	১০০
মোং	মোকাম	৫২
মূর্ত্তি প্রস্তরময়ী	পাথরের মূর্ত্তি	৯৭
মিথ্যা নোট	নকল নোট	৮০
মকদ্দমা	বিচার	৩
মোহর	টাকা	৫
রসি	দড়ি	৮৭
রাহাগির	পথিম	২২
রুজ	উপস্থিত, প্রত্যাগত	১৩২
শ্রীযুত	বড়লাট	২
সভাবাজার	শোভাবাজার	১০৮
সক্তরি বৎসর	বছর	২৫
সঙ্গীন	বন্দুক	৯৭
সরাপ	মদ	১১৪
সাম্বাদ	সংবাদ	১৪
সংভ্রমের কারণ	সন্মানের জন্য	৮৩
স্ফুর্ত্তি	লটারি	১৩৭
সোয়ারির হস্তী	যে হাতিতে লোক বসে	১৫৫
সাহিত্য করিয়া	দলিল করে	৫৮
সাঁড়	ষাড়	৬৬
সোর	চিৎকার	১৩৪
সুস্করা রূপ কথা	সুস্থ মানুষের মতো কথা	১৩৪

শব্দ	অর্থ	পৃষ্ঠা
স্কুলমেষ্টর	স্কুল মাষ্টার	৯৯
স্কুল বৃত্তান্ত	প্রধান প্রধান সংবাদ	৩
সিফাহি	সৈন্য	২
হঙ্গামা	বিবাদ, বিরোধ	৯৬
হতকরিল	হত্যা: করলো	৩৪
হপ্তকলম	জাল করা	২৯
হালালখোর	মেথর	১৮৪
হওনেচ্ছাতে	হওয়ার ইচ্ছায়	১৪৩
হাসিল	কাস্টম ডিউটী, বন্দর শুল্ক	৫
হাসীলদপ্তর খানা	বোর্ড অফ কাস্টমস	৫
হিন্দু কলেজের শিষ্যেরদের	হিন্দুকলেজের ছাত্রদের	৯৯

নির্ঘণ্ট